মধ্য-লীলা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥ ১

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

এই ত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বন্দে ইতি। তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে অহং নমামি। কথম্ভূতং করুণার্ণবং দয়াসমুদ্রং, যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেন কলৌ কলিযুগে ইয়ং অতি গূঢ়াপি অত্যন্তগোপনীয়াপি ভক্তিঃ বৈধিরাগানুগা প্রকাশিতা প্রকটিতা। শ্লোকমালা। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১। অন্বয়। যেন (যাঁহাকর্ত্তৃক) অতি গূঢ়া (অত্যন্ত গোপনীয়—অতি নিগূঢ়) অপি (ও) ইয়ং (এই) ভক্তিঃ (ভক্তি) কলৌ (কলিকালে) প্রকাশিতা (প্রকাশিত হইয়াছে), তং (সেই) করুণার্ণবং (দয়ার সাগর) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (বন্দনা করি)।

অনুবাদ। অতি নিগূঢ় হইলেও এই ভক্তি (সাধনভক্তি) কলিকালে যিনি প্রকাশ করিয়াছেন, দয়ার সাগর সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১

ভক্তিতত্ত্ব অতি নিগূঢ়—অত্যন্ত গোপনীয়—বস্তু; সুতরাং ইহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করার বিষয় নহে; কিন্তু পরম-করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এমন নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বও সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—যেন তাঁহার উপদিষ্ট সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া কলিহত সকল জীবই শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইতে পারে।

এই পরিচ্ছেদে যে সাধনভক্তির বিষয় আলোচিত হইবে, তাহারই ইঙ্গিত এই শ্লোকে প্রদত্ত হইল। এই শ্লোকে বর্ণনীয় বিষয়-সম্বন্ধে ভঙ্গীক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনাও করা হইল।

২। এইত কহিল—পূর্ব্বে দুই পরিচ্ছেদে। **সম্বন্ধ-তত্ত্ব**—সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়; শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব, তাহা পূর্ব্বের দুই পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়, জ্ঞানযোগ-কর্ম্মাদি যে সমস্ত শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, সে সমস্ত শাস্ত্রে তো কৃষ্ণই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নহেন? ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি, কিম্বা ভোগাত্মক লোকাদিই ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বা সম্বন্ধ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এই যে—ব্রহ্ম-পরমাত্মাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই অংশকলা—তাঁহারই প্রকাশ-বিলাসাদি; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহেন। আবার ভোগাত্মক ধামাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির পরিণতিমাত্র; সুতরাং ইহারাও শ্রীকৃষ্ণ হইতে

এবে কহি শুন অভিধেয়ের লক্ষণ। | যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বতন্ত্র বস্তু নহে। অতএব, ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি, বা ভোগাত্মক ধামাদি যে সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি, শক্তি বা অংশ-কলাদিই তাহারা প্রতিপন্ন করিতেছে, সুতরাং পরম্পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণই তাহাদেরও প্রতিপাদ্য বিষয়; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কারণের কারণ; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোথাও অপর কিছু নাই।

আর একভাবেও সম্বন্ধ-শব্দের আলোচনা করা যায়। সম্যক্‌রূপে যে বন্ধ বা বন্ধন, তাহাকেই **সম্বন্ধ** বলে (সম্+বন্ধ+অল্)। সম্যক্‌রূপে বন্ধন বলিতে কি বুঝা যায়? কোনও সময়েই যে বন্ধনের মোচন নাই, তাহাই সম্যক্‌রূপে বন্ধন বা সম্বন্ধ; তাহা হইলে, যে বন্ধনটী অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই সম্যক্‌রূপে বন্ধন বা সম্বন্ধ। কিন্তু এই জাতীয় সম্বন্ধ কার সঙ্গে থাকিতে পারে? আমরা মনে করি—স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতির সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সম্যক্ বন্ধন (সম্বন্ধ) মোটেই নাই; কারণ, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব বেশী হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত; তার পরেই সব শেষ হইয়া যায়; সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বলিতে কিছু নাই, একটা সাময়িক বন্ধন মাত্র আছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ; কারণ, জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই আসিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তির অংশ, সুতরাং এই শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ, বা অংশাংশীর সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের আছে; ইহা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে; যদিও মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধের অনুভূতি নাই, তথাপি সম্বন্ধটুকু আছেই—অনুভূতির অভাবে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। দুর্দ্দৈববশতঃ যদি কেহ নিজের পিতাকে ভুলিয়া যায়, তথাপিও তাহাদের পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ লোপ পাইবে না। সুতরাং জীবের একমাত্র সম্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই; তাই শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

আর এক ভাবেও দেখা যায়; পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের হেতু এই যে, তাহারা আমাদের সুখদুঃখে সহায় হয়; এজন্য তাহাদিগকে আত্মীয় বা আপনার জন বলি। কিন্তু তাহারা কতদিন আমাদের সুখ-দুঃখের সহায় থাকে? খুব বেশী হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই আমাদের সুখ-দুঃখের সহায়, অনাদিকাল হইতেই আমাদের আত্মীয়। যখন অসহায় অবস্থায় আমরা মাতৃগর্ভে ছিলাম, তখন মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া কে আমাদের আহার যোগাইয়াছেন? কে-ই বা মাতৃবক্ষে আমাদের জন্মের পরের আহার যোগাইয়া রাখিয়াছেন? আমাদের জীবিতকালে তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা যে ভোগসুখে মত্ত হইয়া থাকি, সেই ভোগ্য বস্তু কে যোগান? মৃত্যুর পর অস্পৃশ্য অপবিত্র ও অমঙ্গলজনক বলিয়া স্ত্রী-পুত্রাদি যখন আমাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দূর করিয়া দেয়, শ্মশানে নিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, তখন কে আমাদিগকে তাঁহার কোমল অঙ্কে স্থান দেন? আমাদের কর্ম্মফলের অবসান করাইয়া একটা নিত্য শাশ্বত আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কে আমাদের জন্য যথাযথ বন্দোবস্ত করিয়া দেন? একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, অপর কেহ নহে। সুতরাং সম্বন্ধ যদি জীবের কাহারও সঙ্গে থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আত্মীয় যদি জীবের কেহ থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ—সুখদুঃখের সহায় যদি জীবের কেহ থাকে, তবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব; ২।২৫।৮৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। **এবে**—এই পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে অভিধেয়ের লক্ষণ বলিতেছেন। এই অভিধেয়-সাধনভক্তি দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায়; এবং কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া গেলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত। **অভিধেয়**—অভি—ধা+য। অভিধীয়তে অনেন ইতি অভিধেয়ম্; যদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া [জানা] যায়, তাহাই অভিধেয়। যদ্দ্বারা সমস্ত জানিবার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, অথবা যদ্দ্বারা এমন একটী বস্তু জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা জ্ঞাত হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকেনা, তাহাই মুখ্য অভিধেয়; এবং যাহা জ্ঞাত হইলে আর

'কৃষ্ণভক্তি' অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। | অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥ ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সমস্ত আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাত হইলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। তাহা হইলে—যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই হইল মুখ্য অভিধেয়। অথবা, অভিধেয়-শব্দের অন্যরূপেও অর্থ করা যায়। অভি—শব্দের অর্থ আভিমুখ্য; ধা-ধাতু ধারণে, বা দানে। তাহা হইলে অভিধেয়-শব্দের অর্থ হইল এই—জীব যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্যে ধৃত হয়, অথবা যদ্দ্বারা জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্য প্রদত্ত হয়। মায়াবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া আছে; যদ্দ্বারা জীবের এই শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ঘুচিয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের আভিমুখ্য জীবের পক্ষে সংঘটিত হয়, তাহাই অভিধেয়। সুতরাং তাহাই জীবের পক্ষে কর্ত্তব্য। এখন, এই অভিধেয়টী কি—অর্থাৎ যে উপায়ে জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে এবং উন্মুখতা লাভ হইতে পারে, সে উপায়টী কি, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন। ২।২০।১১০ পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় "অভিধেয়তত্ত্ব" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪। **কৃষ্ণভক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণের ভজন। **কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-বস্তুটিই হইল অভিধেয় বা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি দ্বারাই মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর হইতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখতা জন্মিতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে। **সর্ব্বশাস্ত্র**—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র। এই উক্তির প্রমাণরূপ নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই পয়ার হইতে ইহাই পাওয়া গেল যে, জীবের বহির্ম্মুখতা ঘুচাইবার জন্য ভক্তিই অভিধেয় বা কর্ত্তব্য; এবং এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই করিতে হইবে। জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সনাতন-শিক্ষায় মোটামুটি চারিটি প্রশ্ন উত্থিত হয়ঃ—প্রথমতঃ, ভক্তি করিতে হইবে কাহাকে? দ্বিতীয়তঃ, ভক্তি কাহাকে বলে? তৃতীয়তঃ, ভক্তি করিবে কে? এবং চতুর্থতঃ, কর্ম্মযোগজ্ঞানাদি না করিয়া ভক্তিই করিতে হইবে কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চারিটি প্রশ্নের উত্তরই দিয়াছেন; উত্তরগুলির সারমর্ম্ম এইরূপঃ—

প্রথমতঃ—ভক্তি করিতে হইবে কাহাকে? আমরা জানি, কোন একটী গাছের গোড়ায় জল এবং সার দিলেই মূলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ঐ জল ও সার গাছের প্রত্যেক শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফুলের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; স্বতন্ত্রভাবে কোন শাখা-প্রশাখাদিতে আর জল বা সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেইরূপ, যদি এমন কোনও বস্তু পাওয়া যায়, যাহাকে ভক্তি করিলে সকলকেই ভক্তি করা হইয়া যায়, যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি পাওয়ার বাকী আর কেহই থাকেনা,—তবে সেই বস্তুকে ভক্তি করাই সঙ্গত হইবে। শাস্ত্র বলেন, এরূপ একটী বস্তু আছে—তাহা শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোথাও অন্য কিছু নাই; প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত জগতে যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের পরিণতি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়তত্ত্ব—যেখানে যত কিছু আছে, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে; আবার সমস্তের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলেই সকলের প্রতি ভক্তি করা হইয়া যায়; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেই সকলে প্রীত হয়েন; সুতরাং ভক্তি করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকে। "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ শ্রী, ভা, ৪।৩১।১৪ ॥"

দ্বিতীয়তঃ,—ভক্তি কাহাকে বলে? ভজ্ ধাতু হইতে ভক্তিশব্দ নিষ্পন্ন। ভজ্ ধাতুর অর্থ—সেবা। সুতরাং ভক্তি অর্থ সেবা। আবার যাহাকে সেবা করা হয়, তাহার প্রীতির জন্যই সেবা—নিজের প্রীতির জন্য নহে। সুতরাং ভক্তি হইল—নিজের প্রীতির বা সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া সেব্যের প্রীতিবিধান। কৃষ্ণভক্তি হইল—ইহকালের কি পর-কালের সর্ব্ববিধ স্ব-সুখ-বাসনা ত্যাগ পূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রভাবে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আপনা-আপনি কোনও সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সুখটীর জন্যও বাসনা থাকিবে না—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

থাকিলে আর ঐ সেবাটী ভক্তিপদবাচ্য হইবে না। কি ভাবে সেবা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাহাই সর্ব্বদা দেখিতে হইবে এবং সেই ভাবেই সর্ব্বদা সেবা করিতে হইবে—কি ভাবে সেবা করিলে আমি নিজে সুখী হই, সেই দিকে যেন মন না যায়। এই ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণসেবা, তাহাই ভক্তি। ২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়তঃ—ভক্তি করিবে কে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—ভক্তি করিতে হইবে কৃষ্ণকে। আবার শ্রুতি বলেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্বতঃ কোনও পদার্থ নাই। আবার শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুও কোথাও নাই। তাহাই যদি হইল, তবে কৃষ্ণকে ভক্তি করিবে কে? শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলে সেই ভিন্ন বস্তুই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিতে পারে; আর যদি তাহা না থাকে, তবে কে কাকে ভক্তি করিবে? ভক্তি বলিলেই সেবা বুঝায়; যেখানে সেবা, সেখানেই সেব্য ও সেবক—এই দুই বস্তু তো থাকিবে? ইহার উত্তর এই—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, তিনি লীলাময়। লীলারস আস্বাদনের জন্য অনাদিকাল হইতেই নানা স্থানে নানা রূপে তিনি বিরাজিত আছেন এবং লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত অনাদিকাল হইতেই তিনি বা তাঁহার শক্তি বিভিন্ন ভগবদ্ধামরূপে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-রূপে, লীলাপরিকরাদিরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত এবং লীলাবশতঃ প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডরূপেও স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া তিনিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইভাবেই প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত জগৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই—শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার শক্তির বিভূতি—স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন; কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, লীলায় তিনি যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, বা যে যে রূপে পরিণত হইয়াছেন, অনাদিকাল হইতেই সেই সেই রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লীলাতে আছে। সেই সেই রূপের অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিলেও—তাঁহাদের একটা আপেক্ষিক পৃথক্ অস্তিত্বও আছে এবং ইহা নিত্য। এইভাবে স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গে তাঁহাদের ভেদ আছে। ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, পরিণত হইয়াছেন, সেই সেই রূপের সঙ্গে স্বরূপতঃ তাঁহার অভেদ থাকিলেও, লীলায় ভেদ আছে; এই ভেদও নিত্য, এই অভেদও নিত্য। এখন, ভক্তি বা সেবাটী লীলার জিনিস; লীলারস আস্বাদনের জন্যই রসিক-শেখর (রসো বৈ সঃ) শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটন (কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্) এবং লীলারস আস্বাদনের জন্যই তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির প্রয়োজন। সুতরাং লীলানুরোধে তিনি যে যে রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, বা পরিণত হইয়াছেন,—সেই সেই রূপই তাঁহাকে সেবা করিবে। এই সমস্ত বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিভিন্নাংশ-জীব ব্যতীত আর সকলেই—শ্রীনন্দযশোদা, বলরামাদি, রাধাচন্দ্রাবলী-আদি সমস্ত পরিকরাদি, নারায়ণাদি, অবতারাদি, অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি-যোগমায়া-আদি এবং বহিরঙ্গাশক্তি-গুণমায়া-আদি সকলেই—কেহ বা সাক্ষাদ্ভাবে কেহবা পরোক্ষভাবে যথাযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহাকে লীলারস আস্বাদন করাইতেছেন। আর, বিভিন্নাংশ-জীব আবার দুই রকম—এক নিত্যমুক্ত, আর নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-পার্ষদরূপে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা করিয়া আসিতেছেন। আর, যে সব জীব নিত্যবদ্ধ, তাহারা নিজের স্বরূপ ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হইয়া বহির্ম্মুখ হইয়াছে এবং তজ্জন্য নানাবিধ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সুতরাং সংসার-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ হওয়ার জন্য এবং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়ার জন্য—মায়াবদ্ধ জীবই অভিধেয়-সাধন-ভক্তি আচরণ করিবে। ইহাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

তারপর চতুর্থ প্রশ্ন, জ্ঞান ও যোগাদির অনুষ্ঠান না করিয়া একমাত্র ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে কেন? উত্তর এই—অভিধেয়ের লক্ষ্যই হইল, বহির্ম্মুখ জীবকে শ্রীকৃষ্ণে আভিমুখ্য দেওয়া। মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়াই জীব বহির্ম্মুখ হইয়া আছে; সুতরাং বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখ্যতা লাভ করিতে হইলে, মায়াবন্ধন ছিন্ন

তথাহি মুনিবাক্যম্—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মাতুঃ শ্রুতেঃ। সহজনিবহাঃ ভ্রাতৃসমূহাঃ। তদনুগাঃ তস্যাঃ শ্রুতেরনুগাঃ। হে মুরহর ভবানেব শরণং রক্ষিতা অত এতৎ সত্যং জ্ঞাতং অত ইতি প্রথমায়াস্তসি। চক্রবর্ত্তী। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিতে হইবে। কিন্তু মায়া ভগবৎ-শক্তি; জীবের এমন কোনও ক্ষমতা নাই, যদ্দারা ভগবৎ-শক্তি মায়াকে পরাজিত করিতে পারে; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়—শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শক্তি মায়াকে অপসারিত করিয়া লইবেন, তখনই জীব মায়ামুক্ত হইতে পারিবে। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার, তাঁহার কৃপা লাভ করার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র হেতুই ভক্তি (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রীভা, ১১।১৪।২১॥); জ্ঞান, যোগ, বা কর্ম্ম নহে (ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা শ্রীভা, ১১।১৪।২০॥)। এজন্যই জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; কৃষ্ণসেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য; ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়; কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদির দ্বারা কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। এইজন্য একমাত্র ভক্তিই করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান-আদি স্ব-স্ব অধিকারের ফল—ভুক্তি-মুক্তি আদিও দিতে পারেনা, মায়াবন্ধন হইতেও মুক্ত করিতে পারেনা; (ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান।২।২২।১৪।); কিন্তু ভক্তি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদির কোনও অপেক্ষা রাখেনা। ভক্তি নিজেই পরম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণসেবা দান করিতে সমর্থ এবং আনুষঙ্গিক ভাবে কর্ম্মযোগাদির ফল এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি দান করিতেও সমর্থ। চতুর্থতঃ—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-আদি দেশ-কাল-পাত্র ও দশার অপেক্ষা রাখে; কিন্তু ভক্তি দেশ-কাল-পাত্রাদির কোনও অপেক্ষা রাখেনা; "সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার॥ ২।২৫।৯৯॥"

শো। ২। অন্বয়। মাতা (মাতৃস্বরূপা) শ্রুতিঃ (শ্রুতি—উপনিষৎ) পৃষ্টা (জিজ্ঞাসিতা হইলে) ভবদারাধনবিধিং (তোমার—ভগবানের—আরাধনাবিধি) দিশতি (উপদেশ করেন); মাতুঃ (মাতার) যথা (যেরূপ) বাণী (কথা), ভগিনী (ভগিনীস্বরূপা) স্মৃতিঃ (স্মৃতি—স্মৃতিশাস্ত্র) অপি (ও) তথা (সেইরূপই) বক্তি (বলেন); পুরাণাদ্যাঃ (পুরাণশাস্ত্রাদিরূপ) যে (যে সকল) সহজনিবহাঃ (সহোদরগণ—ভাইসকল) তে (তাহারাও) তদনুগাঃ (মাতা প্রভৃতির অনুগামী)। মুরহর! (হে মুরারি শ্রীকৃষ্ণ)! অতঃ (অতএব) ভবান্ এব (তুমিই) শরণং (শরণ—আশ্রয়) [এতৎ] (ইহা) সত্যং (সত্য) জ্ঞাতং (জানা গেল)।

অনুবাদ। মাতৃ (স্বরূপা)-শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি (হে ভগবন্) তোমার আরাধনা-বিধি (ভক্তি) উপদেশ করেন। ঐ মাতা যাহা বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলেন। পুরাণাদি যে সহোদরগণ, তাঁহারাও মাতা ও ভগিনীর অনুগত (অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ—সকলেই কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করেন)। অতএব হে মুরহর! তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, ইহা সত্য বুঝিলাম। ২

শ্রুতির্মাতা—শ্রুতি (বেদ এবং উপনিষৎ)-রূপ মাতা। বেদ এবং উপনিষদ্ই সমস্ত শাস্ত্রের মূল বলিয়া শ্রুতিকে মাতা বলা হইয়াছে। **স্মৃতি**—বেদোপনিষদের অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রই এস্থলে অভিপ্রেত; যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি। "অপি চ স্মর্য্যতে।"—২।৩।৪৫ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যাদি গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতাও যে স্মৃতিশাস্ত্র, তাহাই জানাইয়াছেন। শ্রুতিই বেদানুগত স্মৃতির ভিত্তি বলিয়া স্মৃতিকে শ্রুতির সন্তান বলা যায় এবং স্মৃতি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তাহাকে শ্রুতির কন্যা—সুতরাং যিনি শ্রুতিকে মাতা বলিতেছেন, তাঁহার ভগিনী

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥ ৫
স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥ ৬
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলা হইয়াছে। **পুরাণাদ্যাঃ**—পুরাণাদি; আদি-শব্দে নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রকে বুঝাইতেছে। পূরয়তি ইতি পুরাণম্। যাহা বেদার্থ পূরণ করে, তাহাকে পুরাণ বলে। বেদে অনেক বিষয় ইঙ্গিতে বা সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; পুরাণে সে সমস্ত বিষয়ের বিশদ্ বর্ণনা আছে; বেদ দেখিয়া সহজে যাহা বুঝা যায় না, পুরাণ হইতে তাহা অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়; তাই পুরাণ হইল বেদের অর্থের বা তাৎপর্য্যের পরিপূরক; সুতরাং পুরাণ হইল বেদেরই অনুগত, বেদের সন্তান, পুত্রস্থানীয়। আর নারদ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রও বেদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া শ্রুতির বা বেদেরই অনুগত, সুতরাং শ্রুতির পুত্রস্থানীয়। এজন্য যিনি শ্রুতিকে মাতা বলিতেছেন, পুরাণাদি শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র হইল তাঁহার **সহজনিবহাঃ**—সহজাত (সহোদর)-স্থানীয়। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সমস্ত বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রই শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ দিয়া থাকেন। ২।২০।১৬-১৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫। কৃষ্ণভক্তির অভিধেয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে—অন্য ভগবৎ-স্বরূপের ভজনের কথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই অভিধেয়রূপে বলা হইল কেন, তাহাই বলিতেছেন, এই পয়ারে। শ্রীকৃষ্ণই সমস্তের—অন্যান্য ভগবৎস্বরূপাদিরও—মূল বলিয়া, বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচনদ্বারা তাহার শাখাপত্রাদিরও যেমন তৃপ্তি হইতে পারে, তদ্রূপ মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে অন্য ভগবৎ-স্বরূপাদিরও তৃপ্তি হইতে পারে বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভজনে সকলেরই ভজন হইয়া যায় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের ভজনের কথাই বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—২।২০।১৩১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ-শক্তিরূপে—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপ-রূপে এবং বিভিন্নশক্তির বিকাশরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার বিভিন্নস্বরূপ এই:—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম-নারায়ণাদি বিলাস-রূপ, দ্বারকানাথ-আদি প্রকাশরূপ, চতুর্ব্যূহ, তিন পুরুষ ও অবতারাদি। তাঁহার বিভিন্ন শক্তির বিকাশরূপ এই:—শ্রীরাধিকা-ললিতাদি (হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ), নন্দ-যশোদাদি ও ভগবদ্ধামাদি (সন্ধিনীশক্তির বিকাশ), নিত্যমুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীব (জীবশক্তির বিকাশ), যোগমায়া (অন্তরঙ্গাচিচ্ছক্তি), মায়া বা প্রকৃতি, প্রাকৃতব্রহ্মাণ্ড (বহিরঙ্গা-মায়াশক্তির বিকাশ) ইত্যাদি।

৬। তিনি স্বাংশরূপে ও বিভিন্নাংশরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠে ও অনন্ত কোটি প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন। এই স্থলে বৈকুণ্ঠ-শব্দে ভগবানের বিভিন্ন-স্বরূপের ধামকে বুঝাইতেছে। তাঁহার স্বাংশগণ বৈকুণ্ঠাদিতে অবস্থান করেন; আর বিভিন্নাংশ জীবের মধ্যে যাঁহারা নিত্যমুক্ত, তাঁহারা পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠে এবং যাঁহারা মায়াবদ্ধ, তাঁহারা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে বাস করেন।

৭। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ কাহাকে বলে, তাহাই বলিতেছেন। **স্বাংশ**—"তাদৃশো ন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্কর্ষণাদির্মৎস্যাদির্যথা তত্তৎ-স্বধামসু॥—যিনি বিলাস সদৃশ অর্থাৎ স্বয়ংরূপে অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্পপরিমিত শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে। যেমন স্ব-স্বধামে সঙ্কর্ষণাদি এবং মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। ল ভা, কৃ, ১৭।" **চতুর্ব্যূহ অবতারগণ**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চারি ব্যূহ এবং মৎস্যাদি অবতারগণ। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ। **বিভিন্নাংশ**—ভিন্ন অর্থ ভেদপ্রাপ্ত; বিভিন্ন অর্থ বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত; বিভিন্নাংশ হইল বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত অংশ; অংশরূপে ভিন্ন (বা পৃথক্) হইয়াও যে ভিন্নত্বের একটা

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার—। | এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিশিষ্টতা আছে, যাহা অন্য অংশের (বা স্বাংশের) নাই, তাহাই বিভিন্নাংশ। জীবকে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ—এই বিভিন্নাংশ-জীব হইল শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি বা জীবশক্তি (২৷২০৷১০১ পয়ার এবং ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)।

চতুর্ব্ব্যূহ ও অবতারগণ স্বাংশ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; আবার জীবও (তাঁহার জীবশক্তির অংশ বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণের অংশ ; কিন্তু এই দুই অংশ ঠিক একরূপ নহে। চতুর্ব্ব্যূহাদি স্বাংশ হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের অংশ—সুতরাং শক্তিবিকাশের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বাংশের পার্থক্য থাকিলেও স্বরূপের দিক্ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য নাই—স্বরূপে সকলেই পূর্ণ, সকলেই সচ্চিদানন্দ। জীব কিন্তু চতুর্ব্ব্যূহাদি-জাতীয় অংশ নহে, স্বরূপে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সমতা নাই। স্বাংশ হইল স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ ; সুতরাং চতুর্ব্ব্যূহাদি স্বাংশের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি আছে ; কিন্তু জীব স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ নহে—জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ মাত্র ; "জীবশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তব জীবোহংশো নতু শুদ্ধস্য। পরমাত্মসন্দর্ভ ॥ ৩৯॥" সুতরাং স্বাংশের ন্যায়—জীবে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নাই। জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ; তাই জীব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির আশ্রয়েও যাইতে পারে, অথবা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আশ্রয়েও যাইতে পারে। স্বাংশ-চতুর্ব্ব্যূহাদিকে কিন্তু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি স্পর্শ করিতেও পারেনা ; যে সমস্ত মুক্তজীব স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির নিয়ন্তা নহেন—বরং স্বরূপশক্তিকর্তৃক তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত ; কিন্তু স্বাংশ-চতুর্ব্ব্যূহাদি স্বরূপশক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহেন—স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির নিয়ন্তা—তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপশক্তির যতটুকু বিকাশ আছে, ততটুকুর নিয়ন্তা। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশরূপ অংশে এবং জীবরূপ অংশে অনেক প্রভেদ বা বিভেদ (বিশেষরূপে ভেদ) আছে এবং স্বাংশরূপ অংশ হইতে জীবরূপ অংশের এই সমস্ত বিভেদ আছে বলিয়াই জীবরূপ অংশকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ (বিভেদযুক্ত অংশ বা বিশেষরূপে ভেদপ্রাপ্ত অংশ) বলা হইয়াছে। **শক্তিতে গণন**—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া পরিগণিত। জীব যে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, তাহার আলোচনা ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

৮। জীব দুই শ্রেণীর—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ।

নিত্যমুক্ত—অনাদিকাল হইতে নিত্য (নিরবচ্ছিন্ন ভাবে, মায়াবন্ধন হইতে) মুক্ত। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে উন্মুখ এবং স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত, সুতরাং মায়া যাঁহাদিগকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাঁহারাই নিত্য মুক্ত। আর, যাঁহারা অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্মুখ, সুতরাং অনাদিকাল হইতেই স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত, যাঁহারা অনাদি-কাল হইতেই মায়ার কবলে পতিত হইয়া নিত্য (নিরবচ্ছিন্ন ভাবে) সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের **নিত্য সংসার**—নিরবচ্ছিন্ন সংসার। সংসার—জন্ম-মৃত্যু, আধি-ব্যাধি-আদি সংসার-যন্ত্রণা। নিত্য-শব্দে সাধারণতঃ "অনাদি-কাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত" বুঝায়। কিন্তু "নিত্য সংসার"-শব্দের অন্তর্গত "নিত্য"-শব্দে তাহা বুঝাইতেছে না ; তাহাই যদি বুঝাইত, তাহা হইলে মায়াবদ্ধ জীব অনন্ত-কাল পর্য্যন্তই মায়াবদ্ধ থাকিবে, কখনও তাহার মায়ামুক্তির সম্ভাবনা থাকিবে না—ইহাই সূচিত হইত ; কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবও ভগবৎ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইতে পারে—একথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন ; "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" মায়া জীবের স্বরূপে নাই ; ইহা আগন্তুক ; তাই মায়ামুক্তি সম্ভব। আগন্তুক কর্দ্দম দেহ হইতে দূর করা যায় ; কিন্তু জন্মগত তিলকে (দেহের মধ্যে ক্ষুদ্র কালো চিহ্ন বিশেষকে) দূর করা যায় না। ভূমিকায় "জীবতত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এস্থলে **নিত্য**-শব্দের অর্থ—অনাদিকাল হইতে মায়ামুক্তি পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে।

নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ' নাম—ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥ ৯
'নিত্যবন্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ ॥ ১০
সেই-দোষে মায়াপিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে জারি তারে মারে ॥ ১১
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥ ১২
তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণনিকট যায় ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯। নিত্যমুক্ত জীব কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। **নিত্য**—অনাদিকাল হইতে। **কৃষ্ণপারিষদ**—শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ। **ভুঞ্জে**—ভোগ করে। **সেবাসুখ**—শ্রীকৃষ্ণের সেবাজনিত আনন্দ।

যাঁহারা অনাদিকাল হইতে স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে (কিম্বা স্বস্ব-ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কোনও স্বরূপের নিকটে) থাকিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহারা কখনও মায়ার কবলে পতিত হয়েন নাই, হইবেনও না।

১০। নিত্যবদ্ধ জীব কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন। **নিত্য**—অনাদিকাল হইতে। **বহির্ম্মুখ**—শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। **নিত্যসংসারী**—অনাদিকাল হইতে সংসারে আবদ্ধ। **ভুঞ্জে**—ভোগ করে। **নরকাদি দুখ**—নরক-যন্ত্রণাদি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। **সেই দোষে**—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার দোষে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অপরাধী হইয়াছে, এই অপরাধের দরুণ মায়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করাইয়া শাস্তি দিতেছেন। **মায়াপিশাচী**—মায়াকে পিশাচী বলার তাৎপর্য্য এই যে, কোনও জীব পিশাচী-গ্রস্ত হইলে পিশাচাবেশে নানাবিধ কদর্য্য ভক্ষণ করিয়াও এবং কদর্য্য আচরণ করিয়াও যেমন বেশ সুখ পাইতেছে বলিয়া মনে করে, মায়াদ্বারা কবলিত জীবও সংসারাসক্তির ফলে দেহদৈহিক বস্তুতে আবেশবশতঃ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তুর আস্বাদনেই অপার আনন্দ পাইতেছে বলিয়া মনে করে। পিশাচাবিষ্ট জীব যেমন কিছুতেই কদর্য্য-ভক্ষণাদি ত্যাগ করিতে চায়না, সংসারাসক্ত জীবও তেমনি প্রাকৃতভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিতে চায়না, সংসারাবেশও ত্যাগ করিতে চায়না। মায়ামুগ্ধ জীবের আচরণের সঙ্গে পিশাচগ্রস্ত জীবের আচরণের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মায়াকে পিশাচী বলা হইয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের শক্তি মায়া বাস্তবিক পিশাচী-স্থানীয়া নহেন (২।২০।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বহির্ম্মুখ জীবের কল্যাণের নিমিত্তই মায়া তাহাকে **দণ্ড করে**—শাস্তি দেন। কি শাস্তি দেন, তাহা বলিতেছেন। **আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে**—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ-জ্বালায়। (২।২০।৯৬ এবং ২।২০।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **জারি**—দগ্ধ করিয়া। **তারে মারে**—তাহাকে দুঃখ দেয়।

১২। **কামক্রোধের দাস**—মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়ের বা প্রবৃত্তির দাস হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অনুসন্ধানে এবং ভোগেই জীবন অতিবাহিত করে। **তার লাথি খায়**—কামক্রোধের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বা প্রবৃত্তির লাথি খায়; প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করে। প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করে এবং তাহার ফলে নানাবিধ দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করে। প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া কেহ কখনও সুখ-শান্তি লাভ করিতে পারেনা, বরং দুর্দ্দশাই প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইতেছে। এই প্রবৃত্তি-রূপ মনিব অত্যন্ত নির্দ্দয়; তাহার সেবার পুরস্কাররূপে সে কেবল দুঃখ-দুর্দ্দশাই দিয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ। **ভ্রমিতে ভ্রমিতে**—নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও এক জন্মে। **সাধুবৈদ্য**—সাধু (মহৎ)-রূপ বৈদ্য (চিকিৎসক বা ওঝা)।

১৩। ওঝা ব্যতীত অপর কেহ যেমন পিশাচগ্রস্ত জীবের পিশাচকে তাড়াইতে পারেনা, সাধু বা মহৎ-লোক ব্যতীতও অপর কেহ মায়াবদ্ধ জীবের সংসারাবেশ ঘুচাইতে পারেনা। কোনও জন্মে যদি কোনও ভাগ্যবলে কাহারও

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।২।৬)
কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কামাদীনামিতি। হে যদুপতে অথ অনন্তরং এতান্ কামাদীন্ দেহবিকারান্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা সাম্প্রতং ইদানীং লব্ধবুদ্ধিঃ প্রাপ্তবুদ্ধিঃ সন্ অভয়ং ভয়রহিতং শরণং ত্বাং আয়াতঃ প্রাপ্তঃ। হে যদুপতে মাং আত্মদাস্যে নিজসেবনে নিযুঙ্‌ক্ষ্ব নিযুক্তং কুরু। যেষাং কামাদীনাং কতি কতিধা দুর্নিদেশাঃ দুষ্টাজ্ঞাঃ অস্মাভিঃ ন পালিতা অপিতু পালিতাঃ। তথাপি তেষাং কামাদীনাং ময়ি বিষয়ে করুণা ত্রপা উপশান্তিঃ ন জাতা। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধুসঙ্গ হয়, তবে সেই সাধুর উপদেশে তাহার দিব্যজ্ঞান হয়, সংসার-আবেশ ছুটিয়া যায়, সাধুর কৃপায় সেই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা পাইতে পারে। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ ॥ ২।২২।৪৮ ॥" "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয় ॥ ২।২২।৩২"

উপদেশ-মন্ত্রে—উপদেশরূপ মন্ত্রে। ওঝা যেমন ভূতাবিষ্ট লোকের ভূত তাড়াইবার জন্য মন্ত্র পড়ে, সাধু ব্যক্তিও সংসারাসক্ত জীবের আসক্তি দূর করিবার জন্য তাহাকে তত্ত্বোপদেশ দান করেন। গ্রন্থ দেখিয়া তত্ত্বোপদেশ অপর ব্যক্তিও দিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই, মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত কোন তত্ত্বোপদেশই মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে কোনও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না।

পিশাচী পালায়—মহাপুরুষের কৃপায় তত্ত্বোপদেশের ফলে সংসারাসক্তি—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি দূর হয়। **কৃষ্ণভক্তি পায়**—কৃষ্ণভক্তি লাভ করে। মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া (মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে; গী, ৭।১৪ ॥); শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে সাধন-ভক্তির প্রয়োজন। তাই ভক্তিই হইল, মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়ার উপায়—সুতরাং ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য বা অভিধেয়।

৫-১৩ পয়ারের একটী তাৎপর্য্য এই যে—অপ্রাকৃত ধামাদির ভগবৎ-স্বরূপগণ, নিত্যমুক্ত জীবগণ এবং নিত্যবদ্ধ জীবগণ—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সেব্যসেবক-সম্বন্ধ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অংশী, তাঁহারা অংশ। ইঁহাদের মধ্যে আবার নিত্যবদ্ধ জীব ব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন; কেবল নিত্যবদ্ধ জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতেছেন, ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নিমিত্ত চেষ্টা করা তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য এবং ১৩-পয়ারে বলা হইল—তজ্জন্য সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এইরূপে, সাধনভক্তিই যে জীবের অভিধেয়, তাহা বলা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারে সনাতন-গোস্বামীর জিজ্ঞাসিত "কৈছে হিত হয়"-প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল।

শ্লো। ৩। অন্বয়। কামাদীনাং (কামাদির—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদির) কতি (কত কত প্রকার—বহুপ্রকার) দুর্নিদেশাঃ (দুর্নিদেশ—দুষ্ট আদেশ) কতিধা ন পালিতাঃ (কতপ্রকারেই না পালন করিয়াছি); ময়ি (আমার প্রতি) তেষাং (তাহাদের) ন করুণা (দয়া হইল না), ন ত্রপা (তাহাদের তাতে লজ্জাও হইল না) উপশান্তিঃ (উপশান্তি—তাহাদের দাসত্ব হইতে আমার নিষ্কৃতিও) ন জাতা (হইল না) অথ (অনন্তর) যদুপতে (হে যদুপতে) সাম্প্রতং (সম্প্রতি—এক্ষণে) [অহং] (আমি) লব্ধবুদ্ধিঃ (জ্ঞান লাভ করিয়াছি)—এতান্ (এসমস্তকে—কামক্রোধাদির দুর্নিদেশ সমূহকে) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) অভয়ং (অভয়) শরণং (আশ্রয়—

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আশ্রয়স্বরূপ) ত্বাং (তোমাকে) আয়াতঃ (প্রাপ্ত হইয়াছি), মাং (আমাকে) আত্মদাস্তে (তোমার স্বীয় দাসত্বে) নিযুঙ্ক্ষ (নিযুক্ত কর)।

অনুবাদ। আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না। অথবা, আমার প্রতি দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা লজ্জিতও হইল না, তাহাদের দাসত্ব হইতে আমাকে নিষ্কৃতিও দিলনা। হে যদুপতে, তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজ দাস্তে নিযুক্ত কর। ৩

কামাদীনাং—কামাদির। **কাম**—আত্মেপ্রিয়-প্রীতির বাসনা; নিজের দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির সুখের বাসনাকে কাম বলে। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম॥ ১।৪।১৪১॥ কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল॥ ১।৪।১৪২॥" দেহাবেশ বা দেহেতে আত্মবুদ্ধি বশতঃই স্বসুখ-বাসনা জাগে। এস্থলে **আদি**—শব্দে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদিকেই বুঝাইতেছে। স্বসুখ-বাসনা-পূরণের চেষ্টাতে যদি কেহ বাধা জন্মায়, তাহা হইলে ক্রোধের উদয় হয়। যে বস্তুটী নিজের সুখের বাসনা পরিপুরণের সহায়ক, তাহা পাওয়ার জন্য যে বলবতী লালসা, তাহাই লোভ, ইহার উদ্ভবও কাম বা দেহাবেশ হইতে। সেই বস্তুটী লাভ করার জন্য হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হওয়াই মোহ। মোহ বশতঃই মদ বা মত্ততা জন্মে। অপরের কোনও বিষয়ে উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারাই মাৎসর্য্য; এই উৎকর্ষটী আমার না হইয়া অপরের কেন হইল, আমার এই উৎকর্ষ থাকিলে আমি যথেষ্ট সুখ ভোগ করিতে পারিতাম, লোক-সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতাম—এইরূপ মনোভাব হইতেই মাৎসর্য্য জন্মে। এইরূপে দেখা যায়—ক্রোধ-লোভাদি সমস্তের হেতুই হইতেছে কাম এবং এই কাম হইতেছে আবার দেহাবেশের ফল; সুতরাং কামাদি সমস্তই হইতেছে দেহাবেশের ফল। এই কামাদির **কতি**—কত রকমের **দুর্নিদেশাঃ**—দুষ্ট আদেশ। কামাদির প্ররোচনাই হইতেছে তাহাদের নির্দেশ বা আদেশ; এই আদেশকে দুষ্ট আদেশ বলার হেতু এই যে, এই আদেশ পালনের ফলে জীবের মায়া-বন্ধন ঘুচে না, বরং আরও দৃঢ়তর হয়; জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনার পরিপুরণ তো হয়ই না, বরং পরিপুরণের সম্ভাবনা হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইতে হয়; জীবের বহির্ম্মুখতা ঘুচেনা, বরং তাহা আরও গাঢ়ত্ব লাভ করে। কামাদির এই জাতীয় কত রকমের দুষ্ট আদেশ **কতিধা ন পালিতাঃ**—কত রকমেই না পালন করা হইয়াছে। তথাপি **কিন্তু ময়ি**—আমার প্রতি সেই কামাদির **ন করুণা**—দয়া হইল না; আমার সম্বন্ধে তাহাদের **ন ত্রপা**—লজ্জাও জন্মিল না। অনাদিকাল হইতে সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে কতই না কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে; ইহা দেখিয়া আমার প্রতি তাহাদের একটু দয়া হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সেই দয়া তাহাদের হইল না; এমনই নির্দ্দয় তাহারা। আবার অনাদিকাল হইতে আমাদ্বারা তাহারা তাহাদের কতই না দুর্নির্দ্দেশ পালন করাইয়া নিতেছে, আমি অক্লান্তভাবে তাহাদের সমস্ত দুর্নির্দ্দেশ পালন করিয়া যাইতেছি; ইহা দেখিয়া আমার প্রতি আবার সেইরূপ দুর্নির্দ্দেশ দিতে তাদের একটু লজ্জা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহাও তাহাদের হইল না; এমনই নির্লজ্জ তাহারা। যদি তাহাদের করুণা বা লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আমাকে আর কোনও দুর্নির্দ্দেশ করিত না, আমিও তাহাদের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতাম। কিন্তু তাহা না হওয়াতে আমারও **ন উপশান্তিঃ**—তাহাদের দাসত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইল না। আমি এপর্য্যন্ত অজ্ঞ ছিলাম; অনাদিকাল হইতেই দাসত্ব করিয়া আসিতেছি; এই দাসত্বে কখনও আমার অবহেলা আসে নাই; তাতে মনে হয়, দাসত্ব করাই যেন আমার স্বভাব—স্বরূপগত ধর্ম্ম। কিন্তু আমি দাসত্ব করিতেছিলাম কতকগুলি অকরুণ এবং নির্লজ্জ প্রভুর; এইরূপ অকরুণ এবং নির্লজ্জ প্রভুর দাসত্ব করা যে সঙ্গত নয়, এইরূপ বুদ্ধি এতদিন আমার ছিল না। **সাম্প্রতং**—সম্প্রতি, এক্ষণে আমি কোনও এক পরম সৌভাগ্য বশতঃ, মহৎ-

কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান। | ভক্তিমুখনিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান॥ ১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কৃপাজাত সৌভাগ্যবশতঃ **লব্ধবুদ্ধিঃ**—জ্ঞান লাভ করিয়াছি। দাসত্ব যদি করিতে হয়, তবে এরূপ নির্দ্দয় এবং নির্লজ্জ কামাদি প্রভুর দাসত্ব না করিয়া, হে যদুপতে, তোমার দাসত্বই করা উচিত; যেহেতু, তুমি পরম-করুণ, কামাদির ন্যায় অকরুণ নও; কামাদির দাসত্বে জন্ম-জরা-মৃত্যু আদির কত ভয় আছে; কিন্তু তোমার দাসত্বে কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই; যেহেতু, তোমার স্মৃতিতেই স্বয়ং ভয়ও ভয়ে দূরে পলায়ন করে। কোনও এক সৌভাগ্যবশতঃ সম্প্রতি আমার এইরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছে; তাই আমি **এতান্**—এসমস্ত নির্দ্দয়, নির্লজ্জ ভীতিময় কামাদিকে, কামাদির সেবাকে **উৎসৃজ্য**—পরিত্যাগ করিয়া **অভয়ং শরণং**—অভয় আশ্রয়স্বরূপ **ত্বাং**—তোমাকে, হে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে **আয়াতঃ**—প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার **আত্মদাস্যে**—নিজের দাসত্বে **নিযুঙ্‌ক্ষ**—নিযুক্ত কর।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—ইন্দ্রিয়ের সেবাদ্বারা কখনও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা দূরীভূত হয় না, প্রশমিতও হয় না; বরং আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে আগুনের শিখা যেমন আরও বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের সেবাদ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। সাধুর উপদেশে, মহতের কৃপায় যদি শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা জাগে, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়-সেবার বাসনা—দেহাবেশ—দূরীভূত হইতে পারে।

১২-১৩ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

১৪। সাধারণতঃ দেখা যায়, চারি রকমের সাধন আছে—কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ; এই চারি রকমের সাধনের মধ্যে ভক্তিমার্গের সাধনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনই যে অভিধেয়-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বলিতেছেন।

কৃষ্ণভক্তি—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সাধন-ভক্তি

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি ত্যাগ করিয়া ভক্তিই করিতে হইবে কেন, তাহা বলিতেছেন। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখতা জন্মাইবার যতরকম সাধন বা অভিধেয়ের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এই :—

(ক) কর্ম্মদ্বারা ইহকালের কি পরকালের ভোগ, কি স্বর্গাদিভোগলোকমাত্র লাভ হইতে পারে, কোনও কোনও স্থানে ব্রহ্মত্বলাভও হইতে পারে (**স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্** বিরিঞ্চিতামেতি॥ শ্রীভা, ৪।২৪।২৯॥); কিন্তু মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি, কি জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়না। যোগের দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং পরমাত্মা লাভও হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। (ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব॥ শ্রীভা, ১১।১৪।২০॥) জ্ঞানমার্গে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাওয়া যায় না। আবার জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম—ভক্তির সহায়তাব্যতীত নিজ নিজ অধিকারের ফলও দিতে পারেনা—ইহারা প্রত্যেকেই ভক্তির অপেক্ষা রাখে; কিন্তু ভক্তি ইহাদের কাহারও সহায়তা ব্যতীতই শ্রীকৃষ্ণসেবা দিতে পারে।

(খ) কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি দেশকালপাত্র-দশাদির অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক হইতে পারেনা; কিন্তু ভক্তিমার্গে দেশকালাদির কোনও অপেক্ষা নাই, সুতরাং ভক্তিমার্গ সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। ১।২।২৬-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিমুখনিরীক্ষক—ভক্তির মুখের প্রতি সাহায্য লাভের আশায় (কাতর দৃষ্টিতে) নিরীক্ষণ করে (চাহিয়া থাকে) যে। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান—নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে ভক্তির সহায়তার অপেক্ষা করে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারদপঞ্চরাত্র হইতে জানা যায়, মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিতেছেন—সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পুরাণ-পুরুষোত্তম বিষ্ণুর শরণাপন্ন না হইলে তুলাপুরুষ-দানাদিদ্বারা, অশ্বমেধাদি-যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা, বারাণসী-প্রয়াগাদি-তীর্থ-স্নান দ্বারা, গয়াশ্রাদ্ধাদি দ্বারা, বেদপাঠাদি দ্বারা, জপাদি দ্বারা, উগ্র তপস্যা দ্বারা, যম-নিয়মাদি দ্বারা, ভূত-সকলের প্রতি দয়াদিরূপ ধর্ম্মদ্বারা, গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা, সত্যধর্ম্মদ্বারা, বর্ণাশ্রমাদি দ্বারা, জ্ঞান-ধ্যানাদি দ্বারা বহু জন্মেও ভগবৎ-পর শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে না। "তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ। বারাণসী-প্রয়াগাদি-স্নানাদিভিঃ প্রিয়ে॥ গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যৈর্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ। তপোভিরুগ্রৈর্নিয়মৈর্ধর্ম্মৈর্ভূতদয়াদিভিঃ॥ গুরু-শুশ্রূষণৈঃ সত্যৈর্ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমাদিতৈঃ। জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মজন্মভিঃ॥ ন যাতি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। সর্ব্বভাবৈরণাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥ নারদপঞ্চরাত্র। ৪।২।১৭-২০॥" কৃষ্ণভক্তির সহায়তাব্যতীত কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি দ্বারা যে পরম-শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে না, উক্ত প্রমাণ হইতে তাহাই জানা গেল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদিকে স্ব-স্ব ফল প্রদানের জন্য যদি ভক্তির অপেক্ষাই রাখিতে হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, এক ভক্তিই সকল রকমের সাধককে সাধনানুরূপ ফল দিয়া থাকে; সাধন-প্রণালী যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন বুঝা যায়, ভক্তিও ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়া থাকে। একই ভক্তি একই রকমের ফল না দিয়া ভিন্ন ভিন্ন রকমের ফল দেয় কেন?

উত্তর—ভক্তি সাক্ষাৎ ভাবে ফল দান করে না; বিভিন্ন সাধন-প্রণালীকে স্ব-স্ব ফল দানের যোগ্যতা দান করিয়া থাকে মাত্র। ভক্তি হইতে স্ব-স্ব ফল দানের যোগ্যতা লাভ করিয়াই কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি সাধককে স্ব-স্ব ফল দান করিয়া থাকে। যোগের ফল পরমাত্মার সঙ্গে মিলন; জ্ঞানের (নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের) ফল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্য-প্রাপ্তি এবং কর্ম্মের ফল সাধারণতঃ স্বর্গাদি-ভোগ-লোক-প্রাপ্তি এবং উত্তমা নির্ব্বাণ-মুক্তিও কর্ম্মের ফল হইতে পারে (২।৮।৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ভক্তি কিরূপে বিভিন্ন সাধন-পন্থাকে স্ব-স্ব ফলদানের যোগ্যতা দান করিয়া থাকে?

উত্তর—রস-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অশেষ-রসামৃত-বারিধি; তাঁহাতে রসের অনন্ত-বৈচিত্রী বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ—ইঁহারা সকলেই হইলেন রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্ত রূপ। লোকের মধ্যে সকলের এক রকম প্রকৃতি বা রুচি নহে; তাই সকলে একই রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্য লালায়িত হয় না; ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্যই ভিন্ন ভিন্ন সাধক সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভীষ্ট রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির বাসনাই তাঁহাদের সাধনকে রূপ দান করিয়া থাকে; এই বাসনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া সাধনাও হয় ভিন্ন ভিন্ন রূপের। সাধন-রাজ্যে বাসনার যে একটা বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব আছে, ভূমিকায় "যাদৃশী ভাবনা যস্য"-প্রবন্ধে তাহা দেখান হইয়াছে (সেই প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সচ্চিদানন্দ রস-তত্ত্ব-পরব্রহ্মের সকল রস-বৈচিত্রীই সচ্চিদানন্দ—অপ্রাকৃত; সুতরাং প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-দ্বারা কোনও রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধি সম্ভব নয়। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর।" বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-বস্তু তাঁহার স্বরূপ-শক্তিতে বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ শুদ্ধসত্ত্বেই উপলব্ধ হইতে পারেন, অন্য কিছুতেই নহে (ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাঁহার যে-কোনও বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্যই সাধকের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান ব্যতীত চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব সম্ভব নয় (ভূমিকায় 'অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। ভক্তির কৃপায় চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং চিত্তও তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হইয়া যায়; তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব দূরীভূত হইয়া যায়। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তকে তখন শুদ্ধসত্ত্ব, সাধকের বাসনা অনুসারে রূপায়িত করিয়া সাধকের অভীষ্ট-বৈচিত্রীর উপলব্ধির যোগ্যতা দান করিয়া থাকে; তখনই সেই চিত্তে সাধকের অভীষ্ট রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধি হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ইহা

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। | কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ ১৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। আমরা জানি, ফটোগ্রাফীতে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। ফটোগ্রাফীর যন্ত্রের (যাহাকে ক্যামেরা বলে, সেই ক্যামেরার) ভিতরে একখানি বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত কাচ রাখা হয়; এই কাচখানি রাসায়নিক বস্তুবিশেষের দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট; ঐ কাচখানি সেই রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—একথাও বলা যায়। এইরূপে রাসায়নিক বস্তুবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই ঐ কাচখানি তাহার সম্মুখস্থ ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতিকৃতি গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে; এই কাচের সম্মুখভাগে অব্যবহিত ভাবে যে বস্তু থাকে, তাহারই প্রতিকৃতি বা চিত্র ঐ কাচে গৃহীত হয়। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত সাধকের চিত্তও রাসায়নিক বস্তুবিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফীর কাচের তুল্য। আর, স্বীয় বাসনা-অনুসারে সাধক রসস্বরূপ পরব্রহ্মের যে রসবৈচিত্রীর ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যেয় বৈচিত্রীই হইল, ক্যামেরার সম্মুখস্থ বস্তুর তুল্য। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তে সাধকের ধ্যেয় রসবৈচিত্রীই গৃহীত বা উপলব্ধ হইয়া থাকে। বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকের বিভিন্ন চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাবে তাঁহাদের বিভিন্ন বাসনা অনুযায়ী ধ্যেয় বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফীর ক্যামেরার সম্মুখভাগে অনেক বস্তু থাকিলেও ক্যামেরার অন্তর্গত রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত কাচের সম্মুখভাবে যে বস্তুটী থাকে, কেবলমাত্র তাহার চিত্রই যেমন ঐ কাচে গৃহীত হয়, যে বস্তু ক্যামেরার সাক্ষাতে থাকিয়াও ঐ কাচের সম্মুখভাগে থাকে না, তাহার চিত্র যেমন তাহাতে গৃহীত হয় না; তদ্রূপ, সাধকের উপাসনা-অনুসারে যেই রস-বৈচিত্রীটী তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তে ধ্যাত হইয়া থাকে,—সুতরাং যেই রস-বৈচিত্রীটী তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তের সাক্ষাতে দেদীপ্যমান থাকে—তাঁহার চিত্তে সেই রস-বৈচিত্রীই উপলব্ধ হয়; অনন্ত রস-বৈচিত্রীময় ভগবানের অন্য রসবৈচিত্রী উপলব্ধ হয় না। এইরূপে, জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের, যোগমার্গের সাধক অন্তর্যামী পরমাত্মার এবং ভক্তিমার্গের সাধক স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি পাইয়া থাকেন। এজন্যই বলা হইয়াছে—"উপাসনা ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা॥ ১।২।১৯॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ ২।৯।১৪১॥ উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্॥ বৃহদ্‌ভাগবতামৃতম্। ২।৪।২৮৯॥ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥ গীতা॥"

কোনও সাধন-পন্থার বৈশিষ্ট্যই হইতেছে, সেই পন্থাবলম্বী সাধকের অভীষ্ট রস-বৈচিত্রী অনুভবের বাসনা। এই বাসনাকে অবলম্বন করিয়া ভক্তি এবং ভক্তি হইতে সাধকের চিত্তে আবির্ভূত শুদ্ধসত্ত্ব কিরূপে সাধকের চিত্তকে অভীষ্ট রস-বৈচিত্রী অনুভবের যোগ্যতা দান করে—সুতরাং কিরূপে সাধকের সাধন-পন্থাকে স্বীয় ফলদানে সমর্থ করে—উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

১৫। **এই সব সাধনের**—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের। **অতি তুচ্ছ ফল**—শ্রীকৃষ্ণ-সেবার তুলনায়—কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায়, তাহা অতি তুচ্ছ। ভক্তির অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়; তাহার তুলনায় কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফল অতি তুচ্ছ। "ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ হরিভক্তি-সুধোদয়॥—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ মহাসমুদ্রের তুল্য; ব্রহ্মানন্দ তাহার তুলনায় গোষ্পদ তুল্য—অতি তুচ্ছ।" **কৃষ্ণভক্তি বিনে** ইত্যাদি—এই তুচ্ছফলও কিন্তু ভক্তির সহায়তা ব্যতীত তাহারা দিতে পারে না। কর্ম্ম মার্গ, যোগমার্গ বা জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবে যদি ভক্তির অনুষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মমার্গের সাধনেও স্বর্গাদি ভোগ পাওয়া যায় না, যোগমার্গের সাধনেও পরমাত্মা লাভ হইতে পারে না এবং জ্ঞানমার্গের সাধনেও ব্রহ্মসাযুজ্য পাওয়া যায় না। "তাহা দিতে নারে বল"-স্থলে "ফল দিতে নাহি বল"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। অর্থ একই—স্ব-স্ব-ফল প্রদানের বল (শক্তি) নাই। **তাহা দিতে**

তথাহি (ভাঃ ১।৫।১২)—
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তিহীনং কর্ম্ম তাবৎ শূন্যমেবেতি কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতা-রূপং নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্যতে অনেন ইত্যঞ্জনমুপাধি স্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনম্। এবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তি স্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ। স্বামী। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নারে বল—তাহা (কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান—এই সব সাধন) বল (শক্তি—সেই সেই সাধনের ফলপ্রাপ্তির শক্তি বা যোগ্যতা) দিতে নারে (সাধককে দিতে পারে না)।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৪। অন্বয়। নিরঞ্জনং (নিরুপাধি) নৈষ্কর্ম্ম্যং (ব্রহ্মসম্বন্ধি) অপি (ও) জ্ঞানং (জ্ঞান—জ্ঞান-মার্গের সাধন) অচ্যুতভাববর্জ্জিতং (ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিত হইলে) অলং (সম্যক্‌রূপে) ন শোভতে (শোভা পায় না)। [তদা] (তখন) শশ্বৎ (সর্ব্বদা—সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও) অভদ্রং (অশুভ—দুঃখরূপ) যৎ (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম—কাম্যকর্ম্ম, ফলানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্মমার্গের সাধন), যৎ চ (এবং যে) অকারণং (অকাম্য—নিষ্কাম, ফলাভি-সন্ধান শূন্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম—কর্ম্মমার্গের সাধন) অপি (ও) ঈশ্বরে (ভগবানে) ন অর্পিতং (অর্পিত না হইলে) কুতঃ পুনঃ (কিরূপেই বা আবার) [শোভতে] (শোভা পায়)।

অনুবাদ। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্‌রূপে শোভা পায় না (অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হয় না); সুতরাং সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও দুঃখপ্রদ কাম্যকর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে যে শোভা পাইবে না, তাহাতে আর বলিবার কি আছে? ৪

নৈষ্কর্ম্ম্যং—শুভাশুভ কর্ম্মলেশশূন্য ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া নিষ্কর্ম্ম-শব্দে ব্রহ্ম বুঝায়; নিষ্কর্ম্ম+ষ্ণ্য= নৈষ্কর্ম্ম্য, নিষ্কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বা ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। **নিরঞ্জনং**—অঞ্জন-শব্দে উপাধি বুঝায়। অঞ্জন বা উপাধি নাই যাহাতে, তাহাই নিরঞ্জন; নিরুপাধি। যাহাতে ইহকালের বা পরকালের কোনও সুখভোগ-বাসনাদিরূপ উপাধি নাই। জ্ঞানমার্গের সাধক যাঁহারা, তাঁহারা ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখ কামনা করেন না, তাঁহাদের সাধনের সঙ্গে তদ্রূপ কোনও উপাধি জড়িত নাই বলিয়া তাঁহাদের সাধনকে নিরুপাধি বলা হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ স্বসুখ-বাসনাদিরূপ উপাধিশূন্য হইলেও **নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং**—ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, জীব-ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান যদি **অচ্যুত ভাববর্জ্জিত**—অচ্যুতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানে) ভাব (ভক্তি) বর্জ্জিত (শূন্য) হয়—নিরুপাধিক জ্ঞানমার্গের সাধকও যদি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শ্রীভগবানে ভক্তিমান্ না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সাধনও **অলং ন শোভতে**—সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পতে; তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী হয় না; মোক্ষসাধক হয় না; জ্ঞানমার্গের সাধনের যে ফল, তাহা দিতে পারে না। (পরবর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানই যখন ভক্তির কৃপা ব্যতীত মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি দিতে পারে না, তখন সোপাধিক—ইহকালের বা পরকালের স্বসুখ-বাসনাময়—কাম্য-কর্ম্ম, কিম্বা নিবৃত্তিপর নিষ্কাম-কর্ম্মও যে ভগবানে অর্পিত না হইলে—ভগবানে ভক্তিশূন্য হইলে—ভক্তির আনুকূল্য না পাইলে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু, বহির্ম্মুখতাবশতঃ ইহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় না।

তথাহি তত্রৈব (২।৪।১৭)—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ৫

কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি-বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তিশূন্যানাং সর্ব্বসাধনবৈফল্যং দর্শয়ন্ নমতি, তপস্বিন ইতি। মনস্বিনো যোগিনঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যস্মিন্ তপ আদ্যর্পণং বিনা সুভদ্রশ্রবসে ইত্যন্যাবৃত্তির্যশঃ শ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনায়। স্বামী। ৫

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

কর্ম্ম ও জ্ঞান যে ভক্তির সহায়তা ব্যতীত স্ব-স্ব-ফল দান করিতে অসমর্থ, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল; এইরূপে এই শ্লোক ১৪-১৫ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৫। অন্বয়। তপস্বিনঃ (জ্ঞানিগণ), দানপরাঃ (কর্ম্মিগণ), যশস্বিনঃ (অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকর্ত্তাগণ), মনস্বিনঃ (যোগিগণ), মন্ত্রবিদঃ (আগমবেত্তাগণ), সুমঙ্গলাঃ (সদাচার-পরায়ণগণ) যদর্পণং বিনা (যাঁহাতে—যে ভগবানে—তাঁহাদের তপঃ-আদির অর্পণ না করিলে) ক্ষেমং (মঙ্গল) ন বিন্দন্তি (লাভ করিতে পারেন না) তস্মৈ (সেই) সুভদ্রশ্রবসে (সুমঙ্গল-যশস্বী) [ভগবতে] (ভগবান্‌কে) নমঃ নমঃ (নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তপস্বিগণ (জ্ঞানিগণ), দানশীলগণ (কর্ম্মিগণ) যশস্বিগণ (অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকর্ত্তাগণ), মনস্বিগণ (যোগিগণ বা জপশীলগণ), মন্ত্রবিদ্‌গণ (আগমবেত্তাগণ) এবং সদাচার-পরায়ণগণ—যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদির অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল-যশস্বী শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। ৫

সুভদ্রশ্রবসে—সুভদ্র (সুমঙ্গল) শ্রবঃ (যশঃ) যাঁহার, যিনি সুমঙ্গল-যশস্বী, যাঁহার যশের কথা (মাহাত্ম্যের কথা) শুনিলে মঙ্গল বা শ্রেয়ঃ লাভ হয়, সেই ভগবানে।

জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ধ্যান, তন্ত্র-ইত্যাদি মার্গের সাধকগণও যদি শ্রীভগবানে ভক্তি-পরায়ণ না হয়েন, তাহাহইলে স্বস্ব-সাধনের ফলও পাইতে পারেন না—ইহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৪-১৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৬। জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদি স্ব-স্ব-ফলদানবিষয়ে ভক্তির অপেক্ষা রাখে—ইহা বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, ভক্তি জ্ঞান-যোগাদির কোনওরূপ অপেক্ষাই রাখে না এবং ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় ফল তো দিতে পারেই, অধিকন্তু জ্ঞান-যোগাদির ফলও দিতে পারে।

কেবল জ্ঞান—একমাত্র জ্ঞানমার্গের সাধন; ভক্তিশূন্য জ্ঞান। **মুক্তি**—মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি। **ভক্তি বিনে**—ভক্তির সহায়তা ব্যতীত; জ্ঞানমার্গের সাধক যদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান না করেন, তবে তাঁহার লক্ষ্য সাযুজ্য মুক্তিও পাইতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞানমার্গের সাধক তো নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যই কামনা করেন; তিনি ভগবৎসেবা কামনা করেন না; সুতরাং ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে অত্যাবশ্যক কেন? যাঁহারা সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই ভক্তির প্রয়োজন হইতে পারে। ইহার উত্তর এই—শাস্ত্রমতে ভগবৎ-কৃপাব্যতীত জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ভগবানের কোনও স্বরূপের উপলব্ধিও করিতে পারেনা। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে—এই গীতার (৭।১৪) উক্তি; নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি—এই শ্রুতিবচন (কঠ ১।২।২৩); নিত্যাব্যক্তোঽপি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ—এই নারায়ণাধ্যাত্মবচনাদিই ইহার প্রমাণ। কিন্তু পরতত্ত্বের যে স্বরূপে কৃপালুতা নাই, ভক্তবৎসলতা নাই, সেই স্বরূপের উপাসনায় সাধক তাঁহার কৃপা পাইতে পারেন না; সুতরাং কেবলামাত্র সেই স্বরূপের উপসনায় সাধক মায়াবান্ধন হইতে মুক্ত হইতেও পারেন না, পরব্রহ্মের কোনও স্বরূপের উপলব্ধিও করিতে পারেন না। জ্ঞানমার্গের সাধকদের উপাস্য হইলেন অব্যক্তশক্তিক, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্গুণ বলিয়া এই স্বরূপে কৃপালুতা ও ভক্ত-বৎসলতাদি গুণ নাই; অব্যক্ত-শক্তিক বলিয়া তাঁহাতে কৃপাশক্তির অভিব্যক্তি নাই। সুতরাং এই নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ হইতে কেহ কৃপা পাওয়ার আশা করিতে পারেন না। অথচ মুক্তি পাওয়ার জন্য পরব্রহ্মের কৃপার প্রয়োজন। এই কৃপা পাওয়ার জন্যই জ্ঞানমার্গের সাধকদিগকে ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা ভক্তি করিবেন কাকে? তাঁহাদের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের প্রতি ভক্তি-প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, ভক্তিশব্দে মুখ্যতঃ সেবা বুঝায় (ভজ্ ধাতু সেবায়াম্); নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের সেবা হইতে পারেনা; কারণ, তিনি নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নিরাকার বলিয়া সেবা-গ্রহণের প্রয়োজন ও যোগ্যতা তাঁহার নাই। তবে তাঁহারা ভক্তি করিবেন কাহাকে? সবিশেষ-স্বরূপ—সগুণ ও সশক্তিক স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপের সেবা হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানমার্গের সাধকগণের কাম্য ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করার জন্য, তাঁহাদিগকে কোনও সবিশেষ-স্বরূপের প্রতি ভক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্র বলেন, যদি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীরা ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপ— সাকার-স্বরূপ—স্বীকার করেন, সাকার-স্বরূপের সচ্চিদানন্দ-ময়-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন,—স্বীকার করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহস্বরূপে ভক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার চরণে মায়া হইতে উদ্ধার এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—গীতোক্ত এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি তাঁহাদের প্রার্থনীয় বস্তু তাঁহাদিগকে অবশ্যই দিবেন। এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ১৬।৫৫ শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যসন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরমে পরাং ভক্তিং ন লভন্তে, তে জীবন্মুক্তাঃ দ্বিবিধাঃ—একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্ব্বন্তস্তয়ৈব তৎপদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে, ইত্যাদি।" আর যদি তাঁহারা পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ স্বীকার না করেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রয়োগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাযুজ্যমুক্তির সাধন তণ্ডুলশূন্য তুষরাশি প্রহারের ন্যায় বৃথা শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। পরবর্ত্তী "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কেবল যে তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তিই পাইবেন না, তাহাই নহে; ভগবদ্‌বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় বলিয়া স্বীকার না করাতে যে অপরাধ হইল, তাহার ফলে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত-অবস্থা হইতেও পতিত হইতে হইবে এবং পুনরায় সংসারজালে আবদ্ধ হইতে হইবে। "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্য্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।"—বাসনাভাষ্যধৃত এই পরিশিষ্ট-বচনই তাহার প্রমাণ।

সুতরাং ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানমার্গের সাধকদিগকেও ভগবানের সবিশেষ স্বরূপের উদ্দেশ্যে তাঁহার কৃপালাভের জন্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভূমিকায় "অভিধেয়-তত্ত্ব"-প্রবন্ধ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী-১৪-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়েন, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ মুক্তি জ্ঞানমার্গের সহায়তা ব্যতীতও লাভ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ভক্তির অন্যনিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা সূচিত হইল। এই পয়ারার্দ্ধে মুক্তি-শব্দে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতিই বুঝাইতেছে। যদি বলা যায়, তাহা হইলে "সেই মুক্তি" বলা হইল কেন? সেই মুক্তির 'সেই'-শব্দ তো পূর্ব্বপয়ারার্দ্ধে উল্লিখিত ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীদের মুক্তিই সূচিত করিতেছে?" তাহা সত্য। কিন্তু ব্রহ্মসাযুজ্য-কামীদের ব্রহ্মসাযুজ্য-কামনার মূলও মায়াবন্ধন হইতে

তথাহি তত্রৈব (১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভুক্তিমুদস্ত তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তিং বিনা জ্ঞানন্তু ন সিধ্যেদিত্যাহ শ্রেয়ঃ স্থতিমিতি। শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্থতিঃ শরণং যস্তাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাম্‌, তাং তে তব ভক্তিমুদস্ত ত্যক্ত্বা শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা তেষাং ক্লেশল এব ক্লেশ এবাবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্‌ স্থূলধান্যাভাসাং স্তুষান্‌ যে অপঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি। স্বামী। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুক্তি-কামনা। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইলেই মায়াবন্ধন হইতে পারে, অন্য কোনও কিছুতে নহে; অথবা, মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহাদের মতে সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন; সুতরাং তাঁহাদের মতে মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ প্রায় একই। যাঁহারা ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা করেন, তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না, মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিও চাহেন না, চাহেন কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সেবা; মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও এই মুক্তি তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক ফলরূপে আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। পরমকরুণ-শ্রীকৃষ্ণ সাযুজ্যমুক্তি তাঁহার ভক্তকে দেন না; কারণ, তাহাতে জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্যসেবকত্বভাব নষ্ট হইয়া যায়।

নামকীর্ত্তন ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। যদি সাযুজ্য-মুক্তির বাসনা হৃদয়ে থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধনের অনুষ্ঠান না করিয়াও কেবল নামকীর্ত্তন করিলেই যে সাধক সাযুজ্যমুক্তি পাইতে পারেন, বরাহপুরাণে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্‌ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—যিনি সর্ব্বদা নারায়ণ, অচ্যুত, বাসুদেব ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন করেন, ভগবান্‌ বলিতেছেন, তিনি 'আমাতে লয় প্রাপ্ত হন'-অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তি পাইয়া থাকেন।" ইহার কারণ, নামকীর্ত্তনের (তথা ভক্তি-অঙ্গের) অনুষ্ঠানে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; সেই শুদ্ধসত্ত্বই সাধকের অভীষ্ট দান করিতে সমর্থ (২।২২।১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভক্তি পরম-স্বতন্ত্রা এবং পরমাদ্ভুত-অচিন্ত্য-শক্তি-সম্পন্না বলিয়াই নিজেই সকল সাধনের ফল দিতে সমর্থা। "ভক্তিরেব ভূয়সী। শ্রুতি"।

এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপও হইতে পারে—জ্ঞানমার্গের সাধকগণ ভক্তির সহায়তা ত্যাগ করিয়া বহু-কষ্টসাধ্য-সাধনের দ্বারাও যে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে পারেন না, ঐ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যদি তাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ হয়েন, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধনব্যতীতও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই মুক্তি দিতে পারেন এবং দিয়াও থাকেন। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া। ১।৮।১৬॥"

জ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সমস্ত অভিধেয়ের মধ্যে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ১৪-১৫ পয়ারে প্রদর্শিত হইল।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। বিভো (হে সর্ব্বব্যাপক প্রভো)! শ্রেয়ঃস্থতিং (মঙ্গল লাভের উপায়স্বরূপ) তে (তোমাতে) ভক্তিং (ভক্তিকে) উদস্য (পরিত্যাগ করিয়া) যে (যাঁহারা) কেবল-বোধলব্ধয়ে (কেবল জ্ঞানলাভের নিমিত্ত) ক্লিশ্যন্তি (পরিশ্রম করেন), স্থূলতুষাবঘাতিনাং (অন্তঃসারশূন্য স্থূলতুষাবঘাতীদের) যথা (ন্যায়—মতন) তেষাং (তাঁহাদের) ক্লেশলঃ (ক্লেশ) এব (ই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) অন্যৎ (অন্য কিছু—ক্লেশব্যতীত অন্য কিছু) ন (অবশিষ্ট থাকে না)।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)—
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন:—হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা তোমাতে-ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ (শাস্ত্রাভ্যাসাদির বা সাধনের) ক্লেশ স্বীকার করে, অন্তঃসারহীন স্থূল-তুষাবঘাতী ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগের ঐ ক্লেশমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না। ৬

শ্রেয়ঃস্থতিং—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) স্থতি (মার্গ, রাস্তা, উপায়)-স্বরূপ; সর্ব্ববিধ মঙ্গল-লাভের উপায়-স্বরূপ যে **ভক্তিং**—শ্রীকৃষ্ণভক্তি—যে ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহাকে **উদস্য**—পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠান না করিয়া যাহারা **কেবল-বোধলব্ধয়ে**—কেবল-জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত **ক্লিশ্যন্তি**—ক্লেশ করেন, ক্লেশকর সাধনের নিমিত্ত পরিশ্রম করেন, কঠোর-সাধনের কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে **ক্লেশলঃ এব**—ক্লেশই, কেবলমাত্র সাধনের ক্লেশই **শিষ্যতে**—অবশিষ্ট থাকে; সাধনের ফলেও তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল সাধনের ক্লেশই প্রাপ্য থাকে, আর কিছুই না; **স্থূলতুষাবঘাতিনাং যথা**—স্থূলতুষাবঘাতীদের মতন। যে ধানের মধ্যে চাউল নাই, সেইরূপ চিটাধানের বা তুষের উপরে—চাউল বাহির করার নিমিত্ত—যাহারা আঘাত করে, তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও যেমন একটী চাউলও বাহির করিতে পারে না—তাহাদের সমস্ত চেষ্টা যেমন পরিশ্রম এবং কষ্টেই পর্য্যবসতি হয়, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তির সংস্রবহীন সাধনের দ্বারা জীবব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও কেবল সাধনের কষ্টই জুটে, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্ল্লভ; কারণ, ভক্তির কৃপা ব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল মুক্তিও পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪-১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৭। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২০।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভগবানের শরণাপন্ন হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়—জ্ঞানমার্গের সাধনব্যতীতও—যে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, এই শ্লোকে তাহাই বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ১৬-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ।

১৭। জীব কেন মায়াজালে আবদ্ধ হইল, তাহা বলিতেছেন। অনাদি-বহির্ম্মুখতার ফলে (২।২০।১০৪, ২।২২।৮, ৩।২।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) জীব তাহার স্বরূপ—সে যে নিত্যকৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবাই যে তাহার স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য, তাহা—ভুলিয়া গিয়াছে; তাই জীব মায়ার কবলে পতিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনিত্যদাস জীব—জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্বই যে জীবের স্বরূপ, তাহা। **সেই দোষে**—জীব যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, একথা ভুলিয়া যাওয়ার দোষে। **মায়া তার** ইত্যাদি—মায়া জীবকে স্বীয় জালে আবদ্ধ করিল। অনাদি বহির্ম্মুখতাবশতঃ স্বরূপ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া (২।২২।৮ পয়ারে টীকা দ্রষ্টব্য) মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তি জীবের স্বরূপের স্মৃতিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি তাহাকে মায়িক-সংসারে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মায়ার এই দুইটী শক্তি দুইটি শক্ত রজ্জুর ন্যায় কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবকে যেন হাতে-গলায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে; এই বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস বলিয়া ভক্তিই তাহার স্বরূপানুবন্ধী অভিধেয়—ইহাই এই পয়ারের তাৎপর্য্য। ভূমিকায় জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ ১৮

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮। কি উপায়ে জীব মায়াজাল হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন। **গুরুর সেবন**—গুরুসেবা সাধন-ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষ্ণ-ভজনের মূলই হইল গুরুকৃপা; গুরুর সেবা দ্বারাই গুরুর কৃপা লাভ করিতে হয়। এই অর্থে, কৃষ্ণ-ভজনে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত গুরুসেবার মুখ্য-প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার জন্যই স্বতন্ত্র উল্লেখ। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন।

নরতনুই হইল ভজনের মূল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সুদুর্ল্লভ নরতনু হইতেছে সংসার-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে সুদৃঢ় তরণীর তুল্য। গুরুদেবকে এই তরণীর কর্ণধার করিয়া সংসার-সমুদ্রে পাড়ি দিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপানুকূলারূপ বাতাস এই তরণীকে চালিত করিয়া অপর তীরে—চিন্ময় রাজ্যে, লইয়া যায়। এই সুযোগ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেনা, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ শ্রী, ভা, ১১।২০।১৭॥" এই ভগবদুক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইলেই সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা লাভ হইতে পারে।

এই পয়ারে বলা হইল—শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবা করিলে দুইটী ফল পাওয়া যায়—"মায়াজাল ছুটে" এবং "কৃষ্ণের চরণ পায়।" শ্রীকৃষ্ণ-চরণপ্রাপ্তিতে আনুষঙ্গিক ভাবেই মায়াজাল ছুটিয়া যায়—জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর একটী প্রশ্ন ছিল—"কেন আমায় জারে তাপত্রয়" এবং তাহার পরবর্ত্তী প্রশ্নটী ছিল—"কেমনে হিত হয়।" ২।২০।৯৬॥ আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—"হিত—মঙ্গল" বলিতে এস্থলে যেন তাপত্রয়ের জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভকেই বুঝাইতেছে। এবং ২।২০।১০৬-পয়ারে মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও যেন তাহা-ই বুঝাইতেছে। "সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥" মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মায়ামুক্তি একটা মঙ্গল বটে; কিন্তু ইহাই যে পরম-মঙ্গল নয়, শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিই যে পরম-মঙ্গল এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি হইলে মায়াবন্ধন, ত্রিতাপ-জ্বালাদি যে আনুষঙ্গিক ভাবেই দূরীভূত হইয়া যায়, আলোচ্য পয়ারে প্রভু তাহাই জানাইলেন। জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া কৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য; অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ এই সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকাতেই তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশা—যত অমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই জীব স্বীয় পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই তাহার পরম মঙ্গল।

১৯। কেবল কর্ম্মমার্গের (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের) অনুষ্ঠানে যে জীব মায়ামুক্ত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৪-১৫ পয়ারে বলা হইয়া থাকিলেও এস্থলে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন।

চারি বর্ণাশ্রমী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রম। এই চারি বর্ণে বা আশ্রমে যাহারা আছে, তাহারাই চারিবর্ণাশ্রমী। যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করে, তাহা হইলে জীব নিজ নিজ আশ্রমোচিত, কি বর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিলেও মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

স্বকর্ম্ম—বর্ণোচিত ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম, বা ধর্ম্ম। কোনও কোনও গ্রন্থে "স্বকর্ম্ম"-স্থলে "স্বধর্ম্ম" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; অর্থ একই। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ,—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও কৃষি বৈশ্যের ধর্ম্ম। উক্ত তিন বর্ণের সেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষাপূর্ব্বক

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।২,৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৮

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বজনকস্য গুরো র্ভগবতোঽনাদরাৎ গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যাতীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণাং উৎপত্তিমাহ মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি। স্বামী। ৮

এষাং মধ্যে যে অজ্ঞাত্বা ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাপি অবজানন্তি আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তম্। তদভজনে কৃতঘ্নতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি। স্থানাদ্ বর্ণাশ্রমাদ্ ভ্রষ্টাঃ। স্বামী।

তত্রাজ্ঞানিনাং সংসারস্য অনিবৃত্তিরেব অধঃপাতঃ। অবজানতান্তু মহানরকে পাত ইতি বিবেকঃ। স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ স্বধর্ম্মস্থা অপি অভক্তা স্ততো ভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুসেবা দ্বারা অধ্যয়ন—ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ধর্ম্ম। অধ্যয়নের পরে গুরুর আদেশ লইয়া যথাবিধি দারগ্রহ, সন্তানোৎপাদন, ধর্ম্ম-সম্মত উপায়ে ধনোপার্জ্জন, যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অতিথির সেবাদি—গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম। গৃহস্থাশ্রমের পরে একা বা সস্ত্রীক বনে গমন করিয়া ফল-মূলাহারী হইয়া কেশ-শ্মশ্রুজটাদি ধারণ এবং চর্ম্ম-কাশ-কুশাদি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র করিয়া জীবন যাপন করিবে, ভূমিতে শয়ন করিবে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, হোম-দেবার্চ্চনাদি করিবে, ভিক্ষা বলি-আদি দ্বারা সমস্ত অভ্যাগতদের পূজা করিবে, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু হইবে, ইত্যাদি; এই সমস্ত বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম্ম। ত্রৈবর্গিক সর্ব্বারম্ভ ত্যাগ করিবে, মিত্রাদির সহিত সমান ব্যবহার এবং সমস্ত জন্তুর প্রতি মৈত্রী ব্যবহার করিবে, বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা কোনও প্রাণীর দ্রোহ করিবে না, অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিবে, ভিক্ষালব্ধ হবিঃ-আদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে—ইত্যাদি ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম্ম।

রৌরব—একরকম নরক। মায়ায় অভিভূত হইয়া দুষ্কর্ম্মাদি করার ফলেই রৌরব-ভোগ হয়। কৃষ্ণভজন না করিয়া কেবল মাত্র বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনের দ্বারা যে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, "রৌরবে পড়ি মজে" কথা দ্বারা তাহাই সূচিত হইতেছে।

স্বধর্ম্মাচরণের ফলে স্বর্গাদি ভোগ-লোক লাভ হইতে পারে; কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ গীতা ॥" আবার কর্ম্মফল অনুসারে নরক-ভোগ করিতে হয়। স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ॥ শ্রুতিঃ ॥"

কৃষ্ণ-ভজন ব্যতীত কেন যে মায়ামুক্ত হওয়া যায় না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকেও তাহা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকল জীবের উদ্ভব; শ্রীকৃষ্ণই সকলের নিয়ন্তা ও মঙ্গলকর্ত্তা; তাঁহার ভজন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; যে জীব এমন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না, তাহাকে অকৃতজ্ঞই বলা যায়। আর এমন শ্রীকৃষ্ণের ভজনের অভাব—অবজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অবজ্ঞার ফলেই সেই জীবের রৌরব-যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয়। যে সন্তান পিতার সেবা-শুশ্রূষা করে না, সে নিশ্চয়ই পিতৃদ্রোহী, সুতরাং দণ্ডার্হ। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন। ২।৮।৫৪ পয়ারের এবং ২।৮।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৮-৯। অন্বয়। গুণৈঃ (গুণদ্বারা) পৃথক্ (পৃথক্) বিপ্রাদয়ঃ (ব্রাহ্মণাদি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই) চত্বারঃ (চারিটী) বর্ণাঃ (বর্ণ) পুরুষস্য (ভগবানের) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ (যথাক্রমে মুখ, বাহু, উরু, এবং পাদ হইতে) আশ্রমৈঃ (আশ্রম সমূহের—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু, এই চারিটী আশ্রমের) সহ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(সহিত) জজ্ঞিরে (জন্মিয়াছে)। এষাং (ইঁহাদের মধ্যে যাহারা) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং (সাক্ষাৎ নিজ পিতা) ঈশ্বরং (ঈশ্বর) পুরুষং (পরমপুরুষকে) ন ভজন্তি (ভজন করে না) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে), [তে] (তাহারা) স্থানাৎ (স্ব স্বস্থান হইতে—স্বস্ব বর্ণ ও আশ্রম হইতে) ভ্রষ্টাঃ (ভ্রষ্ট হইয়া) অধঃ (নিম্নে) পতন্তি (পতিত হয়)।

অনুবাদ। পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ-তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারিবর্ণের—চারি আশ্রমের সহিত—উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ চারি বর্ণের কি চারি আশ্রমীর মধ্যে যে জন (অজ্ঞতাবশতঃ) নিজের জনক ঈশ্বর-পরম-পুরুষকে ভজন করেন না, সুতরাং অবজ্ঞা করেন, তিনি কর্ম্মলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হয়েন। ৮-৯

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ হইতে বর্ণ ও আশ্রমের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এবং জঘন হইতে গৃহাশ্রম, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থের উৎপত্তি এবং সন্ন্যাস আশ্রম তাঁহার মস্তকে স্থিত। "গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম। বক্ষঃস্থলাদ্ বনে বাসো ন্যাসঃ শীর্ষণি চ স্থিতঃ॥ ইতি উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাধৃত বচন॥" স্থূলাকথা এই যে, চারি-বর্ণের মধ্যে গুণকর্ম্মে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহের শ্রেষ্ঠাঙ্গ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উদ্ভব, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি কার্য্য বাহুর কাজ বলিয়া বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, বৈশ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাদির উদ্দেশ্যে নানাস্থানে যাতায়াতাদির প্রয়োজন এবং এই যাতায়াতাদি প্রধানতঃ উরুর কাজ বলিয়া উরু হইতে বৈশ্যের উদ্ভব এবং চরণই দেহের নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া চরণ হইতে চারিবর্ণের মধ্যে নিকৃষ্ট শূদ্রের উদ্ভব কল্পনা করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতেও জানা যায়—পুরুষের মুখসদৃশ হইল ব্রাহ্মণ, বাহুসদৃশ হইল ক্ষত্রিয়, উরুসদৃশ হইল বৈশ্য এবং চরণ সদৃশ হইল শূদ্র। বস্তুতঃ গুণকর্ম্মানুসারেই চারিবর্ণের বিভাগ করা হইয়াছে; সত্ত্বগুণ-প্রধান যাহারা, তাহারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্ব-রজঃ-প্রধান যাহারা, তাহারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ-প্রধান যাহারা, তাহারা বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান যাহারা, তাহারা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে জন্মদ্বারা বর্ণবিভাগ হইত না—হইত গুণকর্ম্ম দ্বারা; শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধের একাদশ অধ্যায় হইতেও তাহা জানা যায়। এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মণের সন্তানও ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী না হইলে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইত, আবার শূদ্রসন্তানও ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত হইত। একই পিতার চারিপুত্র চারিবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের বিভাগও গুণকর্ম্মানুসারেই হইয়াছে; এবং গুণকর্ম্মানুসারে আশ্রমসমূহের উৎকর্ষাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে তাহাদের উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে—অথবা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত তাহাদের তুলনা করা হইয়াছে।

গুণৈঃ পৃথক্—সত্ত্বাদি-গুণদ্বারা পৃথক্। চারিবর্ণের পার্থক্য সত্ত্বাদি গুণের পার্থক্যানুসারেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। **আত্ম-প্রভবম্**—আত্মার (নিজের) প্রভব (উদ্ভব, উৎপত্তি) যাঁহা হইতে হইয়াছে, তিনি আত্মপ্রভব; স্বীয় উৎপত্তির মূল। ঈশ্বর হইতেই চারিবর্ণের উদ্ভব বলিয়া ঈশ্বরই হইলেন সকলের জনক-সদৃশ; জনক-সদৃশ ঈশ্বরের ভজন করা সকলেরই কর্ত্তব্য—পিতার সেবা পুত্রের কর্ত্তব্য। যাঁহার প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রতি সে কর্ত্তব্য যদি করা না হয়, যাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তাঁহার প্রতি সেই শ্রদ্ধা বা সম্মান যদি প্রদর্শিত না হয়, তাহা হইলে তাৎপর্য্যতঃ তাঁহার প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং যাহারা জনক-সদৃশ ঈশ্বরের ভজন করে না—ভজন না করায় যাহারা কার্য্যতঃ ঈশ্বরকে **অবজানন্তি**—অবজ্ঞাই করিতেছে, তাহারাই এই ভজন না করা বা অবজ্ঞা করার দরুণ **স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ**—যে বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত আছে, সেই বর্ণ বা আশ্রম হইতে অধঃপতিত হয়—তাহাদের সংসার-বন্ধন ঘুচেনা, ক্রমশঃ তাহারা অধিকতররূপে মায়াজালে জড়িত হইয়া পড়ে। অথবা যাহারা ভগবত্তত্ত্বাদি জানে না বলিয়া ভগবানের ভজন করে না, তাহাদের সংসার-নিবৃত্তি হয় না—এইরূপ সংসার নিবৃত্তি না

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে। | বস্তুত বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥ ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হওয়াই তাহাদের অধঃপতন। আর, যাহারা জানিয়াও ভগবানের ভজন করে না, তাহাদের আচরণে ভগবানের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞাই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং অবজ্ঞার ফলে মহানরকেই তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে। (চক্রবর্ত্তী)

১৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোকদ্বয়।

২০। ভক্তির কৃপা ব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধকও যে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, তাহাই বলিতেছেন।

জ্ঞানী—জ্ঞানমার্গের সাধক।

জীবন্মুক্ত—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-বশতঃ জীবের যখন অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত-কর্ম্মাদি ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তাঁহার আর কোনওরূপ বন্ধনাদি থাকে না; তখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। "স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎ-কৃতেঽজ্ঞানতৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতোব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবন্মুক্তঃ"—বেদান্তসার। **জীবন্মুক্তিদশা**—যে অবস্থায় জীব জীবন্মুক্ত হয়, সেই অবস্থা। এই অবস্থাটী দেহত্যাগের পরের নহে, পূর্ব্বের। **পাইনু করি মানে**—জীবন্মুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করে, বাস্তবিক জীবন্মুক্ত হয় নাই। ভক্তির উপেক্ষা করিয়া যিনি কেবলমাত্র জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার কথাই এস্থলে বলা হইতেছে; পরবর্ত্তী শ্লোকের "ত্বয্যস্তভাবাৎ" এবং "নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" পদের দ্বারাই তাহা বুঝা যায়।

এই পয়ারের প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারেই এই পয়ারের অর্থ করিতে হইবে। এই শ্লোকের মর্ম্ম এই:—বিমুক্তমানিগণ বহু কষ্টে (কৃচ্ছ্রেণ) পরপদে (পরং পদং) আরোহণ করিয়াও ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর-হেতু অধঃপতিত হইয়া থাকে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা, পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুলতপঃশ্রুতাদি। যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক বহুজন্মের তপস্যার ফলে সৎকুলে জন্ম লাভ করিয়া তপশ্চরণ এবং শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সাধারণভাবে সংযমাভ্যাস ও আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিষয়াদিতে নিঃস্পৃহতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা জীবন্মুক্ত নহেন, ভগবৎ-কৃপাব্যতীত কেহ জীবন্মুক্ত হইতে পারে না। ভগবদ্‌বিমুখতার ফলে সৎকুলাদিতে জন্মগ্রহণের এবং তপস্যাদির পরেও তাঁহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—কৃচ্ছ্রেণ তপঃশমদমাদি-কৃচ্ছ্রজনিতেন বিজ্ঞানেন পরংপদং জীবন্মুক্তত্ব-দশামারুহ্যেত্যেষাং গুণীভূতভক্ত্যা যুক্তত্বং জ্ঞেয়ং, তাং বিনা পরমপদারোহাসম্ভবাৎ। * * * নন্বু ভক্তিসত্ত্বে কথং অধঃপতন্তি তত্রাহুঃ—ন আদৃতৌ মায়িকত্ববুদ্ধ্যা যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে—যাঁহারা গুণীভূত ভক্তির (নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির নহে) সহায়তায় শমদমাদি-তপস্যার প্রভাবে জীবন্মুক্তত্বদশা লাভ করিয়াছেন, ভগবদ্-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া মনে করিয়া ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরবশতঃ তাঁহাদেরও অধঃপতন হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গে তিন রকমের সাধক আছেন। প্রথমতঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপ স্বীকার করেন এবং সাকার বিগ্রহকে সচ্চিদানন্দময় মনে করিয়া তাঁহাতে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করেন। ইঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবস্থা-বিশেষে পরাভক্তিও লাভ করিতে পারেন (ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদি গীতা। ১৮।৫৪॥ শ্লোক ইহার প্রমাণ)। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-সগুণ-স্বরূপ মোটেই স্বীকার করেন না; ভক্তিশাস্ত্র-মতে ইঁহাদের সাধন বৃথাশ্রমমাত্র (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপ মানেন, কিন্তু সাকার-বিগ্রহকে মায়িক-বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা শাস্ত্র হইতে যখন জানিতে পারেন যে, ভক্তির কৃপা

তথাহি (ভা ১০।২।৩২)—

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ১০॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্নু বিবেকিনাং কিং মদ্‌ভজনেন মুক্তা এব হি তে তত্রাহুঃ যেঽন্য ইতি। বিমুক্তমানিনঃ বিমুক্তা বয়ম্ ইতি মন্যমানাঃ। ত্বয়ি অস্তো নিরস্তোঽত এবাসন্ যো ভাবস্তস্মাৎ ভক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ। ন বিশুদ্ধা বুদ্ধির্যেষাং তে তথা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যতীত তাঁহাদের অভীষ্ট-মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, অথচ নির্ব্বিশেষ-স্বরূপে ভক্তি প্রয়োগ করাও অসম্ভব, তখন অগত্যা সগুণ-সাকার স্বরূপেই ভক্তি করিতে থাকেন। পরব্রহ্মের সাকার-স্বরূপে বাস্তবিক সত্ত্ব-রজঃ তমঃ আদি প্রাকৃত গুণ নাই, কিন্তু অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণ আছে; এজন্য এই স্বরূপকে সগুণ বলে। কিন্তু শেষোক্ত জ্ঞানমার্গের সাধকগণ সাকার-স্বরূপকে প্রাকৃত-গুণযুক্তই মনে করেন; এজন্য তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তিও নির্গুণা নহে। যাহা হউক, এই ভক্তি গুণীভূত হইলেও ইহার প্রভাবে সাধক বহুকাল যাবৎ তপঃশমদমাদির অনুষ্ঠান করিয়া অবিদ্যানিরসনী বিদ্যালাভ করিতে পারেন। রজঃ ও তমের আধিক্যে অবিদ্যা; ইহা অজ্ঞানের ও দুঃখের কারণ; রজঃ ও তমঃ দূর হইয়া গিয়া যখন একমাত্র সত্ত্ব থাকে, সেই সত্ত্বকে বিদ্যা বলে, বিদ্যা দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়, প্রাকৃত আনন্দ অনুভূত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি লাভ হইতে পারে না। কারণ, ভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস যে ভক্তি, সেই নির্গুণা ভক্তি ব্যতীত তাঁহার অপরোক্ষ অনুভব অসম্ভব (ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ)। অবিদ্যা ও বিদ্যা এই উভয়ের তিরোধানের পরে চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষ যে নির্গুণা ভক্তি, সেই ভক্তিমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, একমাত্র এই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পরব্রহ্মের সাকার-বিগ্রহকে প্রাকৃত গুণশূন্য ও সচ্চিদানন্দময় মনে করেন, তাঁহাদের নির্গুণা ভক্তিই অবিদ্যার ও বিদ্যার অপগমের পরেও হৃদয়ে অবস্থান করে—তস্যা (ভক্ত্যাঃ) মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ (গীতা। ১৮।৫৪। শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ)—এই ভক্তির সহিত সত্ত্বাদি মায়িকগুণের কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, মায়িকী বিদ্যা ও অবিদ্যার সঙ্গে এই ভক্তির তিরোধান হয় না। কিন্তু যাঁহারা সাকার স্বরূপকে মায়িক-সত্ত্ব-গুণের বিকার মাত্র মনে করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি নির্গুণা চিচ্ছক্তির বিলাস নহে, তাঁহাদের তথাকথিত ভক্তি মায়িক গুণযুক্ত; এজন্য মায়িকী গুণময়ী বিদ্যার অপগমের সঙ্গে সঙ্গে এই ভক্তিও অন্তর্হিত হয়।

যাহা হউক, গুণীভূত-ভক্তির প্রভাবে সাধকের অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া যখন বিদ্যার উদ্ভব হয়, তখন, তাঁহার চিত্তে তমোরজোদ্ভূত কামক্রোধাদি কোনও বিকার জন্মাইতে পারে না; সত্ত্বগুণের (বিদ্যার) প্রভাবে চিত্তে আনন্দও অনুভূত হইয়া থাকে; এই আনন্দকে তখন তিনি ব্রহ্মানুভূতিমূলক আনন্দ বলিয়া মনে করেন এবং এই অবস্থার সঙ্গে চিত্তের নির্ব্বিকারত্ব দেখিয়া তিনি নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করেন; বাস্তবিক তখনও তিনি জীবন্মুক্ত নহেন; কারণ, তখনও তিনি গুণাতীত হইতে পারেন নাই—তাঁহার চিত্তে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা তখনও আছে। গুণাতীত হইতে পারেন নাই বলিয়াই, তাঁহার ঐরূপ জীবন্মুক্তত্বের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে; গুণাতীত না হইলে বুদ্ধি বিশুদ্ধতা লাভ করিতে পারে না; নির্গুণা ভক্তির কৃপা ব্যতীত জীব গুণাতীত হইতে পারে না। এজন্যই বলিয়াছেন—"বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে।" গুণীভূত ভক্তির অন্তর্ধানের পরে ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদরজনিত অপরাধের ফলে, আবার তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইলেন।

শ্লো। ১০। **অন্বয়।** অরবিন্দাক্ষ (হে পদ্মপলাশনয়ন)! ত্বয়ি (তোমাতে) অস্তভাবাৎ (ভক্তিহীনতা-

কৃষ্ণ সূর্য্যসম মায়া হয় অন্ধকার। | যাহাঁ কৃষ্ণ তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥ ২১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

যদ্বা ত্বয়ি অস্তভাঃ ইতি চ্ছেদঃ অস্তমতয়ো বাদেম্বেব বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। কৃচ্ছ্রেণ বহুজন্মতপসা পরং পদং মোক্ষসন্নিহিতং সৎকুল-তপঃশ্রুতাদি আরুহ্য পতন্তি বিঘ্নৈঃ অভিভূয়ন্তে। ন আদৃতো যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে। স্বামী। ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বশতঃ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (অবিশুদ্ধবুদ্ধি) অন্যে (অন্য) যে (যাঁহারা) বিমুক্তমানিনঃ (যাঁহারা নিজেদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টে—বহুজন্মকৃত তপস্যাপ্রভাবে) পরং পদং (পরম-পদ—মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলজন্মাদি) আরুহ্য (আরোহণ করিয়া—প্রাপ্ত হইয়া) অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (তোমার চরণের অনাদর করায়) ততঃ (সেই স্থান হইতে—সেই মোক্ষসন্নিহিত অবস্থা হইতে) অধঃপতন্তি (অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেনঃ—হে কমললোচন! যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তোমাতে ভক্তির অভাববশতঃ, তাহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বিমুক্ত না হইলেও তাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে। তাহারা অতিকষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলাদি প্রাপ্ত হইয়াও তোমার চরণের প্রতি অনাদর বশতঃ সেই সংকুলাদি হইতে অধঃপতিত হয়। ১০

অরবিন্দাক্ষ—অরবিন্দের (কমলের, পদ্মের) ন্যায় অক্ষি (নয়ন, চক্ষু) যাঁহার; কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ। **অস্তভাবাৎ**—অস্ত (নিরস্ত) হইয়াছে যে ভাব (ভক্তি), তাহা হইতে; ভক্তির অভাববশতঃ; শ্রীভগবানে ভক্তি নাই বলিয়া। **অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ**—যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অবিশুদ্ধ, মলিন। অবিশুদ্ধ (মলিন) হইয়াছে বুদ্ধি যাহাদের, তাহারা অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি; মলিনমতি। ভগবানে নিগুণা ভক্তি ব্যতীত বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইতে পারে না (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **বিমুক্তমানিনঃ**—বিমুক্ত (বা জীবন্মুক্ত) বলিয়া নিজেদিগকে মনে করে যাহারা; বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত না হইয়াও যাহারা মনে করে—আমরা জীবন্মুক্ত হইয়াছি, তাহারা (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। বুদ্ধি শুদ্ধ হয় নাই বলিয়া—বস্তুতঃ তাহারা যে জীবন্মুক্ত হয় নাই, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, ঈদৃশ জীবন্মুক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে, বিষয়-সুখাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুজন্মযাবৎ কষ্টসাধ্য তপস্যাদি করিয়া **পরং পদং আরুহ্য**—মোক্ষসন্নিহিত-সংকুলজন্মাদি শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়াও **নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ**—তোমার চরণের অনাদরবশতঃ, তোমাকে মায়িক বিগ্রহ মনে করিয়া তোমার অবজ্ঞা করার ফলে **অধঃপতন্তি**—অধঃপতিত হয় (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত যে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না, তাহারই প্রমাণ।

২১। এই পয়ারেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব দেখাইতেছেন। কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই জীব মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কারণ, যেখানে সূর্য্য আছে, সেখানে যেমন অন্ধকার যাইতে পারেনা, সূর্য্যোদয়ের সূচনাতেই যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে জগন্মোহিনী মায়া যাইতে পারে না, যেহেতু, মায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি—সর্ব্বদা বাহিরে থাকে। তাই বলা হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করিলেই মায়া জীবকে ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিবে।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ২।৫।১৩)

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥ ১১

'কৃষ্ণ! তোমার হও' যদি বোলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মন্মায়য়েতি মায়সম্বন্ধোক্তে শুশ্রাঃ দুর্জ্জয়ত্বোক্তেশ্চ তস্যাপি কিমস্তি সংসারঃ নৈবেত্যাহ। মৎকপটমসৌ জানাতীতি যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া ইব তস্মিন্ স্বকার্য্যমকুর্ব্বত্যা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতাঃ অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা এব কেবলং বিকথন্তে শ্লাঘন্তে। অনেন "যদ্রূপম্" ইত্যস্য প্রশ্নস্য উত্তরং উক্তং ভবতি। স্বামী। ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে ভগবানের) ঈক্ষাপথে (দৃষ্টিপথে) স্থাতুং (অবস্থান করিতে) বিলজ্জমানয়া (লজ্জিতা) অমুয়া (ঐ মায়াদ্বারা) বিমোহিতাঃ (বিমুগ্ধ হইয়া) দুর্ধিয়ঃ (মন্দবুদ্ধি লোকগণ) মমাহম্ (আমার-আমি) ইতি (এইরূপ) বিকথন্তি (শ্লাঘা করে)।

অনুবাদ। ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন :—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই মায়ায় মোহিত হইয়া "আমি" ও "আমার" বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। ১১

মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ—(মায়ামোহিত দুর্ব্বুদ্ধি লোকগণ) অহং মম ইতি (আমি ও আমার এইরূপ) **বিকথন্তে**—শ্লাঘা করে। মায়ার প্রভাবে তাহাদের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে; তাই দেহকেই "আমি" মনে করে; বস্তুতঃ আমার দেহটীই "আমি" নই; দেহের মধ্যে যে দেহী (জীবাত্মা) আছে, তাহাই স্বরূপতঃ "আমি"। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ দেহকেই "আমি মনে করিয়া দেহের সুখ-দুঃখকেই নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া মনে করে এবং দেহ-সম্বন্ধীয় বা দেহের সুখ-সাধক বস্তুকে—স্ত্রীপুত্রাদিকে,, বিষয়-সম্পত্তিকে, মান-সম্মান-প্রসার প্রতিপত্তিকে—নিজের বলিয়া মনে করে, বিষয়-সম্পত্তি আদির জন্য শ্লাঘাও প্রকাশ করে। বস্তুতঃ, এসমস্ত কিছুই মায়াবদ্ধ জীবের নহে, জীব যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন এসমস্ত তাহার সঙ্গে যায় না, তাহার নিজের হইলে সঙ্গেই যাইত।

মায়া শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতেও লজ্জিত হয়েন; সুতরাং যে স্থানে ভগবান্, সেই স্থানে মায়া যাইতে পারেন না—ইহাই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২২। এই পয়ার পূর্ব্ব-পয়ারের অনুযায়ীই; "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম"—একবার এই কথা বলিলেই কৃষ্ণ জীবকে মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার করেন। "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার হইলাম" এই কথা কয়টি দ্বারা "আত্ম-সমর্পণ ও শরণাপত্তি" বুঝাইতেছে। "তোমার হইলাম"—অর্থাৎ আমার দেহ, মন প্রাণ, সমস্তই এখন হইতে হে কৃষ্ণ, তোমার হইল, এমন কি, আমি নিজে পর্য্যন্তও তোমার হইলাম। আমার দেহ, মন প্রাণ, প্রভৃতির উপরে এখন হইতে আমার আর কোনও অধিকার নাই, এসব তোমার—তোমার কাজে ব্যতীত অপর কোনও কাজে আর তাহাদের ব্যবহার হইতে পারিবে না। সমস্ত তোমার বস্তু, আমিও তোমারই বস্তু, তোমার ইচ্ছা হয়, তোমার বস্তু আমাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয় মারিয়া ফেল। কায়-মনোবাক্যে এই ভাব পোষণ করিয়া "আমি তোমার হইলাম" বলিলেই কৃষ্ণ কৃপা করেন, অন্যথা নহে; এই পয়ারের প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়—"প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে"।—শরণাগত হইয়া বলে, "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার।" শ্লোকে "শরণাগত" (প্রপন্ন)-কথাটি আছে, আরও একস্থানে আছে—"তবাস্মীতি বদন্ বাচা মনসা তথৈব বিদন্॥ হরিভক্তিবিলাস। ১১।৪১৮॥" মুখে যেমন বলা হয়, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই," মনেও ঠিক সেইরূপ ভাবিবে। সুতরাং মনে, বাক্যে, ও কার্য্যে—শ্রীকৃষ্ণের হওয়া চাই, তাহা হইলেই কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। মুখে বলিলাম, "আমি কৃষ্ণের," কিন্তু মনে সেই ভাব নাই—অথবা কার্য্যে সেই ভাবের প্রকাশ নাই, এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণ কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৩৯১)
রামায়ণবচনম্—
সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ॥
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ১২

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ়ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ২৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অপ্যর্থে এব শব্দঃ। যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন্ তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে। যদ্বা কথং প্রপন্ন স্তদাহ তব ইত্যাদিনা শরণাগতত্বলক্ষণং চেদং জ্ঞেয়ং এবমগ্রেপ্যূহম্। শ্রীসনাতন। ১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উদ্ধার করেন না। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃশাসন বস্ত্রাকর্ষণ করিতেছেন, দ্রৌপদী বিপন্না হইয়া কৃষ্ণকে কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছেন, কিন্তু নিজে দুঃশাসনের সঙ্গে বস্ত্র লইয়া টানাটানিও করিতেছেন—মুখে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, মনেও তাহাই; কিন্তু কার্য্যে যেন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছেন, নিজের শক্তিতে লজ্জা-নিবারণের চেষ্টায় কাপড় লইয়া টানাটানি করিতেছেন। যতক্ষণ এই অবস্থা, ততক্ষণ কৃষ্ণ দূরে। কিন্তু যখন দ্রৌপদী দেখিলেন, নিজে দুঃশাসনের সঙ্গে টানাটানি করিয়া নিজের লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ, তখন কাপড় ছাড়িয়া দিয়া, দুই হাত যোড় করিয়া কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন—এবার কায়মনোবাক্যে তিনি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন; কৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না—অমনি বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন।

শ্লো।। ১২। অন্বয়। যঃ (যে ব্যক্তি) প্রপন্নঃ (শরণাগত হইয়া) তব (তোমার—হে ভগবন্! তোমার) অস্মি (হই) ইতি চ (ইহাও) সকৃৎ এব (একবার মাত্র) যাচতে (যাচ্ঞা করে) তস্মৈ (তাহাকে) সর্ব্বদা (সর্ব্বদা) অভয়ং (অভয়) দদামি (দান করি)—এতৎ (ইহা) মম (আমার) ব্রতম্ (ব্রত)।

অনুবাদ। আমার শরণাগত হইয়া যে একবার মাত্র বলে—"হে কৃষ্ণ, আমি তোমার," আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত। ১২

শরণাগতকে রক্ষা করা শ্রীভগবান্ তাঁহার একটী ব্রত—অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম—বলিয়া মনে করেন। **অভয়ং**—ভয়শূন্যতা, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ। শ্রীভা, ১১।২।৩৭ ॥"—এই প্রমাণ হইতে জানা যায়, মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ-বশতঃই জীবের সর্ব্ববিধ ভয় জন্মিয়া থাকে; তাহা হইলে মায়িক-বস্তুতে এইরূপ অভিনিবেশ দূর করাই হইল অভয়দান। শ্রীভগবান্, শরণাগত ব্যক্তির মায়াবন্ধন (মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশ) দূর করিয়া দেন—ইহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এইরূপে এই শ্লোকটী পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ।

২৩। শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত যখন কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির ফলও পাওয়া যায় না, তখন শ্রীকৃষ্ণভজন করাই সকলের কর্ত্তব্য; যাঁহারা তাহা করে না, তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না; কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান্—কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন।

ভুক্তিকামী—ইহকালের বা পরকালের সুখভোগকামনাকারী কর্ম্মমার্গের সাধক। **মুক্তিকামী**—সাযুজ্য-মুক্তিকামী জ্ঞানমার্গের সাধক। **সিদ্ধিকামী**—অষ্টসিদ্ধি-কামনাকারী যোগমার্গ-বিশেষের সাধক। **সুবুদ্ধি**—উত্তমা বুদ্ধি আছে যাহার। ভক্তির কৃপাব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী—ইঁহাদের কেহই যে স্ব-স্ব-অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই হইল উত্তমা বুদ্ধির পরিচায়ক; এইরূপ জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই সুবুদ্ধি এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। **গাঢ় ভক্তিযোগে**—অবিচলিত ভক্তির সহিত।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ১৩

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা॥

অকামঃ একান্তভক্তঃ। উক্তানুক্ত-সর্ব্বকামো বা পুরুষং পূর্ণং পরং নিরুপাধিম্। স্বামী। ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ১৩। **অন্বয়।** অকামঃ (স্বসুখ-বাসনাদিশূন্য একান্ত ভক্ত), সর্ব্বকামঃ (ধনাদি-সমস্ত বিষয়ের কামনাকারী ব্যক্তি) মোক্ষকামঃ বা (অথবা মোক্ষকাম) উদারধীঃ (সুবুদ্ধি হইলে) তীব্রেণ (তীব্র—ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগের সহিত) পরং পুরুষং (পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে) যজেত (ভজনা করে)।

অনুবাদ। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব বলিলেন—মহারাজ! সুখবাসনাদিশূন্য একান্তভক্ত, কিম্বা ধনাদি-সর্ব্বকাম কর্ম্মী, অথবা মোক্ষকাম জ্ঞানী—যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি উদারবুদ্ধি (অর্থাৎ সুবুদ্ধি) হয়েন, তাহা হইলে ঐকান্তিক ভক্তির সহিত পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করিবেন। ১৩

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৪। এই কয় পয়ারে কৃষ্ণভক্তির অপূর্ব্ব মহাত্ম্য দেখাইয়া, ভক্তি যে অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের একটি অপূর্ব্ব ফল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার কামনা না করিয়া, অন্য কামনা পূরণের নিমিত্তও যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তবেও পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্ত হইতে অন্যবস্তুর ভোগবাসনা দূর করিয়া দেন এবং তাঁহাকেও নিজের চরণসেবা দিয়া থাকেন।

অন্যকামী—অন্য-কামনাযুক্ত; শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনা ব্যতীত অন্য কামনা যাহার মনে আছে। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-আদি-কামী। **ভজন**—ভজ্ ধাতু হইতে ভজন-শব্দ নিষ্পন্ন; সেবা-অর্থে ভজ্ ধাতুর প্রয়োগ হয়; এস্থলে ভজন-শব্দ সাধনাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং ভজন-শব্দে এস্থলে—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তি-মূলক-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই বুঝাইতেছে। ভাবার্থ এই যে—যদিও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ করা সাধকের উদ্দেশ্য নহে, যদিও তাহার উদ্দেশ্য ভুক্তি-মুক্তি আদি লাভ করা, তথাপি যে নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হয়, সেই নববিধা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই, স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার হৃদয় হইতে ভুক্তি-মুক্তি-আদির বাসনা দূর করিয়া দিয়া স্বীয় চরণ-সেবার বাসনা জাগ্রত করিয়া দেন এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রেমভক্তিও তাঁহাকে দেন।

না মাগিলেও—প্রার্থনা না করিলেও। প্রথমতঃ তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তির বাসনা না থাকিলেও এবং তদুদ্দেশ্যে ভজন আরম্ভ না করিলেও; সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ প্রার্থনার বস্তু না হইলেও। এস্থলে প্রথমাবস্থার কথাই সূচিত হইতেছে—শেষ অবস্থার কথা নহে; শেষ অবস্থায় অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কামনাই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এখানে একটি কথা বিবেচ্য। আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥"—এস্থলে "শ্রীকৃষ্ণ সাধককে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া যদি ছুটেন", এইরূপ উক্তি থাকাতে বুঝা যায়, সাধক শ্রীকৃষ্ণ-চরণকামী নহেন, তিনি ভুক্তি-মুক্তি কামী; আর সেবার্থ-বাচক ভজ্ ধাতুনিষ্পন্ন ভক্ত-শব্দের উল্লেখ থাকাতে বুঝা যায়, সাধক স্বীয় কামনা-সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তি-মূলক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এইরূপে উক্ত পয়ারের মর্ম্মার্থ হইল এই যে—অন্যকামী যদি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে, তবে কৃষ্ণ তাহাকে ভুক্তি-মুক্তি দেন, "কভু প্রেমভক্তি দেন না।" ১।৮।১৬ পয়ারের এবং ১।৮।৩ শ্লোকের টীকা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্রষ্টব্য। তাহা হইলে আদির অষ্টম-পরিচ্ছেদের উক্তি হইতে জানা গেল - শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা দূর করেন না; করিলে তাঁহাকে আর ভুক্তি-মুক্তি দিতেন না, বাসনা দূর করিয়া প্রেমভক্তিই দিতেন। অথচ মধ্য-দ্বাবিংশের উক্তি হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভুক্তি-বাসনা দূর করেন। ইহার সমাধান কি? শাস্ত্রের অন্যান্য উক্তি হইতেও জানা যায়—সাধক নিজ নিজ বাসনার অনুরূপ ফলই পাইয়া থাকেন; তদতিরিক্ত কিছু পান না। গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"-বাক্য, বিষ্ণুপুরাণের "যদ্ যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেহচ্যুতে। তত্তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপিবা॥ ৩।৮।৭॥"-বাক্য, কঠোপনিষদের "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ। ১।২।১৬॥"-বাক্যই তাহার প্রমাণ। ইহাতে বুঝা যায়, সাধকের বাসনানুরূপ ফল-প্রদানই সাধারণ নিয়ম। আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই সাধারণ নিয়মের কথাই বলা হইয়াছে। আর মধ্য-লীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২৪-২৬ পয়ারে এবং পরবর্ত্তী "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতোনৃণামিত্যাদি" শ্রীমদ্ভাগবতের (৫।১৯।২৬) শ্লোকে যে বিষয়-বাসনা দূর করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম। ভক্তের আগ্রহাতিশয্য বা পরম ঔৎকণ্ঠ্য যখন ভগবানের চিত্তে বিশেষ কৃপা উদ্বুদ্ধ করে, তখনই তাঁহার আগ্রহাতিশয্য বা ঔৎকণ্ঠ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবান্ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার কথা শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। দাম-বন্ধন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহাকে বন্ধন করিবার আগ্রহাতিশয্যে যশোদা-মাতা শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, মাতার কবরী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, মুখ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে, তখনই শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় গলিয়া গেল (অর্থাৎ বিশেষ কৃপার উদ্রেক হইল), তখনই তাঁহার বিভুতা অন্তর্হিত হইল, তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। ধ্রুব যখন অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত "পদ্মপলাশ-লোচনকে" ডাকিতেছিলেন, পদ্মপলাশ-লোচনের দর্শন-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত পদ্মপলাশ-লোচনের চিত্তেও বিশেষ কৃপা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল; তাই, যাহাতে ধ্রুব তাঁহার দর্শন পাইতে পারেন, নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইয়া তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। এইরূপ বিশেষ কৃপাতে ভগবানের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না; যে যে-স্থলে বিশেষ কৃপার উদ্বোধক আগ্রহাতিশয্য বা পরম-ঔৎকণ্ঠ্য বর্ত্তমান, সে-সে-স্থলে যদি কাহারও কাহারও প্রতি তিনি এই বিশেষ কৃপা দেখান এবং কাহারও প্রতি না দেখান, তাহা হইলেই পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে; তিনি তাহা করেন না। ধ্রুবের চিত্তে পদ্মপলাশ-লোচনের দর্শনের উৎকণ্ঠা ছিল অত্যন্ত বলবতী। এই উৎকণ্ঠার পশ্চাতে বিষয়-বাসনা থাকিলেও উৎকণ্ঠাটী উপেক্ষণীয় ছিল না; তাই পরম-করুণ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ধ্রুবকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। দর্শনের ফলেই ধ্রুবের বিষয়-বাসনা ছুটিয়া গেল। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। মুণ্ডকশ্রুতি॥ ২।১।৮॥" ইহা ভগবদ্দর্শনের ফল। "স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব"-বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা হউক, আদির অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধারণ কৃপার কথা এবং মধ্যের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে বিশেষ কৃপার কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং পরস্পর-বিরোধী উক্তিদ্বয়ের ইহাই সমাধান বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তী "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণামিত্যাদি" (শ্রীভা, ৫।১৯।২৬) শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যতঃ নিজপাদপল্লবং অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদীনামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং বিধত্তে কৃপয়া দদাতি নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্বা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদনং বিধত্তে করোতীতি বা। × × অত্র নিষ্কামানাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐক্যরূপ্যং ভাবনীয়ম্। নহি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তু তুল্যমূল্যং ভবত্যতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাৎ হনুমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি।" এই টীকার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যে সকল ভক্ত ভগবৎ-পাদপদ্ম কামনা করেন না, ভগবান্ স্বয়ংই স্বীয় পাদপদ্ম দিয়া যেন বলপূর্ব্বকই (ভক্ত যাহা চাহেন না, ভগবান্ তাহাই নিজে কৃপা করিয়া দিতেছেন

কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে, মাগে বিষয়-সুখ। | অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলিয়া বলপূর্ব্বকই) তাঁহাদের অন্য (বিষয়-) বাসনাদিকে আচ্ছাদিত করেন—ধ্রুবাদির বেলায় যেমন করিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়—নিষ্কাম (যাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মব্যতীত অপর কিছু চাহেন না, তাঁহারা) এবং সকাম—উভয়েই ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইতে পারেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের প্রাপ্তি সর্ববিষয়ে এক রকম নহে। যাহা জাতিতেই (স্বরূপতঃই) শুদ্ধ এবং যাহা বলপূর্ব্বক শোধিত—এই দুই বস্তুর মূল্য সমান হইতে পারে না; (বলপূর্ব্বক শোধিত) ধ্রুবাদি হইতে (স্বরূপতঃ শুদ্ধ) হনুমান্ আদির পরমোৎকর্ষই দৃষ্ট হয়।

দেখা যাইতেছে, বিশেষ কৃপার উদ্রেকে ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক (ধ্রুবাদির ন্যায়) যাঁহাদের চিত্ত শোধিত করেন, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষ চক্রবর্ত্তিপাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু ভজনের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণে যাঁহাদের অনর্থ-নিবৃত্তি এবং চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয়, তাঁহাদের শুদ্ধিকে বলপূর্ব্বক-সাধিতা শুদ্ধি বলা যায় না; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা যে শুদ্ধা প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির পরমোৎকর্ষতার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম-স্বতন্ত্রা কৃপাশক্তির প্রবল স্রোতে আপামর-সাধারণের চিত্তের কালিমা বিধৌত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করিয়াছেন, যাঁহারা প্রেমভক্তি চাহেন নাই, তাঁহাদিগকেও তাহা দিয়াছেন। এস্থলেও পরম-করুণ প্রভু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলপূর্ব্বকই সকলের চিত্তকে শোধিত করিয়াছেন; তথাপি কিন্তু এই বলপূর্ব্বক শোধন যে পরমোৎকর্ষময় নয়, একথা বলা যায় না; ইহা পরমোৎকর্ষময় না হইলে সকলে প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারিতেন না। ইহা বোধ হয় শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের কৃপার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অন্য ভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই অপূর্ব্ব-বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আদি-অষ্টম পরিচ্ছেদের "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥"-উক্তি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" ইত্যাদি (৫।১৯।২৬) উক্তি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী এবং মধ্য দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদের ২৪-২৬ পয়ারের উক্তি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপের প্রকটলীলা-সম্বন্ধিনী উক্তি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।২২।২৪-২৬ পয়ারের উক্তি শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উক্তি বলিয়াই যেন মনে হয়। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আলোচ্য পরস্পর-বিরোধী উক্তিদ্বয়ের ইহাও এক রকম সমাধান হইতে পারে।

এই পয়ারের মর্ম্ম এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া প্রথমে অন্যকামীর চিত্ত হইতে অন্যকামনা দূর করিয়া দেন, তাহার পরে তাহাকে স্বীয় চরণ সেবা দিয়া থাকেন।

২৫। ভজনকারী "না মাগিলেও" শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে স্বচরণ দেন, তাহার হেতু এই দুই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন,—"লোকটী বড়ই মূর্খ, ইহার হিতাহিত-জ্ঞান মোটেই নাই। যদি থাকিত, তবে লোকটী আমার ভজন করিতেছে, কিন্তু আমার নিকটে বিষয় চাহিবে কেন? আমার নিকটে অমৃত আছে, চাহিলেই সেই অমৃত পাইতে পারে, কিন্তু তাহা না চাহিয়া চাহিতেছে বিষ! এতবড় মূর্খ কি আর হয়!!" এইস্থলে বিষয়-সুখকে বিষ বলা হইয়াছে; হেতু এই—বিষ খাইলে লোক মরিয়া যায়। তাহার দেহের যখন ক্রিয়া-শক্তি থাকেনা, তাহার দেহের মধ্যে যে সে আছে, এমন কোন লক্ষণই যখন তাহার দেহের কার্য্যাদি দ্বারা প্রকাশ পায় না, তখনই আমরা বলি লোকটি মরিয়া গিয়াছে। বিষয়-বাসনা হৃদয়ে থাকিলেও জীবের স্বরূপের এই অবস্থা হয়,—স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না, স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কিছুই জীব করিতে পারে না, তদনুকূল চিন্তা-ভাবনাদি পর্য্যন্তও করিতে পারে না। তাহার স্বরূপের অস্তিত্বের কোনও লক্ষণই তাহার কার্য্যাদি দ্বারা প্রকাশ পায় না; সুতরাং তাহার

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। | স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥ ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

স্বরূপের সম্বন্ধে তাহাকে মৃতই বলা যায়; ইহা বিষয়-সুখ-বাসনারই ফল; এজন্য বিষয়-সুখকে বিষ বলা হইয়াছে। জড়দেহের পক্ষে বিষের যেরূপ ক্রিয়া, জীবের স্বরূপের সম্বন্ধেও বিষয়-সুখ-বাসনার ঠিক সেইরূপ ক্রিয়া। **বিষয়সুখ**—নিজের ইন্দ্রিয়সেবা-জনিত সুখ। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবাকে অমৃত বলা হইয়াছে। বিষপানাদি দ্বারা যে লোক মরিয়া গিয়াছে, অমৃতের প্রভাবে, তাহার দেহে পুনরায় জীবনীশক্তি আসে, সে বাঁচিয়া যায়, অমর হয়, দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভোগসুখে দেহের সার্থকতা লাভ করিতে পারে, তাহার দেহের কান্তি, লাবণ্য বৃদ্ধি পায়, মনের আনন্দ বৃদ্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবার ফলেও—বিষয়-সেবারূপ-বিষপানে-মৃতপ্রায় স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, জীব স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যে আত্মনিয়োগ করে, আর কখনও বিষয়-রসে মুগ্ধ হয়না, অপ্রাকৃত বিমল আনন্দে তাহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইতে থাকে। পরিণামে অপরিসীম সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট নিত্য-নবকিশোরের অবস্থাপন্ন দেহ পাইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের যোগ্য হয়। যে একবার অমৃত পান করে, পার্থিব কোনও স্বাদু বস্তুতেই যেমন আর তাহার রুচি হয় না, সেইরূপ, যিনি একবার শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবার মাধুর্য্য-কণিকার আস্বাদন পাইয়াছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন বস্তুই আর তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। এসমস্ত কারণেই শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবাকে অমৃত বলা হইয়াছে।

২৬। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতেছেন—সে মূর্খ, কিসে তার মঙ্গল হইবে, কিসে অমঙ্গল হইবে, তা সে জানেনা; তাই যেখানে অমৃত পাইতে পারে, সেখানে অমৃত না চাহিয়া বিষ চাহিতেছে! কিন্তু আমি তো মূর্খ নই? আমি বিজ্ঞ, আমি জানি—কিসে তার মঙ্গল হইবে, কিসে তার অমঙ্গল হইবে। সুতরাং আমি তাকে বিষ দিব কেন? আমি কৃপা করিয়া আমার চরণ-সেবারূপ অমৃত দিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়-রসের অকিঞ্চিৎকরতা ও তিক্ততা দেখাইয়া তাহার বিষয়-বাসনা দূর করিব; তারপর তাহাকে প্রেমভক্তি দিব—যাহা পাইলে তাহার সকল চাওয়া ঘুচিয়া যাইবে।

অবোধ শিশু নিজের খেয়াল বশতঃ স্নেহময় পিতামাতার নিকটে অনেক জিনিসই চাহিয়া থাকে। কিন্তু পিতামাতা কি চাওয়া মাত্রই শিশুকে সকল জিনিস দেন? তা দেন না। শিশু—দেখিতে সুন্দর বলিয়া যদি একটি বিষাক্ত জিনিস চাহিয়া বসে,পিতামাতা কখনও তাহা দেননা—শিশু বুঝে না,সে অবোধ; কিন্তু পিতামাতা তো বুঝেন যে, ঐ জিনিসটি তাহাকে দিলে যদি সে উহা মুখে দেয় (মুখে নিশ্চয়ই দিবে, শিশু যাহা পায়, তাহাই মুখে দিয়া থাকে; কিন্তু) তাহা হইলে ত বিষের ক্রিয়ায় বাছার প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। তাই সন্তানবৎসল পিতা-মাতা তাহাকে তাহা দেন না। কিন্তু ছোট ছেলের যখন কোনও জিনিসের জন্য জেদ হয়, তখন সে তাহা না পাইলে যেন ছাড়িতেই চায় না, অন্য জিনিস সাক্ষাতে আনিলেও জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহা নিতে চায় না, হাতে দিলে বা হয়ত এক আছাড় দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া জিনিসটী নষ্ট করিয়াই ফেলে। তাই পিতামাতা শিশুকে কোলে লইয়া নানারূপে আদর যত্ন করিয়া তাহার প্রার্থিত জিনিসের পরিবর্ত্তে অন্য একটী ভাল জিনিস দূর হইতে শিশুকে দেখাইয়া আস্তেআস্তে তাহাতে তাহার লোভ জন্মায়; একটু লোভ জন্মিলেই সে তাহার প্রার্থিত বস্তুর কথা ভুলিয়া যায়। তখন পিতামাতার প্রদর্শিত জিনিসটী পাইবার জন্য হয়ত জেদ করিতে থাকে, সময় সময় এমন জেদই করে যে, ইহার পরিবর্ত্তে,তাহার পূর্ব্ব-প্রার্থিত বস্তুটী দিতে গেলেও শিশু তাহা নিতে চায় না। বিষয়-সুখ-কামী ভক্তের সম্বন্ধেও পরম-করুণ শ্রীভগবানের এইরূপই ব্যবহার। তিনি ভক্তকে বিষয় দিতে চাহেন না—বিষয় দিয়া তাঁহার নিত্যদাস হতভাগ্য মায়ামুগ্ধ জীবকে আর দূরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন না,—তিনি চাহেন, তাহার বিষয়-বাসনা দূর করিয়া, নিজের চরণ-সেবা দিয়া তাহাকে অনন্তকালের জন্য স্বীয় চরণান্তিকে রাখিয়া ব্রহ্মরুদ্রাদিরও স্পৃহণীয় তাঁহার চরন-সেবার অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য-সুধা পান করাইতে। কিন্তু অনাদি-কর্ম্মফল-বশতঃ মায়ামুগ্ধ জীব বিষয়-সুখের জন্যই লালায়িত; তাহার এই বিষয়-

তথাহি (ভাঃ ৫।১৯।২৬)—
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ ১৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তত্রাপি নিষ্কামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহুঃ সত্যমিতি। প্রার্থিতঃ সন্ অর্থিতং দদাতীতি সত্যং তথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব। যদ্ যস্মাৎ যতো দত্তাদনন্তরং পুনরপি অর্থিতা ভবতি। ননু নার্থিতশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ; অনিচ্ছতাং নিষ্কামানাস্তু ইচ্ছানাং পিধানং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি। স্বামী। ১৪।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সুখের তীব্র বাসনা দূর না হইলে তো সে কৃষ্ণচরণ-সেবার কথা কানেই তুলিবে না। তাই পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করিবার জন্য নানা কৌশলে স্বচরণ-সেবার মাধুর্য্যের আস্বাদন আস্তে আস্তে তাহাকে দিতে থাকেন; এই মাধুর্য্য-কণিকার আস্বাদন পাইলেই ভক্তের প্রার্থিত বিষয়-সুখ তাহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়; তখন আর তাহার প্রতি তাহার লোভ থাকে না—লোভ জন্মে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য। শ্রীভগবান্ স্বচরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় ভুলাইয়া দেন। ইহার দৃষ্টান্ত ধ্রুব। ধ্রুব বিষয়-সুখের জন্য—পিতৃসিংহাসন লাভের নিমিত্ত—আকুল-প্রাণে "পদ্ম-পলাশ-লোচন, পদ্ম-পলাশ-লোচন" বলিয়া ডাকিতেছেন, (নামকীর্ত্তনরূপ-ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন)। পঞ্চবর্ষের শিশু গভীর-অরণ্যে পদ্ম-পলাশ-লোচন ভ্রমে সিংহব্যাঘ্রাদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি ভাই আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন? তা'হলে আমাকে আমার পিতৃসিংহাসন দাও?" এমন ঐকান্তিক ভক্তের আকুল প্রাণের তন্ময়তাময় আহ্বানে পদ্ম-পলাশ-লোচন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ধ্রুবের নিকট ছুটিয়া আসিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু আসিলেই বা কি হইবে; ধ্রুবের হৃদয়ে যে তীব্র-বিষয় বাসনা—বিষয় বাসনা যুক্ত জীব তো তাঁহার দর্শন পাইবেনা; তিনি সাক্ষাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেও যে তাঁকে দেখিতে পাইবেনা! তাই পরমকরুণ ভগবান্ তাঁহার বিষয়-বাসনা দূর করিবার উপায় করিলেন—তাঁহার প্রিয় নিষ্কিঞ্চন-ভক্ত নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইলেন; নারদ গিয়া ধ্রুবকে কৃপা করিলেন। মহাপুরুষের কৃপায় ধ্রুবের চিত্তে পদ্ম-পলাশ-লোচনের রূপমাধুর্য্য ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল। পদ্ম-পলাশ-লোচন, তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত হইলেন, শেষে সাক্ষাতে প্রকট হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিলেন। বলিলেন—"ধ্রুব, তোমার পিতৃ-সিংহাসন?" ধ্রুব করযোড়ে বলিলেন—"না প্রভো, আমি তাহা চাই না। কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইয়াছি। আর আমি কাচ চাই না প্রভো। বিষয়-সুখের জন্য তোমায় ডাকিয়াছিলাম, কৃপা করিয়া তুমি আমাকে তোমার চরণ দর্শন করাইলে—যাহা মুনিঋষি-দেবতারা বহু তপস্যা করিয়াও পায় না। প্রভো, আমি তোমার চরণ-সেবাই চাই, পিতৃ-সিংহাসন আর চাই না।"

এই করুণার বলেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় গুণের নিধি। এই কয়-পয়ারে শ্রীকৃষ্ণকেই যে ভক্তি করিতে হইবে, তাহাও দেখাইলেন।

শ্লো। ১৪। অন্বয়। [শ্রীভগবান্] (শ্রীভগবান্) অর্থিতঃ (প্রার্থিত হইয়া) নৃণাং (মনুষ্যদিগের) অর্থিতং (প্রার্থিত বিষয়) দিশতি (দান করেন)—সত্যম্ (ইহা সত্যই); [তথাপি] (তথাপি—প্রার্থিত বস্তু দেওয়া সত্ত্বেও কিন্তু) ন এব অর্থদঃ (তিনি পরমার্থদ হয়েন না); যৎ (যেহেতু) যতঃ (যাহার পরেও—প্রার্থিত বস্তু দানের পরেও) অর্থিতা (সেই ব্যক্তি প্রার্থনাকারী হইয়া থাকে)। অনিচ্ছতাং (ভগচ্চরণ-প্রাপ্তির কামনাহীন) [অপি] (হইলেও) ভজতাং (ভজনকারীর) ইচ্ছাপিধানং (অন্য কামনার আচ্ছাদক) নিজপাদপল্লবং (স্বীয় চরণ-পল্লব) স্বয়ং (ভগবান্ নিজে—ভজনকারীর ইচ্ছা না থাকিলেও) বিধত্তে (দান করিয়া থাকেন)।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবগণ বলিলেন—শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া (অর্থার্থী) মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বিষয় দান করিয়া থাকেন—ইহা সত্য (কখনও ইহার অন্যথা হয় না); তথাপি কিন্তু (প্রার্থিত-বিষয়ের দানের দ্বারা) তিনি পরমার্থদাতা হয়েন না; যেহেতু (দেখিতে পাওয়া যায় যে, একবার) প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার পরেও সেই ব্যক্তিই আবার (অন্য বস্তু) প্রার্থনা করিয়া থাকে। (তবে কি ভগবান্ কাহাকেও পরমার্থ দান করেন না ? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) যাঁহারা ভগবানের ভজন করেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের অন্যকামনার আচ্ছাদক স্বীয় পাদপল্লব তাঁহাদিগকে দান করিয়া থাকেন।

ভগবানের নিকটে যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ সেই ব্যক্তিকে তাহা দেন—কখনও ইহার অন্যথা হয় না। যে ব্যক্তি তাঁহার চরণসেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে ভগবান্ স্বীয় চরণ-সেবাতো দিয়াই থাকেন; কিন্তু তাঁহার চরণ-সেবা ব্যতীত স্বসুখ-বাসনামূলক কোনও **অর্থিতং**—কাম্যবস্তুও যদি কেহ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করেন, তবে ভগবান্ তাঁহাকে তাহাও দিয়া থাকেন; কিন্তু স্বসুখ-বাসনামূলক কাম্যবস্তু দেওয়াতে তিনি **অর্থদঃ**—পরমার্থদাতা হইতে পারেন না অর্থাৎ ভগবানের নিকট হইতে স্বসুখ-বাসনামূলক কোনও কাম্যবস্তু পাইলেই কাহারও পরমার্থ পাওয়া হইল না—এমন বস্তুটী পাওয়া হইল না, যাহা পাইলে সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায়। যাহা পাইলে আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকে না, তাহাই পরমার্থ; আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-সাধক কোনও বস্তু পরমার্থ নহে; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ভগবানের নিকট হইতে তাদৃশ কোনও বস্তু একবার পাইয়া থাকেন, সেই বস্তু ভোগের পরে অন্য বস্তু ভোগের নিমিত্ত তাঁহাদের আবার বাসনা জাগিয়া উঠে, তখন অন্য বস্তুর জন্য তাঁহারা আবার ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন (যতঃ অর্থিতা)। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবানের নিকট হইতে কোনও কাম্যবস্তু পাইলেই কাহারও চাওয়া ঘুচে না, পরমার্থ পাওয়া হয় না। ভগবান্ যাহা কিছু দিবেন, তাহাই পরমার্থ নহে। তবে কি ভগবান্ কাহাকেও পরমার্থ দেন না ? তাহা দেন—যাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই কামনা করেন না, কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্তই যাঁহারা উৎকণ্ঠিত, তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণ-সেবা দিয়া থাকেন—যাহা পাইলে জীবের সকল চাওয়া ঘুচিয়া যায়—অন্য কাম্যবস্তু তো দূরের কথা, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিও যদি তাঁহাদের সাক্ষাতে আনিয়া ভগবান্ উপস্থিত করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা তাহাও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না (শ্রীভা, ৩।২৯।১৩)। আর **ভজতাং**—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চরণসেবা **অনিচ্ছতাং**—ইচ্ছা করেন না, নিজেদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিমূলক কোনও বস্তুই প্রার্থনা করেন, পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে **নিজপাদপল্লবং**—স্বীয় চরণ-পল্লব, স্বীয় চরণসেবা **বিধত্তে**—দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপল্লব কিরূপ ? **ইচ্ছাপিধানং**—(আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধক কাম্যবস্তুর জন্য) ইচ্ছার আচ্ছাদক—যে পাদ-পল্লবের ছায়ায় একবার আশ্রয় পাইলে, সেই পাদ-পল্লবের সেবা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনাই চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যায়, পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ সেই পাদপল্লবই দিয়া থাকেন। স্থূলকথা এই যে, স্বচরণামৃত দান করিয়া পরমকরুণ ভগবান্ অর্থার্থী ভক্তের বিষয়-বাসনা ঘুচাইয়া দেন। এইরূপে, যাঁহারা চরণ-সেবারূপ পরমার্থ চাহেন, তাঁহাদিগকে তো তাহা তিনি দেনই, যাঁহারা তাহা চাহেন না—নিজেদের সুখ-সাধন কিছু পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকেও স্বচরণামৃত দিয়া তাঁহাদের স্বসুখ-সাধন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় চরণ সেবার পরমানন্দ দান করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনিচ্ছতাং নিষ্কামানান্তু ইচ্ছানাং পিধানং আচ্ছাদকং সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি।—যাঁহারা নিষ্কাম ভক্ত, ভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামনা-পরিপূরক নিজ পাদপল্লব নিজেই দিয়া থাকেন।" আদিলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে (১।৮।১৬ পয়ারে) ভুক্তি-মুক্তিকামী যে সকল সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা নিষ্কাম নহেন; আর এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর অর্থে নিষ্কাম ভক্তদের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং স্বামিপাদের অর্থানুসারে এই শ্লোকোক্তির সহিত ১৮।:৬ পয়ারোক্তির বিরোধ দেখা যায় না; কিন্তু শ্রীধরস্বামীর এই অর্থ গ্রহণ করিলে এই শ্লোকটী ২।২২।২৪-২৬-পয়ারের সমর্থক হয় না; যেহেতু, ২।২২।২৪-২৬-পয়ারে সকাম ভক্তের কথাই বলা হইয়াছে, নিষ্কাম ভক্তের কথা বলা হয় নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ২।২২।২৪-২৬-পয়ারের সমর্থক। তাঁহাদের কেহই শ্রীধরস্বামীর ন্যায় "অনিচ্ছতাং"-শব্দের "নিষ্কাম" অর্থ করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই "অনিচ্ছতাং—অনিচ্ছুকদিগের" অর্থ করিয়াছেন—যাঁহারা ভগবৎ-পাদপল্লব পাইতে ইচ্ছা করেন না (অন্য কিছু পাইতে ইচ্ছা করেন), সেই সমস্ত ভক্তদের। শ্রীজীব লিখিয়াছেন "স তু পরমকারুণিকঃ তৎপাদপল্লবমাধুর্য্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতাং ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লবমেব বিধত্তে তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তং অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে। যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্নগোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥ এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তি র্জ্ঞেয়া॥—ভগবচ্চরণ-কমলের মাধুর্য্যের কথা জানেন না বলিয়া সেই চরণ-কমল-প্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, পরম-কারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকেও সর্ব্বকাম-পরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটী খাইতেছে, মাতা যেমন তাহার মুখ হইতে মাটি ফেলিয়া দিয়া তাহার মুখে খণ্ড (মিষ্ট দ্রব্যবিশেষ) দিয়া থাকেন তদ্রূপ। ইহার প্রমাণ এই—'অকামঃ সর্ব্বকামো বা'-ইত্যাদি শ্লোকে (পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২২।১৩-শ্লোকের অর্থ দ্রষ্টব্য) ভক্তির তীব্রত্বের কথা জানা যায় (যাঁহারা নিষ্কাম বা সর্ব্বকাম বা মোক্ষকাম তাঁহাদেরও যখন তীব্র ভক্তিযোগের সহিত ভগবদ্‌ভজনের কথা জানা যায়, তখন ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের চিত্তে ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির বাসনা জাগিয়াছে, তাঁহাদের অন্য সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়াছে)। গরুড়-পুরাণ হইতেও জানা যায়—যাহা দুর্ল্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, যাহা মনেরও অগোচর, ধ্যানকারী সাধক তাহা প্রার্থনা না করিলেও মধুসূদন তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীসনকাদিও ভক্তির অনুবৃত্তি করিয়া ভগবৎ-পাদপল্লব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"নিজপাদপল্লবং অনিচ্ছতামপি ভজতাং স্বয়মেব ধ্রুবাদীনামিব ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামাচ্ছাদকং তদেব নিজপাদপল্লবং বিধত্তে কৃপয়া দদাতি নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বলাদ্দত্তা ইচ্ছায়াঃ পিধানমাচ্ছাদনং বিধত্তে করোতীতি বা। ততশ্চ অনভীপ্সিতামপি শিতশর্করাং পিতুঃ সকাশাৎ প্রাপ্য শিশবো যথা মৃদি স্পৃহাং ত্যজন্তি তথৈব কামানপীত্যর্থঃ। অতএব অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদৌ তীব্রেণ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ ভক্তিযোগেন যজেতেত্যুক্তম্। অত্র নিষ্কামানাং সকামানাঞ্চ ভক্তানামন্ততঃ পাদপল্লবপ্রাপ্তাবপি নৈব সর্ব্বথা ঐকরূপ্যং ভাবনীয়ম্। নহি জাত্যৈব শুদ্ধং বলাৎ শোধিতঞ্চ বস্তু তুল্যমূল্যং ভবতি অতো ধ্রুবাদিভ্যঃ সকাশাৎ হনুমদাদীনামুৎকর্ষঃ পরম এব দৃশ্যত ইতি॥" এই টীকার মর্ম্মও শ্রীজীব গোস্বামীর টীকার অনুরূপই। বিশেষত্ব এই যে, চক্রবর্ত্তী বলেন—অন্যকামীকেও যে ভগবান্ স্বচরণ দেন, তাহা কেবল বলপূর্ব্বক, বলপূর্ব্বক তাহার চিত্ত শোধন করিয়া। যেমন, বিষয়কামী ধ্রুবাদির বিষয়-বাসনা দূর করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বচরণ দিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী আরও বলেন—নিষ্কাম (অন্যকামনাহীন) ভক্তের ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি এবং সকাম (অন্যকামনাযুক্ত) ভক্তের ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তি সর্ব্বথা এক রকম নহে। যে বস্তু জাতিতেই শুদ্ধ এবং যে বস্তু বলপূর্ব্বক শোধিত—এই দুই বস্তুর মূল্য সমান হইতে পারে না। তাই ধ্রুবাদি হইতে হনুমানাদির পরম উৎকর্ষ ২।২২।২৪-২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪-২৬ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ ২৭

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮)—
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥ ১৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে স্বামিন্ অহং স্থানাভিলাষী রাজসিংহাসনাভিলাষী সন্ তপসি স্থিতঃ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং এতেষাং অপ্রাপনীয়ং ত্বাং প্রাপ্তবান্। কীদৃশং কাচং বিচিন্বন্ অন্বেষয়ন্ দিব্যরত্নমিব। কৃতার্থোঽস্মি কৃতকৃতার্থো ভবামি বরং স্থানং ন যাচে ন প্রার্থয়ামি। শ্লোকমালা। ১৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৭। এই পয়ারের মর্ম্মও পূর্ব্ববর্ত্তী কয় পয়ারের মতই। **কাম লাগি**—বিষয়-সুখ-রূপ কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১॥"

কৃষ্ণরসে—কৃষ্ণসম্বন্ধীয় রস; কৃষ্ণভক্তি রস। ভূমিকায় "ভক্তিরস"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। **কাম ছাড়ি**—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা ত্যাগ করিয়া। **দাস হৈতে**—শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার সেবা করিতে।

শ্লো। ১৫। অন্বয়। অহং (আমি—ধ্রুব) স্থানাভিলাষী (রাজসিংহাসনের জন্য অভিলাষী হইয়া) তপসি স্থিতঃ (তপস্যায় অবস্থিত থাকিয়া—তপস্যা করিয়া) কাচং (কাচ) বিচিন্বন্ (অনুসন্ধান করিতে করিতে) দিব্যরত্নং ইব (দিব্যরত্নের ন্যায়)—দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং (দেব-মুনিদিগের অপ্রাপ্য) ত্বাং (তোমাকে—ভগবান্‌কে) প্রাপ্তবান্ (পাইয়াছি)। স্বামিন্ (হে প্রভো)! কৃতার্থঃ অস্মি (আমি কৃতার্থ হইয়াছি), বরং (বর) ন যাচে (প্রার্থনা করি না)।

অনুবাদ। হে প্রভো, কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ পিতৃসিংহাসন লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ তোমার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্! ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য কোনও বর আর চাই না। ১৫

রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী ছিলেন—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচিই রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন; তাঁহার প্ররোচনায় রাজা সুনীতির প্রতি অবিচারই করিতেন। প্রত্যেক রাণীর গর্ভেই উত্তানপাদের এক একটী পুত্র জন্মিয়াছিল; সুনীতির পুত্রের নাম ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্রের নাম উত্তম। একদিন রাজা উত্তানপাদ উত্তমকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময় ধ্রুবও তাঁহার কোলে উঠিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; সুরুচি নিকটেই ছিলেন; ধ্রুবের চেষ্টা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত রুষ্টা হইয়া ধ্রুবকে খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন—"তুমি রাজার কোলে উঠিবার যোগ্য নও; যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই। যদি রাজার কোলে উঠিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে ভগবানের আরাধনা কর—যেন তাঁহার কৃপায় আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে পার। অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্রুব চলিয়া গেলেন; কিন্তু সুনীতিকে কিছু বলিলেন না; লোকমুখে সুনীতি সমস্ত শুনিয়া মরমে মরিয়া রহিলেন। ধ্রুবের মনঃকষ্ট জানিয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবানের আরাধনার নিমিত্ত সুনীতিও ধ্রুবকে উপদেশ দিলেন—তাহা হইলে হয়তো ভগবানের কৃপায় ধ্রুব পিতৃসিংহাসন লাভ করিতে পারেন। জননীর উপদেশে ধ্রুবও পদ্মপলাশ লোচন হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্রুবের ঐকান্তিকতায় পদ্মপলাশ-লোচন নারায়ণ অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন, ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য দয়া করিয়া তিনি ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ধ্রুবের চিত্তে বিষয়-বাসনা (পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির বাসনা) ছিল বলিয়া তিনি নারায়ণের দর্শন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাইলেন না। ধ্রুবকে দর্শন দেওয়ার জন্য নারায়ণ যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; যাহাতে ধ্রুবের চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা দুরীভূত হইতে পারে, নারায়ণ নিজেই সেই ব্যবস্থা করিলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত বিষয়-বাসনা দূর হইতে পারে না বলিয়া তিনি নারদকে ধ্রুবের নিকটে পাঠাইলেন। নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনা দুরীভূত হইলে তিনি নারায়ণের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। তখন নারায়ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৬-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ইহাই ধ্রুবসম্বন্ধীয় প্রচলিত কাহিনী।

শ্রীমদ্‌ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিভক্তিসুধোদয়েও ধ্রুবের কাহিনী আছে; কিন্তু এই তিন গ্রন্থের কাহিনী সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে; উল্লিখিত প্রচলিত কাহিনীর সহিতও তাহাদের সর্ব্বাংশে মিল নাই। এই তিন গ্রন্থের মতে গৃহত্যাগের পরেই পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুবের দীক্ষা লাভ হয়—শ্রীমদ্‌ভাগবতের মতে নারদের নিকটে এবং বিষ্ণুপুরাণ ও হরিভক্তিসুধোদয়ের মতে সপ্তর্ষির নিকটে দীক্ষা এবং ভজনোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব মথুরামণ্ডলস্থিত যমুনাতীরবর্ত্তী মধুবনে উৎকট তপস্যা করেন। তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া নারায়ণ ধ্রুবকে দর্শন দেন এবং বর প্রার্থনা করার জন্য তাঁহাকে আদেশ করেন। শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া ধ্রুবের এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার স্তব করার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালক জানেন না—কিরূপে স্তব করিতে হয়। নারায়ণ বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব স্তবের সামর্থ্য প্রার্থনা করিলেন; নারায়ণ ধ্রুবের মুখে স্বীয় শঙ্খ স্পর্শ করাইয়া তাঁহার মধ্যে স্তবের শক্তি সঞ্চার করিলেন; তখন ধ্রুব তাঁহার স্তব করিলেন, স্তব-সমাপ্তির পরে নারায়ণ পুনরায় বর প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করিলেন। ইহার উত্তরে ধ্রুব যাহা বলিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে তাহা ভিন্ন ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—ধ্রুব সৎসঙ্গ প্রার্থনা করিলেন; সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌গুণ-কথামৃত পানে মত্ত হইয়া অনায়াসে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ধ্রুবের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—"অহে ক্ষত্রিয় বালক! তোমার সঙ্কল্প অবগত আছি। (গৃহত্যাগের পরে নারদের সহিত যখন ধ্রুবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি নারদের নিকটে বলিয়াছিলেন—"আমার পিতৃগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যে পদ কখনও পায়েন নাই, যাহাতে আমি ত্রিভুবন-মধ্যে সেই উৎকৃষ্ট পদ পাইতে পারি, তাহারই উপায় আমাকে উপদেশ করুন।" ভগবান্ ধ্রুবের এই সর্ব্বোত্তম স্থান-প্রাপ্তির সঙ্কল্পের কথাই বলিলেন)। হে সুব্রত, তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে অন্যের দুষ্প্রাপ্য স্থান দিতেছি। সেই স্থান সতত দীপ্তিশীল, এপর্য্যন্ত অপর কেহ সেই স্থান পায় নাই। সম্প্রতি তুমি তোমার পিতৃরাজ্য ভোগ কর, তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমার পিতা বনে গমন করিবেন। রাজ্য-ভোগান্তে তুমি ও তোমার মাতা ঐ উত্তম-স্থানে (ধ্রুবলোকে) গমন করিবে। সে স্থানেও তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে না। প্রচুর দক্ষিণা দানপূর্ব্বক যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞহৃদয় আমার অর্চ্চনা করিলে ইহলোকে সমস্ত কাম ভোগ করিয়া অন্তে আমাকে স্মরণ করিবে, তাহাতে ঐ স্থান হইতে আমার নিত্য স্থানে গমন করিতে পারিবে।"

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—ধ্রুবের প্রার্থিত বর এই:—"ভগবন্! তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান যেন আমার লাভ হয়।" ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত বর দিয়া বলিলেন—"হে ধ্রুব! আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে তুমি সর্ব্ব-তারাগ্রহের আশ্রয় হইবে। কল্পাবধি তুমি সে স্থানে থাকিবে; তোমার মাতা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া তোমার নিকটে থাকিবেন।" বিষ্ণুপুরাণের মতেও ধ্রুবের ধ্রুবলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের পুত্র-পৌত্রাদির কথাও জানা যায়। তাহাতে বুঝা যায়, ধ্রুব রাজ্যভোগও করিয়াছিলেন।

হরিভক্তিসুধোদয় বলেন—ধ্রুব বলিলেন—"প্রভো, কাচের অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি দিব্যরত্ন পাইয়াছি। বিষয়সুখের অনুসন্ধান করিতে করিতে তোমার চরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে, আমি তাহাতেই কৃতার্থ

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহো তরে। | নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥ ২৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইয়াছি, কোনও বর চাই না। তোমার চরণ-কমল আমি ত্যাগ করিব না, অপর কোনও অভীষ্ট বস্তুও আমি প্রার্থনা করিব না। তুমি আমাকে এই বরই দাও, যেন তোমার চরণ-কমলে সর্ব্বদাই আমার ভক্তি থাকে।" ধ্রুবের কথা শুনিয়া ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। কিন্তু একটী কথা শুন, 'এই ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া কি লাভ করিয়াছে?'—এইরূপ অসাধু-বাদ যেন লোক-সমাজে প্রচারিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে তুমি যে স্থান লাভের সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছ, সেই স্থানই (ধ্রুবলোকই) তুমি প্রাপ্ত হইবে, অবশেষে সময়ে বিশুদ্ধচিত্ত তুমি আমাকে পাইবে। "কালেন মাং প্রাপ্স্যসি শুদ্ধভাবঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত এবং হরিভক্তিসুধোদয় হইতে জানা যায়—সাধনের প্রারম্ভে ধ্রুবের চিত্তে উত্তম-স্থান-প্রাপ্তির বাসনা থাকিলেও ভগবদ্দর্শনের পরে আর সেই বাসনা ছিল না। ভগবচ্চরণ-দর্শনের ফলেই সেই বাসনা দুরীভূত হইয়া গিয়াছে। তথাপি ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পানুরূপ বর দিয়াছেন এবং অন্তে কি ভাবে ধ্রুবের শেষ প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে, তাহাও জানাইয়াছেন।

"সত্যং দিশত্যর্থিতম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ভগবান্ বলপূর্ব্বক ধ্রুবের চিত্ত শুদ্ধ করিয়াছেন (২।২২।১৪-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিভক্তিসুধোদয় হইতে বলপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির কথা জানা যায় না। দীক্ষিত হওয়ার সময়েই স্বাভাবিক ভাবে ধ্রুব নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা পাইয়াছেন, পরে ভগবচ্চরণ দর্শনও পাইয়াছেন। পূর্ব্বে যে প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেই বরং বলপূর্ব্বক ধ্রুবের চিত্ত-শোধনের একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—ধ্রুবের চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ নারদকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছেন বলিয়া। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তীর মনে এই প্রচলিত কাহিনীই কি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল?

স্থানাভিলাষী—প্রচলিত কাহিনী অনুসারে পিতৃ-কোলে বা পিতৃ-সিংহাসনে স্থান লাভের অভিলাষী। শ্রীমদ্ভাগবতাদির মতে সর্ব্বোত্তম স্থান (ধ্রুব-লোক) প্রাপ্তির অভিলাষী।

২৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮। কৃষ্ণভক্তির (অর্থাৎ সাধন-ভক্তির) অভিধেয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া—কিরূপে এই কৃষ্ণভক্তিতে জীবের রুচি জন্মিতে পারে, তাহা বলিতেছেন ২৮-৩২ পয়ারে।

সংসার ভ্রমিতে—সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে; কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে; কোনও জন্মে।

কোন ভাগ্যে—অজামিলের মত সাঙ্কেতিক নামাদি গ্রহণের বা নামাভাসাদির ফলে; কিম্বা, পূতনাদির মত ভগবদভিমুখে গমনাদির ফলে, অথবা ভগবদনুগ্রহ-লাভরূপ ভাগ্যলাভে; অথবা মহৎ-সঙ্গের ফলে।

তরে—উদ্ধার পায় অর্থাৎ সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায়-স্বরূপ ভক্তিতে রুচি লাভ করে। এই উপায়টী জীবের সংসার-মোচনের পক্ষে এতই নিশ্চিত যে, ঐ উপায়টী পাইলেই তাহার সংসার-মোচন অবশ্যম্ভাবী; এজন্যই তরিবার উপায় পাওয়াকেই "তরে" বলা হইয়াছে। ২।১৯।১৩৩ পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য।

নদীর প্রবাহে ইত্যাদি—নদীর মধ্যে যদি এক টুকরা কাঠ বা তৃণ ভাসিতে থাকে, স্রোতের বেগে বা অনুকূল বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া তাহা যেমন কোন সময়ে নদীর তীরে লাগে—সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীব এই সংসার-সমুদ্রে মায়ার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোনও ভাগ্যে সংসার-সমুদ্রের তীরে লাগিতে পারে, অর্থাৎ সংসার-মোচনের উপায়টী পাইতে পারে।

এস্থলে মায়াস্রোতে ভাসমান জীবকে নদীস্রোতে ভাসমান কাষ্ঠের সঙ্গে তুলনা দেওয়াতে মনে হইতে পারে, নদীর তীর প্রাপ্ত হইবার জন্য কাষ্ঠ যেমন নিজে কোনও চেষ্টা করিতে পারে না, সংসারস্রোত হইতে উদ্ধার পাওয়ার

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৮।৫)—

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্। হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥ ১৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যদ্বা নৈবং কিন্তু অধমস্য নীচস্যাপি মম স্যাদেব। কুত ইত্যত আহ হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যেতি। অয়ম্ভাবঃ—যথা নদ্যা হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং মধ্যে কিঞ্চিৎ কদাচিৎ তরতি কুলং প্রাপ্নোতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং জীবানামপি মধ্যে কশ্চিৎ তরেদিতি সম্ভবতীতি। স্বামী। ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্যও জীব সেইরূপ কোনও চেষ্টাই করিতে পারে না। বাস্তবিক তাহা নহে; যে দুইটী জিনিসের তুলনা করা হয়, তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে সমান হয় না; কোনও একটী বিশেষ-বিষয়েই তাহাদের তুলনা হইয়া থাকে। জীব ও কাষ্ঠে অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে; কাষ্ঠ অচেতন; সুতরাং তাহার বুদ্ধিশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি নাই; তাই কাষ্ঠ নদীর তীরে লাগিবার ইচ্ছা করিতে পারে না; সুতরাং তজ্জন্য চেষ্টাও করিতে পারে না। কিন্তু জীব সচেতন; তাহার মন আছে, মানসিক-বৃত্তি আছে; সুতরাং জীব সংসার হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা করিতে পারে এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করিতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করিতে পারিলেও চেষ্টার সফলতা—সংসার হইতে উদ্ধার—জীবের হাতে নহে; কাষ্ঠ-খণ্ডের নদী-তীর-প্রাপ্তি যেমন তাহার আয়ত্তাধীন নহে, জীবের সংসার-সমুদ্রের তীর-প্রাপ্তিও তাহার আয়ত্তাধীন নহে। এই অংশেই কাষ্ঠের সঙ্গে জীবের তুলনা। সকল বিষয়ে তুলনা খাটে না। মনোবৃত্তির ফলে, ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া জীব নিজের চেষ্টা দ্বারা যে কাজ করে, তাহা তাহার নিজ-কৃত; এজন্য জীব তাহার ফলভাগী; কাষ্ঠের নিজের কৃত কোনও কাজ হইতে পারে না—সুতরাং কাষ্ঠ কোনও কর্ম্মের ফলভোগী হইতে পারে না। ইচ্ছার কর্ত্তা জীব, চেষ্টার কর্ত্তাও জীব, কর্ম্মফলের ভোক্তাও অবশ্য জীব, কর্ম্মফলদাতা জীব নহে; ভগবান্‌ই কর্ম্মফলদাতা, এইটীই জীবের অনায়ত্ত।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥২।১৯।১৩৩॥" আবার মায়াবদ্ধ-জীব "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়॥ তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী (মায়া) পালায়। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥ ২।২২।১৩॥" নদীর প্রবাহে বাহিত কাষ্ঠখণ্ড কখন তীরে লাগিবে, তাহা যেমন নিশ্চিতরূপে বলা যায়না, তদ্রূপ কখন গুরুর বা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ হইবে, কিম্বা কখন সাধুরূপ বৈদ্যের কৃপা লাভ সম্ভব হইবে, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইহাই তাৎপর্য্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৬। অন্বয়। এবং মা (না, এইরূপ নহে), অধমস্য মম (আমার ন্যায় অধমেরও) অচ্যুতদর্শনং (ভগবান্ অচ্যুতের দর্শন) স্যাৎ (হইতে পারে) এব (ই); [যতঃ] (যেহেতু), কালনদ্যা (কাল-নদীর প্রবাহে) হ্রিয়মাণঃ (প্রবাহিত হইয়া) কশ্চন (কেহ কেহ) ক্বচিৎ (কখনও কখনও) তরতি (উদ্ধার লাভ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ। অক্রুর বলিলেন—"না, এরূপ নহে (অর্থাৎ আমার ভজন-সাধন বা কোনওরূপ সুকৃতি নাই বলিয়া যে আমি শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইব না—তাহা নহে); আমি অধম হইলেও আমার অচ্যুত-দর্শন লাভ হইতে পারে; কারণ, কাল-নদীর প্রবাহে পরিচালিত হইয়া কেহ কেহ কখনও কখনও উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ১৬

শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়া নন্দগোকুল হইতে তাঁহাকে মথুরায় আনিবার নিমিত্ত দুষ্টমতি কংস অক্রুরকে নন্দ-গোকুলে পাঠাইলেন। অক্রুর ছিলেন ভগবদ্ভক্ত—গোকুলে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু ভক্তোচিত দৈন্যবশতঃ মাঝে মাঝে চিত্তে হতাশারও উদয় হইতে লাগিল। গোকুলের পথে চলিতে চলিতে তিনি ভাবিলেন—"ব্রহ্মা-রুদ্রাদিও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পায়েন না; সামান্য জীব

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ ২৯

তথাহি (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৭॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবমষ্টভিঃ শ্লোকৈরীশবহির্ম্মুখানাং সংসারং প্রপঞ্চ্য ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিক্রমমাহ, ভবাপবর্গ ইতি। ভো অচ্যুত! ভ্রমতঃ সংসরতঃ জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গোঽন্তো ভবেৎ প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদা চ সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। স্বামী ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আমি কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব? আমার ভজন-সাধন নাই, কোনও শুভকার্য্য কখনও করি নাই—ভগবদ্দর্শন আমার ভাগ্যে সম্ভব নহে।" আবার একটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন মা এবং—না, এরূপ নহে; আমার ভজন-সাধন নাই বলিয়াই যে আমি ভগবানের দর্শন পাইব না, তাহা নহে। আমি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি। ভগবানের কৃপা কোনও হেতুর অপেক্ষা রাখে না; কৃপালুত্ব-গুণ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুতও হয়েন না; তাই তাঁহার নাম অচ্যুত। নদীর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে যেমন কোনও কোনও তৃণ নিজের কোনওরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও কখনও কখনও নদীর কূলে লাগিতে পারে, তদ্রূপ কালনদীর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে—সংসারে নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোনও কোনও জীব, তাহার নিজের কোনওরূপ যোগ্যতা না থাকিলেও, কখনও কখনও ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার পাইতে পারে। আমার যোগ্যতা না থাকিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অধমকেও দর্শন দিতে পারেন।

পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-কৃপাতেও যে ভক্তিতে জীবের রুচি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

২৯। সাধুসঙ্গের ফলেও যে ভক্তিতে রুচি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

ক্ষয়োন্মুখ—ক্ষয়ের জন্য উন্মুখ; ক্ষয়ের উপক্রম, সূচনা। সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সাধুর কৃপাতেই সংসার-ক্ষয় সম্ভব হইতে পারে। সাধুসঙ্গ হইলে সাধুর কৃপায় অনতিবিলম্বেই সংসার-ক্ষয় হইবে—এই তথ্য ব্যক্ত করার নিমিত্তই বলা হইয়াছে—সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হইলেই জীব সাধুসঙ্গ করিয়া থাকে। যখনই লোক সাধুসঙ্গ করে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার সংসার-ক্ষয়ের আর বিলম্ব নাই। **কৃষ্ণে রতি**—ভক্তিতে রুচি; কৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য ইচ্ছা। **কোনও ভাগ্যে**—পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। কোনও ভাগ্যে যদি কাহারও সংসার-ক্ষয়ের উপক্রম হয়, তাহা হইলে তখন সেই জীব ভক্ত-সঙ্গ করে; সাধু-সঙ্গের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হয়—ভক্তিতে রুচি জন্মে। কৃষ্ণভক্তি-উন্মেষের একটী হেতু যে সাধুসঙ্গ বা সাধুকৃপা, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল।

এই পয়ারের প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৭। অন্বয়। অচ্যুত (হে অচ্যুত)! ভ্রমতঃ (নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে) জীবস্য (জীবের) যদা (যখন) ভবাপবর্গঃ (সংসারদুঃখের অবসান) ভবেৎ (হয়), তর্হি (তখন) সৎসমাগমঃ (সৎসঙ্গলাভ হয়); যর্হি (যখন) সৎসঙ্গমঃ (সৎসঙ্গ লাভ হয়) তদা এব (তখনই) সদ্গতৌ (সাধুদিগের একমাত্র গতি) পরাবরেশে (আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অধীশ্বর, অথবা কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তৃস্বরূপ) ত্বয়ি (তোমাতে) মতিঃ (মতি—ভক্তি) জায়তে (জন্মে)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া মুচুকুন্দ বলিয়াছেন:—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। | গুরু-অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হে অচ্যুত! এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই তাহার ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়। যখনই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তখনই (ভক্তের কৃপায়) সাধুদিগের একমাত্র গতি এবং কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়। ১৭

ভ্রমতঃ—ভ্রমণশীল ব্যক্তির; সংসারে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও জীবের **ভবাপবর্গঃ**—ভবের (সংসার-দুঃখের) অপবর্গ (অবসান) হয়, যখন সংসার-দুঃখের অবসানের সম্ভাবনা হইয়া উঠে (যদা ভবাপবর্গঃ সম্ভাব্যঃ স্যাৎ—শ্রীপাদ সনাতন), তখনই তাহার সৎ-সঙ্গের—অনুগ্রাহক কোন মহতের সঙ্গরূপ—সৌভাগ্য লাভ হয়। এস্থলে সাধুসঙ্গই কারণ এবং ভবাপবর্গঃ—সংসারক্ষয়—তাহার কার্য্য; সাধারণতঃ কারণই কার্য্যের পূর্ব্বে স্থান পায়; কিন্তু এস্থলে (ভবাপবর্গরূপ) কার্য্যকে (সৎসঙ্গস্বরূপ) কারণের পূর্ব্বে স্থান দেওয়াতে চতুর্থ-প্রকারের অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখনই কাহারও ভাগ্যে মহৎসঙ্গ জুটে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, তাহার সংসারক্ষয় অতি নিকটবর্ত্তী! (২।১৯।১৩৩ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, মহৎসঙ্গ ঘটিলে মহতের কৃপায় সংসার-বাসনা দূরীভূত হইবে এবং ভগবানে মতি জন্মিবে।—**সদ্‌গতৌ**—সৎ (সাধুদিগের) একমাত্র গতিস্বরূপ যে ভগবান্ তাঁহাতে; অথবা সৎই (সাধুই) গতি (আশ্রয়) যাঁহার সেই ভগবানে; স্বেচ্ছাময় হইয়াও ভগবান্ যে "অহং ভক্তপরাধীনঃ" বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-কৃপা ভক্তকৃপারই অনুগতা; তিনি ভক্তপরাধীন বলিয়া—ভক্তই তাঁহার গতি বলিয়া—যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ভক্তের কৃপা হইবে, সেই ব্যক্তির প্রতি তাঁহারও কৃপা হইয়া থাকে। তাই যাঁহার ভাগ্যে কোনও মহতের সঙ্গলাভ হয়, তাঁহার প্রতিই মহতের কৃপা হইয়া থাকে এবং মহতের কৃপা হইলে পরমকরুণ শ্রীভগবান্ও তাঁহার চিত্তে উন্মুখতা জন্মাইয়া দেন। **পরাবরেশে**—পর (উচ্চ) এবং অবর (নীচ) দিগের যিনি ঈশ্বর, যিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলের অধীশ্বর বা অন্তর্য্যামী—সকলের নিয়ন্তা, তাঁহাতে সৎ-সঙ্গপ্রাপ্ত জীবের রতি জন্মে; তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া সৎ-সঙ্গের সৌভাগ্য প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবের চিত্তের গতিকে তিনি নিজের দিকে ফিরাইয়া দেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ২৯ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০। সাধুগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াও কোনও ভাগ্যবান্ জীবকে কৃপা করিতে পারেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়াও কৃপা করিতে পারেন। ২৯ পয়ারে সাধুদিগের স্বতঃপ্রণোদিত কৃপার কথা বলিয়া এই পয়ারে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রণোদিত কৃপার কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কাহাকেও কৃপা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে সাধারণতঃ সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা না করিয়া গুরুরূপে, গুরুর হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া, অথবা অন্তর্য্যামিরূপে কৃপা করিয়া থাকেন।

গুরু-অন্তর্য্যামিরূপে—গুরুরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে। গুরুরূপে বাহিরে উপদেশাদি বা তত্ত্বকথাদি দ্বারা এবং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে প্রেরণা দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেকের চিত্তেই অবস্থান করিতেছেন; ভাল-মন্দ-বিষয়ে ইঙ্গিত করাই তাঁহার কার্য্য; জীব মায়ামুগ্ধ বলিয়া তাঁহার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই বাহিরে মহান্তরূপী শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন (১।১।২৯)। কিন্তু কোনও কারণে যদি কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহা হইলে সে জীব অন্তর্য্যামী পরমাত্মার ইঙ্গিত উপলব্ধি করিতে পারে, এবং তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করিতেও পারে। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ ভাগ্যবান্ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে ও গুরুরূপে তাহাকে শিক্ষা দেন—দীক্ষা-গুরুরূপে মন্ত্রোপদেশাদি এবং শিক্ষাগুরুরূপে ভজন-শিক্ষাদি দিয়া থাকেন।

শিখায় আপনে—নিজেই শিক্ষা দেন, এত করুণা তাঁর; অথবা আপনাকে (নিজতত্ত্ব) শিক্ষা দেন।

তথাহি (ভা: ১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৮ ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়,—সংসার যায় ক্ষয় ॥ ৩১

তথাহি (ভা: ১১।২০।৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥১৯॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তির্য্যগ্‌জনা অপীত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবৎ জাত্যাদি-কৃত-নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন। তদুক্তং শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য ইত্যাদি। শ্রীজীব। ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ-কৃপাতেও যে ভক্তিতে রুচি জন্মে, তাহা এই পয়ারে দেখাইলেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৩১। এই পয়ারে ও পরবর্ত্তী দুই পয়ারে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বলিতেছেন। **সাধুসঙ্গে**—সাধুসঙ্গের প্রভাবে। ভগবদ্‌ভজন-পরায়ণ মহৎ ব্যক্তিকে সাধু বলে। ১।১।২৯ পয়ারের টীকায় মহতের লক্ষণ দ্রষ্টব্য। **কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা**—কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা, কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য-বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস। **ভক্তিফল প্রেম**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলই প্রেম। **সংসার যায় ক্ষয়**—মায়াবন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। ভক্তির মুখ্য ফলই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, আর আনুষঙ্গিক ফল—সংসার-ক্ষয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সাধুদিগের মুখে ভক্তি-মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, জীব ভজনে প্রবৃত্ত হয়; ভজন করিতে করিতে অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া গেলে যথাসময়ে তাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে তাহার সংসারবন্ধন দূর হইয়া যায়; সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়—এই স্থলে সন্দেহাত্মক "যদি" শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে—যদি কাহারও চিত্তে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে অপরাধ মোচন না হওয়া পর্য্যন্ত সাধুমুখে ভগবৎ-কথা শুনিলেও তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় না; সুতরাং ভক্তিতেও শ্রদ্ধা হয় না। এজন্যই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"সাধুসঙ্গে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণ।" অথবা, সাধুসঙ্গ করিলেও যদি কোনও উৎকট অপরাধ বশতঃ সাধুর কৃপা না হয়, তাহা হইলেও ভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না; "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয় (২।২২।৩২)।"

শ্লো। ১৯। অন্বয়। যঃ পুমান্ (যে ব্যক্তি) যদৃচ্ছয়া (কোনও ভাগ্যে—পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে) মৎকথাদৌ (আমার কথাদিতে) জাতশ্রদ্ধঃ (জাতশ্রদ্ধ হয়েন) তু (কিন্তু) ন নির্ব্বিণ্ণঃ (সংসারে অত্যন্ত বিরক্তও নহেন), ন অতিসক্তঃ (অত্যন্ত আসক্তও নহেন) অস্য (তাঁহার—সেই ব্যক্তির) ভক্তিযোগঃ (ভক্তিযোগ) সিদ্ধিদঃ (সিদ্ধিদ হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিলেন—"হে উদ্ধব! কোনও পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত ভাগ্যোদয়ে আমার কথাদিতে (আমার নাম-গুণাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে) যাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যিনি সংসারে অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্তও (বিরক্ত) নহেন, অত্যন্ত আসক্তও নহেন—সেই ব্যক্তির ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (সফল) হয় অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হয়। ১৯।

যদৃচ্ছয়া—কেনাপি ভাগ্যোদয়েন—কোনও ভাগ্যোদয়ে (স্বামী)। কেনাপি পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্ত-সঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন—কোনও পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গজাত এবং তাঁহার কৃপাজাত মঙ্গলোদয়ে (শ্রীজীব)। কোনও নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যে। **মৎ-কথাদৌ**—ভগবানের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদি কথায়

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ ৩২

তথাহি (ভাঃ ৫।১২।১২)—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ২০॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং তৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ। হে রহূগণ! এতজ্‌জ্ঞানং তপসা পুরুষো ন যাতি। ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা। নির্ব্বপণাৎ অন্নাদি-সংবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তপরোপকারেণ। ছন্দসা বেদাভ্যাসেন। জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈঃ। স্বামী। ২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে। **জাতশ্রদ্ধঃ**—যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। মহৎ-কৃপার ফলে ভগবৎ-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে—সাধুসঙ্গজাত মহৎ-কৃপার ফলেই যে ভগবৎ-কথাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে জীবের শ্রদ্ধা জন্মে, তাহাই এই বাক্য হইতে বুঝা গেল। যাহা হউক, ভগবৎ-কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি যদি **ন নির্ব্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত, সংসারে অত্যন্ত বিরক্ত না হয়েন এবং তিনি যদি **ন অতিসক্তঃ**—সংসারে অত্যন্ত আসক্তও না হয়েন, তাহা হইলেই তাঁহার **ভক্তিযোগঃ**—ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান **সিদ্ধিদঃ**—ফলপ্রদ, প্রেমের উন্মেষক হইয়া থাকে।

যিনি নির্ব্বিণ্ণ, জ্ঞানযোগেই তাঁহার অধিকার এবং যিনি অত্যন্ত সংসারাসক্ত, কর্ম্মযোগেই তাঁহার অধিকার—এই দুই শ্রেণীর লোকের ভক্তিযোগে অধিকার নাই। "নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥ শ্রীভা, ১১।২০।৭॥" আর যিনি নির্ব্বিণ্ণও নহেন, অত্যন্ত সংসারাসক্তও নহেন, মহৎ-সঙ্গের ফলে তিনি যদি সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি ভক্তিযোগের অধিকারী হয়েন। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানজাত অন্তঃকরণশুদ্ধিই নির্ব্বেদের (অত্যন্ত সংসার-বিরক্তির) কারণ; অনাদি অবিদ্যা—অনাদি মায়ামোহই সংসারে অত্যাসক্তির কারণ; এবং পরম-স্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গই ভক্তিযোগের উপযোগী অত্যাসক্তি-রাহিত্যের কারণ। (চক্রবর্ত্তী)।

সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভক্তিযোগ্যতা এবং ভক্তিযোগে শ্রদ্ধা জন্মে—ইহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল। এই শ্লোক ৩১ পয়ারের প্রমাণ।

৩২। মহৎ-কৃপাই যে ভক্তির মূল, তাহা বলিতেছেন। মহতের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনও কিছুতেই চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে না—কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ তো দূরের কথা, মহতের কৃপা ব্যতীত কাহারও সংসারবন্ধনও দূর হইতে পারেনা। "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী"—ইত্যাদি গীতোক্ত শ্লোকে জানা যায়, সংসার-বন্ধন বা মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় ভগবৎকৃপা; কিন্তু এস্থলে বলা হইল, ঐ উপায় মহৎ-কৃপা। এই দুই উক্তিতে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, মহতের কৃপা হইলেই ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে, অথবা ভগবৎকৃপাও ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ; সুতরাং ভক্তকৃপা হইলেই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কোনও গ্রন্থে "কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু"-পাঠান্তর আছে।

মহৎ—নিম্নোক্ত "রহূগণৈতত্তপসা" ইত্যাদি শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৫।১২।১৩) শ্লোকে মহতের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত, যাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবদ্-গুণকীর্ত্তনে মগ্ন থাকেন, গ্রাম্যকথাদির সহিত যাঁহাদের কোনও সম্বন্ধই নাই, যাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই (এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও) কামনা করেন না, তাঁহারাই মহৎ। ১।১।২৯, ২।১৭।১০৬ এবং ২।২২।৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২০। অন্বয় রহূগণ (হে রহূগণ)! মহৎপাদরজোভিষেকং বিনা (মহাপুরুষের পাদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে) ন তপসা (তপস্যাদ্বারাও না), ন চ ইজ্যয়া (বৈদিক কর্ম্মদ্বারাও না), নির্ব্বপণাৎ (অন্নাদি-দান

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৭।৫।৩২)

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ ২১

'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩৩

তথাহি (ভাঃ ১।১৮।১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নমু চৈকো দেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং বিষ্ণুং কথং ন বিদুঃ কুতো বা তেষাং তমিস্রপ্রবেশঃ তত্রাহ নৈষামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং মহত্তমানাং পাদরজসাঽভিষেকং যাবন্ন বৃণীত তাবৎ শ্রুতিবাক্যতো জ্ঞাতেঽপি এষাং মতিরুরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি প্রাপ্নোতি অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্যাপগমো যদর্থঃ। যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনম্॥ মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ো নাপি মোক্ষ তেষামিত্যর্থঃ। স্বামী। ২১

ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম ন সমং পশ্যাম ন চাপবর্গম্। সম্ভাবনায়াং লোট্। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশীষো রাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি কিমুত বক্তব্যম্। স্বামী। ২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

দ্বারা) গৃহাৎ বা (অথবা গৃহাদির নিমিত্ত পরোপকার দ্বারাও না) ন ছন্দসা (বেদাভ্যাসদ্বারাও না) ন এব জলাগ্নিসূর্য্যৈঃ (জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা দ্বারাও না) এতৎ (ইহাকে—এই তত্ত্বজ্ঞানকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়)।

অনুবাদ। শ্রীভরত বলিলেন ঃ—হে মহারাজ রহূগণ! মহাপুরুষদিগের পাদরজঃ দ্বারা অভিষিক্ত না হইলে—তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদিদান, গৃহাদিনির্ম্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা—এসমস্ত দ্বারাও -ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ২০

মহৎ-কৃপাব্যতীত—যজ্ঞ-তপস্যাদিদ্বারা যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান (বা তৎপ্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি) লাভ করা যায় না, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোক ৩২-পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ।

শ্লো। ২১। অন্বয়। যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) নিষ্কিঞ্চনানাং (নিষ্কিঞ্চন—বিষয়াভিমানশূন্য) মহীয়সাং (মহাপুরুষদিগের) পাদরজোঽভিষেকং (চরণ-রজোদ্বারা অভিষেক) ন বৃণীত (বরণ না করে), তাবৎ (সে পর্য্যন্ত) এষাং (ইহাদের—এই লোক সকলের) মতিঃ (মতি) উরুক্রমাঙ্ঘ্রিং (ভগবচ্চরণকে) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করিতে পারেনা)—যদর্থঃ (যাহার—যে মতির—প্রয়োজন হইল) অনর্থাপগমঃ (অনর্থনিবৃত্তি)।

অনুবাদ। প্রহ্লাদ তাঁহার গুরুপুত্রকে বলিলেন—যে পর্য্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য সাধুগণের চরণ-ধূলি দ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত লোক-সকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না, অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে তাহাদের মতি হয় না—শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়। ২১

মহৎকৃপাব্যতীত যে ভগবচ্চরণে রতি হয় না এবং ভগবচ্চরণে রতি না জন্মিলে যে অনর্থ-নিবৃত্তি—সংসার-নিবৃত্তি হয় না—সুতরাং মহৎকৃপাব্যতীত যে জীবের সংসার-নিবৃত্তিও হইতে পারেনা, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোক ৩২-পয়ারে দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ।

৩৩। **লবমাত্র সাধুসঙ্গে**—অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ করা যায়। **সর্ব্বসিদ্ধি**—সমস্ত মঙ্গল লাভ; শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পর্য্যন্ত লাভ। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥ মোহমুদ্গর॥"

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২২। অন্বয়। ভগবৎ-সঙ্গিসঙ্গস্য (ভগবৎ-ভক্তসঙ্গের) লবেন (অত্যল্পকালের সঙ্গে) অপি (ও)

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥ ৩৪

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৪, ৬৫)—
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ২৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ২৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ততশ্চাতিগম্ভীরার্থং গীতশাস্ত্রং পর্য্যালোচয়িতুং প্রবর্ত্তমানং তুষ্ণীভূয়ৈব স্থিতং স্ব-প্রিয়সখমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রব-চিত্তনবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রসারমহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলং তে তত্তৎ পর্য্যালোচন-ক্লেশেন ইত্যাহ। সর্ব্বেতি। ভূয় ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্ব্বমুক্তম্। মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্য অপি সারং গুহ্যতমমিতি। নাতঃ পরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যথগুমিতি ভাবঃ। পুনঃকথনে হেতুমাহ ইষ্টোঽসি দৃঢ়মতিশয়েন এব প্রিয়ো মে সখা ভবসীতি তত এব হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতিরহস্যং ন কমপি কশ্চিদপি ব্রূতে ইতি ভাবঃ; দৃঢ়মিতি চ পাঠঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৩

মন্মনা ভবেতি মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাং চিন্তয়, ন তু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মন্মনা ভব মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দর-ভ্রূবল্লিমধুরকৃপা-কটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ন্থেন মনো যস্য তথাভূতো ভব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ মদ্‌ভক্তো ভব শ্রবণ-কীর্ত্তন-মন্মূর্ত্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জ্জন-লেপন-পুষ্পাহরণ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্বর্গং (স্বর্গকে) ন তুলয়াম (তুলনা করিনা), অপুনর্ভবং (মুক্তিকে) ন তুলয়াম (তুলনা করিনা), মর্ত্ত্যানাং (মানুষের) আশিষঃ (আশীর্ব্বাদের কথা) কিমুত (কি বলিব)।

অনুবাদ। সৌনকাদির প্রতি শ্রীসূত বলিলেনঃ—ভগবদ্‌ভক্তজনের সহিত সে অত্যল্প সঙ্গ, তাহার (ফলের) সঙ্গেও স্বর্গ ও মুক্তির তুলনা করা যায় না, (ধনরাজ্যসম্পদ্ লাভ সম্বন্ধে) মানুষের আশীর্ব্বাদের কথা আর কি বলিব ?২২

ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গের ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে; কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় স্বর্গ ও মোক্ষ অতি তুচ্ছ; তাই অত্যল্পকালব্যাপী সাধুসঙ্গের সহিতও স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা করা যায় না।

৩৩ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩৪। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১-পয়ারে বলা হইয়াছে, সাধুসঙ্গের ফলে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। এক্ষণে শ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া বলার উপক্রম করিতেছেন।

পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত জগৎকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম-জ্ঞান ইত্যাদির বহু উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ দিয়াছেন; ইহা অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু; অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, পরম অন্তরঙ্গ—তাই, এই অতি নিগূঢ় রহস্যও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপদেশটী নিম্নোক্ত ২৪শ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"অর্জ্জুন, আমাতে চিত্ত অর্পণ কর—আমার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্যাদিতে মন নিবিষ্ট কর; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমার ভজনে নিয়োজিত কর; আমার যজন কর—গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা আমার পূজা কর; আমাকে নমস্কার কর। ইহার সমস্তই কর, অথবা কেবল একটীই কর—তাহা হইলেই আমাকে পাইবে—অর্জ্জুন! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা কখনও লঙ্ঘন করিব না।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি বলিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে।

শ্লো। ২৩-২৪। অন্বয়। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম) ভূয়ঃ (যাহা পুনরায় বলা হইতেছে, সেই)

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

মন্মালালঙ্কারছত্রচামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্‌যাজী ভব মৎপূজনং কুরু অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তন-সেবন-পূজন-প্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি মনঃপ্রদানং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু তুভ্যমহমাত্মানমেব দাস্যামীতি সত্যং তে তবৈষ নাত্র সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ। সত্যং শপথতথ্যয়োরিত্যমরঃ। নন্তু মাথুর-দেশোদ্ভূতা লোকাঃ প্রতিবাক্যমেব শপথং কুর্ব্বন্তি সত্যং তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি ত্বং মে প্রিয়োঽসি ন হি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ। চক্রবর্ত্তী। ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরং মে বচঃ (আমার সর্ব্বোত্তম কথা) শৃণু (শ্রবণ কর); মে (আমার) দৃঢ়ং (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (তুমি হও)—ইতি ততঃ (সেজন্য) তে (তোমার) হিতং (হিত) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)। মন্মনা ভব (আমাতে মন অর্পণ কর), মদ্ভক্তঃ ভব (আমার ভক্ত হও—আমার ভজন কর), মদ্‌যাজী ভব (আমার অর্চ্চনা কর), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবে), মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) তে (তোমাকে) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন :—হে অর্জ্জুন ! সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা আবার তোমাকে বলিতেছি, আমার সর্ব্বোত্তম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার হিত বলিতেছি। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমারই অর্চ্চনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সত্যই আমি অঙ্গীকার করিতেছি, (এরূপ করিলে) তুমি আমাকেই পাইবে। ২৩-২৪

শ্রীকৃষ্ণের মুখে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক সারতত্ত্ব-নির্ণয়ের নিমিত্তই সম্ভবতঃ অর্জ্জুন গম্ভীরমুখে নীরব হইয়াছিলেন ; প্রিয়সখা অর্জ্জুনের এই অবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—সখে ! সারতত্ত্ব নির্দ্ধারণের নিমিত্ত তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না ; সমস্ত শাস্ত্রের সার কথা আমিই অতি সংক্ষেপে তোমার নিকটে বলিতেছি ; ইহা **সর্ব্বগুহ্যতমং**—শাস্ত্রাদিতে যত রকম গোপনীয় কথা আছে, তাহাদের সমস্তের মধ্যে ইহাই গোপনীয়তম ; কারণ, কিরূপে আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে ; সাধারণতঃ ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি সুখভোগের কথাই প্রায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয় ; সালোক্যাদি মুক্তির কথাও কখনও কখনও একটু গোপনীয় ভাবে ব্যক্ত হয় ; কিন্তু আমাকে পাওয়ার কথা খুব কমই ব্যক্ত করা হয় ; কারণ, ইহার উপরে আর "পাওয়ার কথা" হইতে পারেনা - সমস্ত শাস্ত্রের সারতম কথাই হইল আমার এই স্বয়ংরূপের সেবা পাওয়ার কথা ; তাই ইহা অত্যন্ত গোপনীয়, ইহাই **পরমং বচঃ**—সর্ব্বোত্তম কথা ; যাহাকে তাহাকে একথা বলা হয় না ; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ; আমি সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল কামনা করি; তাই তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার নিকটে এই পরম রহস্য-কথা বলিতেছি ; পূর্ব্বেও একবার (গীতা। ৯।৩৫। শ্লোকে) একথা বলিয়াছি, তোমার দৃঢ়তার জন্য আবারও বলিতেছি, শুন। সেই গূঢ়তম কথাটী এই :—**মন্মনা ভব**—আমাতে মন অর্পণ কর, সর্ব্বদা আমার বিষয়, আমার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বিষয় চিন্তা কর ; **মদ্ভক্তঃ ভব**—জ্ঞানমার্গের বা যোগমার্গের সাধকের ন্যায় আমার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপের বা আমার পরমাত্মস্বরূপের ধ্যানমাত্র করিবে না ; পরন্তু আমার ভক্ত হইয়া, আমাতে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, আমাকেই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু—নিতান্ত আপনার জন—মনে করিয়া, কেবলমাত্র আমার প্রীতিসাধনেই যত্নবান্ হইয়া নিজের সম্বন্ধীয় ভাবনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার রূপগুণ-লীলাদির চিন্তা করিবে। অথবা, আমার ভক্ত হও অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান কর, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আমার সেবায় নিযুক্ত কর। **মদ্‌যাজী ভব**—ধূপ-দীপ গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা আমার অর্চ্চনা কর। **মাং**

পূর্ব্ব আজ্ঞা—বেদধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥ ৩৫

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥ ৩৬

তথাহি (ভাঃ ১১।২০।৯)—
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ২৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নমস্কুরু—আমার চরণে সম্যক্‌রূপে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর, আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার কর। এই যে চারিটী কর্ত্তব্যের কথা বলা হইল, তাহাদের সকলটীই করিবে, অথবা তোমার রুচি অনুসারে যে কোনও একটীরই অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলেই তুমি **মাম্ এব এষ্যসি**—এই শ্যামসুন্দর দ্বিভুজ-স্বরূপ আমাকেই পাইবে, সত্য করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কোনওরূপ সংশয় করিও না; তুমি আমার প্রিয়, প্রিয়ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে না; আমার কথা অনুসারে কাজ করিলে তুমি প্রতারিত হইবে না; আমি **প্রতিজানে**—আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকই তোমাকে একথা বলিতেছি।

৩৫। **পূর্ব্ব আজ্ঞা**—গীতায় পূর্ব্বোল্লিখিত-সর্ব্বগুহ্যতমং ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্বে যে আজ্ঞা (বা আদেশ) দিয়াছেন, তাহা; গীতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। কি সম্বন্ধে উপদেশ, তাহা বলিতেছেন—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান। **সাধি**—সাধিয়া, নিষ্পন্ন করিয়া। **সব সাধি**—সমস্ত নিষ্পন্ন করিয়া; কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত উপদেশ দানের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া বা সমাধা করিয়া। **শেষে**—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় উপদেশ দানের পরে। **এই আজ্ঞা**—"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ" ইত্যাদি রূপ আদেশ। **বলবান্**—শ্রীকৃষ্ণ গীতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আদেশ ও উপদেশ দিয়াছেন; সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে শুদ্ধাভক্তি-সম্বন্ধে মন্মনা ভব ইত্যাদি নিগূঢ়তত্ত্ব উপদেশ করিলেন; পূর্ব্বাপর-বিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্—এই ন্যায়-বলে, গীতায় বহু বিষয়ে বহু উপদেশ থাকিলেও শুদ্ধা-ভক্তি-সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ উপদেশই জীবের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়।

৩৬। **এই আজ্ঞাবলে**—মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তঃ ইত্যাদি রূপ আজ্ঞার (আদেশের) বলে (প্রভাবে)। এই আদেশটী করিয়াছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয়ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি—অর্জ্জুনের মঙ্গলের নিমিত্ত, এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই আদেশ-অনুসারে কাজ করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে—তাহার অন্যথা হইবে না, তিনি তাহা শপথ করিয়া—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। এ সমস্ত কারণে যদি তাঁহার আদেশের প্রতি কোনও ভক্তের **শ্রদ্ধা** হয় - দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী ৩৭ পয়ারে দ্রষ্টব্য। ৩৭ পয়ারের সঙ্গে এই পয়ারের অন্বয়), তাহা হইলে তিনি সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনই করিয়া থাকেন; অর্থাৎ এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মিলেই সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই জীব শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকারী হয়। **সর্ব্বকর্ম্ম**—কর্ম্মযোগ-জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানমূলক সমস্ত কর্ম্ম; শ্রদ্ধাবান্ ভক্ত এসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের ফলের তুলনায় এসমস্ত অনুষ্ঠানের ফল অতি তুচ্ছ; বিশেষতঃ কর্ম্ম-যোগাদির তাৎপর্য্যও শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত এসমস্তের ত্যাগে স্বরূপতঃ কোনও অসঙ্গতিও থাকে না। অথবা, কর্ম্ম-শব্দে বিভিন্ন দেবতার প্রীতিসাধন কর্ম্মাদিকেও বুঝাইতে পারে; বিভিন্ন-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণরূপ মূলবৃক্ষের শাখাপত্র স্বরূপ বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণভজনেই তাঁহাদের ভজন, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি; সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের প্রীতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত গীতাবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ বিধেয় নহে—ইহাই এই পয়ারের ধ্বনি। এই ধ্বন্যর্থের অনুকূল একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৯।২৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

'শ্রদ্ধা'—শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥ ৩৭

তথাহি (ভাঃ ৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ২৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কিঞ্চ নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরেঃ প্রীত্যা ভবন্তি, কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগাঃ ভুজাঃ, তেষামপি উপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি। ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনম্, তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনেন। তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং, ন পৃথগিত্যর্থঃ। স্বামী। ২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রদ্ধা জন্মিলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে জীব শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯শ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

৩৭। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।" কেন "সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ" করিয়া কৃষ্ণভজন করে, তাহা এই পয়ারের শেষার্দ্ধে বলা হইয়াছে—"কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।" আর, ৩৬ পয়ারে যে "শ্রদ্ধা"-শব্দের উল্লেখ আছে, সেই শ্রদ্ধা-শব্দে কি বুঝায়, তাহাই ৩৭ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে বলিয়াছেন।

শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস ইত্যাদি—শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ (শাস্ত্রবাক্যে) বিশ্বাস ; কি রকম বিশ্বাস ? সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের কোনও রূপ নড় চড় নাই, যে বিশ্বাসে সংশয়ের ছায়ামাত্রও নাই। শ্রদ্ধা-শব্দের এই অর্থ জানিয়া লইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের সঙ্গে ৩৭ পয়ারের শেষার্দ্ধের অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম উক্তিতে যে ভক্তের উক্তরূপ সুদৃঢ় নিশ্চিত—অচল, অটল—বিশ্বাস জন্মে, সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনই করেন ; কেননা, কৃষ্ণভক্তি করিলেই সমস্ত কর্ম্ম করার ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না। **সর্ব্বকর্ম্ম**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্ম-যোগজ্ঞানাদির তাৎপর্য্য শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিতে বিভিন্ন কর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতারও প্রীতি হয় বলিয়া কর্ম্ম-যোগাদির অথবা দেবতা-বিশেষের প্রীতিসাধন-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই যে সঙ্গত, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল ; এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৬। অন্বয়। তরোঃ (বৃক্ষের) মূলনিষেচনেন (মূলদেশে জলসেচনের দ্বারা) যথা (যেরূপ) তৎ-স্কন্ধভুজোপশাখাঃ (সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হয়), প্রাণোপহারাৎ চ (এবং প্রাণের উপহার দ্বারা অর্থাৎ ভোজনের দ্বারা) যথা (যেমন) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়-সমূহের) [তৃপ্তিঃ] (তৃপ্তি হয়), তথা (সেইরূপ) এব (ই) অচ্যুতেজ্যা (অচ্যুতের আরাধনাই) সর্ব্বার্হণম্ (সকলের—সকল দেবতার—পূজা)।

অনুবাদ। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলেই তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত (পুষ্ট) হয় ; যেমন ভোজন দ্বারা প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিলেই ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত হয় ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সকলের পূজা হইয়া থাকে। ২৬

অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বমূল। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামাদিতে যত ভগবৎ-স্বরূপ আছেন, যত ভগবৎ-পরিকরাদি আছেন, কিম্বা তদতিরিক্তও যাহা কিছু আছে—এক শ্রীকৃষ্ণই তৎসমস্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ,—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ ৩৮

শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৃক্ষ যেমন শাখা-উপশাখা-পত্র-পুষ্পাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তদ্রূপ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেও যাহা কিছু আছে, এক শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া তৎসমস্তরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের অংশ-বিভূতি—কৃষ্ণরূপ বৃক্ষের শাখা-উপশাখা প্রভৃতি স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বেই এসমস্তের অস্তিত্ব, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিতেই এসমস্তের প্রীতি। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে মূলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই জলই যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্র, পুষ্পাদির পুষ্টিসাধন এবং শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে, মূলে জলসেচন না করিয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শাখাপত্রাদিতে জলসেচন করিলে যেমন বৃক্ষেরও পুষ্টি হয় না—পত্রপুষ্পাদিরও পুষ্টি হয় না, তদ্রূপ এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই সকল ভগবৎ-স্বরূপের, সকল দেবতার, সকল ভূতের আরাধনা হইয়া যায়; মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেবতাদির আরাধনায় দেবতাদিরও তৃপ্তি হয় না—শ্রীকৃষ্ণেরও তৃপ্তি হয় না। যদি বলা যায়—মালী যেমন বৃক্ষের মূলেও জলসেচন করে, আবার শাখা-পত্রাদিতেও জলসেচন করিয়া থাকে; তদ্রূপ মূলতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পূজাদির সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদির পূজাও তো চলিতে পারে? তদুত্তরে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন যে, এইরূপ করার প্রয়োজন নাই। প্রাণের তৃপ্তিতেই ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি; আহার না দিয়া যদি প্রাণকে বিনষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গ আপনা-আপনিই অসমর্থ হইয়া যায়; কিন্তু আহারাদি গ্রহণের দ্বারা যদি প্রাণকে তৃপ্ত রাখা যায়, তাহা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও পরিতৃপ্ত থাকে, নিজেদের সামর্থ্য রক্ষা করিতে পারে। আহারাদি দ্বারা প্রাণরক্ষার চেষ্টা না করিয়া যদি ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি দ্রব্যদ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তিবিধানের চেষ্টাই করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়বর্গের সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যাইবে—চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে, কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। আর আহারাদি দ্বারা যদি প্রাণকে সতেজ রাখা যায়, ইন্দ্রিয়বর্গ আপনা-আপনিই সতেজ হইয়া উঠিবে; তাহাদের সামর্থ্য রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হইবে না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতেই সকলের তৃপ্তি, কৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তুর—দেবতাদির তৃপ্তির জন্য স্বতন্ত্র কোনও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

৩৮। **শ্রদ্ধাবান্ জন**—যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এরূপ ব্যক্তি (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভক্ত্যে অধিকারী**—ভক্তিধর্ম্ম যাজনের অধিকারী বা যোগ্য। ভক্তিধর্ম্ম যাজন বিষয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কাহারও পক্ষেই কোনও নিষেধ না থাকিলেও ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে ফললাভ করিতে হইলে একটা মানসিক অবস্থার প্রয়োজন; মনের যে অবস্থা জন্মিলে "মন্মনা ভব" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যে শ্রদ্ধা হয়, সেই অবস্থাই ভক্তিধর্ম্ম যাজনের পক্ষে মানসিক যোগ্যতার পরিচায়ক; এইরূপ যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলা হইয়াছে "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।"

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাঁহারও হতাশ হওয়ার কারণ নাই; "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ"-ইত্যাদি (শ্রীভা, ৩।২৫।২৪) শ্লোক হইতে জানা যায়, সাধুদিগের মুখে ভগবৎকথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা জন্মে এবং ক্রমশঃ রতি, ভক্তি প্রভৃতির উন্মেষ হয়।

শ্রদ্ধা-অনুসারী—শ্রদ্ধার গাঢ়তার তারতম্যানুসারে।

শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্তিতে তিন রকম অধিকারী আছে, উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও কনিষ্ঠ অধিকারী। নিম্নের পয়ারে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন।

৩৯। উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বলিতেছেন।

যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত দৃঢ়, অন্যের যুক্তিতর্কে যাঁহার শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস বিচলিত হয় না, যিনি খুব শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রমূলক যুক্তিতেও যিনি দক্ষ, অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার বিশ্বাসের প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন করিলে, শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা যিনি তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া নিজের মত বজায় রাখিতে পারেন, তিনি উত্তম অধিকারী।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্বখণ্ডে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১।২।১১)—
শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ॥ ২৭

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহা ভাগ্যবান্॥ ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পূর্ব্বং শাস্ত্রস্য শাসনেনৈব প্রবৃত্তিরিত্যুক্তত্বাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব আদিকারণং লব্ধং অতঃ শ্রদ্ধাশব্দস্তত্র প্রযুক্তঃ তস্মাচ্ছাস্ত্রার্থবিশ্বাস এব শ্রদ্ধেতি লব্ধে শ্রদ্ধাতারতম্যেন শ্রদ্ধাবতাং তারতম্যমাহ শাস্ত্র ইতি দ্বাভ্যাম্। নিপুণঃ প্রবীণঃ সর্ব্বথেতি তত্ত্ববিচারেণ সাধন বিচারেণ চ দৃঢ়নিশ্চয় ইত্যর্থঃ। যুক্তিশ্চাত্র শাস্ত্রানুগতৈব জ্ঞেয়া। যুক্তিস্তু কেবলা নৈবেতি যুক্তেঃ স্বাতন্ত্র্যনিষেধাৎ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়াৎ। পূর্ব্বাপরানুরোধেন কোঽপ্যর্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমূহনং তর্কঃ শুষ্কতর্কন্তু বর্জয়েদিতি বৈষ্ণবতন্ত্রাচ্চ। এবম্ভূতো যঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ স এবোত্তমোঽধিকারীত্যর্থঃ। শ্রীজীব। ২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ—শাস্ত্রে সুনিপুণ (খুব শাস্ত্রজ্ঞ) এবং শাস্ত্রবিহিত যুক্তিতেও সুনিপুণ (দক্ষ)।

তারয়ে সংসার—উত্তম অধিকারী ভক্ত নিজের শ্রদ্ধা এবং সুনিপুণ শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা অপরের ভ্রম দূর করিয়া অপরকেও ভক্তির পথে উন্মুখ করিয়া তাহার সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে পারেন। "তরয়ে" এরূপ পাঠান্তরও আছে। অর্থ—উদ্ধার পায়।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২৭। **অন্বয়।** যঃ (যিনি) শাস্ত্রে (শাস্ত্রজ্ঞানে) যুক্তৌ চ (এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তিপ্রদর্শনে) নিপুণঃ (নিপুণ—দক্ষ), সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে—তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ বিচারাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয় এইরূপে সর্ব্বতোভাবে যিনি) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ), প্রৌঢ়শ্রদ্ধঃ (এবং যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়) ভক্তৌ (ভক্তিবিষয়ে—ভক্তিধর্ম্মের যাজনে) সঃ (তিনি) উত্তমঃ (উত্তম) অধিকারী (অধিকারী) মতঃ (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শনে নিপুণ, (তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থ-বিচারাদিদ্বারা - শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়) সর্ব্বতোভাবে এইরূপ সিদ্ধান্তে যিনি সন্দেহ-লেশশূন্য, এবং যাঁহার শ্রদ্ধাও অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিধর্ম্মযাজনে তিনি উত্তম-অধিকারী বলিয়া কথিত হয়েন। ২৭

এই শ্লোক পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ।

৪০। মধ্যম অধিকারীর কথা বলিতেছেন।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে—যিনি শাস্ত্র জানেন না এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি প্রদর্শন করিতেও জানেন না। যিনি শাস্ত্র জানেন না, সুতরাং শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা অপরের প্রতিকূল-যুক্তি যিনি খণ্ডন করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত দৃঢ়, অপরের প্রতিকূল যুক্তি দ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় না, তিনি মধ্যম অধিকারী। "শাস্ত্রযুক্ত্যে অনিপুণ"-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

অনিপুণ—নিপুণ (দক্ষ) নহেন ; যিনি শাস্ত্র কিছু জানেন, কিন্তু ভালরূপে জানেন না, সুতরাং শাস্ত্রবিহিত যুক্তিপ্রদর্শনেও যিনি দক্ষ নহেন ; কিছু কিছু যুক্তি দেখাইতে পারেন ; কিন্তু তাতে যিনি বিরুদ্ধবাদীর মত খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন। এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও "অনিপুণ" শব্দই আছে। সুতরাং এই পাঠান্তরই শ্লোকের সহিত অধিকতর সঙ্গতিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

তথাহি তত্রৈব (১।২।১২)—

যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ২৮

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন'।

ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ ৪১

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩)—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে। ২৯

রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্ত-তরতম।

একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অনিপুণ ইতি নিপুণসদৃশঃ বলবদ্বাধে দত্তে সতি সমাধাতুমসমর্থ ইত্যর্থঃ। তথাপি শ্রদ্ধাবান্ মনসি দৃঢ়নিশ্চয় এবেত্যর্থঃ। শ্রীজীব। ২৮

যো ভবেদিত্যত্রাপি শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণ ইত্যনুবর্ত্তনীয়ম্। শ্রদ্ধামাত্রস্য শাস্ত্রার্থবিশ্বাসরূপত্বাৎ। ততশ্চাত্রানিপুণ ইতি যৎ কিঞ্চিন্নিপুণ ইত্যর্থঃ। কোমলশ্রদ্ধঃ শাস্ত্রযুক্ত্যন্তরেণ ভেত্তুং শক্যঃ। শ্রীজীব।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ২৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) শাস্ত্রাদিষু (শাস্ত্রাদিতে—শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রানুগতযুক্তিপ্রদর্শনে) অনিপুণঃ (অনিপুণ—প্রাজ্ঞ নহেন) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধাবান্ (যিনি শ্রদ্ধাবান্), সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যম অধিকারী)।

অনুবাদ। যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাসে বিশেষ নিপুণ নহেন, অথচ যিনি দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তিবিষয়ে মধ্যম অধিকারী। ২৮

৪০-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪১। কনিষ্ঠ অধিকারীর কথা বলিতেছেন। যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত কোমল, অপরের প্রতিকূল যুক্তিতেই যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া যায়, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। কিন্তু তাহা বলিয়াও তাঁহার পতনের আশঙ্কা নাই; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তিনিও উত্তম অধিকারী হইতে পারিবেন - ইহাই ভক্তি-রাণীর কৃপা। ক্রমশঃ তিনি নিজে শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিকূল যুক্তি খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন; শাস্ত্রচর্চ্চা না করিলেও ভক্তির কৃপায় তাঁহার চিত্ত যখন নির্ম্মল হইবে, তখন স্বপ্রকাশ ভগবত্তত্ত্ব তাঁহার চিত্তে স্বতঃই স্ফুরিত হইবে; তখনই তিনি প্রতিকূল যুক্তি-আদি অনায়াসে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন; প্রত্যক্ষ-দর্শনের মত সমস্ত তত্ত্বই তাঁহার অবগত হইয়া পড়িবে।

শ্লো। ২৯। অন্বয়। যঃ (যিনি) কোমলশ্রদ্ধঃ (কোমলশ্রদ্ধ) সঃ (তিনি) কনিষ্ঠঃ (কনিষ্ঠ অধিকারী) নিগদ্যতে (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। (শাস্ত্রজ্ঞানে কি শাস্ত্রসম্মত যুক্তিবিন্যাসে নিপুণতা তো দূরের কথা), যাঁহার শ্রদ্ধাও কোমল (অর্থাৎ বিরুদ্ধ-তর্কাদি দ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা অনায়াসে টলিয়া যায়), তিনি ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠ অধিকারী। ২৯

৪১-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৪২। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে তিন প্রকার ভক্তি-অধিকারীর কথা বলিয়া, রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ—এই তিন রকম ভক্তের কথা বলিতেছেন। নিম্নের তিন শ্লোকে ইঁহাদের লক্ষণ বলা হইয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যিনি ভগবদ্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি নিজে যে-ভাব পোষণ করেন—যিনি মনে করেন—অন্যান্য সকলেও ভগবানের প্রতি ঠিক সেই ভাবই পোষণ করিয়া থাকেন; অথবা যিনি মনে করেন—সকলের মধ্যেই ভগবান্ আছেন, এবং সকলের মধ্যেই ভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত আছে বলিয়া যিনি অনুভব করেন, এবং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই ভগবানের মধ্যে আছেন, অর্থাৎ ভগবান্‌ই সর্ব্বাশ্রয়, ইহা যিনি অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভক্ত—ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞান জীবের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন জীবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত; ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী নহেন। আর যিনি

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৫,৪৬,৪৭)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৩০

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৩১

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং য শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৩২॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রেম চ মৈত্রী চ কৃপা উপেক্ষা চ তা ঈশ্বরাদিষু চতুর্ষু যঃ করোতি স মধ্যমো ভাগবতঃ। এবম্ভূতস্য ভেদস্য দর্শনাৎ। স্বামী। ৩১

অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং পূজামীহতে করোতি ন তদ্ভক্তেষু অন্যেষু চ সুতরাং ন করোতি। প্রাকৃতঃ প্রাকৃতপ্রারম্ভঃ। অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। স্বামী। ৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রদ্ধার সহিত কেবল বিগ্রহাদিতেই ভগবৎপূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তগণ, কি অন্যান্য জীবগণের প্রতি কোনও রূপ প্রীতি-আদি পোষণ করেন না, তিনি প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত। পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহের টীকা দ্রষ্টব্য।

রতি—প্রেমাঙ্কুর, ভাব। ২।২০।৯৪ পয়ারের টীকা এবং ২।২৩।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেম**—রতির গাঢ়তর অবস্থার নাম প্রেম। **তারতম্য**—বেশীকম। **ভক্ত তরতম**—ভক্তের তারতম্য; উত্তম ভক্ত, মধ্যমভক্ত এবং কনিষ্ঠ ভক্ত—এইরূপ শ্রেণীবিভাগ। **একাদশ স্কন্ধে**—শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশস্কন্ধে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে)। **করিয়াছে লক্ষণ**—বিভিন্ন ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে; নিম্নে লক্ষণসূচক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩০। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৫২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

এই শ্লোকে উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

শ্লো। ৩১। অন্বয়। যঃ (যিনি) ঈশ্বরে (ঈশ্বরে), তদধীনেষু (ঈশ্বরের অধীন জনগণে—ঈশ্বর-ভক্তে) বালিশেষু (অজ্ঞজনে) দ্বিষৎসুচ (এবং ভগবদ্দ্বেষিজনে—বহির্ম্মুখজনে) প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষাঃ (যথাক্রমে প্রেম মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যম ভক্ত)।

অনুবাদ। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তে মিত্রতা, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবদ্দ্বেষী বহির্ম্মুখজনকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। ৩১

মানসিক অবস্থাবিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। যিনি পরমেশ্বরে প্রেম করেন অর্থাৎ ভক্তিযুক্ত হয়েন, ঈশ্বর-ভক্তের প্রতি মৈত্রী বা বন্ধুতা প্রদর্শন করেন, আর **বালিশেষু**—যাহারা ভক্তিসম্বন্ধে কিছু জানেনা, তাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন—তাদের মঙ্গল কামনা করেন এবং **দ্বিষৎসু**—ভগবদ্দ্বেষী বহির্ম্মুখ লোকদিগের সম্বন্ধে উপেক্ষামাত্র প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। সর্ব্বত্র ভগবৎ-প্রেমের স্ফূর্ত্তিতে উত্তমভক্ত সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; কিন্তু মধ্যম ভক্তের তদ্রূপ হয় না বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন নহেন; সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়ার মত মনের অবস্থা তাঁহার হয় নাই বলিয়া তিনি উত্তম ভক্ত মধ্যে গণ্য নহেন। পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৩২ অন্বয়। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চ্চায়াংএব (প্রতিমাতেই) হরয়ে (শ্রীহরিকে) পূজাং ঈহতে (পূজা করেন) ভক্তেষু (ভক্তে) অন্যেষু চ (এবং অন্যেতেও) ন (পূজা করেন না) সঃ (তিনি) প্রাকৃতঃ (প্রাকৃত—প্রারব্ধভক্তি, কনিষ্ঠ) ভক্তঃ (ভক্ত) স্মৃতঃ (কথিত হয়েন)।

অনুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরিকে পূজা করেন, হরিভক্তকে, বা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। ৩২

কায়িক লক্ষণে এবং কিঞ্চিৎ মানসিক লক্ষণের দ্বারা কনিষ্ঠ ভক্তের পরিচয় দিতেছেন। যিনি কেবল প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ-পূজা করিয়া থাকেন (ইহা কায়িক লক্ষণ), কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের বা ভক্তব্যতীত অন্য লোকেরও

সর্ব্ব-মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে | কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আদর করেন না—তাঁহাকে প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত বলে। এইরূপ ভক্তের প্রতিমাপূজাতেও যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা নহে, ইহা লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধামাত্র। "ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপঃ ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা এব ইতি। শ্রীজীব।" এইরূপ শ্রদ্ধাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা বলা যায় না; শ্রদ্ধা আন্তরিক হইলে ভগবানের প্রতি কিছু প্রীতি জন্মিত এবং ভগবানে প্রীতি জন্মিলে ভক্তমাহাত্ম্যও তিনি অবগত হইতেন এবং সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া সকলের প্রতিই আদর দেখাইতেন—অন্ততঃ কাহারও প্রতিই অনাদর করিতে পারিতেন না। শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, কিন্তু যাঁহার চিত্তে এখনও প্রেমের উদয় হয় নাই, বস্তুতঃ তিনিই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত। "অজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীজীব"

এই শ্লোকে প্রাকৃত-ভক্ত-শব্দে—যিনি সম্প্রতিমাত্র ভজন আরম্ভ করিয়াছেন (অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ), কিন্তু ভজনব্যাপার এখনও যাঁহার চিত্তে কোনও ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই, সকলকে আদর করার উপযোগিনী মানসিক অবস্থা এখনও যাঁহার হয় নাই—তাঁহাকেই বুঝাইতেছেন।

৪৩। এক্ষণে বৈষ্ণবের (ভক্তের) গুণের উল্লেখ করিয়া ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন।

বৈষ্ণবের দেহে সমস্ত মহদ্‌গুণই বর্ত্তমান থাকে। যেহেতু, ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণভক্তের দেহে শ্রীকৃষ্ণের (যে যে গুণ ভক্তদেহে সঞ্চারিত হওয়ার যোগ্য, সেই সেই) সমস্ত গুণই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোক ইহার প্রমাণ।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ—শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত-গুণের মধ্যে চৌষট্টিটি প্রধান। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের ১ম লহরীর ১১।১৫।১৬।১৭।১৮ শ্লোকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদের ২৪—৩৮ শ্লোকে তাহাদের উল্লেখ আছে। এই চৌষট্টি গুণের সমস্তও আবার কৃষ্ণভক্তে সঞ্চারিত হয় না; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে (দঃ বিঃ ১ম লঃ ১৪৩ শ্লোক) এই চৌষট্টি-গুণের অন্তর্গত মাত্র ২৯টী গুণ কৃষ্ণ-ভক্তে লক্ষিত হয়। এই উনত্রিশটী গুণ এই ঃ—১। সত্যবাক্য; ২। প্রিয়ম্বদ; ৩। বাবদূক (শ্রুতিমধুর ও অর্থ-পরিপাটীযুক্ত বাক্যপ্রয়োগে পটু), ৪। সুপণ্ডিত; ৫। বুদ্ধিমান্; ৬। প্রতিভান্বিত; ৭। বিদগ্ধ; ৮। চতুর; ৯। দক্ষ; ১০। কৃতজ্ঞ; ১১। সুদৃঢ়ব্রত; ১২। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ; ১৩। শাস্ত্রচক্ষু, (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন); ১৪। শুচি; ১৫। বশী (জিতেন্দ্রিয়); ১৬। স্থির; ১৭। দান্ত; ১৮। ক্ষমাশীল; ১৯। গম্ভীর; ২০। ধৃতিমান্; ২১। সম; ২২। বদান্য (দাতা); ২৩। ধার্ম্মিক; ২৪। শূর (যুদ্ধ-বিষয়ে উৎসাহী ও অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ); ২৫। করুণ; ২৬। মান্যমানকৃৎ (গুরুব্রাহ্মণ-বৃদ্ধাদিপূজক); ২৭। দক্ষিণ (সৎস্বভাবগুণে কোমলচরিত্র); ২৮। বিনয়ী; এবং ২৯। হ্রীমান্ (লজ্জাযুক্ত)।

কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে—কৃষ্ণের যে সকল গুণ কৃষ্ণভক্তে উন্মেষিত হওয়ার যোগ্য, সেই সমস্তগুণই (অর্থাৎ উল্লিখিত উনত্রিশটী গুণ) কৃষ্ণভক্তের মধ্যে উন্মেষিত হয়—ভক্তির কৃপায় সঞ্চারিত হয়। ২।২৩।২৪-৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণের কোনও গুণই পূর্ণমাত্রায় ভক্তে সঞ্চারিত হয় না; প্রত্যেক গুণের বিন্দুবিন্দু মাত্রই ভক্তে সঞ্চারিত হয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই এসব গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। "জীবেম্বেতে বসন্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে।"—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ২।১।১১ ॥

কৃষ্ণভক্ত—তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ॥ ভক্তিরসামৃত॥ ২।১।১৪২॥ যাঁহার অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় রত্যাদি নিজাভীষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণভক্ত। ভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ; সিদ্ধভক্ত আবার সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ভেদে তিন রকম।

তথাহি (ভাঃ ৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ৩৩

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায়, করি দিগ্‌দরশন॥ ৪৪

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥ ৪৫
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥ ৪৬
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ ৪৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৮।৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪৪। কি কি গুণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হয়েন, সংক্ষেপে (নিম্নোদ্ধৃত পয়ার-সমূহে) তাহা বলিতেছেন।

৪৫-৪৭। **কৃপালু**—দয়ালু; পরের দুঃখমোচনের ইচ্ছাই কৃপা বা দয়া; এই ইচ্ছা যাঁর আছে, তিনি কৃপালু। **অকৃতদ্রোহ**—যিনি কাহারও অনিষ্ট করেন না; **দ্রোহ**—অনিষ্ট, শত্রুতা; **সত্যসার**—যিনি সত্যবাক্য বলেন, সত্য আচরণ করেন; যাঁহার নিকটে সত্যই সার বস্তু, আর সব অসার বা তুচ্ছ। **সম**—কাহারও প্রতি যাঁহার আসক্তিও নাই, বিদ্বেষও নাই; সকলের প্রতিই যাঁহার সমান দৃষ্টি, সমান ব্যবহার, তাঁহাকে সম বলে। **নির্দ্দোষ**—দোষশূন্য; দোষ অনেক রকম; তন্মধ্যে আঠারটী মহাদোষ আছে; তাহা এই:—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরস (প্রেমসম্বন্ধশূন্য রাগ), উল্বনকাম (দুঃখদায়ক লৌকিক কাম), লোলতা (চাঞ্চল্য), মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম (ব্রহ্মাদিভক্ত-সম্বন্ধ বশতঃ জগৎপালনেচ্ছাময়), বৈষম্য ও পরাপেক্ষা। **বদান্য**—দানবীর, অতিশয় দাতা। **মৃদু**—দক্ষিণ; কোমল-স্বভাব। **শুচি**—নিজে পবিত্র এবং অপরের পবিত্রতা-সম্পাদক। **অকিঞ্চন**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অকিঞ্চন। **সর্ব্বোপকারক**—যিনি সকলেরই উপকার করেন। **প্রশান্ত**—যাঁহার বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তিনি শান্ত; কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধির গতি নাই; স্নিগ্ধস্বভাব এবং অচঞ্চল-স্বভাব। **কৃষ্ণৈকশরণ**—কৃষ্ণই একমাত্র শরণ (বা আশ্রয়) যাঁহার; কৃষ্ণ ব্যতীত যাঁহার অন্য কোনও আশ্রয় নাই। **অকাম**—নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা-শূন্য। **অনীহ**—শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য বিষয়ে চেষ্টাশূন্য। **স্থির**—যিনি ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে প্রারব্ধকার্য্যে রত থাকেন, তাঁহাকে স্থির বলে। **বিজিত-ষড়্‌গুণ**—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়রিপুকে—অথবা ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক ও মোহ এই ছয়টীকে যিনি জয় করিয়াছেন। **মিতভুক্**—যিনি পরিমিত ভোজন করেন; যিনি কখনও ন্যূন ভোজন, বা অতি-ভোজনাদি করেন না, তিনি মিতভুক্। **অপ্রমত্ত**—মত্ততাশূন্য; যিনি অতি সুখে বা অতি দুঃখে উন্মত্ত হইয়া যান না। অথবা, অসতর্কতাশূন্য, যিনি সকল সময়েই সকল বিষয়ে সাবধান থাকেন। **মানদ**—যিনি অপরকে সম্মান করেন; "জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান"-এই বাক্য যিনি পালন করেন। **অমানী**—যিনি নিজেকে তৃণাদপি সুনীচ মনে করিয়া কাহারও নিকট হইতে সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। **গম্ভীর**—যাঁহার মনোগত ভাব অপরে বুঝিতে পারে না, তিনি গম্ভীর। **করুণ**—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। **মৈত্র**—মিত্রভাবাপন্ন; যার শত্রু কেহ নাই। **কবি**—শ্রুতিমধুর এবং সুন্দর অর্থ ও ভাবের পরিপাটীযুক্ত বাক্যবিন্যাসে যিনি পটু, তাহাকে কবি বলে। **দক্ষ**—কার্য্যকুশল; দুষ্কর কার্য্যও যিনি শীঘ্র সম্পাদন করিতে পারেন। **মৌনী**—যিনি বৃথা আলাপ করেন না; ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির কথা ব্যতীত অন্য কথা যিনি বলেন না। কোন কোন গ্রন্থে "বদান্য" স্থলে "দান্ত" পাঠান্তর আছে। **দান্ত**—উপযুক্ত ক্লেশ, দুঃসহ হইলেও যিনি সহ্য করেন, তাঁহাকে দান্ত বলে; জিতেন্দ্রিয়।

তথাহি (ভাঃ ৩।২৫।২১)

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ ৩৪

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৫।৫।২)—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ ৩৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাধূনাং লক্ষণমাহ তিতিক্ষব ইতি চতুর্ভিঃ। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ। সাধু সুশীলং তদেব ভূষণং যেষাম্। স্বামী। ৩৪

মোক্ষবন্ধয়োর্নিদানমাহ মহৎসেবামিতি। তমসঃ সংসারস্য দ্বারং যোষিতাং যে সঙ্গিনস্তেষাং সঙ্গম্। মহতাং লক্ষণমাহ সার্দ্ধেন মহান্ত ইতি। সাধবঃ সদাচারাঃ। স্বামী। ৩৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৩৪। অন্বয়। সাধবঃ (সাধুগণ), তিতিক্ষবঃ (ক্ষমাশীল), কারুণিকাঃ (দয়ালু), সর্ব্বদেহিনাং (প্রাণিমাত্রের) সুহৃদঃ (বন্ধু), অজাতশত্রবঃ (অজাতশত্রু, যাহার কোনও শত্রু নাই), শান্তাঃ (শান্ত), সাধুভূষণাঃ (সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা)।

অনুবাদ। যাঁহারা ক্ষমাশীল (বা সহিষ্ণু), করুণাশীল, সকলপ্রাণীর সুহৃৎ (বন্ধু), অজাতশত্রু (যাঁহারা কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করেন না), শান্তস্বভাব (অথবা কৃষ্ণনিষ্ঠবুদ্ধি) এবং সাধুদিগের সম্মানকর্ত্তা, তাঁহারা সাধু। ৩৪

সাধুভূষণাঃ—সাধুই ভূষণ যাঁহাদের। শ্রীধরস্বামী এস্থলে সাধু-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সুশীল—উত্তমচরিত্র ; তাহা হইলে, সাধুভূষণ শব্দের অর্থ হয়—উত্তমচরিত্রই যাঁহাদের ভূষণ বা অলঙ্কারতুল্য ; সচ্চরিত্র। শ্রীজীব ও চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন—সাধূন্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তীতি—যাঁহারা সাধুদিগের সম্মান করেন ; অথবা সাধব এব ভূষণানি পরিচ্ছদা যেষাম্—সাধুগণই যাঁহাদের নিকটে পরিচ্ছদের (বা ভূষণের) তুল্য প্রিয় ; যাঁহারা সাধুদের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত, তাঁহারা সাধুভূষণ।

৪৮-৫৭ পয়ারে এবং এই শ্লোকে সাধুর বা কৃষ্ণভক্তের তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৫।২২-২৪ শ্লোকে সাধুর স্বরূপলক্ষণ বলা হইয়াছে :—ভগবানে অনন্যভক্তি-আদিই সাধুর স্বরূপলক্ষণ।

শ্লো। ৩৫। অন্বয়। মহৎ-সেবাং (মহদ্ব্যক্তিদের—ভগবদ্ভক্ত সাধুদিগের—সেবাকে) বিমুক্তেঃ (মোক্ষের—মায়াবন্ধন হইতে মুক্তির) দ্বারং (দ্বার) আহুঃ (বলে) ; যোষিতাং (স্ত্রীলোকদিগের) সঙ্গিসঙ্গং (সঙ্গীর সঙ্গকে) তমোদ্বারং (সংসারের—মায়াবন্ধনের—দ্বার) [আহুঃ] (বলে)। যে (যাঁহারা) সমচিত্তাঃ (সমচিত্ত—অভেদদর্শী) প্রশান্তাঃ (প্রশান্তচিত্ত—নিস্পৃহ), বিমন্যবঃ (ক্রোধহীন), সুহৃদঃ (সকলের সুহৃদ্), সাধবঃ (সদাচারপরায়ণ) তে (তাঁহারা) মহান্তঃ (মহদ্ব্যক্তি—ভগবদ্ভক্ত)।

অনুবাদ। (ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ!) মহৎ-সেবাকেই ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বার বলে ; আর স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে সংসারের দ্বার বলে। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সর্ব্বসুহৃদ, এবং সাধু (শাস্ত্রীয়-আচার-সম্পন্ন) তাঁহারাই মহান্। ৩৫

এই শ্লোকেও সাধুর বা ভক্তের অর্থাৎ মহতের কয়েকটী লক্ষণ বলা হইল—সমচিত্ত, প্রশান্ত ইত্যাদি দ্বারা। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা হইল যে—এতাদৃশ সাধুর সেবাই সংসার-নিবৃত্তির—ভগবৎ-প্রাপ্তির—দ্বারস্বরূপ ; তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত কিম্বা সংসার-নিবৃত্তির নিমিত্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হইলে—গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন দ্বার দিয়াই যাইতে হয়, তদ্রূপ—মহৎ-সেবার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে ; মহৎ-সেবাব্যতীত ভক্তিমার্গের

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয়—সাধুসঙ্গ । | কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুন মুখ্য অঙ্গ ॥ ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা ।

সাধনের উপযোগিনী মানসিক অবস্থা জন্মে না। যাহা হউক, এইরূপে সংসার-নিবৃত্তির দ্বারের কথা বলিয়া সংসার-বন্ধনের দ্বারের কথাও বলিয়াছেন—স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গই সংসার-বন্ধনের হেতু। স্ত্রী-সঙ্গী-শব্দের তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ৪৮-পয়ারে দ্রষ্টব্য। স্ত্রীলোকেতে আসক্ত—কাম-বাসনায় মত্ত—লোককেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা হইয়াছে; এরূপ লোক সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের বিষয়ই চিন্তা-ভাবনা করে, কথাবার্ত্তায়ও তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাই প্রকাশ করে; এরূপ লোকের সঙ্গ-প্রভাবে লোকের মনের মধ্যেও কামভাব উদ্দীপিত ও প্রবল হইতে পারে, লোক কামমত্ত হইয়া পড়িতে পারে; তাই স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে সংসার-বন্ধনের দ্বার বা হেতু বলা হইয়াছে।

৪৮। ভক্তিধর্ম্ম-যজনের অধিকারী কে, তাহা বলিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮ পয়ারে), কিরূপে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে হয়, ভক্তিমার্গের সাধনে সফলতা লাভ করিতে হইলে কিরূপে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা বলিতেছেন। সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩১-৩৩ পয়ারেও প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা হইয়াছে। অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে প্রসঙ্গক্রমে বিমুক্তির (ভগবৎ-প্রাপ্তির) দ্বার এবং সংসারের দ্বারের কথা উত্থাপিত হওয়ায় এবং ভজন-আরম্ভের পূর্ব্বে এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ৪৮ পয়ারে মহৎ-সঙ্গরূপ বিমুক্তিদ্বার অবলম্বনের এবং পরবর্ত্তী ৪৯-৫০ পয়ারে সংসার-দ্বাররূপ স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গাদি পরিত্যাগের উপদেশ দিতেছেন।

মায়াবদ্ধ জীবের চিত্তে কৃষ্ণভক্তি উন্মেষিত হইবার একমাত্র কারণ সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। ২।২২।৩২॥" সাধুসঙ্গে সর্ব্বদা ভগবৎ-কথা শুনা যায়, তাহাতে চিত্তের মলিনতা দুরীভূত হয়, ভক্তির উন্মেষের সুবিধা হয়। সাধুদিগের আচরণ দেখিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তদ্রূপ আচরণের প্রবৃত্তি হইলেই ভক্তির উন্মেষ হয় না; ভক্তির উন্মেষের একমাত্র কারণ মহৎ-কৃপা। **সাধুসঙ্গ**—ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ। অথবা ভগবদ্‌ভক্তে আসক্তি। **সঙ্গ**—আসক্তি। **সাধু**—ভগবদ্-ভক্ত; মহৎ। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে উল্লিখিত গুণযুক্ত ভক্তগণই সাধু বা মহৎ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে মহতের এইরূপ লক্ষণ উক্ত আছে:—"মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভর-বার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, অকুটিলচিত্ত, যাঁহারা প্রশান্ত অর্থাৎ যাঁহাদের বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা ক্রোধশূন্য, সুহৃৎ (উত্তম অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট), যাঁহারা পরদোষ গ্রহণ করেন না (সাধু), যাঁহারা ঈশ্বরে সৌহৃদ্য বা প্রীতি স্থাপন করিয়া সেই প্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ বোধ করেন (ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাঁহারা অসার—অকিঞ্চিৎকর মনে করেন); বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলে, কিম্বা স্ত্রীপুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহ বিদ্যমান থাকিলেও সে সমুদয়ে, যাঁহাদের প্রীতি নাই; এবং লোকমধ্যে থাকিয়াও ভগবৎ-সেবনাত্মক-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তদতিরিক্ত অর্থে যাঁহাদের স্পৃহা নাই—তাঁহারা মহৎ। **কৃষ্ণপ্রেম জন্মে** ইত্যাদি—হৃদয়ে ভক্তি উন্মেষিত হওয়ার প্রধান হেতুও যেমন সাধুসঙ্গ, আবার (পুন) কৃষ্ণপ্রেম জন্মাইবার প্রধান সাধনও সাধুসঙ্গ। **তেঁহো**—সাধুসঙ্গ। **পুন**—আবার, কৃষ্ণভক্তিজন্মের মূলও সাধুসঙ্গ; আবার কৃষ্ণপ্রেম জন্মিবার প্রধান সাধনও সাধুসঙ্গ। **মুখ্য অঙ্গ**—সাধনের প্রধান অঙ্গ।

ভক্তির কৃপায় মহতের চিত্তের মলিনতা দুরীভূত হইয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হইয়া যায়। মহৎ যেন জ্বলন্ত কয়লার মত। আর মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত বিষয়-বাসনারূপ কালিমায় লিপ্ত—কালো কয়লার মত। এক ভাণ্ড কালো কয়লার মধ্যে একটী জ্বলন্ত কয়লা ফেলিয়া দিয়া ফুঁ-দিলেই জ্বলন্ত কয়লার সংস্পর্শে কালো কয়লাগুলিও জ্বলন্ত হইয়া উঠে; তদ্রূপ, জ্বলন্ত কয়লা সদৃশ মহতের সংস্পর্শেই কালো কয়লাসদৃশ-মায়াবদ্ধ জীবের চিত্ত মলিনতা ত্যাগ করিয়া উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে পারে। একটী জ্বলন্ত কয়লা না দিয়া কালো কয়লাগুলির উপরে

তথাহি (ভাঃ ১০।৫১।৫২)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ৩৬

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ১১।২।৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩৭

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৩।২৫।২৪)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ ৩৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে অনঘা নিরবদ্যাঃ! ভবতো যুষ্মান্ আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ। যত ক্ষণার্দ্ধকালভবোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নিধিঃ। নিধিলাভে যথা আনন্দোভবতি তথা পরমানন্দ ইত্যর্থঃ। স্বামী। ৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

সারা দিন ফূ-দিলেও যেমন সেই কয়লাগুলি উজ্জ্বল হইবে না, তদ্রূপ সাধুসঙ্গ ব্যতীত শত চেষ্টাতেও জীবের চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা দূর হইভে পারে না, চিত্ত নির্ম্মল—উজ্জ্বল—হইতে পারেনা।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৩৬। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।১৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সাধুসঙ্গের ফলেই ভগবানে উন্মুখতা জন্মিতে পারে, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

শ্লো। ৩৭। অন্বয়। অতঃ (অতএব) অনঘাঃ (হে অনঘগণ—হে নিষ্পাপ ঋষিগণ)! ভবতঃ (আপনা-দিগের নিকটে) আত্যন্তিকং (আত্যন্তিক—পারমার্থিক) ক্ষেমং (মঙ্গল) পৃচ্ছামঃ (জিজ্ঞাসা করি)। অস্মিন্ (এই) সংসারে (সংসারে) ক্ষণার্দ্ধঃ অপি (ক্ষণার্দ্ধব্যাপীও) সৎসঙ্গ (সাধুসঙ্গ) নৃণাং (মনুষ্যদিগের পক্ষে) সেবধিঃ (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ নিধিতুল্য)।

অনুবাদ। নিমি-মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে বলিলেন:—অতএব হে অনঘ ঋষিগণ, আপনাদের নিকটে আত্যন্তিক ক্ষেম (নিরতিশয় মঙ্গল কি, সেই বিষয়ে প্রশ্ন) জিজ্ঞাসা করি। যেহেতু, এই সংসারে ক্ষণকালের জন্য সৎসঙ্গও মনুষ্যদিগের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ৩৭

অতঃ—অতএব। এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—দেহীদিগের মধ্যে, পরম-পুরুষার্থ সাধনের উপযোগী বলিয়া, মানব-দেহ অত্যন্ত দুর্ল্লভ; মানুষদিগের মধ্যে আবার ভগবদ্ভক্তের দর্শন আরও দুর্ল্লভ—যেহেতু ভগবদ্ভক্তের কৃপায় পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। ইহার পরে "অতঃ—অতএব" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—"সৌভাগ্যক্রমে আমি মনুষ্যতনু পাইয়াছি এবং ততোধিক সৌভাগ্যবশতঃ আপনাদের ন্যায় ভগবানের প্রিয়ভক্তের দর্শনও পাইয়াছি; অতএব, এই সুযোগে আমার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা যাহাতে লাভ হইতে পারে, সেই আত্যন্তিক ক্ষেমবিষয়ক তত্ত্ব আপনাদের মুখে শ্রবণ করাই আমার কর্ত্তব্য।" **আত্যন্তিকং ক্ষেমং**—পরম মঙ্গল; যাহার অধিক মঙ্গল আর হইতে পারে না, সেই মঙ্গল। তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন **পৃচ্ছামঃ**—জিজ্ঞাসা করি। ঋষিগণের প্রায় উপস্থিতিমাত্রেই নিমি-মহারাজ তাঁহাদিগের নিকটে আত্যন্তিক ক্ষেম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন—একটুমাত্র সময়ও অপেক্ষা করিলেন না; কারণ, তিনি জানিতেন—ক্ষণার্দ্ধব্যাপী যে সৎসঙ্গ, তাহাও জীবের পক্ষে **সেবধিঃ**—সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ মোহমুদ্গর॥" তাই তিনি অত্যল্পকাল সময়ও নষ্ট করিলেন না।

সাধুসঙ্গ জীবের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৩৮। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।২৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। | স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু'—কৃষ্ণাভক্ত আর॥ ৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যে শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ করিয়া রতি-ভক্তি পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। উক্ত তিনটী শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮ পয়ারের প্রমাণ।

৪৯। এস্থলে ৪৯-৫০ এই দুই পয়ারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। আচারের দুইটী অঙ্গ—একটী গ্রহণাত্মক, অপরটী বর্জ্জনাত্মক; কতকগুলি আচার গ্রহণ করিতে হয়, কতকগুলি আচার বর্জ্জন করিতে হয়। যে গুলি গ্রহণ করিতে হয়, সে গুলিই সু-আচার বা সদাচার; আর যেগুলি বর্জ্জন করিতে হয়, সেই গুলিই কু-আচার বা অসদাচার।

উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সদাচার বা অসদাচার স্থির করা হয়। যাহা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল, তাহা সদাচার; আর যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল, তাহা অসদাচার। এজন্য উদ্দেশ্যের পার্থক্যবশতঃ আচারেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। রোগ-চিকিৎসাই যখন উদ্দেশ্য হয়, তখন কুপথ্য ত্যাগ ও সুপথ্য গ্রহণ করিতে হয়; চিকিৎসা-সম্বন্ধে সুপথ্য গ্রহণই সু-আচার এবং কুপথ্য গ্রহণই কু-আচার। সকল রোগে সকল জিনিস সুপথ্যও নহে; সান্নিপাত রোগে ডাবের জল কুপথ্য, কিন্তু ওলাউঠায় ডাবের জল সুপথ্য। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য বস্তুর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই তাঁহাদের আচারেরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়; সকলেই স্ব-স্ব-উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল আচার পালন করেন, কেহই নিন্দার পাত্র নহেন।

বৈষ্ণবাচার বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানা দরকার। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই চারি ভাবের কোনও এক ভাবের পরিকরবর্গের আনুগত্যে স্বসুখ-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাবোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কাম্য বস্তু। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল যে আচার, তাহাই বৈষ্ণবের গ্রহণাত্মক সদাচার; আর প্রতিকূল যে আচার, তাহাই বৈষ্ণবের বর্জ্জনাত্মক অসদাচার। সদাচারই বিধি, আর অসদাচারই নিষেধ। কিন্তু যত বিধি আছে, তাহাদের সার বিধি মাত্র একটী; অন্যান্য সমস্ত বিধি এই সার বিধির অনুপূরক ও পরিপূরক; সতত শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণই হইল এই সার বিধি। আর যত নিষেধ আছে, তাহাদের সার নিষেধও একটী; অন্যান্য যত নিষেধ আছে, সে-সমস্তই এই সার নিষেধের অনুপূরক ও পরিপূরক; কৃষ্ণবিস্মৃতিই এই সার নিষেধ। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥—পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড॥ ৭২।১০০॥" তাহা হইলে—সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণস্মরণ—ইহাই হইল বৈষ্ণবের সদাচার; আর যত সদাচারের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীই এই শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণের সহায়তা-কারক মাত্র। আর শ্রীকৃষ্ণের বিস্মৃতি—ইহাই হইল বৈষ্ণবের কু-আচার বা অসদাচার; অন্য যে সব অসদাচারের কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটীই এই শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতির সহায়তাকারক। যে সমস্ত আচারের দ্বারা হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি পরিস্ফুট হয়, ভক্তি উন্মেষিত হয়, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের সদাচার; আর যে সমস্ত অচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির সহায়তা হয় না, ভক্তির উন্মেষের সুযোগ তিরোহিত হয়, যে সমস্ত আচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিই হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া উঠে, বিষয়াসক্তিই প্রবলতা লাভ করে, ইহকালের বা পরকালের স্ব-সুখবাসনাই জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সমস্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অসদাচার।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ৪৯-৫০ এই দুই পয়ারে গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচার বা সদাচার এবং বর্জ্জনাত্মক বৈষ্ণবাচার বা অসদাচার এই উভয়ের কথাই উপদেশ করিয়াছেন। **অসৎসঙ্গ হইল** বর্জ্জনাত্মক আচার বা অসদাচার; সুতরাং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উপদেশ দ্বারা সৎসঙ্গ-গ্রহণের উপদেশই ধ্বনিত হইতেছে; সৎসঙ্গই হইল গ্রহণাত্মক আচার বা সদাচার। সদাচার ও অসদাচারের দিগ্‌দর্শনরূপে দু'একটী উদাহরণও দিয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গীর

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সঙ্গ, কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান—এই সমস্ত অসৎসঙ্গ বা অসদাচার, সুতরাং বর্জ্জনীয়। আর অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লওয়া হইল—সৎসঙ্গ বা সদাচার, সুতরাং গ্রহণীয়। অকিঞ্চন-শব্দদ্বারা দেহগেহ-বিত্ত-পুত্রাদিতে বাসনাত্যাগও সূচিত হইতেছে।

সৎসঙ্গ—সৎসঙ্গই হইল বৈষ্ণবের সদাচার; এখন সৎসঙ্গদ্বারা কি বুঝা যায় দেখা যাউক; সৎএর সঙ্গ সৎসঙ্গ। সৎ কাকে বলে? অস্ ধাতু হইতে সৎশব্দ নিষ্পন্ন। অস্ ধাতু অস্ত্যর্থে। সুতরাং সৎশব্দের অর্থ হইল,—যিনি আছেন। কোন্ সময় আছেন, তাহার যখন কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, যিনি সকল সময়েই আছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির সময়েও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি ছিলেন এবং আছেন, ভবিষ্যতেও যিনি থাকিবেন—অনাদি কালেও যিনি ছিলেন, অনন্তকাল পর্য্যন্তও যিনি থাকিবেন,—যাঁহার অস্তিত্ব নিত্য শাশ্বত—তিনিই মুখ্য সৎ। তাহা হইলে তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং সৎশব্দের মুখ্য অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণই আদি সৎ, মূল সৎ, একমাত্র সৎ-বস্তু। আবার সৎ অর্থ সত্যও হয়; যিনি মূল সত্যবস্তু, যিনি সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম; সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল সৎবস্তু। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গই হইল মুখ্য-সৎসঙ্গ। কিন্তু জীবের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব; একমাত্র ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সম্ভব এবং ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহে ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সেবা উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গই বৈষ্ণবের কাম্যবস্তু। ইহা একমাত্র সিদ্ধাবস্থাতেই সম্ভব; তথাপি ইহাই অনুসন্ধেয়, ইহাই সৎসঙ্গের মধ্যে মুখ্যতম। আর এই অনুসন্ধেয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে যাঁহারা সহায়তা করেন, তাঁহাদের সঙ্গও সৎ-সঙ্গ। সিদ্ধাবস্থায় সেবার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গরূপ সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যে যে আচরণ বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেই সমস্ত আচরণ বা অনুষ্ঠানের সঙ্গই সাধকের পক্ষে সৎ-সঙ্গ। তাহা হইলে ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান এবং তদনুকূল আচারের পালনই সৎ-সঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা প্রভৃতির স্মরণ, মনন, ধ্যান, কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থাদির পঠন, পাঠন, শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-বন্দনাদি; তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরামণ্ডলাদির সেবন—স্থূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট চৌষট্টি-অঙ্গ ভজন, কি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানাদিই সাধক-বৈষ্ণবের পক্ষে সৎ-সঙ্গ; ইহাই সদাচার। লীলাস্মরণ—বা অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে, নিজ ভাবানুকূল লীলাপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মানসিক-সেবা উপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গই সাধক-বৈষ্ণবের পক্ষে মুখ্য সৎসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে ক্ষণেকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি আসিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই মূল সদাচার। ২।২২।৯০-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

সৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গও সৎ-সঙ্গ; সৎ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-সম্বন্ধীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গ বলিতে উপরি উক্ত ভজনাদির অনুষ্ঠানই বুঝায়।

সৎ-অর্থ সাধুও হয়; সুতরাং সৎ-সঙ্গ বলিতে সাধু-সঙ্গ বা মহৎ-সঙ্গ বুঝায়। ইহাও ভজনাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ॥ ২।২২।৪৮॥"

অসৎ-সঙ্গ—যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গই অসৎ-সঙ্গ। সঙ্গ-অর্থ সাহচর্য্যও হয়, আসক্তিও হয়। তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য বস্তুর সাহচর্য্য বা অন্য বস্তুতে আসক্তি, কিম্বা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কার্য্যাদির অনুষ্ঠান বা অন্য কার্য্যাদিতে আসক্তিও অসৎসঙ্গ। আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। ২.২৪।৭০॥" শ্রীকৃষ্ণ-কামনা, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য বস্তুর কামনাই দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। বাহিরের কোনও বস্তুর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গ ঘনিষ্ঠ। বাহিরের বস্তুর বা লোকের সঙ্গও আন্তরিক কামনারই অভিব্যক্তি মাত্র। বস্তু বা লোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি, কিন্তু কামনা থাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে, আমরা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যেখানে যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। সুতরাং কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই সাধকের বিশেষ অনিষ্টজনক, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যজ্য। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের সদাচার।

বৈষ্ণবাচার—বৈষ্ণবের বিশেষ আচার। এমন কতকগুলি বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ—যাহা বৈষ্ণবের অনুকূল বলিয়া বৈষ্ণবকে অবশ্যই পালন করিতে হয়। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে মানুষের জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধি ও সাধারণ নিষেধ আছে। যেমন, সদা সত্যকথা কহিবে, নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে—ইত্যাদি মানুষের সাধারণ বিধি; আর মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরস্ত্রীগমন করিবে না, ইত্যাদি মানুষের সাধারণ নিষেধ। এই সকল বিধি ও নিষেধ—শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জ্ঞানী, কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সাধকেরই পালনীয়; আবার যাহারা কোনও সাধন-মার্গের অনুসরণ করে না, তাহাদের পক্ষেও এই সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ পালনীয়; কারণ, যিনি সাধন-ভজন করেন, তিনিও মানুষ, আর যিনি সাধন ভজন করেন না, তিনিও মানুষ। ঐ সকল সাধারণ বিধি ও নিষেধ মানুষের জন্য—যিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমাজে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বিধি ও নিষেধগুলির পালন করিতেই হইবে। নচেৎ তাঁহাকে সমাজকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে হইবে। আবার জাতিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ আছে। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়কে সাধারণ বিধি-নিষেধ তো পালন করিতে হয়ই, তদতিরিক্ত নিজ-সম্প্রদায়গত বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধগুলিও পালন করিতে হইবে। যেমন, তুলসীর সম্মান করিবে—ইহা হিন্দুর বিশেষ-বিধি, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা অবশ্য-পালনীয় বিধি নহে। গোমাংস-ভক্ষণ হিন্দুর একটী বিশেষ নিষেধ, মুসলমান বা খৃষ্টানের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। মহাপ্রভু এখানে যে বৈষ্ণবাচারের কথা বলিতেছেন, তাহা বৈষ্ণবের "বিশেষ-আচার"—অন্যান্য লোকের সঙ্গে সাধারণ আচার নহে।

স্ত্রী-সঙ্গী—সন্‌জ্‌ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন; সন্‌জ্‌ ধাতুর অর্থ আসক্তি। তাহা হইলে সঙ্গ-শব্দেও আসক্তি বুঝায়। (শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩.৩১।২৯ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও "সঙ্গমাসক্তিং" অর্থ লিখিয়াছেন)। সঙ্গ আছে যাঁর, তিনি সঙ্গী; তাহা হইলে সঙ্গী শব্দের অর্থ হইল—আসক্তিযুক্ত; আর স্ত্রীসঙ্গী অর্থ—স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্ত; অর্থাৎ কামুক; নিজের স্ত্রীতেই হউক, কি পরের স্ত্রীতেই হউক, স্ত্রীলোকে যাহার আসক্তি আছে, তাহাকেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী-সঙ্গী-অর্থ এখানে পরস্ত্রী-সঙ্গী বা পরদার-রত; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পরস্ত্রী-সঙ্গী ত বটেই, স্ব-স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত লোককেও এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ কেবলমাত্র পরস্ত্রী-সঙ্গী নহে; এইরূপ মনে করার হেতু এই—প্রথমতঃ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ আচারের কথা বলিতেছেন। সুতরাং যাহা নিষেধ করিবেন, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে অবশ্যত্যজ্য, অপরের পক্ষে অবশ্যত্যজ্য না হইতেও পারে; এস্থলে স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ যদি কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গই হয়, এবং পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করা যদি কেবল বৈষ্ণবেরই বিধি হয়, তাহা হইলে অপর কাহারও পক্ষে ইহা নিন্দনীয়—সুতরাং পরিত্যজ্য না হইতেও পারে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। পরদার-গমন মানুষমাত্রের পক্ষেই নিষিদ্ধ; ইহা মানুষের পক্ষে সাধারণ নিষেধ; বৈষ্ণবও মানুষ, মানুষের সাধারণ নিয়ম তো তাহাকে পালন করিতেই হইবে, অধিকন্তু কতকগুলি বিশেষ নিয়মও পালন করিতে হইবে। এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ-নিয়মের মধ্যেই যখন স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগের আদেশ দিতেছেন, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ তো বটেই, স্ব-স্ত্রীতেও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-শব্দে সাধারণতঃ পরস্ত্রী বুঝায় না—বরং সাধারণতঃ বিবাহিতা পত্নীকেই বুঝায়। অবশ্য "স্ত্রী" বলিতে যখন "স্ত্রীজাতি" বুঝায়, তখন স্ত্রী-শব্দে স্ত্রীলোক মাত্রকেই বুঝাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এখানে স্ত্রীলোকমাত্রকেই বুঝাইতেছে—সুতরাং স্ত্রী-সঙ্গ অর্থ স্ত্রীলোক-মাত্রের সঙ্গ—তা নিজের স্ত্রীই হউক কি অপর কোনও স্ত্রীলোকই হউক, যে কোনও স্ত্রীলোকে আসক্তিই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীয়তঃ, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রমাণস্বরূপে শ্রীমদ্‌ভাগবতের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তৃতীয় স্কন্ধের একত্রিশ অধ্যায়ের তিনটী শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য-পয়ারের পরে এই শ্লোক তিনটী মূল গ্রন্থে আছে। এই তিনটী শ্লোকের মর্ম্ম এই:—"স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে লোকের যেরূপ মোহ ও সংসারবন্ধন জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে; এই জাতীয় সঙ্গ হইতে সত্য-শৌচাদি সদ্গুণাবলী নষ্ট হয়, সুতরাং যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ শোচনীয় দশাগ্রস্ত-লোকদিগের সঙ্গ কদাচ করিবে না।" এস্থলে যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ (স্ত্রীলোকের ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র; স্ত্রীলোকের হাতের পুতুল-বিশেষ)-শব্দ দ্বারা স্ত্রীলোকে অত্যাসক্তিযুক্ত লোককেই বুঝাইতেছে। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত শ্লোক-তিনটীর পরে ঐ প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটী শ্লোক আছে। প্রথমোক্ত ৩৫শ শ্লোকে স্ত্রী-সঙ্গ ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ দ্বারা মোহ ও বন্ধন জন্মে বলিয়া, ৩৬শ শ্লোকে তাহার উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজ কন্যার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তার পর ৩৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যে ব্রহ্মা স্ত্রীলোক-দর্শনে এত বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদির সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি যে যোষিন্মায়ায় আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? দিগ্বিজয়ী বীরগণ পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকের ভ্রূভঙ্গী মাত্র তাহার পদানত হইয়া পড়ে—ইহা ৩৮শ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। স্ত্রীমায়ার এইরূপ দুর্দ্দমনীয়া শক্তির উল্লেখ করিয়া ৩৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে:—"যে ব্যক্তি যোগের পরপারে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, প্রমদার সহিত সঙ্গ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে (সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু)। ফলতঃ যোগীরা বলেন, "সৎসঙ্গ দ্বারা যাহার আত্মরূপ লাভ প্রতিলব্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে স্ত্রীগণ নরকের দ্বারস্বরূপ; সুতরাং যোষিৎ-সহবাস তাহার পক্ষে কদাচ বিধেয় নহে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে কয়টী শ্লোকের কথা বলা হইল, তাহার কোনটীতেই বা কোনটীর টীকাতেই "যোষিৎ" অর্থে কেবল মাত্র যে পরস্ত্রী বুঝায়, তাহার উল্লেখ নাই; বরং শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্লোকোক্ত "প্রমদাসু" শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ।" নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেও আসক্তিযুক্ত হইবে না। টীকার "স্বীয়াসু অপি" অংশের "অপি" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরকীয়া স্ত্রীর সঙ্গ তো দূরের কথা, স্বকীয়া-স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না। পরবর্ত্তী ৪০ শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি আসক্তিপোষণ তো দূরের কথা, যিনি বুদ্ধিমান্, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনওরূপ সংশ্রবই মঙ্গলজনক নহে। 'যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা। তামীক্ষেতাত্মনোমৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥' এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যাচ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয় নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি, সাপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্য ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদিমতী বা উন্মাদাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রী সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যজ্যা ইতি-ব্যঞ্জিতম্॥" এই টীকানুযায়ী উক্ত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপ:—স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়াবিশেষ; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াই সঙ্গত নহে। পুরুষকে বিরক্ত নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক কেবল সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়া মনে করিবে—তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, তাহাকে স্ত্রীস্বাচ্ছাদিত নিজমৃত্যুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, জ্ঞানমতী এবং বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদ-রোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে না—সর্ব্বথা তাহা হইতে দূরে থাকিবে।" উক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যায়—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু" বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গকেই লক্ষ্য করেন নাই, স্বকীয়া স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। ভক্তমাল গ্রন্থেও ইহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়:—"প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়। দেহ, গেহ, পুত্র, দার, বিষয়-বাসনা আর, সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়।"

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আরও একটী কথা এস্থানে বিবেচ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে কেবল পুরুষ বৈষ্ণবের আচারেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের আচারও উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভক্তিমার্গে সমান অধিকার। পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রী-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ সেইরূপ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। স্ত্রী-সঙ্গ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহাদের অব্যবহিত পরে ৪১।৪২ শ্লোকেই ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম এই :—"পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ-বশতঃ, অন্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সেও পুরুষতুল্য আচরণ-কারিণী ভগবন্মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই ভগবন্মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ-সুখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যু-স্বরূপ; তেমনি পতি, পুত্র, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্। স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্॥ তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্। দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥ শ্রীভা, ৩.৩১।৪১-৪২"

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরবর্গের মধ্যে সেন-শিবানন্দ প্রভৃতি অনেকেই গৃহী ছিলেন; সুতরাং স্ত্রীলোকের সংশ্রবেও তাঁহারা ছিলেন। তবে কি তাঁহারা "অসাধু" এবং তাঁহাদের আচরণ কি অনুসরণীয় নহে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে—প্রথমতঃ, তাঁহার গৃহী হইলেও স্ত্রীলোকে আসক্ত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে স্ত্রী-সঙ্গী বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা ভগবৎপরিকর; তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও ভগবৎপরিকর। তাঁহাদের অনেকেই শ্রীভগবানের কায়ব্যূহ; সুতরাং ভগবত্তত্ত্বে ও তাঁহাদের তত্ত্বে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই; আর যাঁহারা কায়ব্যূহ নহেন, তাঁহারাও হয়ত নিত্যসিদ্ধ, আর না হয় সাধন-সিদ্ধ। ভগবানের আচরণ এবং সিদ্ধ পার্ষদের আচরণ ভক্তিশাস্ত্রানুসারে সাধকের অনুকরণীয় নহে। বৃন্দাবনবাসী শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণও ভগবৎপরিকর; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের দ্বারা সাধক-ভক্তের আচরণ জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; তাই ঐ গোস্বামিপাদগণের আচরণই সাধক ভক্তের অনুকরণীয়। রমণীসংশ্রবে থাকিয়া গোস্বামিপাদগণের কেহই ভজনের আদর্শ দেখাইয়া যায়েন নাই। তৃতীয়তঃ, সেনশিবানন্দাদি গৌরপরিকরদের মধ্যে যাঁহারা গৃহী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহস্থাশ্রম, মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নহে; পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নর-লীলার সহায়তা করার জন্য। অনাসক্তভাবে সংসারে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গে থাকিয়াও কিরূপে ভগবদ্ভজন করা যায়, তাঁহারা তাহার আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই গৃহী সাধক ভক্তদের অনুসরণীয়—আদর্শস্থানীয়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, সাধক-ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা গৃহী, সুতরাং স্ত্রীলোকের সংসর্গে আছেন, তাঁহারা কি অসাধু? ইহার উত্তর এই :—অনেক সাধক-ভক্ত আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকের সংশ্রবে থাকিলেও স্ত্রীলোকে আসক্ত নহেন; জলে পদ্ম-পত্রের মত তাঁহারা আনসক্তভাবে বিষয়ের মধ্যে আছেন; তাঁহারা অসাধু নহেন, তাঁহারা ভুবন-পাবন। তাঁহারাই গৃহস্থ-সাধকের আদর্শ-স্থানীয়। অনাসক্তভাবে যথাযুক্ত বিষয় ভোগ করায় ভক্তি-অঙ্গের বিঘ্ন হয় না। আর যাঁহারা এখনও বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারেন নাই, অথচ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাঁহারাও অসাধু নহেন; কারণ, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধু।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগ-দ্বারা ইহকালের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তুতে আসক্তি ত্যাগের কথাই উপলক্ষিত হইতেছে।

কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণ+অভক্ত; কৃষ্ণের অভক্ত; কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লোকের সঙ্গও ত্যাগ করিবে; কারণ, তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা সংক্রমিত হইতে পারে, ভক্তি অন্তর্হিত লইতে পারে। নিজের বহির্ম্মুখতা আরও গাঢ় হইতে পারে।

সাধকের পক্ষে একটী কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই যে স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ, কি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গত্যাগের কথা বলা হইল, তাহাতে স্ত্রী-সঙ্গীর প্রতি, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের প্রতি যেন কাহারও অবজ্ঞার

তথাহি (ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ ৩৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

যথা চ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধঃ তথা অন্যস্য প্রসঙ্গতঃ ন ভবেৎ॥ স্বামী॥ তদ্দোষমেব দর্শয়তি ন তথেতি। সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ। শ্রীজীব। ৩৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভাব না আসে। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গীই হউন, আর কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখই হউন, কেহই বৈষ্ণবের অবজ্ঞার বা নিন্দার পাত্র নহেন। সকল জীবের মধ্যেই, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন; সুতরাং সকল জীবই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। কোনও সেবক তাহার শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীমন্দির যদি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে; তাহা হইলে কোনও ভক্তই ঐ শ্রীমন্দিরের বা শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞা করেন না; অভক্ত-জীব সংস্কারবিহীন শ্রীমন্দিরতুল্য—তাঁহার অন্তরেও শ্রীভগবান্ আছেন; সুতরাং ভক্তের নিকট তিনিও সম্মানার্হ। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥" এজন্যই বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত॥"

স্বরূপতঃ কোন জীবই অসৎ নহে, সুতরাং অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার পাত্র নহে। জীবের শিশ্নোদর-পরায়ণতা, কিম্বা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই অবজ্ঞার বিষয়; এ সমস্ত হইতে দূরে থাকিবে। অসদ্ভাবের আধার বলিয়াই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাজ্য; আধেয়ের দোষে আধার ত্যাজ্য। সুরার আধার হইলে স্বর্ণপাত্রও অস্পৃশ্য; কিন্তু স্বর্ণপাত্র স্বরূপতঃ অস্পৃশ্য নহে; সুরার অস্পৃশ্যতা স্বর্ণপাত্রে সংক্রমিত বা অরোপিত হইয়াছে। তথাপি, অসৎলোক দেখিলেই মাদৃশ জীবের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। এরূপ স্থলে অবজ্ঞার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়:—আমার মধ্যে যে ভাব নাই, যে ভাবের ধারণাও আমার নাই, আমি অপরের মধ্যে সেই ভাবটীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি না। আমার মধ্যে যে ভাবটী জাগ্রত বা সুপ্তাবস্থায় আছে, অপরের সেই ভাবটীই আমি লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং যখনই অপরের মধ্যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমি দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে হইবে, আমার নিজের মধ্যেই ঐ দোষটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমি মনে করিতে পারি—দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই রূপই ঐ ব্যক্তির মধ্যে আমার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। আমার মঙ্গলের জন্য, আমার সংশোধনের জন্যই, পরম-করুণ শ্রীভগবান্ আমার সাক্ষাতে আমার দোষটী প্রকট করিয়াছেন; ঐ দোষটী আমার—তাহার নহে, এইরূপ চিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দোষটী সংশোধনের চেষ্টা করিলে,কোনও সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়, ঐ দোষটী নির্ম্মূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে এবং ভক্তির পূতধারায় হৃদয় পরিষিক্ত হইলে ঐরূপ দোষের ধারণা পর্য্যন্তও হৃদয় হইতে নিঃসারিত হইতে পারে। তখন নিতান্ত অসচ্চরিত্র—নিতান্ত বহির্ম্মুখ লোককে দেখিলেও তাহার দোষ লক্ষিত হইবে না।

শ্লো। ৩৯। অন্বয়। যথা যোষিৎ-সঙ্গাৎ (যোষিৎ-সঙ্গ—স্ত্রী-সঙ্গ—স্ত্রীলোকে আসক্তি হইতে যেরূপ) যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ (এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে যেরূপ) পুংসঃ (লোকের) মোহঃ (মোহ) ভবেৎ (হয়) বন্ধঃ চ (এবং বন্ধন) [ভবেৎ] (হয়) অন্যপ্রসঙ্গতঃ (অন্যলোকের সঙ্গ হইতে) অস্য (ইহার—লোকের) তথা (সেইরূপ—সেইরূপ মোহ ও বন্ধন) ন (হয়না)।

তথাহি তত্রৈব (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্॥ ৪০
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥ ৪১

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১০।২২৪)—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৫১) কাত্যায়ন-সংহিতাবচনম্,—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্॥ ৪২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অসৎসঙ্গং নিন্দতি সত্যমিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ পরমপুরুষার্থবিষয়া। হ্রীর্লজ্জা। শ্রীর্ধনধান্যলক্ষণা। যশঃ কীর্ত্তিঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বম্। শমো বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো মনোনিগ্রহঃ। ভগ উন্নতিঃ। যৎসঙ্গাৎ যেষামসতাং সঙ্গাৎ॥ স্বামী॥ ৪০

খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু॥ স্বামী॥ ৪১

বরমিতি। বিশেষেণাবস্থিতি নিবাসঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য কিঞ্চিচ্চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ। লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ। শ্রীসনাতন। ৪২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। স্ত্রীসঙ্গ (স্ত্রীলোকে আসক্তি) এবং স্ত্রীসঙ্গীর (স্ত্রীলোকে আসক্ত লোকের) সঙ্গ হইতে পুরুষের যেরূপ মোহ ও সংসার-বন্ধন হয়, অন্যজনসঙ্গ হইতে সেইরূপ হয় না। ৩৯

এই শ্লোকে **সঙ্গ**-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ—স্ত্রীসঙ্গের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গবিষয়ক কথাবার্ত্তাময় সঙ্গ। যাহারা গৃহী, তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রব ত্যাগ সম্ভব নহে; কিন্তু স্ত্রীসঙ্গমের কামনা পোষণ করিয়া স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া এবং সংশ্রবে যাইয়াও যাহাতে সঙ্গমের বাসনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্রূপ আলাপ-আলোচনা দূষণীয়। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিলেও তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা বিশেষরূপে উদ্দীপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও দূষণীয়।

স্ত্রীসঙ্গের এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে ঐরূপ সঙ্গত্যাগের উপদেশই দিতেছেন। এইরূপে এই শ্লোক ৪৯ পয়ারের প্রমাণ।

শ্লো। ৪০-৪১। অন্বয়। যৎসঙ্গাৎ (যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে) সত্যং (সত্য, সত্যের প্রতি আদর) শৌচং (পবিত্রতা) দয়া (দয়া) মৌনং (মৌন, বাক্‌সংযম) বুদ্ধিঃ (সদ্‌বুদ্ধি) হ্রীঃ (লজ্জা) শ্রীঃ (সৌন্দর্য্য, বা ধনধান্যাদি সম্পত্তি) যশঃ (কীর্ত্তি) ক্ষমা (ক্ষমাগুণ, সহিষ্ণুতা) শমঃ (বাহেন্দ্রিয়-সংযম) দমঃ (মনের নিগ্রহ) ভগঃ (উন্নতি) সংক্ষয়ং যাতি (সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) তেষু (সে সমস্ত) অশান্তেষু (বাসনার দাস চঞ্চলচিত্ত) মূঢ়েষু (মুগ্ধ, মূর্খ) শোচ্যেষু (শোচনীয় অবস্থাপন্ন) খণ্ডিতাত্মসু (দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট) যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগেষু চ (এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়া-মৃগতুল্য) অসাধুষু (অসাধু—অসদাচার ব্যক্তিদের) সঙ্গং (সঙ্গ) ন কুর্য্যাৎ (করিবেনা)।

অনুবাদ। দেবহূতির প্রতি কপিলদেব বলিলেন:—যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে সত্য (সত্যের প্রতি আদর), শৌচ (পবিত্রতা), দয়া, মৌন (বাক্‌সংযম), সদ্‌বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী (সৌন্দর্য্য, বা ধনধান্যাদি সম্পত্তি), কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ (সহিষ্ণুতা), শম (বাহেন্দ্রিয়-সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) এবং ভগ (উন্নতি) সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—সে সমস্ত অশান্ত (বাসনার দাস চঞ্চলচিত্ত) মূঢ় (স্ত্রীমায়ায় মুগ্ধ), শোচনীয় দশাগ্রস্ত, দেহে-আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়া-মৃগতুল্য অসাধু (অসদাচার) ব্যক্তিদের সঙ্গ (তাহাদের সহিত একত্রবাস বা কথোপকথনাদি) করিবেনা। ৪০-৪১

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গের দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে স্পষ্টভাবেই তাহার সঙ্গ ত্যাগের উপদেশ দিয়াছেন। এই শ্লোকও ৪৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ।

শ্লো। ৪২। অন্বয়। হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ (অগ্নির শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতি) বরং (শ্রেয়ঃ), শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসং (শ্রীকৃষ্ণচিন্তাবিমুখজনের সহবাসরূপ পীড়া) ন (শ্রেয়ঃ নহে)।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকপাদঃ—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্-
ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥ ৪৩

এ সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

হে প্রভো ভবত স্তব ভক্তিহীনান্ অতএব ক্ষীণপুণ্যান্ অসাধূন্ মনুষ্যান্ কচিদপি কুত্রচিৎ সময়েঽপি মা দ্রাক্ষীঃ। শ্লোকমালা। ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। অগ্নির শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস করা বরং ভাল; তবুও কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করিবে না। ৪২

হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ—হুতবহের (হুতাশনের, অগ্নির) জ্বালা (শিখা) পরিপূর্ণ পঞ্জরের (পিঞ্জরের) অন্তঃ (মধ্যে) ব্যবস্থিতিঃ (বিশেষ রূপে অবস্থান); আগুনের শিখা-পরিপূর্ণ পিঞ্জরের মধ্যে কেহ যদি বসিয়া থাকে, তাহা হইলে আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলেও নড়িতে চড়িতে পারে না—দূরে সরিয়া যাওয়া তো দূরের কথা; এরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিয়া অগ্নির দাহজনিত যন্ত্রণা ভোগ করাও বরং ভাল, তথাপি **শৌরিচিন্তা-বিমুখজনসংবাস-বৈশসং**—শৌরীর (শ্রীকৃষ্ণের) চিন্তাবিষয়ে বিমুখ (শ্রীকৃষ্ণবহির্ম্মুখ) জনের সংবাস (সহবাস) রূপ বৈশস (পীড়া, কষ্ট) ভোগ করিবে না, শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-জনের সঙ্গ করিবে না (তাহার সহিত একত্র অবস্থান বা কথোপকথনাদি করিবে না)।

কৃষ্ণাভক্তের—কৃষ্ণবহির্ম্মুখজনের—সঙ্গও যে পরিত্যাজ্য, এই ৪৯ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৪৩। অন্বয়। ভগবদ্‌ভক্তিহীনান্ (ভগবদ্ ভক্তিহীন) ক্ষীণপুণ্যান্ (ক্ষীণপুণ্য) মনুষ্যান্ (লোক-দিগকে) ক্বচিদপি (কখনও) মা দ্রাক্ষীঃ (দর্শন করিবে না)।

অনুবাদ। ভগবদ্‌ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য লোকদিগকে কখনও দর্শন করিবে না। ৪৩

এই শ্লোকও পূর্ব্ববর্ত্তী ৪২ শ্লোকের ন্যায় ৪৯-পয়ারের প্রমাণ

৫০। **এই সব ছাড়ি**—স্ত্রী-সঙ্গীর-সঙ্গ ও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া। **আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম**—বর্ণাশ্রমধর্ম্মও ত্যাগ করিয়া। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগও বৈষ্ণবের বর্জ্জনাত্মক আচার। ইহার হেতু এই—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মদ্বারা ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু লাভ হয়। কিন্তু ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বস্তু-লাভের বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির কৃপা হইতে পারে না, সুতরাং বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনাও জন্মিতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" এজন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে; "সম্মতং ভক্তি-বিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ১।২।১১৮॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব রৌরব হইতেও উদ্ধার পাইতে পারে না। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ ২।২২।১৯॥" তাই শ্রুতিও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। "বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি। মৈত্রেয় উপনিষৎ।—যাঁহারা বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বানন্দতৃপ্ত হয়েন।" একথার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে—কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ভগবদ্‌ভজন করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপায় কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। একথাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ গীতা ১৮।৬৬॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন— "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥১১।১১।৩২॥"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৮।৬৬)
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৪৪

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গীতোক্ত "পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করিয়া" এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত "সন্ত্যজ্য—সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া" বাক্য হইতে ভজনের আরম্ভেই স্বধর্ম্মাদি ত্যাগের কথা জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবত অন্যত্রও একথা বলিয়াছেন। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি। যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১।৫।১৭॥—শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিচরণ-পদ্ম ভজনকারী কোনও ব্যক্তির যদি অপক্ক দশাতেই (ভজনারম্ভেই) কিম্বা যে কোনও অবস্থাতেই পতন (ভজনপথ হইতে চ্যুতি বা মৃত্যু) হয়, তাহা হইলে কি তাহার কোনও অকল্যাণ হয়?—হয় না। আর হরি-চরণারবিন্দের ভজনব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে?—কেহই না।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই শ্লোকের "ত্যক্ত্বা"-শব্দের "ক্ত্বা"-প্রত্যয়ের দ্বারা ভজনারম্ভ-দশাতেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করেন, তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না। "ক্ত্বা-প্রত্যয়েন ভজনারম্ভদশায়ামপি কর্ম্মানুবৃত্তির্নিষিদ্ধা। স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যো ভজন্ স্যাদমুষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবদেব।" যদি অপক্ক (ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য) অবস্থায়ও তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা যদি অন্য কোনও বস্তুতে আসক্তিবশতঃ (যেমন ভরত-মহারাজ হরিণ-শিশুতে আসক্ত হইয়াছিলেন) বা দুরাচারতাবশতঃ ভক্তিপথ হইতে তিনি ভ্রষ্ট হয়েন, তথাপিও স্বধর্ম্মত্যাগবশতঃ কোনও অমঙ্গল তাঁহার হইবে না। "যদি পুনঃ অপক্কো ভগবৎপ্রাপ্ত্যযোগ্যো ম্রিয়েত জীবদেব বা কথঞ্চিদন্যাসক্তস্ততো ভজনাৎ দুরাচারতয়া বা পতেৎ তদপি কর্ম্মত্যাগনিমিত্তমভদ্রং নো ভবেদেব।" কেন অমঙ্গল হইবে না, তাহার হেতুরূপে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—"ভক্তিবাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্ত্বাৎ কর্ম্মানধিকারাদিত্যাহ।—স্বরূপতঃই ভক্তিবাসনার বিনাশ নাই; পতিত বা মৃত অবস্থাতে তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে।" উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন—"ভক্তিবাসনায়া স্ববিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ—ভক্তিবাসনার ধর্ম্মই এই যে, ইহার বিনাশ নাই।" এজন্যই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি। ভক্তিবাসনা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি; স্বরূপশক্তি নিত্য—অবিনাশী বস্তু। **অকিঞ্চন হঞা—**শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিবার জন্য গৃহবিত্ত স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এসমস্তে আসক্তি ত্যাগ করিয়া। **কৃষ্ণৈকশরণ—**কৃষ্ণকেই একমাত্র শরণ বা আশ্রয় করিয়াছেন যিনি। সাংসারিক লোক আপদ-বিপদে নিজের শক্তি, আত্মীয়-স্বজনের শক্তি, প্রতিপত্তি, বিত্ত-বুদ্ধি আদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; অনেক সময় রাজশক্তির সহায়তাও গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি প্রাণান্তেও শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও সহায়তা ভিক্ষা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে কৃষ্ণ যে সমস্ত অন্তরায় হইতে উদ্ধার করেন, তাহার প্রমাণ নিম্ন-শ্লোক।

শ্লো। ৪৪। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।৮।৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক। ২।৯।২৩ শ্লোকের টীকাদিও দ্রষ্টব্য।

৫১। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ারে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ লওয়ার কথাই বলা হইয়াছে। এক্ষণে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই যে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের ভজন কেন নিষ্প্রয়োজন, তাহা বলিতেছেন। যিনি বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), তিনি কৃষ্ণব্যতীত কখনও অপর কাহারও ভজন করেন না; কারণ, কৃষ্ণ ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ এবং বদান্য। **ভক্তবৎসল—**যে ভজন করে, তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, অত্যন্ত কৃপালু; সন্তানের প্রতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাতার যেরূপ স্নেহ, ভজনকারীর প্রতিও কৃষ্ণের সেইরূপ স্নেহ ও করুণা। ধূলা-ময়লা-মাখা সন্তানকেও মাতা যেমন স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লয়েন, স্তন পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন, ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া কোলে তুলিয়া লয়েন,—ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভজনকারী, তাঁহার শরণাগত পাপী-পতিতকে তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দেন, তাঁহার পাপ-তাপাদি স্বীয় স্নেহ-করুণায় দূর করিয়া দেন এবং স্বীয় পদকমলের মধু পান করাইয়া তাঁহার ত্রিতাপ-দগ্ধ-সংসারশ্রম-ক্লান্ত চিত্তকে সুশীতল ও স্নিগ্ধ করেন। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয়-গুণের নিধি।

কৃতজ্ঞ—কৃতকর্ম্ম যিনি জানেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞ বলে। শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ—যে যাহা করে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারেন; সুতরাং যে লোক তাঁহার ভজন করেন,—তিনি ঐকান্তিকতার সহিতই ভজন করুন, আর না-ই করুন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভজনের বিষয় জানিতে পারেন; জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করেন। সুতরাং—"আমি মনে প্রাণে তাঁহার নাম করিতে পারিতেছি না,—তাঁহার চরণে সরল-প্রাণের কাতর প্রার্থনা জানাইতে পারিতেছি না, আমার প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌঁছিবে না, সুতরাং তিনি ভক্তবৎসল হইলেও আমি তাঁহার কৃপা পাইতে পারিব না"—ইত্যাদি ভাবিয়া কাহারও পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞ—সকলের সকল কাজই তিনি জানিতে পারেন। ইহাও একটী ভজনীয় গুণ।

সমর্থ—পারগ; যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ। প্রশ্ন হইতে পারে—কৃষ্ণ ভক্তবৎসল হইতে পারেন, তিনি কৃতজ্ঞ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন কিনা? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হাঁ, তিনি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন; কারণ, যাহা ইচ্ছা, তাহাই তিনি করিতে সমর্থ—তাহাই করার শক্তি তাঁহার আছে।

বদান্য—দাতা। প্রশ্ন হইতে পারে, আমার মনোবাসনা পূর্ণ করার শক্তি তাঁহার থাকিতে পারে; কিন্তু তথাপি তিনি আমার বাসনা পূর্ণ না করিতেও পারেন। ক্ষুধার্ত্তের কাতর ক্রন্দনে ধনীর প্রাণ বিগলিত হইতে পারে, তাহার দুরবস্থা দূর করিবার জন্য ধনীর ইচ্ছাও হইতে পারে, তদুপযোগী প্রচুর অর্থও ধনীর থাকিতে পারে, তথাপি তিনি যদি কৃপণ হয়েন, তবে ত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবেন না। ইহার উত্তরেই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ কৃপণ নহেন, তিনি বদান্য—দাতা-শিরোমণি; এক পত্র তুলসীর বিনিময়ে, একবিন্দু জলের বিনিময়ে, তিনি ভক্তের নিকটে আত্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন, এত বড় দাতা তিনি।

শ্রীকৃষ্ণকেই যে ভক্তি করিতে হইবে, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ ভজনীয় গুণের নিধি, এজন্য কৃষ্ণকে ভজন করা উচিত। প্রশ্নোত্তরে এই পয়ারের মর্ম্ম এইরূপে প্রকাশ করা যায়:—শ্রীকৃষ্ণকে ভজন কর। প্রশ্ন—কেন? শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া কি হইবে? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল; যিনি তাঁহার ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও করুণা প্রকাশ করেন। সন্তানের প্রতি মায়েয় যেরূপ স্নেহ ও করুণা, ভক্তের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ স্নেহ ও করুণা। সন্তান যখন মা মা বলিয়া কাঁদিতে থাকে, মা যেমন তখনই অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয়েন, ধূলা-ময়লা-মাখানো ছেলেকেও কোলে তুলিয়া আদর যত্ন করেন, ধূলা-ময়লা না ছাড়াইয়াও স্তন পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন—শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্যগ্রতার সহিত ভজনকারী জীবকে শ্রীচরণে টানিয়া লয়েন, পাপাদির বিচার করেন না, কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অমনি তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন, তাহার পাপ-কলুষাদি দূর করিয়া শ্রীচরণকমলের সুধা পান করাইয়া জীবের সংসার-ভ্রমণ জনিত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করেন, তাহার ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন। যে ছেলে মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, মায়ের অনিষ্ট কামনা করে, মা যেমন তাহার প্রতিও স্নেহশীলা—সেইরূপ, যে জীব শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট করার জন্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, কৃষ্ণ তাহাকেও কৃপা করেন। পূতনাই তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাই কর্ত্তব্য। প্রশ্ন—আমি যে ভজন করিতেছি, তাহা তিনি জানিতে পারিলে তো আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন। ছেলে যখন কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাকে, তখনই মা তাকে কোলে নেন। কিন্তু আমি তো কাতর প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে পারিব না। আমি তো

তথাহি (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্-
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স্বমনোরথঃ পরিপূরিত ইতি তুষ্যন্নাহ কঃ পণ্ডিত ইতি। ঋতগিরঃ সত্যবাচঃ। ত্বত্তোঽপরং শরণং কঃ সমীয়াৎ গচ্ছেৎ। যতো ভবান্ ভজতঃ সর্ব্বানভিতঃ কামাংশ্চ দদাতি আত্মানমপীতি। স্বামী। ৪৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার ভজন করিতে পারিবনা ; বিষয়-বাসনায় আমার চিত্ত যে মলিন, বিষয়ের আকর্ষণে আমার চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত। আমার ডাক তাঁর চরণে পৌছিবে কেন ? উত্তর—তুমি কাতরপ্রাণে অকপট-চিত্তে তাঁকে ডাকিতে সমর্থ নাই বা হইলে। তথাপি তোমার ডাক তাঁর চরণে পৌছিবে, তোমার ভজনের বিষয়—তাহা ঐকান্তিক না হইলেও—তিনি জানিতে পারিবেন ; কারণ, তিনি যে কৃতজ্ঞ ; যে যে ভাবে যাহা করে, তাহাই তিনি জানিতে পারেন। সুতরাং তোমার হতাশ হওয়ার কিছু কারণ নাই ; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, তিনি না হয়, আমি যাহা করি, তাহা জানিতে পারিলেন ; আমার প্রার্থনার বিষয়ও জানিতে পারিলেন এবং তিনি ভক্তবৎসল বলিয়া আমার প্রার্থনার বস্তু আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁহার ইচ্ছাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে তো ? উত্তর—হাঁ, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ—তিনি না করিতে পারেন, এমন কিছু কোথাও নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি যাহা চাও, তাহাতো দিতে পারেনই ; যাহা চাওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত হয়ত তুমি করিতে পারনা, এমন বস্তু দেওয়ার শক্তিও তাঁর আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, আমি যাহা চাই, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার থাকিতে পারে ; কিন্তু তিনি তাহা দিবেন কিনা ? দেওয়ার প্রবৃত্তি তাঁহার হইবে কিনা ? অনেক ধনীর ধন আছে, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের চিত্তও বিগলিত হয় ; কিন্তু কৃপণতা বশতঃ কাহারও দুঃখ দূর করার জন্য ধনব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ তেমন নহেন, তিনি কৃপণ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বদান্য,—দাতার শিরোমণি ; একপত্র তুলসী বা একবিন্দু জল তাঁহার উদ্দেশ্যে যে ভক্ত দেন, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন—এতবড় দাতা তিনি। এসমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয় গুণের নিধি—তাঁহার গুণের বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৪৫। **অন্বয়।** কঃ (কোন্) পণ্ডিতঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ভক্তপ্রিয়াৎ (ভক্তপ্রিয়) ঋতগিরঃ (সত্যবাক্) সুহৃদঃ (সুহৃদ—হিতকারী) কৃতজ্ঞাৎ (কৃতজ্ঞ) ত্বৎ (তোমা হইতে) অপরং (অন্য কাহারও) শরণং (শরণ) গচ্ছেৎ (গ্রহণ করে)—যস্য (যে তোমার) উপচয়াপচয়ৌ ন (হ্রাস-বৃদ্ধি-নাই) [যঃ] (যে তুমি) ভজতঃ (ভজনকারী) সুহৃদঃ (সুহৃদকে) সর্ব্বান্ (সমস্ত) অভিকামান্ (অভিলষিত বস্তু), আত্মানং অপি (তোমার নিজেকে পর্য্যন্তও) দদাতি (দান কর)।

অনুবাদ। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন :—যিনি ভজনকারী সুহৃদকে সকল অভিলষিত দান করেন, এমন কি আত্মপর্য্যন্তও দান করিয়া থাকেন, যাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সর্ব্বসুহৃদ এবং কৃতজ্ঞ তোমা ব্যতীত, কোন্ পণ্ডিত অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবে ? ৪৫

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি ভজনীয়-গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। **শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয়**—ভক্তই তাঁহার প্রীতির বিষয় ; তিনি ভক্তকে এত প্রীতি করেন যে, প্রকৃত ভক্তের কথা তো দূরে, ভক্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও যদি কেহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়,—ছদ্মবেশে তাঁহার অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেও যদি কেহ তাঁহার নিকটে আসে—

বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে,—উদ্ধব প্রমাণ ॥ ৫২

তথাহি (ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এবমনুবৃত্তিঃ কৃপয়ৈবেতি সূচয়ন্ অপকারিষ্বপি তস্য কৃপালুতাং দর্শয়ন্নাহ। অহো আশ্চর্য্যং দয়ালুতায়াঃ। হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ। বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যা যশোদায়া উচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোঽন্যং কং বা ভজেম ॥ স্বামী ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাকেও তিনি কৃপা করেন—পূতনাই তাহার প্রমাণ। তিনি ঋতগীঃ—সত্যবাক্, যখন যাহাই বলেন, তাহাই পালন করেন; মন্মনা ভব-ইত্যাদি গীতাবাক্যে তিনি যে বলিয়াছেন, যে কেহ তাঁহাকে ভজন করিবেন, তিনিই তাঁহাকে পাইবেন—এসকল বাক্যের অন্যথা তিনি কখনও করেন না; ভজনকারীর নিকটে তিনি ধরা দিয়াই থাকেন। তিনি সকলেরই সুহৃদ্—সকলেরই হিতকারী, কাহারও অমঙ্গল তিনি করেন না, যেহেতু তিনি মঙ্গলময়। তিনি কৃতজ্ঞ—পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আবার তিনি অনন্তশক্তিশালী এবং পূর্ণবস্তু বলিয়া তাঁহার উপচয়াপচয়ৌ—নাই—হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই; যে ভক্ত যাহা চাহেন, তাঁহাকে তাহা দিলেও—এমন কি আত্মপর্য্যন্ত দান করিলেও তাঁহার কোনও অপচয়—হ্রাস বা ক্ষতি হয় না; আবার, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটী ব্রহ্মাদি এবং ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে যে অপরিমিত দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপে দান করিয়া থাকেন, তাহাতেও তাঁহার কোনওরূপ উপচয়—বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং ভক্তকে আত্মপর্য্যন্ত দান করিতেও তাঁহার দ্বিধাবোধের কোনও হেতু থাকিতে পারে না; ভক্তের অভিলষিত বস্তু তিনি দিয়াও থাকেন—সর্ব্বান্ অভিকামান্—ভক্তের অভিলষিত সমস্ত বস্তু, এমন কি আত্মনমপি—নিজেকে পর্য্যন্তও তিনি তাঁহাতে প্রীতিমান্ ভক্তকে দিয়া থাকেন। এত ভজনীয়-গুণের নিধি যিনি—কোনও পণ্ডিত ব্যক্তিই—তাঁহা ব্যতীত অপর কাহারও ভজন করিতে পারেন না; কারণ, অপর কাহারও মধ্যেই এতগুলি ভজনীয় গুণের এত অধিক পরিমাণে সমাবেশ ও অভিব্যক্তি নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৫২। শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয় গুণের কথা যিনিই অবগত হইবেন, তিনিই যে অন্য সকলের ভজন ত্যাগ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকেই ভজন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাই বলিতেছেন।

বিজ্ঞজনের—পণ্ডিত ব্যক্তির; যিনি শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয় গুণের কথা অবগত হইয়াছেন, তাঁহার। কৃষ্ণ-গুণজ্ঞান—শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়-গুণের জ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের ভজনীয়-গুণ সমূহের মধ্যে কৃপাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (১।৮।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তাই এই পয়ারের প্রমাণরূপে নিম্নে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দয়ার কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যত্যজি—অন্য সকলের ভজন ত্যাগ করিয়া। ভজে—শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে। উদ্ধব প্রমাণ—উদ্ধবোল্লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

শ্লো। ৪৬। অন্বয়। অহো (অহো! কি আশ্চর্য্য!) অসাধ্বী (দুষ্টা) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (প্রাণবিনাশের ইচ্ছায়) যং (যাঁহাকে—যে শ্রীকৃষ্ণকে) স্তনকালকূটং (স্তনলিপ্ত কালকূট) অপয়ায়ৎ অপি (পান করাইয়াও) ধাত্র্যুচিতাং (ধাত্রীর—মাতৃবৎ লালন-পালন কারিণীর—উপযুক্তা) গতিং (গতি) লেভে (লাভ করিয়াছে), ততঃ (তাঁহাব্যতীত) অন্যং (অন্য) কং বা দয়ালুং (কোন্ দয়ালুরই বা) শরণং (শরণ) ব্রজেম (গ্রহণ করিব) ?

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। | তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥ ৫৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিলেন :—অহো! (শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য দয়ালুতা)! দুষ্টা পূতনা প্রাণ বিনাশের ইচ্ছায় যাঁহাকে স্বীয় স্তনলিপ্ত কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীর (মাতৃবৎ লালন-পালন-কারিণীর) উপযুক্তা গতি লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এমন দয়ালু আর কে আছে যে, তাঁহার ভজন করিব? ৪৬

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ষষ্ঠদিবসে রাত্রিকালে, দুষ্ট কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রাক্ষসী পূতনা দিব্যবসন-ভূষণে ভূষিতা পরমাসুন্দরী রমণীর বেশে নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার রূপে মোহিত হইয়া গোপগণও পুর-প্রবেশের সময়ে তাহাকে বাধা দেন নাই। যশোদার গৃহে প্রবেশ করিয়াই মাতার স্নেহ ও আদরের ভাণ করিয়া পূতনা শিশু কৃষ্ণকে টানিয়া কোলে তুলিল—তুলিয়াই নিজের স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহার স্নেহপূর্ণ আচরণে—বিশেষতঃ লীলাশক্তির প্রভাবে—যশোদা এবং রোহিণীও এমনিই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারাও পূতনাকে বাধা দেন নাই। রাক্ষসী পূতনা সদুদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই; কংসের প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণকে বিনষ্ট করার জন্যই স্বীয় স্তনে কালকূট—তীব্র বিষ—মাখাইয়া আসিয়াছিল। পূতনা মনে করিয়াছিল যে—তাহার কালকূট-লিপ্ত স্তন মুখে দিলেই বিষের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। হইল কিন্তু বিপরীত। নরলীল শ্রীকৃষ্ণ সহজ নরশিশুর ন্যায়ই স্তন পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্তনপানকালে তো ওষ্ঠাধারদ্বারা স্তনকে চুষিয়া টান দিতে হয়? শ্রীকৃষ্ণও তাহাই করিলেন, শিশু যেরূপ শক্তিতে চোষে, সেইরূপ শক্তিতেই চুষিলেন; কিন্তু এই স্তনচোষাকে উপলক্ষ্য করিয়াই লীলাশক্তি স্তনের সঙ্গে পূতনার প্রাণবায়ু চুষিয়া বাহির করিয়া লইল—আকাশভেদী চীৎকার সহকারে পূতনা ধরা-শায়িনী হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যদিও পূতনা শত্রুতাচরণ করিতে আসিয়াছিল, পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তথাপি তাহাকে উত্তমা গতি দিলেন—যাঁহারা মাতার ন্যায় স্তন্যাদি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করেন, তাঁহারা যে গতি পায়েন, শ্রীকৃষ্ণ রাক্ষসী পূতনাকেও সেই গতিই দিলেন,—ধাত্রীর প্রাপ্য গতি পাইয়া পূতনা দিব্যদেহে গোলোকে স্থান পাইল। পূতনা ভক্ত না হইলেও, ভক্তির আবরণে—মাতৃভাবের আবরণে, ধাত্রীর ছদ্মবেশে, ধাত্রীর ন্যায় স্তন্যাদি দানরূপ প্রীতিমূলক কার্য্যের অন্তরালে—নিজেকে লুক্কায়িত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিল এবং ছদ্মবেশের প্রভাবেই তাঁহার পতিতপাবন শ্রীবিগ্রহেরও স্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রিয়, ভক্ত তো দূরের কথা—ভক্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াও যদি কেহ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে, তিনি তাহাকেও কৃপা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই শত্রুভাবাপন্না রাক্ষসী পূতনা তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে যাইয়াও তাঁহার ছদ্মবেশের অনুরূপ ধাত্র্যুচিত গতি লাভ করিয়া ধন্য হইল। এত করুণা শ্রীকৃষ্ণের।

এই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের করুণার সর্ব্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তির পরিচায়ক। এত করুণা যাঁর, তাঁকে না ভজিয়া কোনও হিতাহিত-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তিই অপরকে ভজিতে ইচ্ছুক হইবে না—ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ব পয়ারের প্রমাণ।

৫৩। **পূর্ব্ববর্ত্তী** ৫০-পয়ারে অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অকিঞ্চন ও শরণাগত কাহাকে বলে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন।

একই লক্ষণ—শরণাগত ও অকিঞ্চন এই উভয় ভক্তই একরূপ লক্ষণ-বিশিষ্ট। শরণাগতের লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই :—(১) শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বা প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ; (২) শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বা প্রীতির প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ; (৩) শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন, এই বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস; (৪) রক্ষাকর্ত্তারূপে শ্রীকৃষ্ণকে বরণ করা; (৫) শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ; এবং (৬) আমি নিতান্ত অভিমানী, ভক্তিহীন, মহা অপরাধী, হে কৃষ্ণ, তোমার কৃপাব্যতীত, আমার আর অন্য গতি নাই; আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর—ইত্যাদিরূপে

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।৪১৭, ৪১৮)—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥ ৪৭
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥ ৪৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভক্তজনাকূলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনম্। গোপ্তৃত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনং বা। আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণম্। কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষেত্যাদিপ্রকারেণার্ত্তত্বম্। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে চ সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। তত এব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি দ্বয়ং, তথা প্রীতিস্বভাবেন আনুকূল্য-সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব। তথা মাং প্রপন্নং জনং কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুমিতি। আর্ত্তানাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্রশব্দঃ। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষস্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্। শ্রীসনাতন। ৪৭

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি তবেতি। তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্ মোদতে আনন্দময়স্তবতি সর্ব্বথা সখ্যসিদ্ধেঃ। শ্রীসনাতন। ৪৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর্ত্তি ও দৈন্য জ্ঞাপন করা। এই ছয়টী লক্ষণের মধ্যে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই প্রধান; অন্য পাঁচটী আনুষঙ্গিক; অনুপূরক-পরিপূরক মাত্র। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই অঙ্গী, অন্য পাঁচটী তাহার অঙ্গ। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ এবং শরণাগতি একই কথা; কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ করিলেই তাঁহার শরণাগত হওয়া হইল, তাঁহার শরণ বা আশ্রয় লওয়া হইল। যাঁহার আশ্রয় লওয়া হয়, তাঁহার প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ এবং প্রতিকূলবিষয়ের ত্যাগ, আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে এবং রক্ষা করিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে, এই বিশ্বাস পূর্ব্বেই জন্মিয়া থাকিবে—নচেৎ রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহার বরণই সম্ভব হয় না; আর রক্ষাকর্ত্তারূপে যাঁহার বরণ করা হয়, তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণও করিতেই হয় এবং স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপনও করিতে হয়। এইরূপে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণাদি পাঁচটী বিষয় রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণের অঙ্গ বা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াই হইল। শরণাগতি বা অকিঞ্চনত্বের মুখ্য লক্ষণ হইল রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ।

তার মধ্যে প্রবেশয়ে ইত্যাদি—আত্মসমর্পণ (বা দেহ-দৈহিক বিষয় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ) ঐ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। শরণাগত ও অকিঞ্চন, উভয়েই দেহ ও দৈহিক সমস্ত বিষয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া থাকেন।

[শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ হইলেও, এবং উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলেও, সম্ভবতঃ স্থলবিশেষে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে; এই পার্থক্য আত্মসমর্পণের প্রবর্ত্তক-হেতুবশতঃ। যিনি সংসার ভোগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; সাংসারিক আপদ্‌বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া—সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন; অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শরণাগত বলা চলে, কিন্তু বোধ হয় অকিঞ্চন বলা চলে না। আর, সংসারভোগ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল জানিয়া—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আনুকূল্য বিধান করিতে পারে, এমন কিছুই সংসারে তাঁহার নাই জানিয়া সংসার ছাড়িয়া—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই অকিঞ্চন বলে। পূর্ব্বোক্ত কারণে যিনি শরণাগত, তাঁর পক্ষে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—সংসারভোগে তাঁহার অকৃতকার্য্যতা; আর যিনি অকিঞ্চন—তাঁর পক্ষে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা। অকিঞ্চন সকল সময়েই সংসারে নিস্পৃহ; শরণাগত সংসারে নিস্পৃহ ছিলেন না, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যিনি অকিঞ্চন, তিনি কৃষ্ণ-সেবার জন্য সংসার ছাড়িয়াছেন, আর যিনি শরণাগত

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। | কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তিনি সংসারভয়ে ভীত হইয়া সংসার ছাড়িয়াছেন; এস্থলে বরং সংসারই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে বলা যায়। যিনি অকিঞ্চন, তিনি নিশ্চিতই শরণাগত; কিন্তু যিনি শরণাগত, তিনি সকলক্ষেত্রে অকিঞ্চন না হইতেও পারেন—অন্ততঃ প্রারম্ভে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-পয়ার হইতে বুঝা যায়, যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, ভক্তিমার্গের সাধনে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিতে পারেন।]

শ্লো। ৪৭-৪৮। অন্বয়। আনুকূল্যস্য (ভজনের অনুকূল বিষয়ের কর্ত্তব্যরূপে নিয়মগ্রহণ), প্রাতিকূল্যস্য (ভজনের প্রতিকূল বিষয়ের) বর্জ্জনম্ (ত্যাগ) রক্ষিষ্যতি (শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন) ইতি (এইরূপ) বিশ্বাসঃ (বিশ্বাস) তথা গোপ্তৃত্বে (এবং রক্ষাকর্ত্তৃত্বে—রক্ষাকর্ত্তারূপে) বরণং (বরণ) আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে (আত্মসমর্পণ এবং ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর ইত্যাদিভাবে স্বীয় আর্ত্তভাব প্রকাশ) [ইতি] (এই) ষড়্‌বিধা (ছয়প্রকার) শরণাগতিঃ (শরণাগতের লক্ষণ)। তব (তোমার—হে ভগবন্! আমি তোমারই) অস্মি (হই—আমি) ইতি (এইরূপ) বাচা (বাক্যদ্বারা) বদন্ (বলিয়া) মনসা (মনের দ্বারাও) তথা এব (সেইরূপই—আমি ভগবানেরই) বিদন্ (জানিয়া) তন্বা (দেহদ্বারা) তৎস্থানং (তাঁহার—ভগবানের—লীলাস্থানাদি) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) শরণাগতঃ (শরণাগত ব্যক্তি) মোদতে (আনন্দানুভব করেন)।

অনুবাদ। ভগবদ্ভক্তজনের অনুকূল বিষয়ের ব্রতরূপে গ্রহণ এবং তাহার প্রতিকূল বিষয়ের ত্যাগ, ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন—এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তা রূপে তাঁহাকে বরণ করা, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে আর্ত্তিজ্ঞাপন—এই ছয় প্রকার শরণাগতের লক্ষণ। হে ভগবন্! আমি তোমারই, মুখে এই রূপ বলিয়া মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া এবং শরীর দ্বারা বৃন্দাবনাদি ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দোপভোগ করেন। ৪৭-৪৮

এই দুই শ্লোকে শরণাগতের লক্ষণ বলা হইয়াছে। "তবাস্মীতি বদন্ বাচা"-ইত্যাদি শেষোক্ত শ্লোকের মর্ম্ম এই যে—কেবল যন্ত্রের ন্যায় বাহ্যিক আচরণে আনুকূল্যের গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনাদি করিলেই—কেবল মুখে "হে ভগবন্! আমি তোমার"-এইরূপ বলিলেই শরণাগত হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের হওয়া চাই, বাহিরে যেরূপ আচরণ করিবে, মনের ভাবও ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। শরণাগত হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের বলিতে আর কিছুই থাকেনা—তাঁহার দেহও আর তাঁহার নিজের নহে, আত্মসমর্পণের পরে তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি হইয়া যায়; তখন হইতে দেহকে বা দেহসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদিকে তাঁহার নিজের কাজে নিয়োজিত করার তাঁহার কোনও অধিকারই থাকেনা—বিক্রীত গরুকে যেমন আর নিজের কাজে লাগান যায় না, তদ্রূপ। দেহকে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে হইবে (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করা হয়, তাঁর নিকটে,—তাঁর বাড়ীতেই থাকিতে হয়; এইভাবে থাকিলেই মনেও একটু স্বস্তি বোধ হয়; তাই শরণাগত ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থল-বৃন্দাবনাদিতে বাস করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। (পরবর্ত্তী পয়ারের টীকায় আত্মসমর্পণ-অর্থ দ্রষ্টব্য।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার সার্থকতা কি, তাহা বলিতেছেন। কোনও ভক্ত যেই মুহূর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের তুল্য (আত্মসম) করিয়া থাকেন। এখানে "আত্মসম" বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করা দরকার। সকল বিষয়ে কৃষ্ণের সমান কেহ হইতে পারে না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। এই পয়ারে কোন্ অংশে "আত্মসম" করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরের শ্লোক হইতেই বুঝা যায়। পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্ম-নিবেদন করে, তখনই আমি তাহাকে একটা বিশিষ্টতা দান করি; তাহার ফলে সেই মানুষ,—অমৃতত্বং (মোক্ষং) প্রতিপদ্যমানঃ

তথাহি (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ৪৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কুত ইত্যত আহ মর্ত্ত্য ইতি। যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা সন্ মে নিবেদিতাত্মা ভবতি তদা অসৌ মে বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি ততশ্চামৃতত্বং মোক্ষং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ। কল্পতে যোগ্যঃ ভবতি। বৈ ধ্রুবম্॥ স্বামী॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ময়াত্মভূয়ায় (মৎসমানৈশ্বর্য্যায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)—জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য ভোগের যোগ্য হয়।" আত্মসমর্পণকারী লোক জীবন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ মায়াতীত হয়, বা চিন্ময়ত্ব লাভ করে; এবং শ্রীকৃষ্ণের সমান কয়েকটী ঐশ্বর্য্য বা গুণ পাওয়ার যোগ্য হয়। তাহা হইলে, মায়াতীতত্বাংশে বা চিন্ময়ত্বাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী গুণ পাওয়ার (২।২২।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) যোগ্যতাংশেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী ভক্তের তুল্যতা; অন্য বিষয়ে নহে। **শরণ লঞা**—শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া। **আত্মসমর্পণ**—দেহ ও দৈহিক বিষয় সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ। দেহ ও দৈহিক সমস্তই যখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়, তখন ভক্তের "আমার" বলিতে আর কিছুই থাকে না। তাঁহার যাহা কিছু আছে, সমস্ত—এমন কি তাঁহার হস্তপদচক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গপর্য্যন্তও তখন শ্রীকৃষ্ণের; সুতরাং নিজের কোনও কাজের **জন্য**—নিজের খাওয়া পরা ইত্যাদির জন্য নিজেকে বা নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে নিয়োজিত করার তখন আর তাঁহার কোনও অধিকারই থাকিবে না। ঐ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের কাজ ব্যতীত অন্য কাজে নিয়োজিত করা অন্যায় হইবে। (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আমি যদি একটা গরু বেচিয়া ফেলি, সেই গরুতে আমার যেমন আর কোনও অধিকারই থাকিবে না—গরুর ভরণ-পোষণেও যেমন আমার কোনও অধিকার থাকিবে না, যিনি গরুটী কিনিয়া নিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে গরুকে খাওয়াইবেন, ইচ্ছা না হইলে না খাওয়াইবেন, আমার তাতে কোনও কথা বলা, বা মনে কোনও ভাব পোষণ করার যেমন কোনও অধিকার নাই—সেইরূপ আমি, আমার দেহ ও দৈহিক বিষয় সমস্তই যদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি, তখন দেহ-দৈহিক বিষয়ে আমার আর কোনও অধিকারই থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলে আমি তখন গরু-বিক্রেতার মতন, আমার দেহ ও দৈহিক বিষয় তখন বিক্রীত গরুর মতন; কৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, আমার দেহাদিকে রক্ষা করিবেন, ইচ্ছা না হয়, না করিবেন। এইরূপ অবস্থাই আত্মসমর্পণের। **তৎকালে**—আত্মসমর্পণের কালেই; যেই মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পণ করা হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই; ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করিয়া। **আত্মসম**—শ্রীকৃষ্ণের তুল্য; আত্মসমর্পণকারী ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজের মত মায়াতীত বা চিন্ময় করিয়া দেন এবং তাঁহার কতকগুলি গুণ পাওয়ার যোগ্য করিয়া দেন।

শ্লো। ৪৯। অন্বয়। মর্ত্ত্যঃ (মানুষ) যদা (যখন) ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা (অপর সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া) মে (আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে) নিবেদিতাত্মা (আত্মসমর্পণ করে), তদা (তখন), [অসৌ] (সেই মানুষ) মে (আমার) বিচিকীর্ষিতঃ (বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত অভিলষিত) [ভবতি] (হয়); [ততশ্চ] (তাহার ফলে) অমৃতত্বং (অমৃতত্ব—জীবন্মুক্তি) প্রতিপদ্যমানঃ (প্রাপ্ত হইয়া) ময়াত্মভূয়ায়চ (আমার সমান ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য) কল্পতে (যোগ্য হয়)।

অনুবাদ। উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করার আমার ইচ্ছা হয়; তাহার ফলে সেই মানুষ জীবন্মুক্ত-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যভোগের যোগ্য হয়। ৪৯

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন ॥ ৫৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।২)
কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ ৫০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কৃতীতি। সামান্যতো লক্ষিতা উত্তমা ভক্তিঃ। কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সা সাধনাভিধা ভবতি। কৃত্যাস্তদন্তর্ভাবশ্চ পূর্ব্বক্রিয়ায়া যজ্ঞান্তর্ভাববৎ। তত্র ভাবাদ্যনুভাবরূপায়া ব্যবচ্ছেদার্থমাহ সাধ্যো ভাবঃ প্রেমাদিরূপো যয়া সা ন তু ভাবসিদ্ধা। সা হি তদঙ্গত্বাৎ সাধ্যরূপৈবেতি। সাধ্যভাবা ইত্যনেন সা সাধ্যপুমর্থান্তরা চ পরিহৃতা। অর্থান্তরং স্বার্থক্রিয়াবিশেষঃ। উত্তমায়া এবোপক্রান্তত্বাৎ। ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষবৃত্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৫০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা—কোনও মহাপুরুষের কৃপায় যিনি নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া **নিবেদিতাত্মা**—শ্রীকৃষ্ণে আত্মাকে (নিজেকে) নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের **বিচিকীর্ষিতঃ** হয়েন—তাঁহার জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। কর্ম্মী বা যোগী বা জ্ঞানী প্রভৃতির জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অপেক্ষাও বিলক্ষণ—অতি উত্তম—কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। আত্মসমর্পণকারীকে তিনি যাহা দেন, তাঁহার জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অনিত্য বা মায়িক কিছু নহে; পরন্তু তাহা নিত্য, গুণাতীত। যেই সময়ে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐরূপ বিলক্ষণ বস্তু দিতে অভিলাষী হয়েন। তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টকর্ত্তুমিষ্টঃ মৎপ্রতিপদ্যমানেন মদ্ভক্ত্যাভ্যাসেন যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুমভীপ্সিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এব নাপি অবিদ্যাকার্য্য মিথ্যাভূত এব কিন্তু মৎকার্য্যো গুণাতীত এব সন্ ॥ চক্রবর্ত্তী ॥ **অমৃতত্বং**—মৃতং নাশস্তদভাবত্বং (চক্রবর্ত্তী), অমৃতত্ব, অবিনাশিত্ব, জীবন্মুক্তত্ব। যিনি নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে। **প্রতিপদ্যমানঃ**—পাইয়া, জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া **ময়াত্মভূয়ায়**—ঐশ্বর্য্যাদি বিষয়ে আমার সমতা লাভ করিবার যোগ্য হয়েন; শ্রীকৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন (পূর্ব্বপয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্ব-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৫৫। ভক্তির অভিধেয়তা (কর্ত্তব্যতা), শ্রীকৃষ্ণেই ভক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এবং ভক্তির অধিকারিতার কথা বলিয়া এক্ষণে সাধন-ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। **এবে**—এক্ষণে। **সাধনভক্তি**—জীবের চিত্তে নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষের নিমিত্ত, হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা (ভক্তি-অঙ্গের) যে অনুষ্ঠানগুলি করা হয়, তাহাদের সাধারণ নাম সাধন-ভক্তি। সাধন অর্থ উপায়; ভক্তি-অঙ্গের যে অনুষ্ঠান প্রেমলাভের উপায় স্বরূপ, তাহাই সাধন-ভক্তি। **যাহা হৈতে**—যে সাধন-ভক্তি হইতে। **কৃষ্ণপ্রেম মহাধন**—কৃষ্ণপ্রেমরূপ অমূল্যরত্ন। কৃষ্ণপ্রেমকে 'মহাধন' বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।

শ্লো। ৫০। অন্বয়। সা (সেই উত্তমা ভক্তি) কৃতিসাধ্যা (ইন্দ্রিয়বর্গের সহায়তায় সাধনীয়া হইলে) সাধ্যভাবা চ (এবং প্রেমই যদি তাহার সাধ্য হয়, তাহা হইলে) সাধনাভিধা (সাধনভক্তি নামে কথিতা) [স্যাৎ] (হয়)। নিত্যসিদ্ধস্য (নিত্যসিদ্ধ) ভাবস্য (ভাবের—প্রেমের) হৃদি (হৃদয়ে) প্রাকট্যং (প্রাকট্যই) সাধ্যতা (সাধ্যতা)।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া তার 'স্বরূপ-লক্ষণ'।
'তটস্থ-লক্ষণে' উপজায় প্রেমধন ॥ ৫৬

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয় ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। পূর্ব্বকথিতা উত্তমা ভক্তি যদি জিহ্বা-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধনীয় হয় এবং তাহার সাধ্য (বা লক্ষ্য) যদি প্রেম হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সাধন-ভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ প্রেমের হৃদয়ে প্রাকট্যের নামই সাধ্যতা। ৫০

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" ইত্যাদি শ্লোকে (ভ, র, সি, ১।১।৯) উত্তমা-ভক্তির লক্ষণ কথিত হইয়াছে (২।১৯।১৪৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেই ভক্তি যদি **কৃতিসাধ্যা**—কৃতি (করণ—ইন্দ্রিয়) দ্বারা সাধ্য (সাধনীয়) হয়, যদি কর্ণ জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সেই ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে সাধনভক্তি বলে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় করণীয় অনুষ্ঠান; সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই হইল সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তি হইল **সাধ্যভাবা**—যাহার সাধ্য বা লক্ষ্য হইল ভাব, তাহা; এই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ভাব (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম) পাওয়া যায়। এস্থলে প্রেমকে সাধ্য বলাতে আশঙ্কা হইতে পারে—প্রেম জন্য পদার্থ কি না, প্রেম এমন একটা বস্তু কিনা যাহা তৈয়ার করা যায়? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—প্রেম জন্য-পদার্থ নহে; প্রেম একটী নিত্যসিদ্ধ বস্তু অর্থাৎ ইহা অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান আছে, অনন্তকাল পর্য্যন্তই থাকিবে; কিন্তু ইহা মায়াবদ্ধ জীবের হৃদয়ে নাই; যেখানে মায়া, সেখানে প্রেম থাকিতেও পারে না; প্রেম একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; যেহেতু ইহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি-বিশেষ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের মায়া-মলিনতা যখন দূরীভূত হয়, তখনই সেই চিত্তে এই প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তির প্রভাবে এইভাবে সাধকের **হৃদি**—চিত্তে **ভাবস্য**—প্রেমের যে **প্রাকট্য**—আবির্ভাব, তাহাই এস্থলে সাধ্যতা।

এই শ্লোকে ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানের লক্ষ্য যদি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম না হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাধন-ভক্তি বলা চলিবে না। ২।১৯।১৮-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারে সাধনভক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে।

৫৬। সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন। যাহা কোনও বস্তুর অঙ্গীভূত, যাহা দ্বারা কোনও বস্তু গঠিত, তাহাই তাহার **স্বরূপ-লক্ষণ**। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি, সাধন-ভক্তির অঙ্গ; ঐ নববিধা ভক্তিই সাধনভক্তি; তাই ঐ নববিধা-ভক্তি দ্বারা সাধনভক্তি গঠিত; সুতরাং শ্রবণাদিই হইল সাধনভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। আর, যে লক্ষণ কোনও বস্তুর অঙ্গ বলিয়া বুঝা যায় না, অথচ যাহা কার্য্যদ্বারা বুঝা যায়, তাহাই ঐ বস্তুর **তটস্থ-লক্ষণ**; সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উন্মেষিত হয়; সুতরাং কাহারও চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষ দেখিলে সাধারণতঃ বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন; এস্থলে কৃষ্ণপ্রেমের দ্বারাই সাধনভক্তির অনুষ্ঠান সূচিত হইল; কৃষ্ণপ্রেম সাধনভক্তির ফল-স্বরূপ হইল; তাই সাধন ভক্তির তটস্থ-লক্ষণ হইল কৃষ্ণপ্রেম। (২।২০।২৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **শ্রবণাদি ক্রিয়া**—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন এই নববিধা ভক্তি। **তার**—সাধন-ভক্তির। **উপজায়**—উৎপাদন করে, জন্মায়; এস্থলে, উন্মেষিত করে, আবির্ভূত করায়।

৫৭। পূর্ব্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম "উপজায়" বা উৎপন্ন হয়। এই "উপজায়"-শব্দটী দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কৃষ্ণ-প্রেম পূর্ব্বে ছিল না, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা উৎপাদিত হইল; তাহা হইলে, কৃষ্ণপ্রেম একটী "জন্য পদার্থ" হইল। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণপ্রেম অনাদিসিদ্ধ বস্তু, অনাদিকাল হইতেই গোলোকে বিদ্যমান আছে।

সাধ্য কভু নয়—কৃষ্ণপ্রেম অনাদিসিদ্ধ বলিয়া কখনও উৎপাদনীয় (সাধ্য) নহে; ইহা কেহ কোনও উপায়ে জন্মাইতে পারে না। ইহা জন্য-পদার্থ নহে। যাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে, তাহা আর নূতন করিয়া কিরূপে জন্মাইবে?

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে—শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত চিত্তে; শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে কর্ম্মফল ও অপরাধাদির মলিনতা দূরীভূত হইলে।

করয়ে উদয়—উদিত হয়। সূর্য্য যেমন অন্যস্থান হইতে আসিয়া কোনও এক স্থানে উদিত হয়, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তিবিশেষই হইল প্রেম (১।৪।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রেম হইল স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি বা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। চিচ্ছক্তি বা তাহার কোনও বৃত্তিই মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে বা মায়িক জগতে—প্রচ্ছন্নভাবেও—থাকিতে পারে না—থাকে শ্রীকৃষ্ণে এবং চিন্ময় ভগবদ্ধামে (১।৪।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনীশক্তিরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্ব্বদা ভক্তবৃন্দের চিত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন, তাহাই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে বিরাজিত থাকে। "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। প্রীতিসন্দর্ভ। ৬৫॥" বস্তুতঃ সূর্য্য যেমন নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বত্রই কিরণ বিতরণ করে, তদ্রূপ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বত্রই স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন; কিন্তু চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি মায়ামলিন চিত্তে স্থান পাইতে পারে না বলিয়া মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তে তাহা গৃহীত হইতে পারে না, ভক্তদের নির্ম্মল বিশুদ্ধ-চিত্তেই গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে অবস্থিতি করে; শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণনিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ তাহাতে গৃহীত হইয়া প্রেমরূপে অবস্থান করে এবং তখনই বলা যাইতে পারে যে, সে চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইল।

জীবচিত্তে প্রেমবিকাশের হেতুটা অন্যভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণকে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত হ্লাদিনীশক্তি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত; কিন্তু স্বরূপস্থিত কেবল হ্লাদিনীরূপে ইহা আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করিতে পারে না। মুখ হইতে ফুৎকারের যোগে যে বায়ু বহির্গত হয়, একটু শ্রুতিমধুর হইলেও তাহা কাহাকেও মুগ্ধ করিতে পারে না; কিন্তু তাহাই যখন বংশীচ্ছিদ্রকে আশ্রয় করিয়া বংশীধ্বনি রূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা এক অপূর্ব্ব শক্তি লইয়াই যেন বাহির হয়—তাই তাহা সকলের চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে পরিষিক্ত করিয়া থাকে। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীও যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে শক্তিরূপে অবস্থান করে, ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে অনেক আনন্দ দান করিয়া থাকিলেও আনন্দ-চমৎকারিতা আস্বাদন করাইতে পারে না। কিন্তু তাহা যখন ভক্তচিত্তের আশ্রয়ে ও সাহচর্য্যে বৃত্তিবিশেষ ধারণ করে, তখন এই হ্লাদিনীই পরিপূর্ণ আত্মারাম ভগবান্‌কেও আনন্দ-চমৎকারিতার আস্বাদন করাইয়া মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকে রসবৈচিত্রী আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত হ্লাদিনী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত বলিয়া ভক্তচিত্তের—ভক্তের—সংখ্যা বাড়াইবার জন্যও বোধ হয় তাহার অত্যন্ত আগ্রহ; সম্ভবতঃ এই আগ্রহের প্রেরণাতেই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥৩।২।৫॥"-হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক, হ্লাদিনীর এইরূপ আগ্রহাতিশয্যবশতঃ ইহা সর্ব্বদা সকলের চিত্তেই ছুটিয়া যাইতে ব্যস্ত—যেন সকলের চিত্তেই প্রেমরূপে অবস্থান করিয়া নানাদিক্ হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তের প্রেমরসবৈচিত্রীর আস্বাদন করাইতে পারেন; কিন্তু সকলের চিত্তে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত—উন্মুখ—হইলেও যাইতে পারেন না; কারণ, মায়ামলিন আধারে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না; তাই যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ, তাঁহার চিত্তেই প্রবেশ করেন; যাঁহার চিত্ত মলিন, তাঁহারও চিত্তে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হইয়া তাঁহার চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অপেক্ষা করেন। ভক্তের বিশুদ্ধচিত্তে এইভাবে হ্লাদিনীর ছুটিয়া যাওয়াকেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সেই চিত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া বলা যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে—জীবের মধ্যে যদি স্বরূপ-শক্তি (বা চিচ্ছক্তি) না-ই থাকে, সুতরাং জীবের মধ্যে স্বরূপতঃ প্রেম যদি না-ই থাকে এবং হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই যদি সাধকের শ্রবণাদি দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত চিত্তে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই প্রেম তো হইবে ভক্তের চিত্তে একটী আগন্তুক বস্তু। যাহা আগন্তুক, তাহা স্থায়ী না হইতেও পারে, সুতরাং ভক্তের চিত্তে আবির্ভূত প্রেম কোনও সময়ে অন্তর্হিত হইয়াও যাইতে পারে।

এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার—।
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর ॥ ৫৮

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধীভক্তি' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উত্তর—যে আগন্তুক বস্তু স্থায়ীভাবে থাকিবার জন্যই আসে, তাহার অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা নাই। স্থায়ীভাবে থাকার জন্যই ভক্তচিত্তে প্রেম আসেন এবং স্থায়ীভাবেই থাকেন (২।২২।৫০-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহার হেতু এই :—স্বরূপ-শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কার্য্যই হইতেছে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা, তাঁহার প্রীতি বিধান করা। এই স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে স্বরূপানন্দাদি আস্বাদন করাইতেছেন, আবার ধামাদিরূপে পরিকরাদিরূপে, লীলাদিরূপে, লীলায় উৎসারিত রসাদিরূপে অশেষ-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করিতেছেন। পরিকর-ভক্তদের চিত্তে প্রেমরস-নির্য্যাসরূপে পরিণতি লাভ করিয়া এই স্বরূপ শক্তিই শ্রীকৃষ্ণের রস-নির্য্যাস আস্বাদন-বাসনার পরিপূর্ত্তিরূপ সেবা করিতেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবার একটা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, যতই সেবা করা যাউক না কেন, কিছুতেই সেবা-বাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করে না, প্রশমিতও হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হয়। স্বরূপ-শক্তির সম্বন্ধেও এই কথাই। শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ-বিশেষরূপে প্রেমরস আস্বাদন করাইয়াও তাঁহার তৃপ্তি নাই; রসের পাত্ররূপে অনন্তকোটি পরিকর ভক্ত থাকিলেও আরও নূতন নূতন পাত্রের সন্ধানেই যেন স্বরূপ-শক্তি ব্যস্ত। পরিকর ব্যতীত অন্যত্র রসের পাত্র তো নাই, থাকিতেও পারে না। তাই স্বরূপ শক্তি যেন নূতন নূতন পাত্র প্রস্তুত করার জন্যই ব্যাকুল। এক বিরাট অনাবাদী ক্ষেত্র আছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে—তত্রত্য মায়ামুগ্ধ অনন্তকোটি জীবের অনন্ত চিত্তকে রসের অনন্ত পাত্ররূপে যদি প্রস্তুত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে সেই পাত্রগুলিকে প্রেমরসে পরিপূর্ণ করিয়া—নিজেই সেই সকল পাত্রে প্রেমরস-নির্য্যাসরূপে অবস্থান করিয়া—স্বরূপ-শক্তি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই যেন স্বরূপ-শক্তি বা তাঁহার বৃত্তি-বিশেষ ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার আর অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা নাই; অন্তর্দ্ধান হইল স্বরূপ-শক্তির স্বরূপ-বিরোধী।

আবার স্বরূপতঃ জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণসেবাই যখন তাহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম এবং প্রেমব্যতীত, স্বরূপ-শক্তির কৃপাব্যতীত, যখন শ্রীকৃষ্ণসেবাও সম্ভব নয়, তখন যে ভক্ত একবার স্বরূপ-শক্তির কৃপা বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ প্রেম লাভ করিবেন, তাহা হইতে তাঁহার আর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; বঞ্চিত হইলেই তাঁহাকে সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—তাহা হইবে তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী। অনাদি কাল হইতে স্বরূপ-শক্তির কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াই জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া আছে। স্বরূপ-শক্তির কৃপা যদি একবার লাভ হয়, তাহা হইলে বঞ্চিত হওয়ার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

৫৮। **এইত সাধনভক্তি**—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত সাধন-ভক্তি; অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি যাহার অঙ্গ এবং যাহার অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় ও চিত্তে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়, সেই সাধনভক্তি। ইহা দুই রকমের—বৈধী ও রাগানুগা। "এইত" শব্দের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি বৈধীভক্তিরও অঙ্গ এবং রাগানুগা ভক্তিরও অঙ্গ; বৈধী ও রাগানুগা উভয়ের স্বরূপ-লক্ষণই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। আবার ইহাও বুঝা যায় যে, বৈধী ও রাগানুগা—উভয়বিধ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই কৃষ্ণপ্রেম চিত্তে উন্মেষিত হয়; অবশ্য বৈধী ও রাগানুগাভক্তি হইতে জাত প্রেমের একটু পার্থক্য আছে,—বৈধীমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মহিমার জ্ঞানযুক্ত; আর রাগানুগামার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের জ্ঞানযুক্ত। ভ, র, সি, ১।৪।১০॥ উভয়ের তটস্থ লক্ষণই কৃষ্ণপ্রেম। বৈধী ও রাগানুগাভক্তি কাহাকে বলে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

৫৯। এই পয়ারে বৈধীভক্তির কথা বলিতেছেন। **রাগহীন জন**—ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ়তৃষ্ণা, তাহাকে রাগ বলে। গাঢ়তৃষ্ণার লক্ষণ—জলপানের জন্য বলবতী ইচ্ছা, জল পাওয়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা; জল না পাওয়া পর্য্যন্ত

তথাহি (ভাঃ ২।১।৫)

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ৫১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

এবং বিপর্য্যয়প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা শ্রোতব্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ তস্মাদিতি। হে ভারত ভরতবংশ্য সর্ব্বাত্মেতি শ্রেষ্ঠত্ব-মাহ। ভগবানিতি সৌন্দর্য্যম্। ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্। হরিমিতি বন্ধহারিত্বম্। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা ॥ স্বামী ॥ ৫১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রাণের ছটফটানি। সুতরাং ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণার লক্ষণ—সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য একটা বলবতী বাসনা, ঐ সেবা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা; সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রাণের অস্বস্তি। স্থূল কথা—শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য প্রাণের একটা স্বাভাবিক টান, একটা প্রবল ব্যাকুলতা; এই ব্যাকুলতা ও প্রাণের টানের হেতু কেবল সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা, অন্য কিছু নহে। এই জাতীয় ব্যাকুলতাই রাগ। ইহা যাহার নাই, তাহাকে **রাগহীন** জন বলে।

দুই রকমের লোক শ্রীকৃষ্ণভজন করেন; রাগযুক্ত লোক ও রাগহীন লোক। রাগযুক্ত লোক ভজন করেন, কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য—সংসার হইতে উদ্ধারাদি তাঁহার ভজনের প্রবর্ত্তক নহে; এই ভাবের ভক্তকে রাগানুগা ভক্ত বলে; ইহার বিশেষ বিবৃতি পরে দেওয়া হইবে।

আর রাগহীন লোক ভজন করে, সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার উদ্দেশ্যে নহে,—শাস্ত্রের শাসনের ভয়ে। শাস্ত্রে আছে, সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর্ত্তব্য; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; নানাবিধ আপদ-বিপদে পতিত হইতে হয়; এই শাস্ত্র-কথিত নরক-যন্ত্রণার ভয়ে, আপদ-বিপদের ভয়ে, যে লোক শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে বিধিমার্গের ভক্ত বলে; আর তাঁহার ভজনই বৈধীভক্তি। শাস্ত্রবিধির শাসনে প্রবর্ত্তিত ভক্তিকে বৈধীভক্তি বলে।

বৈধী ও রাগানুগার পার্থক্য কেবল ভাবের মধ্যে। রাগানুগার ভজনের মূল—প্রাণের টান—ভজনের লোভ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাদি শুনিয়া, ব্রজের কোনও এক ভাবের আনুগত্যে সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, একটা উৎকট লোভ; ইহাই রাগানুগার প্রবর্ত্তক। আর বৈধী-ভজনের প্রবর্ত্তক—শাস্ত্রের শাসনের ভয়; ভজন না করিলে নরক-যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়। এই জাতীয় ভয় রাগানুগামার্গের সাধকের ভজনে প্রবৃত্তির মূল নহে। আবার রাগানুগামার্গের সাধকের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভও বৈধীভক্তের ভজনে প্রবৃত্তির মূল নহে।

একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই দুইটী ভাবের পার্থক্যের একটা আভাস পাওয়ার চেষ্টা করা যাউক। পাচক-ঠাকুরের রান্না এবং মাতার বা স্ত্রীর রান্না। পাচক-ঠাকুর ভাল করিয়া রান্নার চেষ্টা করে—তার চাকুরীর খাতিরে। রান্না ভাল না হইলে মনিব কটু কথা বলিবেন, তাহার চাকুরী যাইবে, শেষে অনাহারে নিজেকে এবং নিজের স্ত্রী-পুত্রদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে—এই জাতীয় ভয়ই পাচক-ঠাকুরের ভাল রান্নার প্রবর্ত্তক—ইহা বৈধী ভজনের অনুরূপ। আর মাতা রান্না করিতে আগ্রহান্বিত হয়েন—যে হেতু রান্না ভাল না হইলে তাঁহার ছেলে খাইয়া সুখী হইবে না, ছেলের শরীর খারাপ হইবে; তাতে বাছার বড় কষ্ট হইবে। ছেলেকে সুখী করার প্রবল-ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া নানাবিধ সুখাদ্য অতি পরিপাটীর সহিত মাতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইহা রাগানুগাভক্তির অনুরূপ। পাচক-ব্রাহ্মণ ও মাতা উভয়েই ভাল রান্না করেন; কিন্তু উভয়ের ভাবের অনেক পার্থক্য আছে। অবশ্য চাকুরীর খাতিরে রান্না করিতে করিতেও কোনও সময়ে পাচক-ব্রাহ্মণের মনিবের প্রতি মমতাবুদ্ধি জন্মিতে পারে; তখন হয়ত একমাত্র মনিবকে সুখী করার ইচ্ছাও তাহার ভাল রান্নার প্রবর্ত্তক হইতে পারে। এইরূপ হইলে তাহার কার্য্য বৈধী ভক্তি হইতে জাত রাগানুগার অনুরূপ হইবে।

যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বৈধীভক্তির প্রবর্ত্তক, তাহার কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫১। অন্বয়। তস্মাৎ (এইজন্য—গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ বিত্ত-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের

তথাহি তত্রৈব (১১।৫।২,৩)

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৫২

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৫৩

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৫)
পাদ্মোত্তরবচনম্ (৭২।১০০)

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃস্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ৫৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যাদিরূপাঃ। এতয়োঃ স্মর্ত্তব্য-বিস্মর্ত্তব্যরূপয়োর্বিধিনিষেধয়োরেব কিঙ্করাঃ অধীনাঃ বিপরীতেতু বিপরীতফলা ভবন্তীতি ভাবঃ।চিচ্ছব্দস্তত্র জাতু শব্দস্যার্থদ্যোতক এব নতু বাচকঃ॥ শ্রীজীব ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মায়াবন্ধন গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়া) ভারত (হে ভরতবংশ্য)! অভয়ং (মোক্ষ) ইচ্ছতা (ইচ্ছুক) [জনেন] (লোক কর্ত্তৃক) সর্ব্বাত্মা (সকলের আত্মা) ভগবান্ (ভগবান্) হরিঃ (হরি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) শ্রোতব্যঃ (শ্রোতব্য), কীর্ত্তিতব্যঃ চ (এবং কীর্ত্তিতব্য) স্মর্ত্তব্যঃ চ (এবং স্মর্ত্তব্য)।

অনুবাদ। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিলেনঃ—হে ভরত-বংশ্য পরীক্ষিৎ! (গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ বিত্ত-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়া, তাহাদের মধ্যে) যে ব্যক্তি মোক্ষ (মায়া বন্ধন হইতে মুক্তি) কামনা করেন, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির গুণ-লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণই তাঁহার কর্ত্তব্য। ৫১

শ্রীকৃষ্ণ **সর্ব্বাত্মা**—সকলের আত্মা; তাই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভজনের যোগ্য। তিনি **ভগবান্**—সর্ব্বসৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত, তাই চিত্তাকর্ষক; তাহাতেও ভজনের জন্য লোক লুব্ধ হইতে পারে। তিনি **ঈশ্বরঃ**—যাহা ইচ্ছা করিতে, না করিতে, সমর্থ; সর্ব্বশক্তিমান্। ইহাও একটি ভজনীয় গুণ। এবং তিনি **হরিঃ**—মায়াবন্ধন হরণ করিতে, সমস্ত দুঃখ হরণ করিতে পারেন। "সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন। ২।২৪.৪৪ ॥" তাই তাঁহার ভজন জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক। এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—তাঁহার রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য; নতুবা মায়ার পেষণে জর্জ্জরিত হইতে হইবে।

সংসার-ভয় হইতে উদ্ধার পাওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্র যে ভগবদ্ভজনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো।৫২-৫৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২২।৮-৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে যে স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো।৫৪। অন্বয়। বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) সততং (সর্ব্বদা) স্মর্ত্তব্যঃ (স্মরণীয়), জাতুচিৎ (কখনই) ন বিস্মর্ত্তব্যঃ (বিস্মরণীয় নহেন)। সর্ব্বে (সমস্ত) বিধিনিষেধাঃ (বিধিনিষেধ) এতয়োঃ এব (এই দুয়েরই) কিঙ্করাঃ (কিঙ্কর—অধীন) স্যুঃ (হয়)।

অনুবাদ। বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও নিষেধ আছে, সমস্তই এই দুই বিধিনিষেধের অধীন (কিঙ্কর)। ৫৪

শাস্ত্রে যত বিধি আছে, তাহাদের সমস্তের রাজা বা মূল হইতেছে একটীমাত্র বিধি; তাহা হইতেছে এই যে—সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। অন্য যত সব বিধি আছে, তৎসমস্তই এই একটী বিধির অনুপূরক বা পরিপূরক, এই একটী বিধির আনুকূল্য-বিধায়ক, চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত করিবার বা জাগ্রত-স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার সহায়ক;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে বিধি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলতা করে না, তাহা বিধিই নহে; শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে মনে জাগ্রত করার চেষ্টা না করিয়া কেবল নিষেধ ও বিধি পালনেরও বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। আর, যত নিষেধ আছে, তৎসমস্তের সার একটী; তাহা হইতেছে এই যে—কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইবে না, ভুলিবে না। অন্য যত সব নিষেধ আছে, সমস্তই এই একটী নিষেধের আনুকূল্য-বিধায়ক,—যাহাতে মন হইতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি দূর হইতে না পারে, তাহার সহায়ক। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে মনে স্থান না দিয়া শাস্ত্রোক্ত নিষেধসমূহের পালনের সার্থকতা বিশেষ কিছু নাই। শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"—ভগবৎ-স্মৃতিই মনের প্রাণ সদৃশ; যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদি কোনও জন্তুই তাহার নিকটে অগ্রসর হয় না, কিন্তু যখনই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, তখন হইতে যেমন সেই প্রাণহীন দেহটী শৃগাল-কুক্কুর-কাক-শকুনি আদির উৎপাতের বিষয় হইয়া পড়ে; তদ্রূপ যতক্ষন মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ কাম-ক্রোধাদি কোনও দুষ্প্রবৃত্তি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু মন হইতে যখনই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি অন্তর্হিত হইবে, তখন হইতেই সেই কৃষ্ণস্মৃতিহীন মন কামক্রোধাদির লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল ভজনের প্রাণ—সদাচারের প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন-ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন-ভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালন—প্রাণহীন দেহে অলঙ্কারের ন্যায় নিরর্থক—আত্মবঞ্চনা মাত্র।

ইহার একটা সামাজিক মূল্য থাকিতে পারে—বাহিরে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে বলিয়া লোক-সমাজে সাধু বা ভজন-পরায়ণ ভক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইতে পারে—কিন্তু সাধন-হিসাবে কৃষ্ণস্মৃতিহীন অনুষ্ঠানের বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে না। তাহার হেতু এই। প্রথমতঃ, অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছে বলিয়াই মায়াবদ্ধ জীবের দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশার এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার হেতুই হইল অনাদি শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। সংসার-দুঃখের অবসান ঘটাইতে হইলে এবং জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইতে হইলে এই হেতুকে—শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিকে—দূর করিতে হইবে। আলোকের অভাব-স্বরূপ অন্ধকারকে দূর করিবার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিকে দূর করারও একমাত্র উপায় হইল শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। স্মৃতি দ্বারাই বিস্মৃতিকে দূর করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিকে দূর করার জন্যই যখন সাধন, তখন ইহাই নিশ্চিত যে, বিস্মৃতিকে দূর করিবার একমাত্র উপায়-স্বরূপ স্মৃতিই হইল সাধনের প্রাণ; যে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি নাই, তাহা হইল প্রাণহীন, সুতরাং অসার্থক; শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি দূর করার কোনও আনুকূল্য করিতে পারে না বলিয়া ভজনাঙ্গ হিসাবে তাহার কোনও মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সাসঙ্গ সাধন এবং অনাসঙ্গ সাধন এই দুই রকমের সাধনের কথা বলা হইয়াছে; এবং আরও বলা হইয়াছে—অনাসঙ্গ সাধনের দ্বারা কিছুতেই হরিভক্তি পাওয়া যায় না; আর সাসঙ্গ সাধনে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শীঘ্র নয়—যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যাহাতে "আসঙ্গ" নাই, তাহা হইল অনাসঙ্গ; আর যাহাতে "আসঙ্গ" আছে, তাহা হইল সাসঙ্গ। আসঙ্গ-শব্দের অর্থ হইল—ভজন-নৈপুণ্য; যে উপায়ে বা কৌশলে ভজন সার্থক হইতে পারে, তাহা যিনি জানেন এবং ভজন-ব্যাপারে যিনি সেই কৌশল প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেই ভজন-বিষয়ে নিপুণ বলা যায়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—ভক্তিমার্গের এই কৌশলটী হইল—সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির জন্যই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার চরণেই ফুল-চন্দনাদি দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সাক্ষাতে থাকিয়া তাঁহার প্রীতির জন্যই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা হইতেছে—সাধকের চিত্তের এইরূপ একটা ভাব। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিহীন ভাবে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই সাধকের সাধনকে সাসঙ্গত্ব দান করিয়া সার্থক করিতে পারে; তাই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে অনাসঙ্গ সাধন; এই অনাসঙ্গ সাধনে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইতে পারে না। তাই কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—অনাসঙ্গ ভাবে "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥"

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার। | সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার—॥৬০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কেবল ভক্তিমার্গে নয়, যে কোনও পন্থাবলম্বীর পক্ষেই স্বীয় উপাস্যদেবের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য; নতুবা তাঁহার সাধন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ যত রকম সাধনাঙ্গের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করা এবং জাগ্রত করিয়া তাহাকে স্থায়িত্ব দান করা। অনুষ্ঠানের সময়ে সাধক নিজের চেষ্টা ও আগ্রহ দ্বারা চিত্তকে অন্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিতে স্থাপন করিবেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ২।২৪।১১৫॥" ভাগ্যবান্ সাধক তাঁহার দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারকেও ভজনের অনুকূল বা অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারেন—যদি তাহার সঙ্গে কৃষ্ণস্মৃতিকে বিজড়িত করিতে পারেন। বিছানা পাতার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের শয্যা-রচনার চিন্তা করা যায়; স্নানের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বিহার, কি রাধাকুণ্ড-বিহার, কি শ্রীকৃষ্ণের স্নানের কথা মনে করা যায়; ইত্যাদি।

এই শ্লোকে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই আদেশের পালন না করিলে যে লোকের চিত্ত মায়ার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তাহাও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত তিন শ্লোকে কথিত শাস্ত্রাদেশ-সমূহের অপালনে যে প্রত্যবায় আছে, তাহার ভয়ে যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকেই বৈধীভক্ত বলে। এইরূপে এই তিনটী শ্লোক ৫৯ পয়ারে প্রমাণ।

৬০। **বিবিধাঙ্গ সাধন-ভক্তি**—সাধন-ভক্তির অনেক অঙ্গ; সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কয়েকটি (চৌষট্টিটি) এস্থলে বলিতেছেন।

এই পয়ারে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে—নিম্নে যে সমস্ত ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্তকে "সাধন-ভক্তির অঙ্গ" বলা হইয়াছে; কেবল বৈধীভক্তি বা কেবল রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ বলা হয় নাই। তাহাতে বুঝা যায়, এই অঙ্গগুলি বৈধী ও রাগানুগা উভয়বিধ সাধন-ভক্তিরই অঙ্গ। উভয় মার্গের ভক্তকেই এই অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাদের ভাবের মাত্র পার্থক্য থাকিবে। যেমন শ্রীএকাদশীব্রত; বৈধীভক্ত এই ব্রত পালন করিবেন, যেহেতু ইহা না করিলে পাপ-ভক্ষণের তুল্য ফল হইবে, সপ্তম পুরুষসহ নিজেকে নরকে যাইতে হইবে, ইত্যাদি। আর রাগানুগামার্গের ভক্ত এই ব্রত করিবেন, কেননা ইহা শ্রীহরিবাসর, এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত সুখী হয়েন। অনুষ্ঠান একই, কেবলমাত্র ভাবের পার্থক্য। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি এই :—(১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষাগ্রহণ, (৩) গুরুসেবা, (৪) সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা, (৫) সাধুবর্ত্মানুগমন, (৬) কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে বাস, (৮ যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, (৯) একাদশীর উপবাস, (১০) ধাত্র্যশ্বথ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণবপূজন। এই দশটী অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভ-স্বরূপ; "এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।২।৪৩॥" এই দশটী অঙ্গ গ্রহণ না করিলে ভজনের আরম্ভ হইতে পারে না। (১১) সেবানামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন, (১২) অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, (১৩) বহুশিষ্য না করা, (১৪) বহু গ্রন্থের ও বহু কলার (চতুঃষষ্টি কলার) অভ্যাস ও ব্যাখ্যানবর্জ্জন, (১৫) হানিতে ও লাভে বিচলিত না হওয়া, (১৬) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (১৭) অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা না করা, (১৮) বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা না করা, (১৯) গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনা, (২০) প্রাণীমাত্রে মানোবাক্যে উদ্বেগ না দেওয়া। এই শেষোক্ত দশটী অঙ্গ বর্জ্জনাত্মক; এই স্থলে যে দশটী বিষয় নিষিদ্ধ হইল, সেগুলি ভজনকামীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। উপরোক্ত বিশটী অঙ্গ ভক্তিতে প্রবেশ করার দ্বারস্বরূপ; "অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতিঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ॥ ১।২।৪৩॥" দ্বার বলার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন দ্বার দিয়া যাইতেই হইবে, দ্বার ব্যতীত অন্য কোনও দিক্ দিয়াই গৃহের

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মধ্যে প্রবেশ করা যায় না ; সেইরূপ ভক্তির কৃপা লাভ করিতে হইলেও উক্ত বিশটি অঙ্গ পালন করিতে হইবে; এই বিশ অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া কেহ ভক্তিলাভের যোগ্য হইতে পারে না। এই বিশটি অঙ্গের মধ্যে আবার গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা এই তিনটি প্রধান ; "ত্রয়ঃ প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্—ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৩॥" যিনি গুরুপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুসেবাদ্বারা গুরুকৃপা লাভ করিতে পারেন, গুরুকৃপার প্রভাবে তাঁহার পক্ষে সাধন-ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে স্বতঃই শ্রদ্ধা ও প্রবৃত্তি জন্মে; সুতরাং সাধনভক্তি তাঁহার পক্ষে সুগম ও সুখজনক হইয়া থাকে ; কিন্তু যিনি গুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বৃথা। শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না ; শ্রীহরিও রক্ষা করেন না। যাঁহারা শ্রীনারদের পন্থানুগামী, তাঁহাদের মতে—দীক্ষা ভজনের বীজ-স্বরূপ ; বীজ ব্যতীত যেমন অঙ্কুর, গাছ ও ফল জন্মিতে পারে না, সেইরূপ দীক্ষা ব্যতীত ভজনের আরম্ভ হইতে পারে না; ২।১৫।১০৯ পয়ারের টীকা এবং ২।১৫।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এ সমস্ত কারণে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবাকে উক্ত বিংশতি সাধনাঙ্গের মধ্যে প্রধান বলা হইয়াছে। এই বিশটী অঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারা সাধক নিজেকে ভজনের যোগ্য করিয়া লইবেন; তাহা হইলেই মুখ্য-ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের ফল শীঘ্র পাইতে পারিবেন।

মুখ্যভজনাঙ্গগুলি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে লিখিত হইতেছে :—(২১) শ্রীহরিমন্দিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ, (২২) শরীরে শ্রীহরিনামাক্ষর-লিখন, (২৩) নির্ম্মাল্যধারণ, (২৪) শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবৎ নমস্কার, (২৬) শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে অভ্যুত্থান বা গাত্রোত্থান, (২৭) শ্রীমূর্ত্তির পাছে পাছে গমন, (২৮) শ্রীভগবদধিষ্ঠান-স্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন (পূজা), (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন), (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যের (মহাপ্রসাদের) স্বাদগ্রহণ; (৩৮) চরণামৃতের আস্বাদগ্রহণ, (৩৯) ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, (৪২) আরতি ও উৎসবাদি দর্শন, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রতি নিরীক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা ও আশা, (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনের উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে স্বীয় প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, (৫১) কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণসেবার্থ হয় ; (৫২) সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তু-মাত্রের সেবন, যথা (৫৩) তুলসীসেবা; (৫৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবা, (৫৫) মথুরাধাম, এবং (৫৬) বৈষ্ণবাদির সেবা, (৫৭) নিজের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দসহ মহোৎসব করণ, (৫৮) কার্ত্তিকাদিব্রত (নিয়মসেবাদি), (৫৯) জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, (৬০) শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা, (৬১) রসিক ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, (৬২) সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপন্ন), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধ প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নামসঙ্কীর্ত্তন, এবং (৬৪) শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি—এই চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি। মুখ্য ভজনাঙ্গসমূহের মধ্যে আবার শেষোক্ত পাঁচ অঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতসেবন, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি-সেবা—এই কয় অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা এই চৌষট্টি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। "ইতি কায়-হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ। চতুঃষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৩" অভ্যুত্থান, পশ্চাদ্গমন, তীর্থাদিতে গমন, দণ্ডবৎ-নতি ইত্যাদি শরীরের দ্বারা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদভোজনাদি চক্ষুকর্ণাদি-ইন্দ্রিয়দ্বারা ; স্মরণ ও জপাদি অন্তঃকরণ দ্বারা—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। আর—সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ, নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে শরীর দ্বারা গমন ; চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধু দর্শন; সাধুর উপদেশ, ভাগবত-কথা ও নামকীর্ত্তনাদি-শ্রবণ, ভগবদ্বিষয়ক-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও নাম-কীর্ত্তনাদি করণ ; এবং অন্তঃকরণ দ্বারা ভাগবত-কথাদির মর্ম্ম উপলব্ধি—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ

গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। | সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দ্বারা সমষ্টিরূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। যে অনুষ্ঠানে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইহাদের সকল গুলিরই এক সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন, সেই অনুষ্ঠানেই তাহাদের সমষ্টিরূপে ব্যবহার।

৬১। **গুরুপাদাশ্রয়**—আমি দুস্তর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়াছি, এই সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার আমার নিজের বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই, একমাত্র শ্রীগুরুদেবের কৃপাই এই অকূল-সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ—ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর কিছুমাত্র নির্ভরতা না রাখিয়া, সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবের চরণে শরণাপন্ন হওয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্ হইয়াও তাঁহার প্রকটলীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীগোস্বামীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিয়া গুরু-পাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা জগতের জীবকে জানাইয়া গিয়াছেন। বিশেষ ভাগ্যবশতঃ জীব ভজনের মূল নরতনু পাইয়া থাকে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে নরতনু হইল সুদৃঢ় তরণীস্বরূপ; বাতাস তরণীকে জলের উপর দিয়া চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে সত্য; কিন্তু নৌকায় যদি সুনিপুণ কর্ণধার না থাকে, তাহা হইলে বাতাসের দ্বারা চালিত হইলেও সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছিবার সম্ভাবনা থাকে না; কর্ণধার ব্যতীত কে-ই বা নৌকাকে ঠিক পথে চালাইবে? কর্ণধারহীন নৌকা ঘুরিয়া-ফিরিয়া সমুদ্রেই থাকিবে, অথবা, জলের ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রেই জল-নিমগ্ন হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেবকে যদি নরদেহ রূপ তরণীর কর্ণধার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) আনুকূল্যরূপ বাতাস তাহাকে চালাইয়া সংসার-সমুদ্রের অপর তীরে লইয়া যাইবে, জীব সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণান্তিকে উপনীত হইতে পারিবে। এত সুযোগ পাইয়াও যে লোক সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ শ্রীভা, ১১।২০।১৭॥" এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতেও জানা যায়—যিনি শ্রীগুরুদেবকে স্বীয় দেহরূপ তরণীর কর্ণধার করেন, একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সংসার-সমুদ্রের অপর তীরে যাওয়ার অনুকূল বাতাসরূপে ভগবান্‌কে পাওয়া সম্ভব (ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতম্)। সুতরাং গুরুপাদাশ্রয় করা এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুর উপদিষ্ট পন্থার অনুসরণ করা সংসার-সমুদ্র উত্তরণের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য।

যিনি ভক্তিমার্গে ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে গুরুকরণ-সময়ে মোটামুটি এই কয়টী বিষয় দেখিতে হইবে। **প্রথমতঃ**—যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে, তিনি বৈষ্ণব কি না; বৈষ্ণব না হইলে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবেনা। কারণ, শাস্ত্র বলেন, অবৈষ্ণব গুরুর উপদিষ্ট মন্ত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত (৪।১৪৪) নারদপঞ্চরাত্র-বচন।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাৎ অবৈষ্ণবঃ॥—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ীও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। ১।৪০॥" শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থও বলেন, "অন্য-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে। বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥" ইহা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ হয়। উপাসনা-অর্থ—ইষ্ট দেবের নিকটে থাকা; সাধনের উদ্দেশ্যও উপাসনা। ইষ্টদেবের নিকটে থাকিতে হইলে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন; যিনি শ্রীভগবানের সঙ্গে যে জাতীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি সেই জাতীয় সম্বন্ধানুসারেই শ্রীভগবানের সেবা এবং তাঁহার মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করিতে সমর্থ; সুতরাং সেই জাতীয় সম্বন্ধানুরূপ সেবার এবং মাধুর্য্যাদিরই সংবাদই তিনি অপরকে দিতে সমর্থ; এবং সেই জাতীয় সেবায় এবং মাধুর্য্য-আস্বাদনেই তিনি অপরকে সহায়তা করিতে সমর্থ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক নহেন, তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার মন্ত্র লওয়া বিড়ম্বনামাত্র। আরও একটী গূঢ়-রহস্যও বোধ হয় আছে; শ্রীকৃষ্ণ-উপাসকের কাম্যবস্তু—সিদ্ধাবস্থায় সিদ্ধ-দেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা; স্বীয়

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভাবানুকূল সিদ্ধ-দেহে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে অবস্থিত গুরুর নিদেশেই জীব সে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন; এবং গুরুর কৃপা-শক্তিতেই জীব সে স্থানে নীত হয়েন। এখন, গুরু যদি শ্রীকৃষ্ণোপাসকই না হয়েন, তিনি তো সিদ্ধাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসমীপেই থাকিবেন না, তিনি তাঁহার শিষ্যকে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচরণ-সমীপে আকর্ষণ করিয়া নিবেন? এবং কিরূপেই বা শিষ্যকে নিত্য-শ্রীকৃষ্ণসেবার নির্দ্দেশ করিবেন? শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বৈষ্ণগুরুর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে:—"গৃহীত-বিষ্ণু-দীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ ১৷৪১॥ যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।" **দ্বিতীয়তঃ**—বৈষ্ণব হইলে দেখিতে হইবে, তিনি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কি না। কলিতে চারিটি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত; শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায় (বা মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়), রুদ্র-সম্প্রদায় (বা বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়) এবং সনক-সম্প্রদায় (বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়)। "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ পাদ্মে।" গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায় গুরু-পরম্পরাক্রমে মধ্বাচার্য্য (বা ব্রহ্ম) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু বৈদান্তিক মতে উল্লিখিত চারি সম্প্রদায় হইতে—সুতরাং মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতেও—গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আছে; গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের উপাস্য বস্তুও মাধ্ব-সম্প্রদায় বা অপর সম্প্রদায়ের উপাস্য বস্তুর অনুরূপ নহে। গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সাধ্য-সাধন-ব্যাপারে ইহাকে পৃথক্ একটী সম্প্রদায়রূপে মনে করা যায়; তাহাতে অবশ্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায় যে অনুমোদিত সম্প্রদায়-সমূহের বহির্ভূত থাকিয়া যাইবে, তাহা নয়; যেহেতু অনুমোদিত সম্প্রদায়-সমূহের সাধারণ ভূমিকা হইতেছে সেব্য-সেবকত্বের ভাব; তাহা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরও ভূমিকা (ভূমিকায় "শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-প্রবন্ধে "বিচার ও আলোচনা"-অংশ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, ভক্তিমার্গে ভজনেচ্ছু ব্যক্তিকে উল্লিখিত সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে কোনও এক সম্প্রদায়-ভুক্ত গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার দীক্ষা নিষ্ফল হইবে, ইহাই ভক্তি-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। "সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥ ভক্তমালধৃত পাদ্ম-বচন॥" ইহার হেতু এই যে, উল্লিখিত সম্প্রদায়-সমূহ ব্যতীত অপর কোনও সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইলে জীবের স্বরূপানুবন্ধী সেব্য-সেবকত্ব-ভাবের বিকাশ সম্ভব হইবে না। ভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবকত্ব-ভাবই সাম্প্রদায়িকত্বের সাধারণ মূল-ভিত্তি। **তৃতীয়তঃ**—সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে দেখিতে হইবে, অভীষ্ট গুরু নিজের ভাবানুকুল সম্প্রদায়ভুক্ত কি না। উল্লিখিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সমূহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও তাঁহাদের সকলের উপাস্য সমান নহেন, সকলের ভাব এবং প্রার্থনীয় বস্তুও সমান নহে; সুতরাং শ্রীভগবানের যে স্বরূপের প্রতি নিজের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই স্বরূপ যে সম্প্রদায়ের উপাস্য, সেই সম্প্রদায়েই নিজের গুরুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের কোনও একভাবে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাদিগকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে। **চতুর্থতঃ**—যিনি দাস্য-সখ্যাদি কোনও এক ভাবে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুর শরণাপন্ন হইতে তো হইবেই; অধিকন্তু, গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজের ভাবানুকূল গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই সুবিধা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অর্থাৎ যিনি বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা প্রার্থনা করেন, তাঁহাকে বাৎসল্যভাবের উপাসক গুরুর, যিনি মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা কামনা করেন, তাঁহাকে মধুরভাবের উপাসক গুরুর শরণাপন্ন হইতে হইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ইহার হেতু এই:—শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে সজাতীয়-আশয়যুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবে। যাঁহারা একই ভাবের উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ভাবের কোনও একই ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাদিগকেই সজাতীয়-আশয়যুক্ত বলা যাইতে পারে; বাৎসল্যভাবের সাধক যদি মধুরভাবের সাধকের সঙ্গ করেন, তাহা হইলে কাহারও পক্ষেই প্রাণ-খোলা ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হয় না; সুতরাং এইরূপ সঙ্গদ্বারা কাহারও ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা নাই। এই গেল সাধারণ বৈষ্ণবসঙ্গ-সম্বন্ধে। গুরুর সঙ্গ সাধকের পক্ষে অন্য বৈষ্ণবসঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। সুতরাং গুরু ও শিষ্য যদি একই ভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে কাহারও ভাব-পুষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। গুরুসঙ্গ দুই রকমের—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ; সাধকের যথাবস্থিত দেহে, গুরুর যথাবস্থিত দেহের সঙ্গ—বহিরঙ্গ সঙ্গ। আর সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে গুরুর অন্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত সঙ্গ—অন্তরঙ্গ সঙ্গ। সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুকৃপা লাভের জন্য বহিরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। আর, সিদ্ধাবস্থায় সেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহের স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। সিদ্ধাবস্থায় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতে হয় এবং ভাবানুকুল সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত গুরুর নির্দ্দেশেই সিদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে হয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্য যদি একভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা হইলে সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একভাবের পরিকর-দলভুক্ত হইবেন না। গুরু যদি কান্তাভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে সিদ্ধদেহে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীরূপে তাঁহার চরণসান্নিধ্যে থাকা; আর শিষ্য যদি বাৎসল্যভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে, নন্দালয়ে শ্রীযশোদামাতার চরণ-সান্নিধ্যে থাকা। দুইজন দুইস্থানে থাকিতে বাসনা করিবেন; সুতরাং উভয়ের অন্তরঙ্গ-সঙ্গ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এমতাবস্থায় সিদ্ধপ্রণালিকা দেওয়াই অসম্ভব হইবে। এই সমস্ত কারণে আমাদের মনে হয়, গুরু ও শিষ্য একই ভাবের উপাসক হইলেই ভাল হয়। **পঞ্চমতঃ**—শ্রুতি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ গুরুর চরণ আশ্রয় করিবে; গুরু শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে, কিম্বা সিদ্ধান্তে অনিপুণ হইলে, তিনি শিষ্যের প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাহার সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের আরও অভিপ্রায় এই যে, গুরুর ভগবদ্বিষয়ক অনুভূতি ও নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন; নচেৎ তিনি শিষ্যের অনুভূতি ও নিষ্ঠা জন্মাইতে পারিবেন না। "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ১১।৩।২১॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন, "যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়। ২।৮।১০০॥" শ্রীভগবদুক্তিও এইরূপ:—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্। শ্রীহরিভক্তিবিলাস॥ ১।২৪॥ অর্থাৎ যিনি মদীয় ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া আমাকে অনুভব করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি নিষ্কাম বলিয়া প্রশান্তস্বভাব, এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।" শ্রুতিও এ কথা বলেন:—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক। ১।১২॥" শ্রোত্রিয়-অর্থ—বেদজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ; এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থ ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত। বাস্তবিক, গুরুর লক্ষণের মধ্যে শ্রীভগবন্নিষ্ঠত্ব—শ্রীভগবদনুভূতিই—হইল স্বরূপ লক্ষণ বা মূল লক্ষণ; তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুও অন্যান্য লক্ষণের কথা না বলিয়া কেবল এই একটী লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন—"যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥ ২।৮।১৯০॥"—এস্থলে, কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা অর্থ—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধি যাঁহার আছে, তিনি। শ্রুতি "ব্রহ্মনিষ্ঠ"-শব্দে এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতও "পারে চ নিষ্ণাতং"—বাক্যে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যিনি ভগবদনুভূতিসম্পন্ন, মহতের লক্ষণ (১।১।২৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), মহাভাগবতের লক্ষণ (২।১৬।১০৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এবং গুরুর অন্যান্য লক্ষণও তাঁহাতে থাকিবে, ২।২২।৪৫-৪৭-পয়ারোক্ত বৈষ্ণব-লক্ষণগুলিও থাকিবে। শ্রীগুরুদেব হইলেন তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত (১।১।২৬-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); যাঁহার চিত্তে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্ত। কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তির পরে যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্তব্যতীত অপর কাহারও চিত্তই ভক্তিরাণীর আসনগ্রহণের উপযুক্ত নহে, অপর কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম-ভক্ত বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারেন না। যাঁহার চিত্তের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং যাঁহার চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইতে পারেন; কারণ, প্রেমব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি অসম্ভব। সুতরাং গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ যাঁহাতে বর্ত্তমান, তাঁহাতে প্রেমবিকাশের লক্ষণও বর্ত্তমান থাকিবে এবং তদ্রূপ মহাভাগবত ব্যতীত, অপর কাহারও দ্বারা গুরুর সার্থকতা লাভ হইতেও পারে কিনা সন্দেহ। **ষষ্ঠতঃ**—উক্ত-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও দেখিতে হইবে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

আছে কিনা ; প্রাণের একটা টান আছে কিনা ; তাঁহার দর্শনে চিত্ত উৎফুল্ল হয় কিনা। **সপ্তমতঃ**—উক্ত লক্ষণাক্রান্ত কাহারও নিকটে যদি কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার চরণ আশ্রয় করাই সঙ্গত হইবে ; তাহাতেই অপরাধেরও খণ্ডন হইয়া যাইবে। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরণে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীর অপরাধ হইয়াছিল ; ঐ অপরাধ খণ্ডনের জন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বিদ্যানিধির নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। **অষ্টমতঃ**—ভ্রমবশতঃ যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকটে শাস্ত্রবিধি-মতে তাঁহাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ। ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪।১।৪) ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন॥" ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন—"যে গুরু কুকার্য্যে লিপ্ত, যিনি কার্য্যাকার্য্য বিধান জানেন না, যিনি উৎপথগামী, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে ; তাঁহার মধ্যে বৈষ্ণবের ভাব নাই, অবৈষ্ণব জ্ঞানে—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন-ইত্যাদি (পূর্ব্বোদ্ধৃত) প্রমাণ অনুসারে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে। বৈষ্ণববিদ্বেষী গুরুকে ত্যাগ করিবে।—বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণব-ভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া অবৈষ্ণবোপদিষ্টেনেত্যাদি বচনবিষয়ত্বাচ্চ। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮॥" এসমস্ত শাস্ত্রাদেশ অনুসারে শাস্ত্রীয়-লক্ষণশূন্য গুরুকে ত্যাগ করিলে গুরুত্যাগজনিত অপরাধ হইবে না ; কারণ, দীক্ষা দেওয়ার জন্য শাস্ত্রবিহিত যোগ্যতা যাঁহার নাই, তিনি কেবল কানে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। দীক্ষাকালে শ্রীগুরুদেবের ভিতর দিয়া যে ভগবৎ-শক্তি শিষ্যকে কৃতার্থ করে, তাহাই গুরুকে গুরুত্ব দান করিয়া থাকে ; যাঁহার চিত্ত শাস্ত্রীয় লক্ষণের অনুকূল নহে, তাঁহার ভিতর দিয়া ঐ ভগবৎ-শক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না ; কাজেই তাঁহার গুরুত্ব সিদ্ধ হয় না ; এজন্যই শাস্ত্র তাঁহাকে ত্যাগ করার আদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহার ত্যাগে গুরুত্যাগের প্রত্যবায়ের আশঙ্কাও থাকিতে পারে না ; থাকিলে শাস্ত্রে এরূপ আদেশ থাকিত না।

দীক্ষা—স্বকর্ণে শ্রীগুরুদেবকর্ত্তৃক ইষ্টমন্ত্র-দানের নাম দীক্ষা। অর্চ্চনমার্গে দীক্ষা-গ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য ; কারণ, দীক্ষা ব্যতীত কাহারও পূজাদিতে অধিকার জন্মে না। "বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।২॥ "অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।"—বিষ্ণুযামল॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস। ২।৪॥ অদীক্ষিতের পক্ষে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান অবিধেয় নয় ; কিন্তু অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান বিধিসম্মত নয়।

কেবল ইষ্টমন্ত্রটী অবগত হওয়ার জন্যই দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা নহে ; গ্রন্থাদিতেও মন্ত্র পাওয়া যায়। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন ; সেই শক্তির ও গুরুকৃপার প্রভাবে জীবের অজ্ঞান দূরীভূত হয়, পাতকরাশির বিনাশ হয় এবং দিব্য জ্ঞানের উদয় হয়। "দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ২।৭। ধৃত যামল-বচন॥

গুরুসেবন—শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতি-বিধান। গুরুসেবা দুই রকমে হয় ; গুরুদেব সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলে চরণে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত যথাসাধ্য তাঁহার সর্ব্ববিধ পরিচর্য্যা। আর, তিনি সাক্ষাতে না থাকিলে, তাঁহার চিত্রপটাদিতে, কিম্বা তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার চরণে পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা এবং মানসে সাক্ষাৎ সেবার ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা। শ্রীগুরুর চরণে তুলসী দিবেনা ; কিম্বা মহাপ্রসাদ ব্যতীত অনিবেদিত কোনও দ্রব্য তাঁহার ভোগে দিবেনা। গুরুতত্ত্ব জানা থাকিলে ইহার হেতু সহজেই বুঝা যাইবে। গুরুদেব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের দাস ; অবশ্য শিষ্য গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়াই মনে করিবেন ; নচেৎ শ্রীগুরুতে সাধারণ-মনুষ্যবুদ্ধি জন্মিতে পারে। ১।১।২৬-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"—বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি কৃত গুর্ব্বষ্টকম্॥ যিনি শ্রীকৃষ্ণের দাস, তিনি কখনও অনিবেদিত দ্রব্য

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস। | যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভোজন করিবেন না। আমি আমার গুরুকে যাহাই মনে করি না কেন, গুরু নিজেকে কি মনে করেন, তিনি কিসে খুসী হয়েন, তাহা বিবেচনা করিয়াই তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদব্যতীত অন্য কিছুই তিনি গ্রহণ করেন না। অনিবেদিত কোনও দ্রব্যে তিনি প্রীত হয়েন না। সুতরাং তাঁহাকে তাঁহার প্রীতির বস্তু মহাপ্রসাদ না দিয়া যদি আমার ইচ্ছামত অনিবেদিত দ্রব্য দ্বারা তাঁহার ভোগ দেই, তাহা হইলে তাহাতে তিনি প্রীত হইবেন না; আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া আমি প্রীত হইতে পারি। ইহাতে তাঁহার সেবা হইল না, বরং আমার ইচ্ছা-পূর্ত্তিবশতঃ আমার নিজের সেবাই হইল। তুলসী দেওয়া সম্বন্ধেও ঐ বিচার।

স্বধর্ম্মপৃচ্ছা—সদ্ধর্ম্ম অর্থ সতের ধর্ম্ম; সৎ অর্থাৎ সাধুমহাজনদিগের আচরিত ধর্ম্ম। অথবা সৎ-শব্দের মুখ্য অর্থ যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা ২।২২।৪৯ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে। এই অর্থে সদ্ধর্ম্ম-শব্দে সৎ-সম্বন্ধীয় বা ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝায়। পৃচ্ছা-শব্দের অর্থ প্রশ্ন বা জানিবার ইচ্ছা। তাহা হইলে, সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা অর্থ—সাধুমহাজনগণ যে ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবারূপ পরম-মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের, বা কোনও বৈষ্ণবের চরণে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করা।

সাধুমার্গানুগমন—মার্গ অর্থ পথ; অনুগমন অর্থ পেছনে পেছনে যাওয়া, বা অনুসরণ। সাধুমার্গানুগমন অর্থ—সাধুমহাজনগণ যে পথে গমন করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, সেই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন। "গমন" না বলিয়া "অনুগমন" বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধুমহাজনগণ পথের যে যে স্থানে পা ফেলিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ কোনও সাধনপন্থার যে যে অনুষ্ঠান, সাধু মহাজনগণ নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সাধক নিজের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই অনুষ্ঠানের আচরণ করিবেন। ইহাতে অভীষ্টসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তার ভরসা পাওয়া যায়। এস্থলে একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই:—সকল সম্প্রদায়েই সাধুমহাজন আছেন, তাঁহারা সকলেই নমস্য; কিন্তু সকলের আচরণ অনুসরণীয় নহে। আমার যাহা অভীষ্ট বস্তু, যে সাধু-মহাজনের অভীষ্ট বস্তুও তাহাই ছিল, তিনিই আমার অনুসরণীয়, তাঁহার আদর্শই আমার আদর্শ। আমাকে যদি বৃন্দাবন যাইতে হয়, তাহা হইলে যিনি বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তাঁহার পথেই চলিতে হইবে; যিনি কামাখ্যা গিয়াছেন, তাঁহার পথের খোঁজে আমার প্রয়োজন নাই। ১।৪।৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। **কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সুখভোগাদির পরিত্যাগ। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের সুখভোগের বাসনা হৃদয়ে থাকে, ততদিন ভক্তির কৃপা দুর্ল্লভ; এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চরণে সুখভোগের বাসনা দূর করিবার শক্তি প্রার্থনা করিবে এবং নিজেও যথাসম্ভব ভোগ ত্যাগের চেষ্টা করিবে; "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। ২।২৪।১১৫॥" এস্থলে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পাঠ এই:—ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য ইতি কৃষ্ণপ্রাপ্তের্হেতুস্তৎপ্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ। * * * * আদিগ্রহণাৎ লোকবিত্তপুত্রা গৃহ্যন্তে।"—কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা; এই প্রসন্নতা লাভ করার জন্য স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বস্তু-আদি ত্যাগ করিবে। ভোগাদি-শব্দের অন্তর্ভূত "আদি"-শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে—লোকাপেক্ষা, নিজের বিত্ত-সম্পত্তি এবং পুত্রকন্যাদিকেও কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে—সেই সেই বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

কৃষ্ণতীর্থে বাস—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানাদিতে বাস করা। এই ভক্তি-অঙ্গ-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ এইরূপ:—নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ; দ্বারকাদি ধামে, অথবা গঙ্গাদির নিকটে বাস। ভক্তি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রসামৃতসিন্ধুর পাঠমূলে অর্থ করিলেই পরে উল্লিখিত "মথুরবাস"-রূপ-ভক্তি-অঙ্গের স্বতন্ত্র অঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে; নচেৎ কৃষ্ণতীর্থে বাস ও মথুরবাস প্রায় একার্থবাচক হইয়া পড়ে।

যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ—যতটুকু প্রতিগ্রহ না করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারেনা, ততটুকুমাত্র প্রতিগ্রহ (গ্রহণ) করা, তাহার বেশী নহে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ বেশ পরিষ্কার অর্থবোধক; "ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে নারদীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরও পরিষ্কার অর্থবোধক:— "যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥ ১।২।৪৯॥" ইহার টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "স্বনির্ব্বাহ ইতি। স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ॥" অর্থাৎ যে পরিমাণ ব্যবহার গ্রহণ করিলে স্বীয় ভক্তি-নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই পরিমাণ ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিবেন; ইহার অধিক বা কম করিলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। যেমন, আমার দিবসে দুই বেলা না খাইলে শরীর অসুস্থ হয়। এমতাবস্থায় আমাকে দুইবেলা খাইতে হইবে; নচেৎ শরীর অসুস্থ হইবে, শরীর অসুস্থ হইলে নিয়মিত-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মিবে। দুই বেলার কম খাওয়া যেমন সঙ্গত হইবে না, দুইবেলার বেশী খাওয়াও সঙ্গত হইবে না; বেশী খাইলেও শরীর অসুস্থ হইতে পারে, অথবা শরীরে আলস্য জন্মিতে পারে, আলস্য জন্মিলেও ভক্তির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মিবে। যে পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন না করিলে সংসারী লোকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থ ই ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে; বেশীও নহে; কমও নহে। কম উপার্জ্জন করিলে সংসারে অভাব-অনটন উপস্থিত হইবে, তাহার ফলে নানাবিধ বিপদ ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। বেশী উপার্জ্জন করিলেও অর্থের আনুষঙ্গিক কুফলসমূহ ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যতটুকু ব্যবহার না করিলে চলেনা, ততটুকুই করিবে; বেশীও নহে; কমও নহে; বেশী করিলে ক্রমশঃ আত্মীয়-স্বজনেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে, এবং কম করিলেও তাঁহারা বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন। ইত্যাদি সব বিষয়েই, যতটুকু না করিলে ভক্তি-অঙ্গ নির্ব্বাহ হয় না, ততটুকুই করিবে; বেশীও নহে, কমও নহে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সংসারে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার ব্যবস্থা—কেবল ভজনের জন্য, নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য নহে। আহার করিতে হইবে বাঁচিয়া থাকার জন্য; বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কেবল ভজনের জন্য। কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ভজনোপযোগী মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি; ভজন করিয়া তাহা সার্থক করিতে হইবে; যদি মৃত্যুর পরে আর মনুষ্যজন্ম না পাই, তাহা হইলে তো ভজন করা হইবে না; শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই জন্মেই যথাসাধ্য ভজনের চেষ্টা করিতে হইবে; সুতরাং যদি সুস্থশরীরে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, তাহা হইলেই ভজনের সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন। তজ্জন্য আহারাদির প্রয়োজন; যে পরিমাণ আহারাদি দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই পরিমাণই আহার করা উচিত, উপাদেয় ভোজ্যাদি বা বিলাসিতাময় পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, অর্থাদি বেশী উপার্জ্জন করিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থদ্বারা ভগবৎ-সেবা ও বৈষ্ণবসেবাদি করিলে তো ভক্তির আনুকূল্য হইতে পারে; সুতরাং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই—অনেক সময় সাধুর বেশ ধরিয়াও যেমন দুষ্ট লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করে, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা-বৈষ্ণবসেবাদি-বাসনার আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের অর্থলিপ্সাও হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। প্রথমতঃ, সেবাদির আনুকূল্যার্থ প্রচুর অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থোপার্জ্জনেই আবেশ জন্মিবে; মনে হইবে "আচ্ছা অন্য উপায়ে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাউক; ঐ টাকা দ্বারা একটা বড় উৎসব করা যাইবে ইত্যাদি।" এইরূপে অর্থোপার্জ্জনেই প্রায় ষোল আনা মন ও সময় নিয়োজিত হইবে; ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে না। ক্রমশঃ সেবা-বাসনায় শিথিলতা আসিয়া পড়িবে, অর্থলিপ্সাই প্রবলতা লাভ করিবে। বিষয়ের ধর্ম্মই এইরূপ যে, ইহার সংশ্রবে থাকিলেই ইহা লোকের চিত্তকে কবলিত করিয়া ফেলে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"ধন ও শিষ্যাদির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাচ উত্তমা-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরিগণিত হইতে পারে না ; কারণ, এরূপ স্থলে ভক্তি-বাসনার শিথিলতাবশতঃ উত্তমতার হানি হয়।—ধনশিষ্যাদি-ভিদ্বারৈ র্যাভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥ ১।২।১২৮॥" ইহার টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদি গ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ॥" এস্থলে আর একটি বিষয়ও বিবেচ্য। শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামীর, কি শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর অর্থ কম ছিল না ; তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ছিল ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যহই মহারাজোপচারে ভগবৎ-সেবা, মহোৎসবাদি করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া তাঁহারা ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন--জীবের সমক্ষে উত্তমা ভক্তির আদর্শ রাখিবার জন্যই।

কেহ কেহ বলেন, এই ভক্তি-অঙ্গটী কেবল ভক্তি-অঙ্গের গ্রহণ-সম্বন্ধে--ব্যবহারিক বিষয়-সম্বন্ধে নহে ; অর্থাৎ যে পরিমাণে যে ভক্তি-অঙ্গ সাধনের সঙ্কল্প করিবে, তাহা যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা বলেন—"কোনও ভক্ত অনুরাগবশতঃ সঙ্কল্প করিলেন, তিনি প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিবেন ; পরে কোনও একদিন সাংসারিক কার্য্যাধিক্য বশতঃ লক্ষ নাম করিতে পারিলেন না ; মনে করিলেন, পরের দিনের নামের সঙ্গে সেই দিনকার নাম সারিয়া লইবেন ; কিন্তু কার্য্যাধিক্যবশতঃ পরের দিনও তাহা হইল না। ক্রমশঃ এইরূপ আচরণদ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয় ; অতএব, প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিয়মরূপে পরিগ্রহ করিবে, বেশী বা কম হইলে ভক্তি পুষ্ট হইবে না।" এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই :—যাহা নিয়ম করিবে, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা সর্ব্বোতোভাবেই কর্ত্তব্য। দু'একদিন নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই ভজনে শিথিলতা আসিতে পারে ; শিথিলতা আসিলে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যে বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিত্যকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, সেই বিষয় কর্ম্মে হাত দিবেনা, ইহাই যাবৎ-নির্ব্বাহের তাৎপর্য্য ; অবশ্য যে পরিমাণ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিয়মিতরূপে নিত্য নির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে নিয়ম রক্ষার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। কেহ কেহ আবার বলেন, "যে পরিমাণ অনুষ্ঠানের নিয়ম করা যায়, কোনও দিন তদতিরিক্ত করিলেও প্রত্যবায় আছে। যদি লক্ষ হরিনামের নিয়ম করা যায়, তবে কোনওদিন লক্ষের বেশী নাম করিলে দোষ হইবে।" আমরা এই মতের অনুমোদন করিতে পারিনা। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান যত বেশী করা যায়, ততই মঙ্গল। সর্ব্বদাই ভজন করিবে—"স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুঃ"—ইহাই বিধি। বিষয়কর্ম্মাদির জন্য আমরা যে তাহা করিতে পারিনা, ইহাই দোষের ; বিষয়কর্ম্ম কমাইয়া, বা আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়া যতবেশী ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা যায়, ততই ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবনা বেশী। নিয়মিত অনুষ্ঠানের অকরণে নিয়মভঙ্গ হয় ; বেশী করণে নিয়মভঙ্গ হয় না। জলের আঘাতে পুকুরের তীরের আয়তন যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলেই বলা হয়—পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; কোনও কারণে তীরের আয়তন বৃদ্ধি হইলে তাহাকে পাড় ভাঙ্গা বলে না।

একাদশ্যুপবাস-একাদশীতে উপবাস করা। উপবাস-শব্দের এই অর্থ-আহার ত্যাগ এবং উপ অর্থাৎ নিকটে বাস—শ্রীভগবানের নিকটে বাস করা। একাদশী-দিনে আহার ত্যাগ করিবে এবং শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে থাকিবে ; অর্থাৎ শ্রীভগবানের চরণচিন্তা করিয়া অহোরাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবে ; ভাগ্যে থাকিলে লীলাস্মরণাদি উপলক্ষ্যে অন্তশ্চিন্তিতদেহে লীলারসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবাদি করিবে।

চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত কর্ত্তব্য ; সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষেও কর্ত্তব্য ; এই ব্রতের অ-পালনে পূর্ব্বপুরুষসহ নিরয়গামী হইতে হয় ; একাদশীতে অন্নকে পাপ আশ্রয় করে ; তাই একাদশীতে অন্ন-গ্রহণ করিলে পাপ ভক্ষণ করা হয় ; বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। (১।১৫।৬-৮ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।) অন্ন বলিতে এস্থলে কেবল "ভাত" নহে ; চাউল, ভাত, ময়দা, আটা, সুজি, খৈ, চিড়া, ডাইল, প্রভৃতি শস্যজাত জিনিষ মাত্রই অন্ন। অসমর্থ পক্ষে দুধ, ফল, মুল, ছানা, মাখন, ঘি ইত্যাদি দ্বারা অনুকল্পের বিধি আছে।

ধাত্র্যশ্বত্থ-গোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। ।　সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একাদশীকে শ্রীহরিবাসর (শ্রীহরির দিন) বলে; এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হয়েন। মহাপ্রসাদ-ভোজী বৈষ্ণবের পক্ষেও এই দিনে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ নিষেধ; একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা সকলের জন্যই; বৈষ্ণব তো কোনও সময়েই মহাপ্রসাদব্যতীত অপর কিছু আহার করেন না; সুতরাং বৈষ্ণবের উপবাস অর্থই মহাপ্রসাদত্যাগ—"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াদিতি। * *। অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৮৮॥" শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে শ্রীমহাপ্রসাদ-ত্যাগে দোষ হয় না; মহাপ্রসাদের অবমাননাও হয় না।

৬৩। **ধাত্র্যশ্বত্থ**—ধাত্রী ও অশ্বত্থ। ধাত্রী অর্থ আমলকী। অশ্বত্থ-বৃক্ষ ভগবানের বিভূতি বলিয়া পূজ্য। **গো-বিপ্র**—গো ও বিপ্র। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তাঁহারাও পূজ্য, শ্রীকৃষ্ণ গো-চারণ করিতেন বলিয়াও বৈষ্ণবের পক্ষে গো-জাতি অত্যন্ত প্রীতির বস্তু। গাত্রকণ্ডূয়ন, গো-গ্রাস দান এবং প্রদক্ষিণাদি দ্বারা গো-পূজা হইয়া থাকে। গো-জাতি প্রসন্ন হইলে শ্রীগোপালও প্রসন্ন হয়েন। "গবাং কণ্ডূয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্। গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥"—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র॥ যিনি ব্রহ্মের বা ভগবানের তত্ত্বানুভব করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি পরমভক্ত; পরিচর্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

বৈষ্ণব-পূজন—বৈষ্ণবসেবা ভক্তিপুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিবে। "ভক্তপদ-রজঃ আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল ॥ ৩।১৬।৫৫ ॥" শ্রীঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"

সেবানামাপরাধাদি—সেবাপরাধাদি যাহাতে না জন্মিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্ক থাকিবে। সেবা-অপরাধে শ্রীহরি রুষ্ট হয়েন, নাম-অপরাধ হইলে শ্রীহরিনামের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়; বৈষ্ণব-অপরাধ হইলে শ্রীভগবান্ অত্যন্ত রুষ্ট হয়েন, ভক্তির মুল উৎপাটিত হইয়া যায়। বৈষ্ণব-অপরাধীর আর নিস্তার নাই। ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

বিদূরে বর্জ্জন—বিশেষরূপে দূরে বর্জ্জন করিয়া দিবে; খুব দূরে রাখিবে; সেবা-নামাপরাধাদির নিকটে যাইবে না।

সেবা-অপরাধ—আগম-শাস্ত্রে ৩২ প্রকারের সেবাপরাধের উল্লেখ আছে; যথা—(১) গাড়ী, পাল্কী-আদিতে চড়িয়া, অথবা জুতা-খড়মাদি পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমন, (২) ভগবৎসম্বন্ধীয় উৎসবাদির সেবা না করা; অর্থাৎ তাহাতে যোগ না দেওয়া, (৩) বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি; (৫) এক হস্তে প্রণাম; (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ, অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রদক্ষিণ করা; অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা; (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ; (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন; (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন; (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন; (১১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মিথ্যাকথা বলা; (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা; (১৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরস্পর আলাপাদি করা; (১৪) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে রোদন; (১৫) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কলহ; (১৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা (১৭) নিগ্রহ; (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ; (১৯) কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা; (২০) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরনিন্দা; (২১) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরের স্তুতি; (২২) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অশ্লীল কথা বলা;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(২৩) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অধোবায়ুত্যাগ ; (২৪) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা ; (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ ; (২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবানকে তাহা না দেওয়া ; (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নিমিত্ত ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার ; (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পেছনে রাখিয়া বসা ; (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন ; (৩০) গুরুদেব কোনও প্রশ্ন করিলেও চুপ করিয়া থাকা ; (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা ; (৩২) দেবতা-নিন্দা। এতদ্ব্যতীত বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি সেবা-অপরাধের উল্লেখ আছে ; যথা—(১) রাজ-অন্ন ভক্ষণ ; (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা ; (৩) অনিয়মে শ্রীবিগ্রহসমীপে গমন ; (৪) বাদ্যব্যতিরেকে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন ; (৫) কুক্কুরাদিকর্ত্তৃক দূষিত ভক্ষ্যবস্তুর সংগ্রহ ; (৬) পূজা করিতে বসিয়া মৌনভঙ্গ এবং (৭) মলমূত্রাদি ত্যাগের জন্য গমন ; (৮) অবৈধ পুষ্পে পূজন ; (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়া আগে ধূপদান ; (১০) দন্তধাবন না করিয়া (১১) স্ত্রীসম্ভোগের পর শুচি না হইয়া (১২) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া (১৩) দীপ স্পর্শ করিয়া (১৪) শব স্পর্শ করিয়া (১৫) রক্তবর্ণ, অধৌত, পরের ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া (১৬) মৃত দর্শন করিয়া (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ করিয়া (১৮) ক্রুদ্ধ হইয়া (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া (২০) ভুক্তান্নের পরিপাক না হইতে (২১) কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা খাইয়া (২২) পিণ্যাক অর্থাৎ আফিং খাইয়া এবং (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া—শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ। অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায় ; যথা—ভগবৎ-শাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন ; শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ ; এরণ্ডাদি-নিষিদ্ধ-পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; আসুর কালে পূজন ; কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে পূজন ; স্নান করাইবার সময় বাম হাতে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ ; শুষ্ক বা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন ; পূজাকালে থুথু ফেলা ; পূজাবিষয়ে বা পূজার সময়ে আত্মশ্লাঘা ; ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণের স্থানে বক্র ভাবে তিলক ধারণ ; পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন ; অবৈষ্ণব-পক্ক বস্তুর নিবেদন ; অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজন ; নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা স্নান করান, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পূজন ; নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি করণ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অপরাধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৮।২০৯-১৬। শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত সেবাপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, মর্য্যাদার অভাব বা প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, সাধারণতঃ তাহাই সেবাপরাধ।

সেবা-অপরাধ যত্নসহকারে পরিত্যাজ্য ; দৈবাৎ যদি কখনও কোন অপরাধ ঘটে, তবে সেবাদ্বারা বা শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তি দ্বারা উহা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। তাহাতেও যদি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারা না যায়, এবং পুনঃ পুনঃ অপরাধ হইতে থাকে, তবে শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ খণ্ডিত হয়। নাম সকলের সুহৃদ্ ; কিন্তু শ্রীনামের নিকটে যাহার অপরাধ হয়, তাহার অধঃপতন নিশ্চিত।

নাম-অপরাধ—নামাপরাধসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, নামাপরাধ এই দশটী :—যথা (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুর ও শ্রীশিবের নামাদির স্বাতন্ত্র্যমনন, (৩) গুরুর অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতির ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনামের মহিমায় অর্থবাদ-মনন, (৬) প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা, (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা-মনন, (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।২।৫৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদও পদ্মপুরাণের নাম করিয়া অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত দশটীকেই নামাপরাধ বলিয়া গিয়াছেন ; সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—প্রমাণ-বচন শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত প্রমাণবচন-সমূহের আলোচনার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে অন্য দু'একটী কথা বলা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন।" এই অপরাধগুলিকে যখন দূরে বর্জ্জন করার

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

:পদেশই প্রভু দিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে এই পরাধগুলি না করিয়াও পারা যায়; চেষ্টা করিলে যাহা না করিয়াও পারা যায়, যাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা যায়, াহা ভবিষ্যতের বস্তুই হইবে—তাহা গতকালের বা পূর্ব্বজন্মের কোনও বস্তু হইতে পারে না। কারণ, গত বস্তু ামাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ চেষ্টার অধীন নহে। যাহা হউক, উল্লিখিত অপরাধগুলির নাম করিলেই বুঝা যায়— থম নয়টী অপরাধ-জনক কাজ চেষ্টা করিলে লোকে না করিয়াও চলিতে পারে; কিন্তু শেষ অপরাধটী—দশমটী— লাকের চেষ্টার বাহিরে; প্রীতি বস্তুটী অন্তরের জিনিস, ইহা বাহিরের বস্তু নহে; চেষ্টাদ্বারা বা ইচ্ছা মাত্রেই কাহারও প্রতি মনের প্রীতি জন্মান যায় না। নাম-মাহাত্ম্য শুনিলেও যদি নামে আমার প্রীতি না জন্মে, তবে সে জন্য আমি মামার বর্ত্তমান কার্য্যের ফলে কিরূপে দায়ী হইতে পারি? আমি তো চেষ্টা করিয়া নামের প্রতি অপ্রীতিকে াকিয়া আনিতেছি না? অপ্রীতিকে যদি চেষ্টা করিয়া ডাকিয়া আনিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার অপরাধ ইতে পারিত। নামমাহাত্ম্য শুনিলেও যে নামে অপ্রীতি থাকে, তাহা বরং গত কর্ম্মের বা পূর্ব্ব অপরাধের ফল ইতে পারে, কিন্তু আমার কোনও বর্ত্তমান কর্ম্মের ফল হইতে পারে না; সুতরাং ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাও ম্ভব নহে। কাজেই মনে হইতে পারে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে কয়টী অপরাধের কথা মনে করিয়া তাহাদিগের "বিদূরে র্জ্জনের" উপদেশ দিয়াছেন, দশম-অপরাধটী তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; উল্লিখিত দশম-অপরাধটী সম্বন্ধে ইই এক সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম-অপরাধটী সম্বন্ধেও এক সমস্যা আছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে উপদেষ্টার অপরাধ হইবে। াস্ত্রবাক্যে "সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে" শ্রদ্ধা বলে। এই শ্রদ্ধা যাঁর আছে, তাঁহাকে নামোপদেশ করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। উপদেশের প্রয়োজনই হয়—শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জনের নিমিত্ত; শাস্ত্রাদিতে এবং মহাজনদের আচরণেও তাহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৫।২৪ শ্লোকে দেখা যায়—সাধুদের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার শ্রদ্ধাদি জন্মে; ইহা হইতে বুঝা যায়—পূর্ব্বে এই শ্রোতার শ্রদ্ধা ছিল না; সাধুদের মুখে হরিকথা শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; এই শ্রোতা শ্রদ্ধাহীন বলিয়া সাধুগণ তাহাকে হরিকথা শুনাইতে ক্ষান্ত হন নাই, প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিতেও বিরত হন নাই। আবার মায়াপিশাচীর কবলে কবলিত বহির্ম্মুখ জীব-সম্বন্ধেও শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন-"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়॥ ২।২২।১২-১৩॥" এস্থলেও শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সাধুদের উপদেশের কথা জানিতে পারা যায়। আবার, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যাহাকে তাহাকে শ্রীহরিনাম উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া—"যে না লয় তারে লওয়ায় দন্তে তৃণ ধরি"—এইভাবেও সকলকে হরিনাম দিয়াছেন বলিয়াও—শুনা যায়। নবদ্বীপের মুসলমান কাজির তো নামের প্রতি, কি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ছিল না; তিনি নামকীর্ত্তনের সহায় খোল পর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহাকে "হরি" বলার উপদেশ দিয়াছিলেন। এসমস্ত প্রমাণ হইতে দেখা যায়—শ্রদ্ধাহীনকে বা বহির্ম্মুখকে উপদেশ দেওয়া অপরাধজনক নহে; তথাপি উক্ত তালিকায় শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ দেওয়া অপরাধজনক বলা হইয়াছে; ইহাও এক সমস্যা। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামদীক্ষা দিবে না—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাও হইতে পারে না; কারণ, নামে দীক্ষার প্রয়োজন নাই, পুরশ্চর্য্যাদির প্রয়োজন নাই— শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন (২।১৫।১০৯)।

আরও একটী কথা। উল্লিখিত তালিকার ৬ষ্ঠ অপরাধটী—প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা, ইহাও— ৫ম অপরাধেরই—নামে অর্থবাদ কল্পনারই—অন্তর্ভুক্ত; ইহা স্বতন্ত্র একটী অপরাধ নহে; যে ব্যক্তি নামে অর্থবাদ কল্পনা করিতে চায় না, সে কখনও প্রকারান্তরে নামের অর্থ করিতেও চাহিবে না; অর্থবাদেরই আনুষঙ্গিক ফল অর্থান্তর-কল্পনা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহাহউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ-বচন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তি-রসামৃতের টীকায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ; এসমস্ত প্রমাণবচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টীকানুসারে তাহাদের অর্থোপলব্ধি করার চেষ্টা করিলে উক্ত কয়টী সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর টীকাসম্মত অর্থে যে দশটী নামাপরাধ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটীই যুক্তিসঙ্গত এবং চেষ্টা করিলে প্রত্যেকটীকেই "বিদূরে বর্জ্জন" করা যায়। শ্রীপাদসনাতনের টীকাসম্মত দশটী অপরাধ এই :—

নামাপরাধ—নামাপরাধ **দশটী** ; যথা (১) সাধুনিন্দা বা সজ্জনদিগের দুর্নাম রটনা। (২) শ্রীশিব ও বিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা। শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুরই অবতারবিশেষ ; তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন ; তাই, শ্রীবিষ্ণু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া শ্রীবিষ্ণুনামাদি হইতে শ্রীশিবের নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। (৩) শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা। (৪) বেদাদি-শাস্ত্রের নিন্দা। (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা ; অর্থাৎ, "নামের যেসকল শক্তির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল শক্তি বস্তুতঃ নামের নাই ; পরন্তু সেই সকল প্রশংসা-সূচক অতিরঞ্জিত বাক্যমাত্র"—এইরূপ মনে করা। (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি ; অর্থাৎ কোনও পাপ-কর্ম্ম করিবার সময়ে—"একবার হরিনাম করিলে—এমন কি নামাভাসেও—যখন তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, তখন, আমি এই পাপকর্ম্মটী করিতে পারি ; পরে না হয় একবার কি বহুবার হরিনাম করিব ; তাহা হইলেই তো আমার এই কর্ম্মজনিত পাপ দূর হইবে।"—এইরূপ মনে করিয়া—নাম গ্রহণ করিলেই কৃতকর্ম্মের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে—এই ভরসায় কোনও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে নামাপরাধ হইবে। বহুকালযাবৎ যমযাতনা ভোগ করিলেও এইরূপ লোকের শুদ্ধি ঘটে না ; "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈ র্হি শুদ্ধিঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৪॥" (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্ম্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা (ইহাতে নামের মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করা হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে)। (৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনবধানতা বা চেষ্টাশূন্যতা। "ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৫॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যদ্বা ধর্ম্মাদি-শুভ-ক্রিয়া-সাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধানতাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্।" অনবধানতাতে উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। (৯) নাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া, আমি-আমার-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতেই প্রাধান্য দেওয়া। "নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্বা তয়া রহিতঃ সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ, অহন্তা মমতা চ আদিশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানম্, নতু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী।" [শেষোক্ত দুইরকমের অপরাধের পার্থক্য এই যে, ৮ম রকমের নামাপরাধে নামের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে, সম্যক্‌রূপে চেষ্টাশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু ৯ম রকমের নামাপরাধে উপেক্ষা বা সম্যক্ চেষ্টাশূন্যতা নাই ; নামগ্রহণ করা হয় বটে ; কিন্তু নামে প্রীতির অভাববশতঃ নামগ্রহণে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ৮ম রকমের অপরাধে নামগ্রহণে যেন প্রবৃত্তিরই অভাব ; ৯ম রকমে নামগ্রহণ-বিষয়ে প্রাধান্য দানের প্রবৃত্তির অভাব। উভয় রকমের মধ্যেই পূর্ব্বাপরাধ সূচিত হইতেছে, আবার নূতন অপরাধের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপরাধের ফলে—৮ম রকমে নাম গ্রহণাদিতে অবধানতা জন্মে না, গ্রহণের চেষ্টা না করাতেও নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে ; আর ৯ম রকমে, পূর্ব্বাপরাধের ফলে নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় না এবং নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য না দেওয়াতেও আবার নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে।] (১০) যে শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে উপদেশাদি শুনে না অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া। অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৫।" এইরূপ অপরাধকে শিব-নামাপরাধ বলা হইয়াছে ; শ্রীভগবানে ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ অভেদ বলিয়া শিবনামাপরাধ-শব্দে এস্থলে ভগবন্নামাপরাধই বুঝাইতেছে।

অবৈষ্ণব-সঙ্গ বহুশিষ্য না করিব। | বহুগ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এস্থলে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোপদেশ করিলে অপরাধ হইবে—একথা বলেন নাই; বলা হইয়াছে—"অশ্রদ্দধানে (শ্রদ্ধাহীনে) বিমুখে অপি (এবং বিমুখ হইলেও) অশৃণ্বতি (যে উপদেশ শুনে না, গ্রাহ্য করে না, তাহাকে) যশ্চ উপদেশঃ (যে উপদেশ), তাহা অপরাধজনক। "অপি" এবং "অশৃণ্বতি" এই দুইটী শব্দের উপরই সমস্ত তাৎপর্য্য নির্ভর করিতেছে। অপি-শব্দের সার্থকতা এই যে—শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ জনকে তো উপদেশ দেওয়াই যায়; কিন্তু কোনও লোক শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ হইলেও তাহাকে উপদেশ দিবে না—যদি সেইব্যক্তি উপদেশ না শুনে—গ্রাহ্য না করে, উপেক্ষা করে (অশৃণ্বতি)। অশৃণ্বতি-শব্দ হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে;—দু'এক বার তাহাকে উপদেশ দিবে (নতুবা, সে উপদেশ শুনে কি না, গ্রাহ্য করে কি না, তাহাই বা জানিবে কিরূপে? দু'একবার উপদেশ দিয়াও), যখন দেখিবে—সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, তাহা হইলে আর তাহাকে উপদেশ দিবে না—দিলে অপরাধ হইবে। এস্থলে অপরাধের হেতু এই যে—যে গ্রাহ্যই করে না, তাহাকে নামোপদেশ দিতে গেলে সে ব্যক্তি নামের অবজ্ঞা—অবমাননা, অমর্য্যাদা—করিবে; উপদেষ্টাকেই এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে। কারণ, উপদেষ্টাই ইহার নিমিত্ত; তিনি উপদেশ না করিলে অবজ্ঞাদির অবকাশ হইত না।

নামাপরাধের প্রমাণবচনগুলিও এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। (১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো হরিনাম্নিকল্পনম্। (৬) নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ (৭) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি (৮) প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেহপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ (১০) শ্রুতেহপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোহপ্যপরাধকৃৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮২-৮৬।

যাহাহউক, যদি কোনওপ্রকার অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া নামের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। "জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮১॥" কেহ কেহ বলেন, কোনও সাধুর নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহার কৃপালাভের চেষ্টা করাও উচিত। শিবের পৃথক্ ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানজনিত অপরাধ হইলে, শাস্ত্রের বা শাস্ত্রজ্ঞ-সাধুর উপদেশ অনুসারে তদ্রূপ বুদ্ধিও ত্যাগ করিবে। শ্রীগুরুর নিকটে অপরাধ-স্থলে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেও হইবে। শাস্ত্র-নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে, ঐ নিন্দিত শাস্ত্রের বার বার প্রশংসাও করিবে।

"সেবানামাপরাধাদি" বাক্যের আদি-শব্দে বৈষ্ণবাপরাধও সূচিত হইতেছে। বৈষ্ণবাপরাধ সম্বন্ধে ২।১৯।১৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অপরাধ**—অপগত হয় রাধ (সন্তোষ) যাহা হইতে, তাহাই অপরাধ। যেরূপ ব্যবহারে নামের বা বৈষ্ণবের সন্তোষ দূরীভূত হয়, নাম বা বৈষ্ণব সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, তাহাই নামাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ—নামের নিকটে বা বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ।

৬৪। **অবৈষ্ণব-সঙ্গ**—যে ব্যক্তি বৈষ্ণব নহে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে; অবৈষ্ণবের সঙ্গে ভক্তি শুষ্ক হইয়া যায়।

বহুশিষ্য—বহুশিষ্য করিবে না; ভগবদ্বহির্ম্মুখ অনধিকারী বহুব্যক্তিকে শিষ্য করাই দোষের; অধিকারী বহু শিষ্য করায় বোধ হয় দোষ নাই। অবশ্য তাহাতেও লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির জন্য লোভ জন্মিবার আশঙ্কা আছে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—'ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫২॥" ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক (৭।১৩।৮)। শ্রীধরস্বামিচরণ এবং চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা

হানিলাভ সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥ ৬৫

বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুসারে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ—"প্রলোভনাদি দ্বারা বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবে না (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন—এতচ্চানধিকারিশিষ্যাদ্যপেক্ষয়া—এই উক্তি হইতেছে অনধিকারী শিষ্যাদি সম্বন্ধে), বহু গ্রন্থের এবং বহু কলার অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না এবং কখনও মঠাদি স্থাপনাদি আড়ম্বরজনক কার্য্যে লিপ্ত হইবে না।" শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিলে ভক্তি-অঙ্গকে পণ্যরূপে পরিণত করিতে হয় এবং মঠাদিস্থাপনে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিতে লোভ জন্মিবার আশঙ্কা আছে বলিয়াই বোধ হয় এসমস্ত নিষিদ্ধ। যাহা হউক, উক্ত শ্লোকের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য অনুসারে ২।২২।৬৪ পয়ারের অন্বয় হইবে এইরূপ:—অবৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে না, বহু (অনধিকারী) শিষ্য করিবেনা, বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস বর্জ্জন করিবে এবং (উপজীবিকারূপে)-শাস্ত্র-ব্যাখ্যানও বর্জ্জন করিবে।

৬৫। **হানিলাভ সম**—ভক্তি-বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে অর্থাৎ ভোজন ও পরিধানাদি বিষয়ে কিছু লাভ হইলেও আনন্দে বিচলিত হইবে না এবং কোনও কিছু ক্ষতি হইলেও দুঃখে ব্যাকুল হইবে না ; যখন যাহা জুটে, বা যখন যাহা ঘটে, শ্রীহরির চরণ চিন্তা করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইহাকেই "ব্যবহারে অকার্পণ্য" বলিয়াছেন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে। অবিক্লবমতি র্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥ ভ,র,সি, ১।২।৫২॥"

শোকাদি—আত্মীয়-স্বজন-বিয়োগে, বা অন্য নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করিবে না ; আদিশব্দে—ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি চিত্তের চঞ্চলতা-উৎপাদক-বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হওয়াও নিষিদ্ধ হইতেছে। "শোকামর্শাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্। কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫৩॥"

অন্যদেব ইত্যাদি—অন্য-দেবতাদির নিন্দা করিবে না ; অন্য-শাস্ত্রাদির নিন্দাও করিবে না। অন্য দেবতাদি সকলেই শ্রীভগবানের বিভূতি বা শক্তি ; তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভক্ত ; সুতরাং তাঁহাদের নিন্দায় প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত ; লৌকিক ব্যবহারে, একমাত্র স্বামীই সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেবনীয় হইলেও, স্বামীর সম্বন্ধে যেমন পরিবারস্থ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, দেবর-পত্নী, ভাসুর-পত্নী প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেই এবং স্বামীর অন্যান্য কুটুম্বাদিও যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে যথাযোগ্য ভাবে সেবনীয়, তাঁহাদের সেবা না করিলে যেমন স্বামী সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্মেও যেমন দোষ পড়ে,—সেইরূপ বৈষ্ণবের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই (ও শ্রীমন্মহাপ্রভুই) সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ অন্যান্য দেবতাদিও যথাযোগ্য ভাবে বন্দনীয় ; কেহই নিন্দনীয় বা অবজ্ঞার বিষয় নহেন ; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইতে পারেন না। "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি" সকলেই যখন বৈষ্ণবের পক্ষে দণ্ডবদ্ভাবে প্রণম্য, তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই যখন ভগবদধিষ্ঠান বলিয়া বৈষ্ণবের নিকটে সম্মানের পাত্র, তখন শ্রীভগবদ্বিভূতি-স্বরূপ বা শ্রীভগবৎ-শক্তিস্বরূপ অন্য-দেবতাদির নিন্দা যে একান্ত অমঙ্গলজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ॥ ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥ ভ, র, সি, ১।২।৫৩॥"

৬৬। **বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা** ইত্যাদি—বিষ্ণু-নিন্দা শুনিবে না, বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিবে না, গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিবে না। বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের নিন্দা, সেবা-নামাপরাধাদি-উপলক্ষ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এস্থলে, অন্য কেহ বিষ্ণুনিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা করিলে তাহা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যে স্থানে এরূপ নিন্দা হয়, সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-বিষয়ক কথাদি ; এস্থলে ভগবদ্বিষয় ব্যতীত অন্যবিষয়-সম্বন্ধীয় কথা শুনিতেই নিষেধ করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিতেই যখন নিষেধ করিতেছেন, তখন গ্রাম্যবার্ত্তা বলা যে নিষিদ্ধ, তাহা আর

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন। | পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥ ৬৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বিশেষ করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু দাস-গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। ৩।৬।২৩৪॥" "গ্রাম্যধর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৮।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ গ্রাম্যধর্ম্ম-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বিষয়ক কর্ম্ম, অর্থাৎ স্বসুখ-সম্বন্ধী বিষয় ব্যাপার।

প্রাণিমাত্রে ইত্যাদি—কার্য্যের দ্বারা তো নহেই, মনের দ্বারা, কি বাক্যদ্বারাও কোনও প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইবেনা। শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়া সকল জীবই বৈষ্ণবের পক্ষে সম্মানের পাত্র; "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান।" সুতরাং কোনও-রূপে কোনও জীবের উদ্বেগ বা কষ্ট জন্মাইলে উক্ত সম্মানদানের আর সার্থকতা থাকে না। প্রহার-আদি করা, অন্যের যোগে ষড়যন্ত্রাদি করিয়া কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টা করা প্রভৃতি—কার্য্যের দ্বারা উদ্বেগের দৃষ্টান্ত। রূঢ় কথাদি প্রয়োগ করিয়া মনে কষ্ট দেওয়া বাক্যদ্বারা উদ্বেগ; আর মনে মনে অপরের অনিষ্টাদি চিন্তা করাই মনের দ্বারা উদ্বেগ। কোনও বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিলে মনের মধ্যে একটা চিন্তার তরঙ্গ উপস্থিত হয়; ঐ তরঙ্গ চিন্তিত ব্যক্তির চিত্তে সংক্রামিত হইয়া তাহার চিত্তেও ক্রিয়া করিতে পারে। আমরা অনেক স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই; যাহাকে আমি খুব স্নেহ করি, আমাকে দেখিলেই তাহার চিত্ত প্রফুল্ল হয়; আর যাহাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, আমার সাক্ষাতে আসিলেই সে একটু সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্যকে উদ্বেগ দেওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করিলে, সর্ব্বাগ্রে নিজের মনেই উদ্বেগ উপস্থিত হয়; তাহাতে চিত্তের চঞ্চলতা জন্মে এবং ভজনের ব্যাঘাত ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির প্রতিকূলতা জন্মায় বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত দশটী নিষেধাত্মক অঙ্গের আদেশ করিয়াছেন (৬৩ পয়ারের শেষার্দ্ধ হইতে ৬৬ পয়ার পর্য্যন্ত)। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দশটী হইল বর্জ্জনাত্মক বৈষ্ণবাচার। আর ৬১।৬২।৬৩ পয়ারের প্রথমার্দ্ধে উল্লিখিত দশটী অঙ্গকে গ্রহণাত্মক বৈষ্ণবাচার বলা যায়।

৬৭। এই পয়ারে নব-বিধা-ভক্তির কথা বলিতেছেন। **শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ**—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি নিজে কীর্ত্তন করিবে, অন্যে যখন কীর্ত্তন করে, তখন নিজে শুনিবে; এবং মনে মনে সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। **পূজন**—পুষ্প, তুলসী, চন্দন, নৈবেদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা। **বন্দন**—প্রণামাদি। **পরিচর্য্যা**—চামরাদি দ্বারা বাতাস করা, বিছানা ঠিক করা, শ্রীমন্দির লেপা, বাসনপত্র মাজা, পুষ্প-তুলসী চয়ন করা, ইত্যাদি কার্য্যই পরিচর্য্যা। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরিত্যাদি (শ্রীভা, ৭।৫।২৩) শ্লোকে উল্লিখিত "পাদসেবনই" এস্থলে পরিচর্য্যা-শব্দের বাচ্য। ২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। **দাস্য**—আমি ভগবানের দাস, এইরূপ সর্ব্বদা মনে করা এবং দাসের মত শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য তাঁহার সেবার কার্য্য করা এবং তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণ করা। **সখ্য**—শ্রীভগবান্‌কে পরম বন্ধুর মত মনে করা। সখার নিকটে সখার কোনও কথাই প্রাণ খুলিয়া বলিতে সঙ্কোচ হয় না; শ্রীভগবান্‌কে সখা বা পরম-মিত্র মনে করিয়া তাঁহার নিকটেও মনের সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা যায়; তাহাতে সঙ্কোচের কারণ কিছুই নাই, অনিষ্টের কারণও কিছু নাই; কারণ, শ্রীভগবান্ সাধারণ লোকের মত এ সব কথা কখনও অপরের নিকটে প্রকাশ করিবেন না। সুতরাং নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচে প্রাণের সমস্ত কথা—যাহা আমাদের লৌকিক জগতে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটেও ব্যক্ত করা যায় না, যাহা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, এমন কি স্ত্রীর নিকটেও খুলিয়া বলা যায় না, এমন সব কথা পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই—শ্রীভগবানের নিকটে, তাঁহাকে পরমমিত্র মনে করিয়া, খুলিয়া বলা যায়। পরম-প্রিয় সখার ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যাও কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহারই সখ্য। **আত্ম-নিবেদন**—আত্মসমর্পণ; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই নিবেদন করা। ২।২২।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিসম্বন্ধে ২।৯।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ-নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥ ৬৮

পরিক্রমা স্তব-পাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

সমস্ত সাধনভক্তির মধ্যে নববিধাভক্তিই শ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৫); এই নববিধাভক্তির মধ্যে আবার নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (৩।৪।৬৬; ২।৬।২১৮); এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ২।১৫।১০৮ ॥"

৬৮। **অগ্রে নৃত্য** ইত্যাদি—শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য ও গীত। **বিজ্ঞপ্তি**—শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের মনোগতভাব নিবেদন করা। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার :—সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা (নিজের দৈন্য-নিবেদন) এবং লালসাময়ী। সংপ্রার্থনাময়ী, যথা—"হে ভগবন্, যুবতীদিগের যুবাপুরুষে যেমন মন আসক্ত হয় এবং যুবাপুরুষদিগের যুবতীতে যেমন মন আসক্ত হয়, আমার চিত্তও সেইরূপ তোমাতে অনুরক্ত হউক।" অথবা, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" ইত্যাদি প্রার্থনা। দৈন্যবোধিকা যথা, "হে পুরুষোত্তম, আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই ; বলিব কি—আমার পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার চরণে দৈন্য জানাইতেও আমার লজ্জা হইতেছে, এত পাপাত্মা আমি।" অথবা, শ্রীলঠাকুর-মহাশয়ের—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু এ ভব-সংসারে ॥ পতিত-পাবন হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥" ইত্যাদি প্রার্থনা। লালসাময়ী—সেবাদির জন্য নিজের তীব্র লালসা জ্ঞাপন ; "কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।" ইত্যাদি। কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন। রতন-বেদীর পরে বসাব দুজন ॥ শ্যাম-গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ।" ইত্যাদি।

দণ্ডবৎ-নতি—দণ্ডের মত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণতি। একটী দণ্ড ভূমিতে পতিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অংশই মাটীর সঙ্গে স লগ্ন হয়, কোনও অংশই মাটী হইতে উপরে উঠিয়া থাকেনা, সেইরূপ ; যেরূপ ভাবে নমস্কার করিলে দেহের সমস্ত অংশই মাটীর সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়, কোনও অংশই উপরে উঠিয়া থাকেনা, তাহাকে দণ্ডবৎ নতি বলে। "দণ্ডবৎ" শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম। নতি শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দেহ ও মন উভয়েরই নত অবস্থা দরকার, কেবল দেহকে মাটিতে ফেলিয়া নমস্কার করিলেই হইবে না, মনকেও শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া দিতে হইবে। **অভ্যুত্থান**—সম্যক্‌রূপে গাত্রোত্থান ; কোনও সাধক হয়ত বসিয়া আছেন, এমন সময় আর কেহ যদি শ্রীমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসেন, তাহা হইলে সেই সাধক-ভক্তের কর্ত্তব্য হইবে—দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। ইহাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য। **অনুব্রজ্যা**—শ্রীমূর্ত্তি কোনও স্থানে যাইতেছেন দেখিলে, তাঁহার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করা। **তীর্থগৃহে গতি**—শ্রীভগবৎ-তীর্থে অর্থাৎ ধামাদিতে গমন এবং শ্রীশ্রীভগবদ্-গৃহে অর্থাৎ শ্রীমন্দিরাদিতে গমন, শ্রীভগবদ্দর্শনের উদ্দেশ্যে।

৬৯। **পরিক্রমা**—প্রদক্ষিণ ; শ্রীমূর্ত্তিকে ডাইন দিকে রাখিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে তাঁহার চারিদিকে ভ্রমণ ; প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির দিকে মুখ রাখিয়া চলিতে হইবে, যেন শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাতে না থাকেন ; শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কর্ত্তব্য। শ্রীহরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করা বিধেয়। **স্তব-পাঠ**—শ্রীভগবানের মহিমাদি-ব্যঞ্জক উক্তিকে স্তব বলে। শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে, অথবা অন্যত্র শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া স্তব পাঠ কর্ত্তব্য। **জপ**—যেইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, কেবল মাত্র নিজের কর্ণগোচর হয়, অপরে শুনিতে পায় না, সেই অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে। "মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে" ভক্তিরসামৃত ॥ ১।২।৬৫ ॥ ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে। **সঙ্কীর্ত্তন**—নাম, গুণ, লীলাদির উচ্চ কথনকে কীর্ত্তন এবং বহুলোক মিলিয়া খোল করতালাদি যোগে কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে। **ধূপ-মাল্য-গন্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী ধূপের গন্ধ সেবন, প্রসাদী মাল্যাদির গন্ধ সেবন ও কণ্ঠে ধারণ এবং প্রসাদী চন্দনপুষ্পাদির গন্ধ সেবন।

আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন। | নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥ ৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মহাপ্রসাদ ভোজন—শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদি সেবন। অনিবেদিত কোনও দ্রব্য ভোজন করিবে না। তুলসী-মিশ্রিত মহাপ্রসাদ চরণামৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করার বিশেষ ফল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্। যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতোমুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্॥ ভ, র, সি, ১।২।৬৮॥" মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; ইহাতে প্রাকৃত অন্নাদি-বুদ্ধি অপরাধ-জনক। শুষ্ক হউক, পচা হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, কালাকাল বিচার না করিয়া প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য (অবশ্য শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে না, শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলে, দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া পরের দিনের জন্ম রাখিয়া দিবে।) একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন; সার্ব্বভৌম তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতেছিলেন; এমন সময় প্রভু তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্ব্বভৌম তখনই—যদিও তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাসিমুখ ধোওয়া হয় নাই, স্নান করা হয় নাই, ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাদি করা হয় নাই, তথাপি তখনই—"শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈ র্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥"—এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রসাদে দেশকালাদির বিচার নাই। মহাপ্রসাদ প্রাকৃত অন্ন নহে বলিয়া কোনরূপেই অপবিত্র হয় না, কুক্কুরের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদও বৈষ্ণবের অবজ্ঞার বস্তু নহে। মহাপ্রসাদ-ভোজনে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, "উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েমহি। শ্রী ভা, ১১।৬।৪৬॥" মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যে অন্য কামনা দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনা পুষ্টিলাভ করে; "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্। শ্রী, ভা, ১০।৩১।১৪॥" ভক্তি পুষ্টিলাভ করে।

৭০। **আরাত্রিকাদি**—আরাত্রিক দর্শন ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। **আরাত্রিক**—নীরাজন; আরতি। অযুগ্ম-সংখ্যক কর্পূর-বাতি বা ঘৃত-বাতি দ্বারা স্বর্ণাদি নির্ম্মিত পবিত্র পাত্রে এবং সজল-শঙ্খাদি দ্বারা বাদ্যাদি সহযোগে শ্রীহরির আরতি করিতে হয়। আরতিকালে আরতি-কীর্ত্তন ও আরতি দর্শন বিধেয়, পাঁচটী, সাতটী, নয়টী ইত্যাদি বাতি দ্বারা শ্রীহরির চরণে চারিবার, নাভিতে একবার, বক্ষে একবার, বদনে একবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার আরতি করিবে, শঙ্খদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তিনবার আরতি করিবে। কাহারও মতে বার-সংখ্যা অন্যরূপ। **মহোৎসব**—ঝুলন, দোল, রথযাত্রাদি মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করিবে এবং যথাযোগ্যভাবে এসব উৎসবে যোগদান করিবে। পূজাদিও দর্শন করিবে। **শ্রীমূর্ত্তিদর্শন**—সাক্ষাৎ ভগবদ্জ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবে। **নিজপ্রিয় দান**—শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী বস্তু সমূহের মধ্যে যে বস্তু নিজের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তাহা শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। **ধ্যান**—শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তনকে ধ্যান বলে। 'ধ্যানং রূপগুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্। ভ, র, সি, ১।২।৭৭॥" রূপ-ধ্যান:—নানাবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত শ্রীভগবানের চরণের নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীবদনচন্দ্র পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিবে। গুণধ্যান:—শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য, অপার করুণা প্রভৃতি গুণের চিন্তা করিবে। লীলাধ্যান:—একাগ্রচিত্তে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মধুরলীলাসমূহ চিন্তা করিবে। সেবাদিধ্যান:—মনঃকল্পিত উপচারাদি দ্বারা সানন্দ-চিত্তে শ্রীহরির সেবাদি, ও তাঁহার পরিচর্য্যাদি চিন্তা করিবে। মানসিক পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একটী সুন্দর কাহিনী আছে। প্রতিষ্ঠান-পুরের কোনও এক অতি দরিদ্র সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ বিজ্ঞতম বিপ্রদিগের সভায় জানিতে পারিলেন যে, মানসিক পরিচর্য্যা দ্বারাও শ্রীভগবানের সেবা হইতে পারে। ইহা জানিয়া তিনি মানসিক-সেবা আরম্ভ করিলেন। তিনি গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিতেন, তারপর নির্জ্জনস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া মনে মনে অতি দিব্য

'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। | এই চারি-সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্রীমন্দিরে শ্রীহরিকে স্থাপন করিতেন; মনে মনে দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি করিতেন তারপর প্রণিপাত পূর্ব্বক দিব্য স্বর্ণ-রত্ন-নির্ম্মিত কলসীযোগে গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ হইতে জল আনয়ন করিয়া এবং গন্ধ, পুষ্প তুলসী, উপাদেয় ও বহুমূল্য ভোজ্য বস্তু প্রভৃতি পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহারাজোপচারে শ্রীহরির স্নানাদি আরাত্রিক পর্য্যন্ত সমস্ত সেবা সমাপন করিতেন; মানসে প্রতিদিন এইরূপ করিতে করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন মানসে সঘৃত-পরমান্ন পাক করিয়া স্বর্ণপাত্রে তাহা স্থাপন করিয়া শ্রীহরির ভোগের জন্য তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন; পরমান্ন অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল, অঙ্গুলিদ্বারা শীতল হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার মনে হইল, অঙ্গুলি পুড়িয়া গিয়াছে; তাহাতে পরমান্ন অপবিত্র—সুতরাং শ্রীহরির ভোগের অনুপযোগী—হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহার অন্তর্দ্দশা ছুটিয়া গেল; যখন বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন তখন দেখিলেন—বাস্তবিকই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের এই ব্যাপার অবগত হইয়া বৈকুণ্ঠপতি শ্রীহরি হঠাৎ হাস্য করিলেন; লক্ষ্মী প্রভৃতি তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর না দিয়া তিনি নিজের বিমান পাঠাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিলেন, এবং প্রেয়সীর নিকট সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীহরি ব্রাহ্মণকে বৈকুণ্ঠ-বাসের অধিকার দিলেন।

মানসিক পরিচর্য্যার এইরূপই মাহাত্ম্য। যথাবস্থিত দেহে অর্থাদির অসচ্ছলতাবশতঃ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া কেহই সেবা করিতে পারেন না; কিন্তু মানসিক সেবায় কিছুরই অভাব হয় না। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন, "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা।" "যাদৃশী ভাবনী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" **তদীয় সেবন**—শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় শ্রীভগবৎ-প্রিয় বস্তুর—যথা, তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, শ্রীভাগবত-প্রভৃতির যথাযোগ্য ভাবে সেবা।

৭১। তদীয়—পূর্ব্বপয়ারে যে "তদীয় সেবন" বলা হইয়াছে, "তদীয়"-শব্দে কি কি বুঝায়, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন। তদীয়-শব্দের সাধারণ অর্থ—তাঁহার; এখানে ইহার অর্থ—শ্রীভগবান্ আপনার বলিয়া যাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত এই চারি বস্তুই তদীয়-শব্দবাচ্য। **তুলসী**—তুলসী শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী; কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী। ভক্তবৎসল শ্রীহরি কাহারও নিকট হইতে একপত্রমাত্র তুলসী পাইলেই এত প্রীত হয়েন যে, তাহার নিকটে আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। "তুলসী-দল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোভক্তবৎসলঃ।"—বিষ্ণুধর্ম্মবচন॥ তুলসী ব্যতীত সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইতে পারে না। "ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন বিনা তুলসী প্রভু একু নাহি মানি।" তুলসীর দর্শনে অখিল পাতক বিনষ্ট হয়, স্পর্শে দেহ পবিত্র হয়, বন্দনায় রোগসমূহ দুরীভূত হয়, তুলসীমূলে জলসেচনে শমন-ভয় দূর হয়; তুলসীর রোপণে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী অর্পিত হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। "যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী। রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী॥ প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা। ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস॥ ৯।৩৩॥" চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তুলসী-পূজাদির অধিকার শাস্ত্রে দেখা যায়। "চতুর্ণামপি বর্ণনামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ। স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥ তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ। আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।৩৬ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন॥

তুলসীর উপাসনা নয় রকমের; যথা, প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন বা ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, জলসেচনাদিদ্বারা সেবা ও গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা। "দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা। রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে। যুগকোটি সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।" হঃ ভঃ বিঃ॥ ৯।৩৮॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বৈষ্ণব—বৈষ্ণব সেবা। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। শ্রীভগবানের নাম ও রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শুনাইয়া বৈষ্ণবের প্রীতিবিধানও বৈষ্ণবসেবার একটী মুখ্য অঙ্গ। শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষাও ভক্ত-পূজার মাহাত্ম্য অধিক, ইহা শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন, "মদ্ভক্তপূজাভ্যোঽধিকা॥ শ্রীভা, ১১।১৯।২১" "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং-বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি বৈষ্ণবানাং সমর্চ্চনম্॥" ভ, র, সি, ১।২।৯৯ ধৃত পাদ্মবচন॥ বৈষ্ণবের পূজায় ভগবচ্চরণে রতি জন্মে; "যংসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ৩।৭।১৯॥" বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনদানাদিতে দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন তো করেই, স্মরণ মাত্রেই গৃহও পবিত্র হয়। "যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনঃ দর্শনস্পর্শপাদ-শৌচাসনাদিভিঃ॥ শ্রীভা, ১।১৯।৩৩॥" "গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাৎ পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তব গুণ॥"—শ্রীল ঠাকুরমহাশয়॥ "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব এই তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।১।১।৪॥" যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের ভজন করেন, কিন্তু বৈষ্ণবের সেবা করেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্ত পদবাচ্য নহেন; কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবেরও ভজন করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক শ্রীভগবানের ভক্ত—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। 'যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ; মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৯৮ ধৃত আদিপুরাণ বচন॥" বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ভক্তিলাভ হইতে পারেনা। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—'কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥' যাঁহারা বৈষ্ণবের চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন না; "আশ্রয় লইয়া ভজে, কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ॥"

মথুরা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'কুর্য্যাদ্বাসঃ ব্রজে সদা"—এই উক্তির সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে মথুরা-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অপার-মাধুর্য্যময়ী লীলার স্থান ব্রজমণ্ডলকেই বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে যত তীর্থ আছে, মথুরা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, সমুদয় তীর্থসেবনেও যে পরমানন্দময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি সুদুর্লভা-ই থাকিয়া যায়, মথুরার স্পর্শমাত্রেই তাহা লাভ হয়। "ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভাহি যা। পরমানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরা-স্পর্শমাত্রতঃ॥ ভ, র, সি, ।১।২।৯৫॥" মথুরামাহাত্ম্যাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মথুরাধামের স্মৃতি, মথুরাবাসের বাসনা, মথুরা-দর্শন, মথুরা-গমন, মথুরা-ধামের আশ্রয়গ্রহণ, মথুরাধামের স্পর্শ, এবং মথুরার সেবা—জীবের অভীষ্টদ হইয়া থাকে। 'শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতাচ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥ ভ, র, সি, ১।২।৯৬।"

ভাগবত—শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভগবল্লীলা-বিষয়ক গ্রন্থাদির সেবা। ভাগবত গ্রন্থাদির পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বর্ণন, ভগবদ্বুদ্ধিতে গন্ধ-পুষ্পতুলসী-আদির দ্বারা পূজা—এই সমস্তই ভাগবত-সেবা। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত লীলা-কথাদির শ্রবণে ও বর্ণনে হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়, শীঘ্রই ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয়; "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগং আশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"যদিও না বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় তাতে হিত। ২।২।৭৪॥" আবার "শুনিলে চৈতন্যলীলা, ভক্তিলভ্য হয়।" রসিক এবং সজাতীয়-আশয়যুক্ত ভক্তের সহিতই ভগবৎ-লীলা-গ্রন্থাদির আস্বাদন করিবে (শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৩॥); শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দচরণে যাঁহার রতি আছে এবং শ্রীগৌরলীলায় ও শ্রীগোবিন্দলীলায় যাঁহার প্রবেশ আছে, যিনি শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলারসে নিমগ্ন, তিনিই রসিক ভক্ত।

এই চারি সেবা—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত, এই চারি বস্তুর সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন।

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥ ৭২

সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭২। **কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা**—কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত; অখিল-চেষ্টা অর্থ—সমস্ত কার্য্য। লৌকিক ব্যবহারে, বা অঙ্গ অনুষ্ঠানে যাহা কিছু করিবে, তৎ-সমস্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল হয়। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহা ভজনের অনুকূল নহে, তাহা কখনও করিবেনা। **তৎকৃপাবলোকন**—কবে আমার প্রতি পরম-করুণ শ্রীভগবানের দয়া হইবে, এইরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। অথবা, প্রত্যেক কার্য্যেতেই শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করা; নিজের সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখ সমস্তই মঙ্গলময় ভগবান্ আমার মঙ্গলের জন্যই কৃপা করিয়া বিধান করিয়াছেন, এইরূপ মনে করা। **জন্মদিনাদি মহোৎসব ইত্যাদি**—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা প্রভৃতি জন্মযাত্রা এবং অন্যান্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসব, বৈষ্ণব-বৃন্দ সহ অনুষ্ঠান করা। এ সব উৎসবে নিজের বৈভব বা অবস্থার অনুরূপ দ্রব্যাদির যোগাড় করিবে।

৭৩। **সর্ব্বথা শরণাপত্তি**—কায়-মনোবাক্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। ২।২২।৫৩-৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কার্ত্তিকাদি-ব্রত—কার্ত্তিক-মাসে নিয়ম-সেবাদি ব্রত। কার্ত্তিক-মাসে ভগবদুদ্দেশ্যে অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীভগবান্ তাহা বহু বলিয়া স্বীকার করেন। "যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ। তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৯৯ ধৃত পাদ্মবচন॥" শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মসেবা-ব্রতের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। অন্যত্র পূজিত হইলে শ্রীহরি সেবকদিগের ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আত্মবশ্যকরী ভক্তি সহজে প্রদান করেন না; কিন্তু কার্ত্তিকমাসে একবার মাত্র মথুরায় শ্রীদামোদর সেবা করিলেই, তাদৃশী সুদুর্লভা হরিভক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। "ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্রসেবিনম্। ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতোবশ্যকরী হরেঃ॥ সাত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-সেবনাৎ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১০০। ধৃত-পাদ্ম বচন॥"

চতুঃষষ্টি ইত্যাদি—চৌষট্টী-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে পরম-ফল শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়।

এই পয়ার পর্য্যন্ত যে কয়টী ভক্তি-অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে বস্তুতঃ চৌষট্টিটী হয় না; ৬০-৬৬ পয়ারে কুড়িটী প্রারম্ভিক অঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে; তাহার পরে ৬৭-৭৩ পয়ার পর্য্যন্ত মোট আটত্রিশটী অঙ্গের উল্লেখ আছে; সর্ব্বশুদ্ধ হইল আটান্নটী অঙ্গ। চৌষট্টির বাকী থাকে আরও ছয়টী অঙ্গ। পরবর্ত্তী ৭৪ পয়ারে উল্লিখিত পাঁচটী অঙ্গ বস্তুতঃ স্বতন্ত্র অঙ্গ না হইলেও সেইগুলিকে যদি স্বতন্ত্র মনে করা যায়, তাহা হইলেও তেষট্টিটী অঙ্গ হয়,—এক অঙ্গ কম হয়; প্রথমোক্ত বিশটী অঙ্গকে ভাঙ্গিয়া অর্থ করিলে একুশ করা যায়—তাহাতে চৌষট্টি অঙ্গ পূর্ণ হইতে পারে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত তালিকার সহিত মিলাইলে দেখা যায়, (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), নিম্নলিখিত ছয়টী অঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হয় নাই—(১) শ্রীহরিমন্দিরাখ্য তিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, (২) শরীরে শ্রীহরিনামাক্ষরাদি লিখন, (৩) চরণামৃতের আস্বাদ গ্রহণ (৪) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, (৫) সজাতীয় আশয়যুক্ত সাধুর সঙ্গ (৭৪ পয়ারে ইহার উল্লেখ আছে) এবং (৬) নির্ম্মাল্য ধারণ। এই ছয়টী যোগ করিয়া লইলে চৌষট্টি অঙ্গ হইতে পারে।

যাহা হউক, এস্থলে চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির কথা বলা হইলেও তাহাদের মধ্যে ৬৭ পয়ারোক্ত নয়টীই প্রধান; বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র নববিধা ভক্তিরই উল্লেখ পাওয়া যায় (শ্রীভা ৭।৫।২৩); চিন্তা করিলে বুঝা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে আচারাঙ্গগুলি ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গসমূহ উক্ত নববিধা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র নহে, নববিধা ভক্তিরই আনুষঙ্গিক বা অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম বিশটী অঙ্গ প্রায়শঃ আচারস্থানীয়—গ্রহণাত্মক আচার দশটী এবং বর্জ্জনাত্মক আচার দশটী (২।২২।৬৬ পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য)। ৬৭ পয়ারেই নববিধা

'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥' ৭৪

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, ৬৯ পয়ারোক্ত সঙ্কীর্ত্তন—নবাঙ্গ ভক্তির কীর্ত্তনাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; তৎকৃপাবলোকন ও শরণাপত্তি—আত্মনিবেদনের অন্তর্ভুক্ত; আর অন্যান্য অঙ্গগুলি পরিচর্য্যা বা পাদসেবনেরই অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত অনুষ্ঠানাঙ্গগুলি যদি পূর্ব্বে ভগবানে অর্পিত হইয়া তাহার পরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা ভক্তি-অঙ্গ বলিয়া কথিত হইবে, অন্যথা নহে। (২।১।১৮-১৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে—এসমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে যদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত না থাকে (২।২২।৫৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য), যদি সাক্ষাদ্-ভজনে প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে সাধনের সাসঙ্গত্ব বিদ্যমান থাকিবে না, সাধনও ফলপ্রদ হইবে না (১।৮।১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য এবং ভূমিকায় "সাধনভক্তির প্রাণ"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৭৪-৭৫। চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনের মধ্যে পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু, এই পাঁচটীর অল্পসঙ্গ (অল্পমাত্রায় অনুষ্ঠান) হইলেও সাধকের চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে। সেই পাঁচটী এই—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা।

সাধুসঙ্গ—সজাতীয়-আশয়-যুক্ত, আপন হইতে উচ্চ অধিকারী এবং স্নিগ্ধপ্রকৃতি সাধুর সঙ্গ করাই বিধি। পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের কোনও একই ভাবের সাধক যাঁহারা, তাঁহাদিগকে সজাতীয়-আশয়-যুক্ত বলা যায়। নিজে যে ভাবের সাধক, ঠিক সেই ভাবের উপাসক যে সাধু, তাঁহার সঙ্গ করিলেই নিজের ভাবের পুষ্টি হইতে পারে; এ বিষয়ে উপরোক্ত ৬১ পয়ারের গুরুপাদাশ্রয়-শব্দের টীকায় চতুর্থ দফায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। সাধুর নিকটে যাইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিবে। পাদ-সম্বাহনাদি পরিচর্য্যাদ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া বিনীত ভাবে নিজের জিজ্ঞাস্য বিষয় তাঁহার চরণে জ্ঞাপন করিবে; এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ ইষ্টগোষ্ঠিও চলিতে পারে।

নামকীর্ত্তন—শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম হরিনাম-কীর্ত্তন। শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের মুখ্য ফল পাইতে হইলে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। প্রথমতঃ—যাহাতে নামাপরাধাদি না হইতে পারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে, নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, অধম, তৃণ হইতেও নীচ মনে করিবে; তরুর মত সহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিবে, (কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া বরং তাহার মঙ্গলের চেষ্টা করিবে; গাছের ডাল যে কাটে, গাছ তাহাকেও ছায়া, পুষ্প ও ফল দেয়; প্রেমভক্তি-ব্যতীত অপর কোনও বস্তু কাহারও নিকটে প্রার্থনা করিবে না; রৌদ্রে পুড়িয়া মরিলেও গাছ কাহারও আশ্রয় ভিক্ষা করে না; শীত-বৃষ্টি-রৌদ্র সহ্য করিয়া গাছ সর্ব্বদাই নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে; সাধকেরও—সুখ-দুঃখ আপদ-বিপদ সমস্তই—"আমার স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত ফল, আমারই ভোগ্য, ভোগ হইয়া গেলেই আমার মঙ্গল"—এইরূপ মনে করিয়া অবিচলিত চিত্তে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করা উচিত; দুঃখদৈন্যাদি হইতে মুক্তিলাভের জন্য ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়-প্রার্থী হওয়া সঙ্গত হইবে না)। নিজে কাহারও নিকট সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; অপর কেহ অসম্মান করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইবে—আমার যোগ্য ব্যবহারই সে আমার প্রতি দেখাইয়াছে—ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে; পরন্তু সকলকেই—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি" সকলকেই- যথাযোগ্য সম্মান দিবে। তৃতীয়তঃ, সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া প্রেমগদ্‌গদ কণ্ঠে শ্রীহরিনাম করিতে চেষ্টা করিবে, এবং "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি;"—এইভাবে ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করিবে। চতুর্থতঃ, শ্রীনামই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন—এই জ্ঞানে নাম করিবে এবং নামকীর্ত্তন-কালে মনে করিবে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতেই নামকীর্ত্তন হইতেছে, অথবা নামের

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।৪৩)—
শ্রদ্ধাবিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥ ৫৫
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥ ৫৬ ॥
তথাহি তত্রৈব (১।২।১১০)—
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সংবন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ ৫৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধাবিশেষতঃ মহাগাঢ়শ্রদ্ধাকরণেন শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রীবিগ্রহাদেঃ সেবাবিধানে। শ্রীমন্মথুরা-মণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনে ॥ শ্লোকমালা ॥ ৫৫

সজাতীয়েতি। সাধৌ সামীপ্যং সঙ্গঃ কথনোপবেশনাদি কর্ত্তব্যম্। কথম্ভুতে সাধৌ স্বতোবরে আত্মনোঽধিকে। পুনঃ কথম্ভুতে সজাতীয়াশয়ে স্বসমানান্তঃকরণে। পুনঃ কথম্ভুতে স্নিগ্ধে মহাশীতলস্বভাবে রসিকৈঃ সহ সাধুজনৈঃ সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাং আস্বাদনং কর্ত্তব্যম্ ॥ ৫৬

সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাম্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিম্বা নামাক্ষর চিন্তা করিতে করিতেও নামকীর্ত্তন প্রশস্ত; এরূপস্থলে নামাক্ষরগুলিকে বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় চিন্তা করিবে। পঞ্চমতঃ, নাম আরম্ভ করার পূর্ব্বে, যিনি শ্রীনামে সর্ব্ব-শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন—সেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করিবে এবং "জয়গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র। গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥"—ইত্যাদিরূপে পঞ্চতত্ত্বের নাম কয়েক বার জপ করিয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। ষষ্ঠতঃ, শ্রীনামের চরণে এইভাবে প্রার্থনা করিবে, "শ্রীহরিনাম, তুমি স্বপ্রকাশ বস্তু। তুমি কৃপা করিয়া যাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হও, একমাত্র সে-ই তোমার কীর্ত্তন করিতে পারে, অপর কেহ শত চেষ্টাতেও পারে না। তুমি পরম দয়াল, আমি মহা-অপরাধী। কৃপা করিয়া আমার জিহ্বায় নৃত্য কর, হৃদয়ে স্ফুরিত হও। তুমি চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন-সদৃশ; কৃপা করিয়া আমার অপরাধ-মলিন চিত্তের মলিনতা দূর কর। তুমি আনন্দ-স্বরূপ, আমার চিত্তে আনন্দ-কণিকা স্ফুরিত করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর"। সপ্তমতঃ, নাম নিজের কাণে শুনা যায়, এই ভাবে কীর্ত্তন করিলে অন্যদিকে মন যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে। ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেব যে ভাবে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দেন, সেইভাবে কীর্ত্তন করাই সঙ্গত। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যানুসারে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের রূপ-গুণ-লীলাদি-ব্যঞ্জক বহু নামের মধ্যে যে নাম সাধকের প্রিয়, সেই নামকীর্ত্তনের বিধানও দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রেমভক্তি-লাভেচ্ছুর পক্ষে তারক-ব্রহ্মনামের কীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট। তপন-মিশ্রকে তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করিয়া প্রভু বলিয়াছেন—এই নাম জপ করিতে করিতেই প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে।

ভাগবতশ্রবণ ও মথুরাবাস—পূর্ব্ববর্ত্তী ১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যথাবস্থিতদেহে ব্রজবাসের সামর্থ্য না থাকিলে অন্ততঃ মানসেও সেস্থানে বাসের চেষ্টা করিবে।

শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন মনে করিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মনে করিয়া প্রীতি ও ভক্তির সহিত সেবা করিবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর—উভয় স্বরূপই সমভাবে সেবনীয়।

এই দুই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৫৫-৫৭ অন্বয়। শ্রদ্ধাবিশেষতঃ (বিশেষ—মহাগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত) শ্রীমূর্ত্তেঃ (শ্রীমূর্ত্তির) অঙ্ঘ্রিসেবনে (চরণ-সেবায়) প্রীতিঃ (প্রীতি), নামসঙ্কীর্ত্তনং (নামসঙ্কীর্ত্তন), শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে (শ্রীব্রজধামে) স্থিতিঃ (বাস), সজাতীয়াশয়ে (নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট) স্নিগ্ধে (স্নিগ্ধস্বভাব) স্বতঃ (নিজের অপেক্ষা) বরে (শ্রেষ্ঠ) সাধৌ সঙ্গঃ (সাধু সঙ্গ—সাধুর সহিত কথোপকথনাদি), রসিকৈঃ সহ (রসজ্ঞ সাধুর সহিত) শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাং

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতের অর্থের) আস্বাদঃ (আস্বাদন)। দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যে (দুর্জ্ঞেয় এবং অদ্ভুত প্রভাবশালী) অস্মিন্ (এই) পঞ্চকে (পাঁচটী ভজনাঙ্গে) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) দুরে) (দূরে) অস্ত (থাকুক), যত্র (যাহাতে—যে পাঁচ অঙ্গে) স্বল্পঃ অপি (অতি অল্পও) সম্বন্ধঃ (সম্বন্ধ) সদ্ধিয়াং (নিরপরাধচিত্ত ব্যক্তিদের) ভাবজন্মনে (ভাবের—কৃষ্ণপ্রেমের —জন্মবিষয়ে যথেষ্ট)।

অনুবাদ। বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির চরণ-সেবনে প্রীতি করিবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবে এবং শ্রীমথুরা-মণ্ডলে (শ্রীবৃন্দাবনে) বাস করিবে। নিজের তুল্য বাসনাযুক্ত (সমভাবাপন্ন) ও আপনা হইতে উচ্চ অধিকারী—এইরূপ স্নিগ্ধ-প্রকৃতি সাধুর (সহিত কথাবার্ত্তা-উপবেশনাদিরূপ) সঙ্গ করিবে। রসিক (লীলা-রসজ্ঞ ও লীলা-রসাস্বাদনে অধিকারী) ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবত-অর্থাদির আস্বাদন করিবে। (সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবন—এই পাঁচটী) দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য্য-প্রভাবশালী ভজনাঙ্গে,—শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, —অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তিগণের চিত্তে অচিরাৎ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ৫৫-৫৭

প্রথম শ্লোকে শ্রীমূর্ত্তিসেবা-সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার - মহাগাঢ় শ্রদ্ধার—কথা বলা হইয়াছে। "আমি যে শ্রীবিগ্রহের সেবাবিধান করিতেছি, ইনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমামাত্র নহেন—আমার প্রতি কৃপা করিয়া এস্থানে আবির্ভূত হইয়াছেন"—মনে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চিত বিশ্বাসই শ্রীমূর্ত্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা; এইরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তাঁহারই শ্রীমূর্ত্তিসেবা সার্থক—বস্তুতঃ তাঁহারই বোধ হয় শ্রীমূর্ত্তিসেবার অধিকার আছে। শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ-ভগবদ্‌বুদ্ধি যাঁহার জন্মে নাই, তাঁহার পক্ষে শ্রীমূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোনও শক্তিধর মহাপুরুষের—পরমভাগবতের—কৃপাব্যতীত শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবদ্‌বুদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে; সম্ভবতঃ এজন্যই অর্চ্চন-মার্গের সাধকের পক্ষে দীক্ষাগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে—দীক্ষাব্যতীত মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনে অধিকার জন্মেনা—একথা বলা হইয়াছে (হ. ভ. বি. ২।৩)। এই বিধানের তাৎপর্য্য এই যে - শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবদ্‌বুদ্ধি জন্মিতে পারে—এইরূপ ভগবদ্‌বুদ্ধি স্ফুরিত হইলেই শ্রীবিগ্রহসেবায় জীবের অধিকার জন্মিতে পারে; যে পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহে—ভগবদ্‌বুদ্ধি না জন্মিবে—এই শ্রীবিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান্, মনে প্রাণে এইরূপ অনুভূতি না জন্মিবে—সেই পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহসেবায় প্রবৃত্ত না হওয়াই বোধ হয় শাস্ত্রের অভিপ্রায়; কারণ, ভগবদ্‌বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহে প্রতিমাবুদ্ধি আসিতে পারে, তাহা আসিলে শ্রীবিগ্রহের নিকটে অপরাধের আশঙ্কা আছে। শ্রীনামকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান সকল অবস্থাতেই করা যায়; শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদিরও অপেক্ষা নাই (২।১৫।১০৯)। সুতরাং শ্রীবিগ্রহে ভগবদ্‌বুদ্ধি জন্মিবার পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহ-সেবা আরম্ভ না করিয়া নামকীর্ত্তনাদি অন্য কোনও অঙ্গের অনুষ্ঠানও করা যাইতে পারে, এক অঙ্গের সাধনেও যখন পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে, তখন অর্চ্চনাঙ্গের অবশ্যকর্ত্তব্যতাও দৃষ্ট হয় না (২।১৫।১০৯ পয়ার এবং ২।১৫।২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যিনি নিজের সমান অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা সমভাবাপন্ন, যিনি স্নিগ্ধপ্রকৃতি বা পরমশীতল-স্বভাব এবং যিনি নিজের অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী, তাঁহার সঙ্গ করিবে। সমভাবাপন্ন হওয়া কেন দরকার, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬১-পয়ারে "গুরু পাদাশ্রয়" শব্দের টীকার চতুর্থ দফায় আলোচিত হইয়াছে। স্নিগ্ধস্বভাব বলার হেতু এই যে—যাঁহার সঙ্গ করা হইবে, তিনি যদি রুক্ষ-প্রকৃতির লোক হয়েন, কথায়-কথায় তিনি চটিয়া উঠিতে পারেন, বিরক্ত বা রুষ্ট হইতে পারেন—তাহা হইলে লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী থাকিবে। আর যদি উদাসীন-প্রকৃতির লোকও হয়েন, আমার প্রতি যদি তাঁহার কোনও স্নেহ বা করুণার ভাব না থাকে, তাহা হইলেও আমার সহিত আলাপাদিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ না করিতে পারেন, আমার প্রতি কৃপা করার জন্যও তিনি উন্মুখ না হইতে

এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥ ৭৬
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥ ৭৭

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৯)
পদ্যাবল্যাম্ (৫৩)—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্-
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতি-
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা ॥ ৫৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

শ্রীবিষ্ণোরিতি। নবলক্ষণায়াঃ সাধনভক্তেরেকতরায়া অনুষ্ঠানেনাপি কৃষ্ণপ্রাপ্তি র্ভবেং তদেব দর্শয়তি শ্রীপরীক্ষিদাদীনাং দৃষ্টান্তৈঃ ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারেন। আর উচ্চ-অধিকারী বলার তাৎপর্য্য এই যে—যিনি আমা-অপেক্ষা উচ্চ অধিকারী হইবেন, তিনিই আমার প্রতি কৃপা করিতে সমর্থ হইবেন।

তৃতীয় শ্লোকে **সদ্ভিয়াং**—নিরপরাধ ব্যক্তিদের—বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের চিত্তে অপরাধ আছে, তাঁহাদের চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইবে না—যে পর্য্যন্ত অপরাধ থাকে, সে পর্য্যন্ত হইবে না।

৭৪-৭৫ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই তিন শ্লোক।

৭৬। উল্লিখিত ভক্তি-অঙ্গসমূহের এক অঙ্গের সাধনে যে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাই বলিতেছেন।

নিজ-নিজ রুচি-অনুসারে কোন কোন সাধক উল্লিখিত ভক্তি-অঙ্গসমূহের বহু অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, আবার কোন কোন সাধক বা মাত্র এক অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন।

নিষ্ঠা হইলে ইত্যাদি—এক অঙ্গই হউক, কি বহু অঙ্গই হউক, সাধন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা জন্মিবে (২।২৩।৭) এবং নিষ্ঠা জন্মিলেই ক্রমশঃ রুচি, আসক্তি এবং তৎপরে প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে, পরে যথাসময়ে প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এক অঙ্গের সাধনেও যে চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে, তাহাই এই পয়ারে বলা হইল। বলাবাহুল্য, যিনি এক বা একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনিও যেন অন্যান্য অঙ্গের প্রতি—তিনি যে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন না, সেই সকল অঙ্গের প্রতি—অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন।

অথবা নিষ্ঠা হৈলে ইত্যাদি—এক (বা একাধিক) অঙ্গেও যদি সাধকের নিষ্ঠা জন্মে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত যদি এক অঙ্গেরও (বা একাধিক অঙ্গেরও) অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও যথাসময়ে চিত্তে প্রেমের উদয় হইতে পারে; সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই।

এক-অঙ্গ-সাধন-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,—মুখ্য-অঙ্গ সমূহের এক অঙ্গ; "সা ভক্তিরেক-মুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা। স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিরুদ্ভবেৎ ॥ ১।২।১২৮॥" যে সকল অঙ্গ দ্বার-স্বরূপ, সেই সকল অঙ্গ ব্যতীত অন্য অঙ্গসমূহই মুখ্য অঙ্গ; তাহাদের মধ্যে আবার নববিধা-ভক্তিই তাহাদের সার এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধুসঙ্গাদি পাঁচ অঙ্গকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; সুতরাং এই নব অঙ্গ বা পঞ্চ-অঙ্গই মুখ্যতম। এক অঙ্গ সাধনে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্লোকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা-ভক্তির উল্লেখই করিয়াছেন (শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতিত্যাদি শ্লোকে)। সুতরাং এক অঙ্গ-দ্বারা, নববিধা-ভক্তি অঙ্গের কোনও অঙ্গই যেন শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

শ্লো। ৫৮। অন্বয়। শ্রীবিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর—নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির) শ্রবণে (শ্রবণে) পরীক্ষিৎ

অম্বরীষাদি ভক্তের বহু-অঙ্গ-সাধন ॥ ৭৮

তথাহি (ভাঃ ৯।৪।১৮—২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥ ৫৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তিমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবৎপরত্ব-কথনেন প্রপঞ্চয়তি স বা ইতি ত্রিভিঃ। শ্রুতিং শ্রোত্রম্ অচ্যুতস্য সৎকথানামুদয়ে শ্রবণে চ-কারেত্যস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥ স্বামী। ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(মহারাজ পরীক্ষিৎ), কীর্ত্তনে (কীর্ত্তনে) বৈয়াসকিঃ (ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব), স্মরণে (স্মরণে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ), তদঙ্ঘ্রি ভজনে (শ্রীবিষ্ণুর চরণ-সেবায়) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মী), পূজনে (পূজায়—অর্চ্চনে) পৃথুঃ (মহারাজ পৃথু), অভিবন্দনে (বন্দনে) অক্রূরঃ (অক্রূর), দাস্যে (দাস্যে) কপিপতিঃ (হনুমান্), সখ্যে (সখ্যে) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন), সর্ব্বস্বাত্ম-নিবেদনে (সর্ব্বস্বের সহিত আত্মনিবেদনে) বলিঃ (বলি) অভূৎ (কৃতার্থ হইয়াছিলেন)। এষাং (ইঁহাদের) পরা (সর্ব্বোত্তমা) কৃষ্ণাপ্তিঃ (কৃষ্ণপ্রাপ্তি) অভবৎ (হইয়াছিল)।

অনুবাদ। শ্রীবিষ্ণুর নামগুণলীলাদির শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী পাদ-সেবনে, রাজা পৃথু পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে, এবং বলিরাজা সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদনে—ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন। ৫৮

পরীক্ষিতাদি এক এক অঙ্গের সাধনেই শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন—তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল। এইরূপে এই শ্লোক ৭ -পয়ারের প্রমাণ;

এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাঁহারা এক অঙ্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া এই শ্লোকে লক্ষ্মী, অর্জ্জুন ও হনুমানের নাম কেন উল্লিখিত হইল? ইঁহারা তো সাধনসিদ্ধ নহেন; ইঁহারা হইলেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর। উত্তর—অর্জ্জুন ও হনুমান্ নিত্যসিদ্ধ হইলেও প্রকট লীলায় তাঁহারা যখন ভগবানের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন সাধক জীবের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেরই আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেও যে ভগবৎ-চরণ-প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলেন নরলীল; তাঁহাদের পার্ষদ হনুমান্ ও অর্জ্জুন প্রকট-লীলায় মানুষের জন্য ভজনের আদর্শ দেখাইতে পারেন। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধে তো একথা বলা যায় না; শ্রীনারায়ণ যদি নরলীলা করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হইতে পারিতেন এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু নারায়ণের এই ভাবে অবতরণের কথা জানা যায় না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর একাঙ্গ সাধনের কথা এই শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল কেন? উত্তর—এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা" এবং "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই ন্যায় অনুসারে যিনি সাধকদেহে ভগবানের চরণ-সেবারূপ সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, ভগবৎকৃপায় সাধনের পরিপক্কতায় সিদ্ধ পার্ষদদেহেও তিনি চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন। পরিকরদের মধ্যে-চরণ-সেবার অধিকারীও যে আছেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবীই তাহার প্রমাণ। তিনি নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী হইলেও নারায়ণের চরণসেবাতেই তাঁহার লালসার আধিক্য। "কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥ ৩।২০।৫১ ॥"

৭৮। মাত্র এক অঙ্গের সাধনে যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিয়া—যাঁহারা

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥ ৬০
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৬১

কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥ ৭৯

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মুকুন্দস্য লিঙ্গানামালয়ানি স্থানানি তেষাং দর্শনে দৃশৌ নেত্রে। শ্রীমত্যাস্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজেন যৎ সৌরভং তস্মিন্। তদর্পিতে তস্মৈ নিবেদিতান্নাদৌ ॥ স্বামী ॥ ৬০

কামং স্রক্‌চন্দনাদিসেবাং দাস্যে নিমিত্তে তৎপ্রসাদস্বীকারায় ন তু কামকাম্যয়া বিষয়েচ্ছয়া। কথং চকার উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতির্যথা ভবেৎ তথা। অনেন চ তদ্ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতৎ স্ফুটীকৃতম্ ॥ স্বামী ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

একাধিক অঙ্গের সাধনে ভগবৎ-সেবা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা বলিতেছেন। **অম্বরীষাদি**—মহারাজ অম্বরীষপ্রমুখ ভক্তগণ।

শ্লো। ৫৯-৬১। অন্বয়। সঃ (তিনি—অম্বরীষ মহারাজ) কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে) মনঃ (মনকে), বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে (কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে) বচাংসি (বাক্যসমূহকে—বাগিন্দ্রিয়কে), হরেঃ (শ্রীহরির) মন্দির-মার্জ্জনাদিষু (শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদিতে) করৌ (হস্তদ্বয়কে), অচ্যুত-সৎকথোদয়ে (অচ্যুত ভগবানের পবিত্র কথায়) শ্রুতিং (কর্ণকে) মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে (মুকুন্দের বিগ্রহ ও মন্দিরাদি দর্শনে) দৃশৌ (চক্ষুর্দ্বয়কে), তদ্ভৃত্য-গাত্রস্পরশে (ভগবদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শে) অঙ্গসঙ্গং (অঙ্গ-সঙ্গকে), শ্রীতুলস্যাঃ (তুলসীর) তৎপাদসরোজ-সৌরভে (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের স্পর্শজনিত সৌরভে) ঘ্রাণং (নাসিকাকে), তদর্পিতে (শ্রীভগবানে নিবেদিত অন্নাদিতে) রসনাং (জিহ্বাকে), হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে (ভগবৎ-ক্ষেত্রগমনে) পাদৌ (পদদ্বয়কে), হৃষীকেশপদাভিবন্দনে (হৃষীকেশ-শ্রীকৃষ্ণের চরণবন্দনে) শিরঃ (মস্তককে), দাস্যে চ (এবং ভগবদ্দাস্যেই)—নতু কামকাম্যয়া (কিন্তু বিষয়-ভোগের উদ্দেশ্যে নহে)—কামং (স্রক্‌-চন্দনাদি-উপভোগ্য বস্তুর ভোগকে) চকার (নিয়োজিত করিয়াছিলেন)—যথা (যাহাতে) উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া (ভগবজ্জনাশ্রয়া) রতিঃ (রতি) [ভবেৎ] (জন্মিতে পারে)।

অনুবাদ। মহারাজ-অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়, অচ্যুতের পবিত্রকথায় শ্রবণ (কর্ণদ্বয়), মুকুন্দের বিগ্রহ ও শ্রীমন্দিরাদি দর্শনে নয়নদ্বয়, ভগবদ্ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ-সঙ্গ, কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌরভযুক্ত তুলসীর গন্ধে নাসিকা, কৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির গ্রহণে রসনা, ভগবৎ-ক্ষেত্রগমনে পদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং বিষয়ভোগের অঙ্গরূপে তিনি কখনও স্রক্‌-চন্দনাদি গ্রহণ করেন নাই; উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের চরণ যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভক্তি থাকে, সেই ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত স্রক্‌-চন্দনাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-জ্ঞানে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপে তাঁহার কামও (ভোগবাসনাও) ভগবদ্দাস্যেই নিয়োজিত হইয়াছিল। ৫৯-৬১

এস্থলে—কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃসংযোগদ্বারা স্মরণ, কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়-নিয়োগদ্বারা কীর্ত্তন, অচ্যুত-সৎকথায় কর্ণ-নিয়োগদ্বারা শ্রবণ এবং অবশিষ্ট কয়টী অনুষ্ঠানে পাদসেবনই সূচিত হইতেছে। অম্বরীষ-মহারাজ যে নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং পাদসেবন—এই একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই এই কয় শ্লোকে বলা হইল। এই শ্লোকগুলি ৭৮-পয়ারের প্রমাণ।

৭৯। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে গৃহস্থের কর্ত্তব্য পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কোনও প্রয়োজন হয় না, তাহাই এই পয়ারে বলিতেছেন।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

কাম ত্যাগি—নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখের বাসনা ত্যাগ করিয়া। "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীত ইচ্ছা তারে বলি কাম। ১।৪।১৪১ ॥" ইহকালের সুখসম্পদ্, কি পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগাদির বাসনা, এমন কি মোক্ষ-বাসনা পর্য্যন্তও কাম। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যিনি শাস্ত্রবিধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাকে পঞ্চ-যজ্ঞাদি না করার দরুণ দোষী হইতে হয় না। **কৃষ্ণ ভজে**—চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। **শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি**—শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুঃ", "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥ ২।২২।১৯ ॥"—ইত্যাদি শাস্ত্র-আজ্ঞা ভজনে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। এই সমস্ত শাস্ত্র-বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবগত হইয়া যিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ভজন-বিষয়েও যিনি শাস্ত্র-বিধি অনুসারে চলেন, তিনিই পিত্রাদির নিকটে ঋণী হয়েন না। "বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।" কখনও শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইবে না। "অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর। এই সব ত্যাজি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণের শরণ ॥ ২।২২।৪৯-৫০ ॥" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গী, ১৮।৬৬ ॥" ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনানুসারে, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রম-ধর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন করা বিধেয়। তারপর, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। গী, ১৮।৬৫ ॥" "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা। ভ, র, সি, ১।১।১০ ॥" ইত্যাদি শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসারে দেহ, মন, প্রাণ সমস্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদন-পূর্ব্বক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন কর্ত্তব্য। এই ভাবে যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহাকে দেবাদির ঋণে ঋণী থাকিতে হয় না। **দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের**—দেবাদির নিকটে মানুষের পাঁচটী ঋণ আছে; যথা—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ভূত-ঋণ এবং নৃ-ঋণ বা নর-ঋণ (আত্মীয় স্বজনের নিকটে ঋণ)। "দেবর্ষি-ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫।৪১ ॥" ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রৌদ্র বৃষ্টি-আদি দ্বারা আমাদের জীবন-ধারণের উপযোগী শস্যাদি উৎপাদনের সহায়তা করেন; এজন্য আমরা দেবতাদিগের নিকটে ঋণী। ঋষিগণ যজ্ঞাদিদ্বারা ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের তৃপ্তি বিধান করিয়া রৌদ্রবৃষ্টি-আদি-কার্য্যের আনুকূল্য করেন এবং তাঁহাদের সাধনলব্ধ ভগবত্তত্ত্বাদি শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন, এজন্য আমরা ঋষিদিগের নিকট ঋণী। আমাদের জন্ম, শরীর এবং শরীর-রক্ষাদির জন্য আমরা পিতামাতার নিকট ঋণী। কাক, শকুন, কুক্কুর-প্রভৃতি প্রাণী (ভূত), বিষ্ঠা বা মৃত জন্তুর পচা মাংসাদি আহার করে বলিয়া বায়ু-মণ্ডল দূষিত পদার্থে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হইতে পারে না; গো-মহিষাদি প্রাণী আমাদের কৃষিকার্য্যাদির প্রধান সহায়, দুগ্ধাদি দ্বারাও তাহারা মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। মৎস্যাদি জলচর জন্তু পুষ্করিণী-আদির ময়লা জিনিস আহার করে বলিয়া পানীয় জল দূষিত হইতে পারে না। এই রূপে প্রত্যেক ইতর-প্রাণীই মানুষের কোনও না কোনও উপকার সাধন করিতেছে; এজন্য আমরা তাহাদের নিকট ঋণী। আর আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমরা কত রকমে উপকৃত হইতেছি। যাহারা আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী নহে, তাহাদের দ্বারাও পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাইতেছি। কৃষকেরা শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দেয়; তাঁতী কাপড় বুনিয়া শীত-লজ্জাদি নিবারণের সহায়তা করে; ইত্যাদি। যদি বলা যায়, তাহারা তো তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে এসব করিয়া থাকে, জিনিসের পরিবর্ত্তে তাহারা মূল্য লইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিত; তখন মূল্য দিলেও আমরা ঐসকল প্রয়োজনীয় জিনিস পাইতাম না। এই সমস্ত উপকারের জন্য মানুষ-সাধারণের নিকটেই আমরা ঋণী। হোমের দ্বারা দেব-ঋণ, শাস্ত্রাধ্যাপন দ্বারা ঋষিঋণ, সন্তানোৎপাদন ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ, বলি (জীব-সমূহের খাদ্যবস্তু) দ্বারা ভূত-ঋণ এবং অতিথি-সৎকারের দ্বারা আত্মীয়স্বজনের ঋণ বা নর-ঋণ শোধিত হয়। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃ-যজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্। মনু।৩।৭০॥" "নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দ্দেবাং স্তথাতিথীন্। অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈর-

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৪১)

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ ৬২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

ভক্তস্য বিধিনিষেধনিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যতামাহ দেবর্ষীতি। আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বিনঃ, ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা অভক্ত ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করস্তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা। তথাচ স্মৃতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্ম কারয়েদিতি। অয়ন্তু ন তথা। কোঽসৌ। যঃ সর্ব্বভাবেন শ্রীমুকুন্দং শরণং গতঃ। কর্ত্তং কৃত্যং পরিত্যজ্য। যদ্বা কর্ত্তং ভেদং পরিহৃত্য। কৃতীছেদন ইত্যস্মাৎ। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ৬২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্যেন প্রজাপতিম্ ॥—বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩।৯।৯ ॥” এই পাঁচটী ঋণ-শোধের উপায়কে পঞ্চযজ্ঞ বলে। এইগুলি গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সুতরাং আশ্রম-ধর্ম্ম। কিন্তু “এইসব ত্যাজি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।” এবং “সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে ত্যাগের যোগ্যতা লাভের পরে—আশ্রম-ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণ লইতে হয় এবং ভজন করিতে হয়। এস্থলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেছেন, যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-বিধি-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চ-যজ্ঞ না করিলেও তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হয় না। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তিই স্বতঃ-প্রমাণ; তাঁহার উক্তির ন্যায্যতা-স্থাপনের জন্য অন্য কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না; তথাপি, মাদৃশ তর্ক-নিষ্ঠ-চিত্ত লোকের জন্য উপরি উক্ত উক্তির অনুকূল দুই একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন; “হে অর্জ্জুন! সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে ধর্ম্মত্যাগ-জনিত সমস্ত-পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি তজ্জন্য কোনও দুঃখ বা চিন্তা করিও না; অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। গী, ১৮।৬৬ ॥” ইহাতে বুঝা যায়, বর্ণ-ধর্ম্ম, কি আশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে, তবে ঐ ধর্ম্ম-ত্যাগজনিত পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। আবার, “যথা তরোর্মূলনিষেচনেন” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ-সেবা দ্বারাই সকলের সেবা হইয়া যায়, কেহই বাকী থাকে না; সুতরাং যিনি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে দেব-ঋষি-আদির সেবার কোনও প্রয়োজন হয় না। “মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ত্রিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥ (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমার কর্ম্মে রত ব্যক্তিদিগের যদি ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের কর্ম্ম তিন কোটি মহর্ষিগণ করিয়া থাকেন। বৃহদ্ভাগবতামৃতে, ২।৪।২০৯-শ্লোকের টীকায় ধৃত প্রমাণ।” অর্থাৎ ভগবদ্ভজনকারীদের কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত কোনও ক্রিয়ার লোপজনিত কোনও প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণ রূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬২। অন্বয়। রাজন্ (হে রাজন্)! যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ত্তম্ (কৃত্যকর্ম্ম, বা ভেদ) পরিহৃত্য (পরিহার করিয়া) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বভাবে) শরণ্যং (শরণীয়) মুকুন্দং (মুকুন্দকে) শরণং গতঃ (আশ্রয় করিয়াছে)—(সেই ব্যক্তি) দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং (দেবতা, ঋষি, ভূত ও পোষ্যলোকদিগের) পিতৄণাং (এবং পিতৃলোকেরও) ন ঋণী (ঋণী নহে) [ন] চ কিঙ্করঃ (কিঙ্করও নহে)।

অনুবাদ। শ্রীকরভাজন নিমি-মহারাজকে বলিলেনঃ হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্যকর্ম্ম (অথবা ভেদ) পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণীয় (শরণাগতপালক) মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, পোষ্যকুটুম্বাদি বা পিতৃপুরুষগণের নিকটে ঋণী থাকেন না; (কাজেই তাঁহাদের কাহারও) কিঙ্কর থাকেন না। ৬২

পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য। **আপ্ত**—পোষ্য। **আপ্তনৃণাং**—পোষ্যলোকদিগের, কুটুম্বাদির।

বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥ ৮০

অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৮১

তথাহি (ভাঃ ১১।৫।৪২)—
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধনিমিত্তপ্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ স্বপাদমূলমিতি। ত্যক্তোঽন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবতান্তরে বা ভাবো যেন। অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতং ভবেৎ তদপি হরির্ধুনোতি। নন্মু যমস্তন্ন মন্যতে তত্রাহ। পরেশঃ। নন্মু শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত তত্রাহ প্রিয়স্য। নন্মু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ। হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। নহি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ॥ স্বামী ॥ ৬৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পূর্ব্বপয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৮০। যিনি শাস্ত্র-আজ্ঞা-অনুসারে ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সেবা করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে যে—পঞ্চযজ্ঞাদিরূপ বিহিত-কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয় না—তাহা বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, নিষিদ্ধ পাপাচার হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য, স্বতন্ত্রভাবে হঠযোগাদি বা যম-নিয়মাদি কোনও প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবারও তাঁহার প্রয়োজন হয় না; ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই যথেষ্ট; কারণ, যিনি বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম, কি লোক-ধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, কোনওরূপ নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁহার মন কখনও ধাবিতই হয় না; সুতরাং মনকে সংযত রাখার জন্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান-ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে অন্য কোনও অনুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

বিধিধর্ম্ম—কাম্য-কর্ম্ম, বা বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী ধর্ম্ম; বর্ণাশ্রমোচিত-বিধি মূলক ধর্ম্ম। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ইহকালের বা পরকালের স্ব-সুখবাসনা-মূলক ধর্ম্ম। এস্থলে "বিধিধর্ম্ম"-অর্থ "বিধিমার্গ ও রাগমার্গের" অন্তর্গত 'বিধিধর্ম্ম' নহে; কারণ, সেই বিধি-ধর্ম্মের কথাই এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করিতেছেন; বিধিধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তাহার ত্যাগের উপদেশ হইতে পারে না।

তার—যিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহার।

৮১। যিনি লোক-ধর্ম্ম বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, নিষিদ্ধ পাপাচারে তিনি ইচ্ছা করিয়া রত তো হয়েনই না; তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বা অজ্ঞাতসারেও যদি কখনও কোনও পাপকার্য্য হইয়া যায়, তাহা হইলেও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তজ্জন্য শাস্তি দেন না; পরন্তু, তাঁহার চিত্ত-সংশোধন করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দেন।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৬৩। **অন্বয়।** স্বপাদমূলং (শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় পাদমূল) ভজতঃ (ভজনকারী) ত্যক্তান্যভাবস্য (শ্রীকৃষ্ণসেবার ভাব ব্যতীত অন্য ভাবশূন্য) প্রিয়স্য (প্রিয়ভক্তের) যৎ চ (যাহা) কথঞ্চিৎ (কিছু) বিকর্ম্ম (নিষিদ্ধ কর্ম্ম) উৎপতিতং (উপস্থিত হয়) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্টঃ) পরেশঃ (পরমেশ্বর) হরিঃ (শ্রীহরি) [তৎ] (সেই) সর্ব্বং (সমস্ত) ধুনোতি (বিনষ্ট করেন)।

অনুবাদ। শ্রীকরভাজন নিমিমহারাজকে বলিলেনঃ—যিনি (শ্রীকৃষ্ণসেবার ভাব ব্যতীত) অন্যভাবশূন্য এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলসেবায় নিরত, শ্রীহরির সেই প্রিয়ভক্তের সম্বন্ধে যদি কোন কিছু নিষিদ্ধ কর্ম্মও উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর হরি তাহা সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করিয়া দেন। ৬৩

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥ ৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহার চিত্তে স্ব-সুখবাসনা আছে, দেহাদির সুখের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কোনওরূপ নিষিদ্ধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু যাহার তদ্রূপ কোনও বাসনা নাই, তাদৃশ কোনও ভক্তের **ত্যক্তান্যভাবস্য**—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা—দেহাদির সুখবাসনা এবং অন্য-দেবতাদির প্রীতিসাধন-বাসনাকেও যিনি—পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী বাসনার সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণের **স্বাপদমূলং ভজতঃ**—পাদপদ্মের সেবাই করিতেছেন, তাদৃশ **প্রিয়স্য**—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তের চিত্ত কখনও নিষিদ্ধ-পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না; অন্ততঃ ইচ্ছা করিয়া তিনি তাদৃশ কোনও গর্হিত কর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারেন না; তথাপি যদি প্রমাদ বশতঃ কখনও তাঁহার কোনও **বিকর্ম্ম**—নিষিদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হয়, যদি তাদৃশ কোনও কর্ম্মে অনিচ্ছাবশতঃ তিনি পতিত হয়েন, তাহা হইলেও তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত বলিয়া তজ্জন্য তাঁহার কোনওরূপ দণ্ড হয় না; কারণ, তিনি প্রিয়ভক্ত বলিয়া তাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাবেই পরিপূর্ণ, সেই চিত্তে ঐ বিকর্ম্ম কোনওরূপ প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না—**পরেশঃ**—পরমেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি **হৃদিসন্নিবিষ্টঃ**—তাঁহার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন বলিয়া, "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" বলিয়া—ভক্তবৎসল ভগবান্ই ঐ বিকর্ম্মের ক্রিয়াকে তাঁহার চিত্ত হইতে **ধুনোতি**—দূরে সরাইয়া দেন; সেই বিকর্ম্ম তাঁহার চিত্তে কোনওরূপ দাগ রাখিতে পারে না বলিয়া তিনি কোনওরূপ দণ্ডভোগ করেন না; কারণ, যে ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত এবং যাহা হৃদয়ে দাগ রাখিয়া যায়, জীব তাহারই জন্য ফলভোগ করিয়া থাকে। ভক্তের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি তাঁহার সম্বন্ধে কোনও নিষিদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তিনি তজ্জন্য শাস্তি ভোগ করেন না; শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার চিত্তের শুদ্ধতা রক্ষা করেন—ইহাই এই শ্লোক হইতে বুঝা গেল।

এই শ্লোক ৮১ পয়ারোক্তির প্রমাণ।

৮২। **জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি**—জ্ঞান এবং বৈরাগ্য সাধনভক্তির অঙ্গ নহে; অঙ্গরূপে জ্ঞানের ও বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান করিলে ভক্তির প্রতিকূলতা জন্মে।

জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ; প্রথমতঃ—ত্বম্-পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান, বা জীবের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান; দ্বিতীয়তঃ—তৎ-পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান, বা ভগবৎস্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান; এবং তৃতীয়তঃ—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান। এই তিনটীর মধ্যে তৃতীয়টী (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞানই) ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের সঙ্গে জীবের সেব্য-সেবকত্ব ভাব নষ্ট হয়। এজন্য, এই জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ তো নহেই, ইহাদ্বারা সামান্য-মাত্রও ভক্তির আনুকূল্যও হয় না, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু প্রথম দুইটী অঙ্গ—জীবের স্বরূপ-জ্ঞান ও ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান—এই দুইটী ভক্তিমার্গের সাধকের উপেক্ষণীয় নহে। জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-জ্ঞান না থাকিলে, জীবে ও ভগবানে যে স্বরূপতঃ কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা যায় না; সুতরাং ভজনের পক্ষেও সুবিধা হয় না। জ্ঞানের এই দুইটী অঙ্গ ভক্তির অনুকূল; চৌষটি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির "সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা"রূপ অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই জ্ঞানের এই দুইটী অঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাই শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"কে আমি?" অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি [ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান], "আমারে কেন জারে তাপত্রয়?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই শ্রীভগবত্তত্ত্ব (তৎ-পদার্থের জ্ঞান) আসিয়া পড়ে। এই তত্ত্ব দুইটী জানা না থাকিলে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হ'তে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥ ১।২।৯৯॥" এই দুইটী তত্ত্বের জ্ঞান উপেক্ষণীয় না হইলেও ইহা ভক্তির মুখ্য অঙ্গ নহে, পরন্তু ভক্তি-মার্গ-প্রবেশের সহায়-স্বরূপ। এই জন্যই সাধন ভক্তির আরম্ভস্বরূপ প্রথম দশ-অঙ্গের মধ্যেই "সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা" স্থান পাইয়াছে, ভক্তির মুখ্য অঙ্গ নববিধা-ভক্তির মধ্যে নহে। ভক্তি-মার্গে প্রবেশের পক্ষে জীবের ও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের যে উপযোগিতা আছে, ইহা ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুও স্বীকার করেন। "জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা। ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।১২॥" ইহার টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লোকোক্ত "ঈষৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে, জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের উপযোগিতা আছে। "তত্র ঈষদিতি ঐক্য-বিষয়ং ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ।" আর বৈরাগ্যসম্বন্ধে "ঈষৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন যে, ভক্তি-বিরোধী বৈরাগ্য ত্যাগ করিবে, ভক্তির অনুকূল বৈরাগ্য ভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে উপযোগী। "বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বা-ইত্যর্থঃ।" আবার ইহাও লিখিয়াছেন যে, সাধকের প্রথম অবস্থায় অন্য বস্তুতে চিত্তের আবেশ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে প্রবেশ-লাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই; তখন এ গুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়; কারণ, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীব ও ভগবানের তত্ত্বের কথা ভাবিতে গেলেও ভক্তিমূলক সেবা-প্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; এ জন্য ইহারা ভক্তির অঙ্গ নহে। "তচ্চ তচ্চ প্রথমমেব ইত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তত্তদ্ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ।"

বৈরাগ্য—অর্থ ভোগ-ত্যাগ। ত্যাগের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈরাগ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে; যথা—যুক্ত-বৈরাগ্য ও ফল্গু বৈরাগ্য বা শুষ্ক-বৈরাগ্য। কৃষ্ণকৃপা-লাভের উদ্দেশ্যে যে নিজের ভোগ-ত্যাগ, তাহা যুক্ত বৈরাগ্য; যুক্ত-বৈরাগ্যে যথাযোগ্য বিষয়-ভোগে দোষ নাই, অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গ-নির্ব্বাহের জন্য যতটুকু বিষয়-ভোগের প্রয়োজন, ততটুকু বিষয়-ভোগ নিষিদ্ধ নহে। (২।২২।৬২ পয়ারের টীকায় যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। যাহা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল, সেইরূপ বিষয়কর্ম্ম কাহারও নিষিদ্ধ নহে, (২।২২।৭২ পয়ারের টীকায়—"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। আহার্য্য ও বসন-ভূষণাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদরূপে, কৃষ্ণদাস-অভিমানে গ্রহণ করিবে—নিজের ভোগ-বিলাসের উপাদানরূপে গ্রহণ করা ভক্তিবিরোধী। এইরূপ যুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অনুকূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—"যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা। ২।১৬।২৩৬॥" "যুক্ত-বৈরাগ্যের স্থিতি সব শিখাইল। ৩।২৩।৫৬॥" আর যে ত্যাগের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি নহে, যাহার উদ্দেশ্য কেবল নিজের ভোগ-ত্যাগ, তাহার নাম ফল্গু-বৈরাগ্য বা শুষ্ক বৈরাগ্য। ইহাতে কেবল ত্যাগের জন্যই যখন ত্যাগের প্রবৃত্তি, তখন এইরূপ ত্যাগীকে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মহাপ্রসাদাদি ত্যাগ করিতেও দেখা যায়; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রীতির বাসনাই যদি ত্যাগের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মহাপ্রসাদাদি ত্যাগের কথাই মনে উঠিত না। এইরূপ ত্যাগেতে ভোগ-বাসনার মূল উৎপাটিত হয় না; কেবল বাসনার শাখা-প্রশাখাগুলি চাপিয়া রাখার চেষ্টা—কিম্বা ভোগ্য বস্তু হইতে দূরে থাকার চেষ্টাই প্রাধান্য লাভ করে। ভোগের বাসনা ত্যাগ না হইলে ভোগের মূল উৎপাটিত হইতে পারে না। ভোগ-বাসনাও আবার শ্রীভগবৎ-কৃপা ব্যতীত দূর হইতে পারে না; কারণ, এই বাসনা, মায়ারই সৃষ্টি; শ্রীকৃষ্ণ-চরণে শরণাপন্ন না হইলে মায়ার হাত হইতে—সুতরাং বাসনার হাত হইতে—নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। ফল্গু বৈরাগ্যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত বাসনা হৃদয়ে থাকে, অথচ, বাহিরে বাসনাতৃপ্তির চেষ্টার অভাব দেখিয়া আমরা স্থূল দৃষ্টিতে ইহাকে বৈরাগ্য বলিয়া মনে করি। এজন্যই, ইহাকে ফল্গু-বৈরাগ্য বলে। যে নদীর উপরে জল দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে জল আছে—বাহিরে কেবল মাটী বা বালি মাত্র দেখা যায়, তাহাকে ফল্গুনদী বলে। ফল্গু বৈরাগ্যেরও বাহিরে বৈরাগ্য-লক্ষণ, কিন্তু ভিতরে ভোগ-বাসনা সুপ্ত থাকে। উভয়ের প্রকৃতির সমতা আছে বলিয়া নদীর ন্যায় এই বৈরাগ্যকেও 'ফল্গু' বলা হইয়াছে।

এই ভাবে ত্যাগের চেষ্টায়, কৃষ্ণ-কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া কেবল নিজের শক্তিতে ভোগ-বাসনা দূর করার চেষ্টা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তির সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে হৃদয় শুষ্ক, নীরস ও কঠিন হইয়া যায়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কঠিন চিত্তে সুকোমল-স্বভাবা ভক্তি স্থান পাইতে পারেন না। জ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে; ভক্তির বিরুদ্ধমতসমূহ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে কেবল যদি শুষ্ক-তত্ত্বের আলোচনা করা যায় এবং কেবল তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শুষ্কতর্কেই নিমগ্ন হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলেও হৃদয় নীরস কঠিন হইয়া যায়। এইরূপ কঠিন চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হয় না, ইহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মত। "যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতূ প্রায়ঃ সতাং মতে। সুকুমার-স্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥ ভ, র, সি. ১।২।১২১॥" ইহার টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "উত্তরতস্তু তয়োরনুগতৌ দোষান্তরমিত্যাহ যদুভে ইতি। কাঠিন্যহেতুত্বঞ্চ নানাবাদ-নিরসন-পূর্ব্বক-তত্ত্ববিচারস্য দুঃখ-সহনাভ্যাসপূর্ব্বক-বৈরাগস্য চ ব্রহ্মরূপত্বাৎ।" অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় ভক্তির অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তিতে প্রবেশের সহায়তা করে সত্য, কিন্তু উত্তরকালেও (ভক্তি-প্রবেশের পরেও) যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুগত থাকা যায়, তাহা হইলে দোষান্তরের উৎপত্তি হয়। কারণ, নানা-বাদ-নিরসন পূর্ব্বক তত্ত্ব-বিচার করিতে গেলে, এবং দুঃখ-সহনের অভ্যাস-পূর্ব্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, অনুকূল জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি সাধনের প্রথম অবস্থায় সহায়ই হয়, তবে পরে তাহারা সহায় হইবে না কেন? এবং সহায় ব্যতীত ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় যে তাহারা সহায় হয়, তাহা কেবল অন্যবস্তুতে আবেশ ছুটাইবার জন্য (প্রথমমেবেত্যন্যাবেশ-পরিত্যাগ-মাত্রায় তে উপাদীয়েতে), সাক্ষাদ্ভাবে ভক্তি-বৃদ্ধির জন্য তাহারা প্রথমাবস্থায়ও সহায় নহে। অন্যাবেশ যখন ছুটিয়া যায়, তখনই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায়; সুতরাং ইহার পরে যখন ভক্তির উন্মেষ হয়, তখন আর তাহাদের কোনও প্রয়োজনই হয় না। তখন "ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা"—ভক্তিই তখন ভক্তির সহায় হয়, ভক্তিই তখন ভক্তিবৃদ্ধির হেতু হয়; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তিই পরবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তির সহায় হয়। "উত্তরোত্তর-ভক্তিপ্রবেশস্য হেতুঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব-ভক্তিরেব"—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনে অনেক কষ্ট করিতে হয় সত্য, তাহাতে চিত্তের কঠিনতাও জন্মে সত্য; কিন্তু ভক্তির সাধনে কি আয়াস (কষ্ট) নাই? যদি ভক্তির সাধনে আয়াস থাকে, তবে ভক্তিদ্বারাও চিত্তের কাঠিন্য জন্মিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে,—ভক্তির সাধনে যে আয়াস, তাহাতে কাঠিন্যের সম্ভাবনা নাই; ভক্তির সাধনে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধীর মূল-আধার শ্রীভগবানের পরম মধুর রূপ, গুণ, ও লীলাদির স্মরণে চিত্ত অত্যন্ত কোমল হয়, তাতে ভক্তির উৎস বিচ্ছুরিত হইতে থাকে; সুতরাং ভক্তিতে চিত্ত-কাঠিন্যের কোনও আশঙ্কাই নাই। "নমু ভক্তিরপি তত্তদায়াস-সাধ্যত্বাৎ কাঠিন্য-হেতুঃ স্যাৎ তত্রহি সুকুমার-স্বভাবেয়মিতি। শ্রীভগবন্মধুর-রূপ-গুণাদি-ভাবনাময়ত্বাদিতি।"

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে,—প্রথমতঃ—জ্ঞান, ভক্তির অঙ্গ নহে; জীব ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বিরোধী, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। জীবের স্বরূপের এবং ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান, সাধনের প্রথম অবস্থায়, চিত্তের অন্যাবেশ দূর করার জন্য, ভক্তির সহায় মাত্র হয় বটে, কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় ভক্তিতে প্রবেশ লাভ হইলে ঐ জ্ঞানের সহায়তার আর প্রয়োজন হয় না; তখন অন্যমতনিরসনাদির উদ্দেশ্যে শুষ্কতর্কবিচারাদিমূলক জ্ঞান আবার ভক্তির বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং ভক্তির পুষ্টির জন্য তখন ইহাও ত্যাজ্য। দ্বিতীয়তঃ—বৈরাগ্য-মধ্যে যুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অনুকূল; কিন্তু ফল্গু-বৈরাগ্য প্রতিকূল, সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। যুক্ত-বৈরাগ্যও ভক্তির অঙ্গ নহে, সহায়-মাত্র।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।১৪।৩-শ্লোক হইতে জানা যায়, প্রথম অবস্থাতেও জ্ঞান-লাভের জন্য পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা না করিয়া সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিলেই জীব কৃতার্থ হইতে পারে। ২।৮।৭ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

তথাহি (ভাঃ ১১।২০।৩১)

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৬৪

যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ॥ ৮৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তদেবং ব্যবস্থয়া অধিকারত্রয়মুক্তম্। তত্র চ ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনম্॥ স্বামী ॥ ৬৪

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬৪। অন্বয়। তস্মাৎ (সেইহেতু—একমাত্র ভক্তিযোগেই জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাহচর্য্যব্যতীতই সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া) মদাত্মনঃ (আমাতে অর্পিতচিত্ত) মদ্ভক্তিযুক্তস্য (আমাতে ভক্তিযুক্ত) যোগিনঃ (যোগীর) ন জ্ঞানং (জ্ঞানও না) ন চ বৈরাগ্যং (এবং বৈরাগ্যও না) প্রায়ঃ (প্রায়ই) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ-সাধক—মঙ্গলজনক) ভবেৎ (হয়)।

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন—হে উদ্ধব! (জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সাহচর্য্য ব্যতীত একমাত্র অন্য-নিরপেক্ষ ভক্তিদ্বারাই—সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে বলিয়া) যিনি আমাতে চিত্ত-সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত—এরূপ যোগীর (ভক্তিযোগীর) পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক (তাঁহার ভক্তির পুষ্টিসাধক) হয় না। ৬৪

প্রায়ঃ—প্রায়ই ; প্রায়ই হয় না বলিলে বুঝা যায়—কখনও কখনও কিছু কিছু হইতে পারে। সাধনের প্রারম্ভে তৎ-পদার্থের এবং ত্বং-পদার্থের জ্ঞান এবং অন্যাবেশ ছুটাইবার উদ্দেশ্যে ভক্তির অবিরোধী ত্যাগের কিঞ্চিৎ উপযোগিতা আছে বলিয়া এবং এক রকমের বৈরাগ্য—যুক্ত-বৈরাগ্য—ভক্তির অনুকূল বলিয়াই এস্থলে "প্রায়"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) সাধন। ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ভক্তির পুষ্টিই একমাত্র শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল ; তাই শ্রেয়ঃ-শব্দে এস্থলে ভক্তির পুষ্টিই সূচিত হইতেছে। **যোগিনঃ**—মদাত্মনঃ (আমাতে আত্মা বা চিত্ত অর্পিত হইয়াছে যাঁহার, তাঁহার) এবং মদ্ভক্তিযুক্তস্য—এই শব্দদ্বয় হইল যোগিনঃ-শব্দের বিশেষণ ; সুতরাং যোগিনঃ শব্দে যে ভক্তিযোগের সাধককেই বুঝাইতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই শ্লোক ৮২-পয়ারের প্রমাণ।

৮৩। যম-নিয়মাদি যোগমার্গের সাধনাঙ্গগুলিও কৃষ্ণ-ভক্তকে স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবেই যম-নিয়মাদি সাধনের ফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথবা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি ভক্তির অঙ্গই না হয়, তাহা হইলে ভক্তি-মার্গের সাধকের পক্ষে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন "যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযমের জন্য ভক্তকে যম-নিয়মাদির স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করিতে হয়না ; যম-নিয়মাদি ভক্তের নিকটে ভক্তির প্রভাবে আপনা-আপনিই আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়।

যম—"আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যং অহিংসা দম আর্জ্জবম্। ধ্যানং প্রসাদোমাধুর্য্যং সন্তোষশ্চ যমা দশ ॥—বহ্নি-পুরাণে যম-শাম্মিলোপাখ্যান॥ অনিষ্ঠুরতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম,), সরলতা, ধ্যান, প্রসাদ (প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা), মাধুর্য্য (ব্যবহারাদিতে রুক্ষতার অভাব) ও সন্তোষ এই দশটীকে যম বলে।" মনুসংহিতার মতে, অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্কতা বা দম্ভহীনতা, এবং অস্তেয় (চৌর্য্যহীনতা), এই পাঁচটীই যম ; "অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা। অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চৈব ব্রতানি চ॥" গরুড় পুরাণের মতে, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধ্যান, সত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য ও দম এই কয়টী যম। ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা। অহিংসাঽস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ॥ (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণসমূহ)।

নিয়ম—বেদান্তসারের মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান, এই পাঁচটীকে নিয়ম বলে—"শৌচং সন্তোষস্তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর-প্রণিধানঞ্চ।" তন্ত্রসারের মতে, তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম,—এই দশটীকে নিয়ম বলে। "তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্। সিদ্ধান্ত-শ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপোহুতম্। দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্র-বিশারদৈঃ॥" (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণ)।

যম ও নিয়মের যে তালিকা উপরে দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যম ও নিয়মের সাধনীয় লক্ষণগুলি ভক্তিমার্গের সাধকের মধ্যেও স্বতঃই স্ফুরিত হয়; "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম" ইত্যাদি বৈষ্ণবের যে সমস্ত গুণের কথা এই পরিচ্ছেদে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গুণের মধ্যেও যম-নিয়মাদি-জাত গুণগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে। আবার, যাঁহারা শ্রীহরি-নাম গ্রহণ করেন, নাম-গ্রহণের মাহাত্ম্যেই তাঁহাদের পক্ষে তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার এবং বেদ-অধ্যয়নের কাজ হইয়া যায়, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলিতেছেন; "অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ৩।৩৩।৭॥" শ্রীহরি-নাম-মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও হরিদাস-ঠাকুরকে বলিয়াছেন:—"ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥ নিরন্তর কর চারি বেদ-অধ্যয়ন। দ্বিজন্যাসী হইতে তুমি পরমপাবন।" ২।১১।১৭৫-৭৬॥" শ্রীকৃষ্ণে ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি যতদিন থাকে, ততদিনই যম-নিয়মাদির অভাব; অন্য বস্তুতে আসক্তিও মায়া হইতে উদ্ভূত; কিন্তু ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণভক্ত ক্রমশঃ মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে থাকেন; যতই তিনি মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইবেন, ততই যম-নিয়মাদিজাত গুণসমূহ তাঁহার শরীরে উদিত হইবে; অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশুদ্ধি, তপস্যা, শান্তি প্রভৃতি ততই তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে। "অন্তঃশুদ্ধির্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃ শান্ত্যাদয়স্তথা। অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাম্॥ কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।" ভ, র, সি, ১।২।১২৮॥

ভক্তিমার্গের বিশেষত্ব এই যে, যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা করিতে হয় না; স্বতন্ত্র-চেষ্টার ফলে চিত্তের কাঠিন্য জন্মে; চিত্তের কাঠিন্য ভক্তির প্রতিকূল। নারিকেল-গাছের কাঁচা ডগাগুলি জোর করিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে যেমন ছাড়ান যায় না, বরং তাহাতে গাছেরই অনিষ্ট হয়; অনেক সময় গাছ মরিয়াও যায়; কিন্তু, গাছ যতই বড় হয়, ডগাগুলি যেমন ততই পক্কতালাভ করিয়া আপনা-আপনিই খসিয়া পড়িতে থাকে, তাতে গাছের কোনও অনিষ্ট হয় না; সেইরূপ, নূতন সাধক যদি জোর করিয়া কোনও বিষয়ে বৈরাগ্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে; লাভের মধ্যে চিত্তের কাঠিন্য জন্মিবে, ভক্তি শুষ্ক হইয়া যাইবে; কিন্তু যতই তাঁহার চিত্তে ভক্তির উন্মেষ হইবে, ততই ভোগ্য-বস্তুতে তাঁহার আসক্তি আপনা-আপনিই কমিয়া যাইবে; গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন ডগা আপনিই খসিয়া যায়, ভক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়াসক্তিও আপনা-আপনিই তিরোহিত হইবে।

বুলে—ভ্রমণ করে; যম-নিয়মাদি আপনা-আপনিই কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়—তাঁহার সেবা করিবার উদ্দেশ্যে। ইহার প্রমাণ-স্বরূপে পরবর্ত্তী "এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ" ইত্যাদি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এক ব্যাধ পশু-হননদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; পরে নারদের কৃপায় যখন তিনি ভক্তিমার্গে ভজন আরম্ভ করিলেন, তখন সেই পশু-হননকারী ব্যাধই সামান্য কীটাদির উপর পদবিক্ষেপের ভয়ে পথে চলিতে পারিতেন না। ইহার বিবরণ মধ্যের চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। "অহিংসা নিয়মাদি" ও "অহিংসা যমনিয়মাদি" এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১২৮)
স্কন্দপুরাণবচনম্—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ৬৫

বিধিভক্তি-সাধনের কৈল বিবরণ।
'রাগানুগা'-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন ॥ ৮৪
রাগাত্মিকাভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে ॥ ৮৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

এত ইতি। হে ব্যাধ তব এতে অহিংসাদয়ো গুণাঃ অদ্ভুতা বিস্ময়জনকা ন হি যতো যে জনা হরিভক্তৌ শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তাস্তে পরতাপিনঃ পরপীড়কা ন স্যুরিতি ॥ ৬৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

শ্লো। ৬৫। **অন্বয়।** ব্যাধ (হে ব্যাধ)! তব (তোমার) এতে (এসকল) অহিংসাদয়ঃ (অহিংসাদি) গুণাঃ (গুণসকল) ন হি অদ্ভুতাঃ (নিশ্চিতই অদ্ভুত—আশ্চর্য্য—নহে); [যতঃ] (যেহেতু) যে (যাঁহারা) হরিভক্তৌ (হরিভক্তিতে—ভক্তিমার্গের সাধনে) প্রবৃত্তাঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছেন), তে (তাঁহারা) পরতাপিনঃ (পরতাপী—পরপীড়ক) ন স্যুঃ (হয়েন না)।

অনুবাদ। শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য ব্যাধকে বলিলেনঃ—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণসকল কখনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পরতাপী হইতে (অপরকে দুঃখ দিতে) ইচ্ছা করেন না। ৬৫

এই শ্লোকের আনুষঙ্গিক বিবরণ ২।২৪।১৫২-২০০ পয়ারে দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব পয়ারের টীকার শেষাংশও দ্রষ্টব্য।

নারদের কৃপায় ভক্তিমার্গে সাধনের প্রভাবে ব্যাধের হিংসাদি হীনপ্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছিল—পশুহননই যাহার জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল এবং পশুহননে যে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইত না, ভক্তি-মার্গে ভজনের প্রভাবে তাহার এমন অবস্থা হইল যে—পাছে পিপীলিকার উপরে পায়ের আঘাত লাগে, সেই ভয়ে সেব্যক্তি পথ চলিতেও পারিত না। ভক্তিমার্গের ভজনের প্রভাবে অহিংসা, যম, নিয়মাদি যে আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক।

৮৪। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা কেবল বিধি-ভক্তি সম্বন্ধে। এক্ষণে রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। বস্তুর লক্ষণ দুই রকমের, স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ; যাহাদ্বারা কোনও বস্তু গঠিত হয়, কিম্বা যাহা বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতি দ্বারাই বুঝা যায়, তাহাই বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ। আর, যাহা বস্তুর কার্য্যদ্বারা বুঝা যায়, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ। (২।২০।২৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শক্তির কার্য্যদ্বারা লক্ষিত শক্তিই বস্তুর তটস্থ-লক্ষণ। বাস্তবিক, বস্তুর স্বরূপ, শক্তি ও শক্তির কার্য্য না জানিলে বস্তু জানা হয় না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নের কয় পয়ারে রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। (২।২২।৫৬ পয়ারের টীকায় বিধি-ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে)।

৮৫। রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুগত যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা-ভক্তি বলে। রাগের (রাগাত্মিকার) অনুগা (অনুগতা) ভক্তি হইল রাগানুগা ভক্তি। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে। ভ, র, সি, ১।২।১৩১ ॥ এগ্রন্থ প্রথমতঃ রাগাত্মিকা-ভক্তির লক্ষণ (পরবর্ত্তী দুই পয়ারে) বলিয়া তারপর রাগানুগার লক্ষণ বলিতেছেন।

রাগাত্মিকা—রাগই যে ভক্তির আত্মা, তাহার নাম রাগাত্মিকা-ভক্তি। যে ভক্তি রাগের দ্বারাই গঠিত, যাহার উপাদানই একমাত্র রাগ এবং যে ভক্তিমূলক-সেবার প্রবর্ত্তকও রাগ, তাহার নামই রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগ কাহাকে বলে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলিতেছেন। **মুখ্যা**—রাগাত্মিকা-ভক্তিই মুখ্যা ভক্তি বা সর্ব্বপ্রধানা ভক্তি। যত প্রকারের ভক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে রাগাত্মিকা-ভক্তিই,—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে, বিষয়ে এবং আশ্রয়ে—সর্ব্বপ্রধান। এই ভক্তি, স্বরূপে—অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপ-শক্তি বা অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তির বিলাস; শক্তিতে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

এই ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিতে সমর্থ (ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি॥ শ্রীভা, ১০।৩২।২২॥) ; শক্তির কার্য্যে এই ভক্তি, অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়-লীলাদি দ্বারা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন স্বয়ং ভগবানের পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব ও অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া থাকে ; সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধী ও বিলাসচাতুর্য্যাদির একমাত্র মহাসমুদ্র-সদৃশ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন এই ভক্তির বিষয় ; এবং তাদৃশ ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবী-স্বরূপা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনী-আদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ এই ভক্তির আশ্রয়। সুতরাং সর্ব্ব-বিষয়েই এই রাগাত্মিকা-ভক্তি সর্ব্বপ্রধানা বা মুখ্যা। **ব্রজবাসিজনে**—এই রাগাত্মিকা ভক্তির অপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য, ইহার আশ্রয়, বা আধার বা অধিকারীর উল্লেখ করিতেছেন। কস্তুরী যেমন কস্তুরী-মৃগ ব্যতীত অন্যের নিকটে পাওয়া যায় না, কৌস্তভ-মণি যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও কণ্ঠে শোভা পায় না ; শ্রীবৎসচিহ্ন যেমন শ্রীকৃষ্ণবক্ষ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না,—এই মুখ্যা রাগাত্মিকা-ভক্তিও সেইরূপ ব্রজবাসী ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ব্রজবাসীরাই এই ভক্তির একমাত্র অধিকারী। ইহা এই ভক্তির একটি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব।

এস্থলে "ব্রজবাসী"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহাও বিবেচ্য। সাধারণতঃ, যিনি ব্রজে বাস করেন, তাঁহাকেই ব্রজবাসী বলা যাইতে পারে ; যেমন, যিনি কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তাঁহাকেও সাধারণতঃ আমরা কলিকাতাবাসী বলিয়া থাকি। কিন্তু এই সাধারণ অর্থে এই পয়ারে "ব্রজবাসী"-শব্দের প্রয়োগ হয় নাই ; যদি তাহা হইত, তবে, যদি কোনও প্রাকৃত জীব এখন যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলাস্থল ব্রজধামে বাস করেন, তবে তিনিও ব্রজবাসী বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন—সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় হইতে পারেন। বস্তুতঃ, তিনি রাগাত্মিকার আশ্রয় হইতে পারেন না। রাগাত্মিকা-ভক্তি অনাদি-সিদ্ধা ; সুতরাং ইহার আশ্রয়ও অনাদিসিদ্ধ। রাগাত্মিকাভক্তি অনাদিকাল হইতেই তাহার মূল-আশ্রয়ে প্রকট-অবস্থায় আছে ; সুতরাং ভূ-ব্রজে যিনি বাস করেন, এইরূপ প্রাকৃত জীবের কথা তো দূরে, সাধনসিদ্ধ জীবগণও ইহার মূলাধার বা মূল-আশ্রয় হইতে পারেন না ; কারণ, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিকরভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি ব্রজে ছিলেন না ; সুতরাং তখন তাঁহার মধ্যে রাগাত্মিকা-ভক্তির প্রকটত্ব অসম্ভব ছিল। তাহা হইলে বুঝা গেল, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর যাঁহারা, তাঁহারাই, অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহই এই রাগাত্মিকা-ভক্তির মূল আশ্রয়। এখন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-পরিকর কাঁহারা, তাহা বিবেচনা করা যাউক। নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের স্বরূপ-লক্ষণ বিচার করিলে,তাঁহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখা যায়। প্রথমতঃ, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপ-শক্তির বিলাস শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদি ; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার জীবশক্তির অংশ নিত্য-সিদ্ধ জীব ; এই সকল জীব নিত্যসিদ্ধ হইলেও এবং অনাদিকাল হইতে লীলাপরিকররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিরত থাকিলেও (নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ। কৃষ্ণ-পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ॥ ২।২২।৭॥), তাঁহারা জীবই ; সুতরাং জীবশক্তিরই অংশ ; তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির অংশ নহেন ; "জীবশক্তি-বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোহংশ নতু শুদ্ধস্য।—পরমাত্মসন্দর্ভ॥ ৩৭॥" তাঁহারা শুদ্ধ-(স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট)-কৃষ্ণের অংশ নহেন। সুতরাং শ্রীনন্দ-যশোদাদিতে এবং নিত্যসিদ্ধ জীবে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। এখন, রাগাত্মিকা ভক্তি হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির, বা চিচ্ছক্তির বিলাস (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা) ; সুতরাং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির সঙ্গেই ইহার সজাতীয় সম্বন্ধ ; জীবশক্তির সহিত কিন্তু তদ্রূপ সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, শ্রীরাধিকাদি শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তিরই মূর্ত্তা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বরূপ-শক্তি-বিলাসের মূর্ত্তরূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাসরূপ শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদিই তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ রাগাত্মিকা ভক্তিরও মূল-স্বাভাবিক-আশ্রয়। অতএব, এই পয়ারে "ব্রজবাসিজন"-শব্দে শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাসরূপ ব্রজপরিকরদিগকেই বুঝাইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ এবং অনাদিকাল হইতেই ব্রজপরিকর-ভুক্ত নিত্যসিদ্ধ জীবগণও এস্থলে "ব্রজবাসিজন"-শব্দের অন্তর্ভুক্ত নহেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। তাঁহারাও ব্রজবাসী সত্য,

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩১)
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ৬৬

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥ ৮৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তি রায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ ॥ এবমুত্তরত্রাপি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্ ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিন্তু রাগাত্মিকা-ভক্তির মূল-আশ্রয়-রূপ ব্রজবাসী নহেন। কেননা, তাঁহারা, জীব বলিয়া, স্বরূপে কৃষ্ণের দাস ; দাসের সেবা সর্ব্বদাই আনুগত্যময়ী ; স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকায় স্বরূপতঃ তাঁহাদের অধিকার থাকিতে পারে না ; আনুগত্যময়ী রাগানুগাতেই তাঁহাদের অধিকার। যাহা হউক, রাগাত্মিকার আশ্রয়ভূত উক্ত ব্রজবাসিগণের মধ্যে আবার মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীতেই রাগাত্মিকা পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত।

এই পয়ারে রাগাত্মিকা-ভক্তির একটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে "মুখ্যা।" এই বিশেষণটীর তাৎপর্য্য এই :—এই রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যতঃ পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসিগণেই আছে। "মুখ্য"-শব্দের প্রয়োগদ্বারা "গৌণ" শব্দটীও ধ্বনিত হইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, মুখ্যভাবে না থাকিলেও এই রাগাত্মিকা-ভক্তি গৌণভাবে অপর কাহারও মধ্যে আছে। বাস্তবিক তাহাই বলা উদ্দেশ্য। রাগাত্মিকা-ভক্তি শ্রীকৃষ্ণমহিষী-আদির মধ্যেও আছে ; কিন্তু তাঁহাদের রাগাত্মিকাভক্তি মহাভাবের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্তই পৌঁছিতে পারিয়াছে ; মহাভাব তাঁহাদের মধ্যে নাই, "মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেক-সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ১১১॥" মহিষীবৃন্দ শ্রীরাধিকারই প্রকাশমূর্ত্তি ; সুতরাং তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির অংশ। এজন্যই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিতেছেন যে, রাগাত্মিকাভক্তি ব্রজবাসিজনাদিতে অভিব্যক্ত (ব্রজবাসিজনাদিষু) ; এই "আদি"-শব্দ দ্বারা মহিষী-আদিই বুঝাইতেছে। "বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৩১ ॥"

শ্লো। ৬৬। অন্বয়। ইষ্টে (অভীষ্টবস্তুতে) স্বারসিকী (স্বাভাবিকী) পরমাবিষ্টতা (অত্যন্ত আবিষ্টতাই) রাগঃ (রাগ) ভবেৎ (হয়), তন্ময়ী (সেই রাগময়ী) যা (যে) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবেৎ (হয়) সা (তাহাই) অত্র (এস্থলে) রাগাত্মিকা (রাগাত্মিকা) উদিতা (কথিতা হয়)।

অনুবাদ। অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা (অভীষ্ট বস্তুর সেবা-দ্বারা তাঁহাকে সুখী করার তীব্র বাসনা) থাকে, তাহার ফলে ইষ্ট-বস্তুতে একটা পরমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম রাগ। রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ৬৬

প্রেমময়ী তৃষ্ণার আধিক্যই হইল পরমাবিষ্টতা ; বস্তুতঃ, ঐরূপ তৃষ্ণাই রাগ ; এস্থলে তৃষ্ণা ও পরমাবিষ্টতার অভেদ-মনন করিয়াই তৃষ্ণার স্থলে পরমাবিষ্টতাকে রাগ বলা হইয়াছে। (শ্রীজীব)।

এই শ্লোকে রাগ ও রাগাত্মিকার স্বরূপ বলা হইয়াছে। আলোচনা পরবর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৮৬। এই পয়ারে "রাগের" স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বলিতেছেন।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ় তৃষ্ণা, বা বলবতী লালসা, তাহাই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ; অর্থাৎ বলবতী লালসাই রাগ ; ইহাদ্বারাই রাগ গঠিত ; বলবতী লালসার আকৃতি এবং প্রকৃতি যাহা, রাগের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তাহাই। এস্থলে রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে ; তৃষ্ণার স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিলেই রাগের স্বরূপ আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। জল-পানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলে। দেহে যখন প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হয়,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তখনই তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণা হইলেই জলপানের জন্য একটা উৎকণ্ঠার উদয় হয়; তৃষ্ণা যতই গাঢ় হইবে, উৎকণ্ঠাও ততই প্রবল হইয়া উঠে; শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে, জল না পাইলে আর প্রাণেই যেন বাঁচা যায় না। তৃষ্ণার এই অবস্থাতেই তাকে গাঢ়তৃষ্ণা বলে। ইহাই হইল তৃষ্ণার আসল অর্থ। তারপর, কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা যখন হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন ঐ আকাঙ্ক্ষাজনিত উৎকণ্ঠার সাম্যে, ঐ আকাঙ্ক্ষাকেও তৃষ্ণা বলা হয়। তৃষ্ণায় যেমন জল পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে, আকাঙ্ক্ষাতেও বাঞ্ছিত বস্তুটী পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে; এজন্য আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। এস্থলে এই বলবতী আকাঙ্ক্ষার অর্থেই তৃষ্ণা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইষ্টবস্তুর জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তৃষ্ণা। কিন্তু "ইষ্টবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা" বলিতে কি বুঝায়? বলা যাইতে পারে, ইষ্টবস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু ইষ্টবস্তুকে পাওয়া কিসের জন্য? সেবার জন্য। ইষ্টবস্তুর সেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করার জন্য যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা বা লালসা, তাহাই যখন অত্যন্ত বলবতী হয়—তাহাই যখম এমন বলবতী হয় যে, তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় "প্রাণ যায় যায়" অবস্থা হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। জলের অভাব-বোধে যেমন তৃষ্ণার উৎপত্তি, তদ্রূপ ইষ্টবস্তুর সেবার অভাব বোধে—"আমি আমার ইষ্টবস্তুর সেবা করিতে পারিতেছি না, তাঁহার না জানি কতই কষ্ট হইতেছে,"—এইরূপ বোধে—সেবা-বাসনার উৎপত্তি।

একটী কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৃষ্ণা যেমন প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণরূপ ইষ্টবস্তুর সেবা-বাসনা, সেইরূপ প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি নহে। ইহা চিচ্ছক্তির একটা বৃত্তি-বিশেষ; ইহা শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা—স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ।

ইষ্টে আবিষ্টতা—ঐ ইষ্টবস্তুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রেমময়-সেবা-বাসনার ফলে ইষ্টবস্তুতে যে পরম-আবিষ্টতা জন্মে, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। আবিষ্টতা অর্থ তন্ময়তা। আবিষ্ট অবস্থায় লোকের বাহ্যস্মৃতি থাকেনা; নিজে যে কে, কি তাহার কার্য্য, কি তাহার স্বভাব, তাহার কিছু জ্ঞানই থাকে না; যে বিষয় ভাবিতে থাকে, ঠিক সেই বিষয়ের সহিতই যেন তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। ভূতাবিষ্ট অবস্থায় লোক ভূতের মতই ব্যবহার করে, নিজের স্বাভাবিক কার্য্য তাহার কিছুই থাকে না। এইরূপই আবেশের লক্ষণ। ইষ্টবস্তুর কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন কাহারও চিত্তে আবেশ আসে, তখন তাঁহার মনে হয়, তিনি যেন বাস্তবিক ইষ্টের সেবাই করিতেছেন; তিনি যে বসিয়া বসিয়া চিন্তা মাত্র করিতেছেন—একথাই তাঁহার আর মনে থাকে না। অথবা, যদি ইষ্টবস্তুর গুণক্রিয়াদির কথা চিন্তা করিতে করিতে আবেশ আসে, তখন তিনি অনেক স্থলে তাঁহার ইষ্টবস্তুর মতনই ব্যবহারাদি করিতে থাকেন—যেমন, শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে ব্রজগোপীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইষ্টবস্তুর কোনও কার্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যের সহায়তাকারী অন্য কোনও বস্তুর চিন্তা ঘনীভূত হইলে, সেই বস্তুর আবেশও হইয়া থাকে; যেমন শ্রীরাসে কোনও গোপী নিজেকে পূতনা, বা বকাসুর ইত্যাদি মনে করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এ স্থলে "স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা" লিখিয়াছেন। "স্বারসিকী"-শব্দের অর্থ স্ব-রস-সম্বন্ধীয়; স্ব-রস-শব্দের অর্থ নিজের রস। তাহা হইলে "স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা"-শব্দদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহার যেই রস, সেই রসোচিত আবিষ্টতা;—যিনি যেই রসের পাত্র, সেই রস তাঁহার ইষ্ট-শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইবার বলবতী বাসনায় যে আবিষ্টতা; অথবা, যিনি যেই ভাবের আশ্রয়, সেই ভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত বলবতী-লালসা-বশতঃ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। এজন্যই শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ "স্বারসিকী"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "স্বাভাবিকী"—স্বীয়-ভাবোচিত। এইরূপ আবিষ্টতা, তদুচিত কার্য্যদ্বারা বুঝা যায় বলিয়া ইহাকে তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। এ স্থলে স্বাভাবিকী আবিষ্টতার দু' একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদামাতা, তাঁহার প্রাণ-গোপালের ভাবনায় এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যে, মাঝে মাঝে ননী হাতে করিয়া "বাছা, গোপাল, ননী খাও"—বলিয়া প্রাতঃকালে ঘর হইতে বাহির হইতেন। গোপাল যে ব্রজে নাই, ইহাই তাঁহার মনে থাকিতনা। ইহাই পরমাবিষ্টতার লক্ষণ; বাৎসল্যরসে গলিয়া মা যেমন ছোট ছেলেকে ননী-মাখন খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, যশোদা-মাতাও তদ্রূপ ব্যাকুল হইতেন; ইহাই তাঁহার নিজভাবের, বা নিজ রসের অনুকূল (স্বারসিকী) আবিষ্টতা। (যশোদা মাতা বাৎসল্য-রসের পাত্র)। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ ভাবে এতই আবিষ্ট হইতেন যে, কৃষ্ণ যে ব্রজে নাই, তাহাই তাঁহারা সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন; এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় কুঞ্জাদিতে অভিসারও করিতেন; কুঞ্জনিকটে তমালাদি দর্শন করিয়া, কিম্বা আকাশে নবীন-মেঘাদি দর্শন করিয়া নিজেদের প্রাণকান্ত সমাগত বলিয়াই মনে করিতেন; অনেক সময় তমালাদি-বৃক্ষকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে আলিঙ্গনও করিতেন. কান্তাভাবের আশ্রয় ব্রজগোপীগণের এই আচরণই তাঁহাদের ভাবোচিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের স্বারসিকী (মধুর-রসোচিত) পরমাবিষ্টতার লক্ষণ। মিলনাবস্থায়ও নিজ নিজ ভাবোচিত সেবার কার্য্যে কখনও কখনও তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাদের বাহ্যস্মৃতির লেশমাত্রও থাকিত না; পরমাবেশের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যে কার্য্যে রত থাকিতেন, সেই কার্য্য ব্যতীত তাঁহার অপর কিছুরই যেন জ্ঞান থাকিতনা; নিজের কথা তো মনে থাকিতই না, অনেক সময় যাঁহার সেবা করিতেন, তাঁহার কথাও যেন মনে থাকিত না, মনে থাকিত সেবাটুকু মাত্র; এইরূপ যে সেবামাত্রৈক-তন্ময়তা, ইহাই পরমাবিষ্টতা। মধুর-ভাবোচিত এইরূপ বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাময়-সেবার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"না সো রমণ ন হাম রমণী॥" ইহা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের বৈচিত্রী বিশেষ—"স্বারসিকী পরমাবিষ্টতার" একটী দৃষ্টান্ত।

যিনি যেই রসের পাত্র, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে সেই রসের পরিচায়ক কার্য্যাদিতে আবিষ্ট হওয়াই তাঁহার স্বারসিকী-পরমাবিষ্টতা, এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার "রাগের" পরিচায়ক।

এই রাগের বা তৃষ্ণার একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহার কখনও শান্তি নাই। প্রাকৃত মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জল পান করিলেই তাহার শান্তি হয়; কিন্তু রাগাত্মিকা যে তৃষ্ণা, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়াও তাহার শান্তি হওয়া তো দূরের কথা, বরং এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর॥ ১।৪।১৩০॥" এই জন্যই সেবাসুখের আস্বাদ্যতা মন্দীভূত হয় না। প্রাকৃত-জগতে বলবতী ক্ষুধা যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন উপাদেয় খাদ্য অত্যন্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে থাকে, ততই খাদ্য বস্তুর মধুরতার অনুভবও কমিতে থাকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেলে অমৃততুল্য বস্তুতেও অরুচি জন্মে। কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা না কমিয়া যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেই অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য-রস-আস্বাদন-লালসার চরিতার্থতা হইত। প্রাকৃত-জগতে ইহা অসম্ভব। চিচ্ছক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী যতই পান করা যায়, ততই এই তৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; এজন্যই সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (নিজ ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য) যতই আস্বাদন করা যাউক না কেন, ইহা প্রতি-মুহূর্ত্তেই নিত্য নূতন বলিয়া অনুভূত হয়—যেন পূর্ব্বে আর কখনও ইহা আস্বাদন করা হয় নাই, যেন এই-ই সর্ব্বপ্রথম আস্বাদন করা হইতেছে। শ্রীজীবগোস্বামিচরণ 'স্বারসিকী'-শব্দের যে 'স্বাভাবিকী'—অর্থ করিয়াছেন, তাহার আর একটী তাৎপর্য্য এই যে, এই রাগটী স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজাত যখন হয়, তখনই ইহা রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ হয়, অর্থাৎ রাগাত্মিকা-ভক্তির অধিকারী যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে এই রাগ স্বভাবতঃই আছে, ইহা তাঁহাদের কোনও রূপ সাধনদ্বারা লব্ধ নহে; এবং রাগাত্মিকা-ভক্তিও কোনওরূপ সাধনাদ্বারা লভ্য নহে। ইহা নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরদের নিত্যসিদ্ধ বস্তু। ইহাই রাগের স্বরূপ ও প্রকৃতি।

রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম। | তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৮৭। **রাগময়ী ভক্তির** ইত্যাদি—পূর্ব্বপয়ারে যে রাগের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে, সেই রাগযুক্তা যে ভক্তি, তাহাকেই রাগাত্মিকা-ভক্তি বলে। নিত্যবৃদ্ধিশীলা, উৎকট-উৎকণ্ঠাময়ী যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-লালসা, তাহাই রাগাত্মিকা-সেবার প্রবর্ত্তক।

রাগাত্মিকা-ভক্তি দুই রকমের; সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। পিতা, মাতা, সখা, দাস, প্রভৃতির সম্বন্ধের অভিমান-বশতঃ যাঁহারা রাগের সহিত যথাযোগ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদের রাগাত্মিকা-ভক্তিকে **সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা** বলে। আর, যাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় কোনও সম্বন্ধই নাই, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করার বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই যাঁহারা রাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তিকে **কামরূপা-রাগাত্মিকা** বলে। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা—উভয়ের মধ্যেই রাগ আছে। সম্বন্ধরূপায়—আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের দাস—ইত্যাদি অভিমানই প্রধানতঃ কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক হয়। আর কামরূপায়—ঐরূপ কোনও সম্বন্ধের অভিমান নাই; কামরূপার পাত্র যাঁরা, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মাতাও নহেন, পিতাও নহেন, সখাও নহেন, দাস বা দাসীও নহেন, লৌকিক কোনওরূপ সম্বন্ধের বন্ধনই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক নহে। তাঁহাদের কৃষ্ণ-সেবার প্রবর্ত্তক—কেবল কাম (অর্থাৎ প্রেমময় সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সুখী করার ইচ্ছা।) শ্রীনন্দযশোদাদি পিতৃমাতৃবর্গ, শ্রীসুবল-মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ এবং শ্রীরক্তক-পত্রকাদি দাসবর্গ—সম্বন্ধরূপা-রাগাত্মিকার পাত্র। আর শ্রীব্রজসুন্দরীগণ কামরূপা-রাগাত্মিকার পাত্র। শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এমন কোনও সম্বন্ধ ছিল না, যাঁহার প্ররোচনায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য লালায়িত হইতে পারিতেন। যদি কেহ ব্রজগোপীদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে, শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কে হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা কোনও উত্তরই দিতে পারিতেন না। প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রজগোপীগণ তো শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ, প্রাণপ্রিয়, প্রাণপতি, রাধামাধব ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কান্তা-কান্ত-সম্বন্ধ তো স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হইতেছে। ইহার উত্তর এই:—এই যে কান্তা-কান্ত-সম্বন্ধ, তাহারও প্রবর্ত্তক ব্রজগোপীদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে সেবাদ্বারা সুখী করার বলবতী বাসনাই; এই বাসনাকেই 'কাম' বলা হইয়াছে। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ভ, র,সি, ১।২।১৪৩॥-ধৃত গৌতমীয়-তন্ত্রবচন"

এই কান্তা-কান্ত-সম্বন্ধের হেতুও ব্রজরামাদিগের প্রেম বা কাম। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণকান্তাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; কৃষ্ণ-কান্তা বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণসেবা অঙ্গীকার করেন নাই। এ জন্যই কামকে তাঁহাদিগের রাগাত্মিকার প্রবর্ত্তক বলা হইয়াছে এবং এজন্যই তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে কামরূপা-রাগাত্মিকা বলা হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-রূপা হইতে কামরূপার বিশিষ্টতা এই যে, সম্বন্ধাভিমান কামরূপার প্রবর্ত্তক নহে, একমাত্র প্রেমই কামরূপার প্রবর্ত্তক। মহিষীদিগের রাগাত্মিকাও সম্বন্ধরূপা—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পতি; এই সম্বন্ধটাই শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। ব্রজসুন্দরীদিগের কামরূপা-রাগাত্মিকার আরও অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-স্বজন-আর্য্যপথ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তাঁহাদের রাগাত্মিকা কামরূপা বলিয়াই তাঁহারা ইহা করিতে পারিয়াছেন; সম্বন্ধরূপা হইলে পারিতেন না; সম্বন্ধরূপায় সম্বন্ধকে অতিক্রম করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের দাস রক্তক, একটী সুমিষ্ট ফল খাইতেছেন; ইচ্ছা হইল উহা কৃষ্ণকে দেন; কিন্তু দিতে পারিতেছেন না; কারণ, তিনি দাস, কৃষ্ণ প্রভু; দাস হইয়া প্রভুকে উচ্ছিষ্ট দেওয়া যায় না। সম্বন্ধের একটা সীমা আছে; সেই সীমা সম্বন্ধরূপার সেবায় অতিক্রম করা চলে না। কামরূপার সেবায় কোনরূপ সীমা নাই, কোনওরূপ বাধা বিঘ্ন নাই। এখানে একমাত্র সেবা-বাসনাই হইল সেবার প্রবর্ত্তক; সুতরাং যে প্রকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, সেই প্রকারই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করা যাইতে পারে। একটা চলিত কথা আছে, একসময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থতার ভাণ করিলেন; নারদ চিকিৎসার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার পায়ের ধূলা আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি ভাল হইতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী; নারদ প্রত্যেকের নিকট গেলেন; কেহই পায়ের ধূলা দিলেন না; স্বামীকে কিরূপে পায়ের ধূলা দিবেন? তাতে যে পত্নীধর্ম্ম নষ্ট হইবে!! নারদ তারপর ব্রজে গেলেন; কৃষ্ণের অসুখের কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই অসঙ্কুচিত-চিত্তে পায়ের ধূলা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রজসুন্দরীগণের অপেক্ষা কেবল কৃষ্ণের সুখ—সম্বন্ধের অপেক্ষা তাঁদের নাই। পাপ হয়, তাহা হইবে তাঁহাদের; তাঁদের পাপে, তাঁদের অধর্ম্মে কৃষ্ণ যদি সুখী হয়েন—অম্লান বদনে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন; কারণ, তাঁদের ব্রতই হইল, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে সুখী করা। ইহাই কামরূপার অপূর্ব্বতা ও বিশিষ্টতা।

প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের জন্য যে বাসনা, তাকে ত প্রেম বলা হয়; আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনাকেই কাম বলা হয়। ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণ-সুখ-বাসনাকে প্রেম না বলিয়া কাম বলা হইল কেন? সুতরাং, তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে প্রেমরূপা না বলিয়া কামরূপাই বা বলা ইইল কেন? ইহার উত্তর এই :—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ভ, র, সি, ১।২।১৪৩॥" ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রেম (কৃষ্ণসুখবাসনা), তাহাকেই 'কাম'-নামে অভিহিত করার কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সমস্ত লীলাদি করিয়াছেন, কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহাদের বাহ্য-সাদৃশ্য আছে; এজন্য ঐ সমস্ত ক্রীড়াকে প্রেমক্রীড়া না বলিয়া কামক্রীড়া বলা হইয়াছে। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥ ২।৮।১৬৪॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের যে ক্রীড়া, কামক্রীড়ার সহিত তাহার বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ কোনও সাদৃশ্য নাই, বরং একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা কাম; আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা প্রেম। গোপীদের ক্রীড়া প্রেমক্রীড়া। শ্রীমদ্ভাগবতের "যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহং" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৯।১৯॥) শ্লোকই প্রমাণ দিতেছে যে, কৃষ্ণসঙ্গমে গোপীদিগের আত্মসুখ-বাসনার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণসুখের জন্য। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণসুখ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাই তাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের একটী উপায় মাত্র। ছোট শিশুও বয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করে, তাহাদের মুখে চুম্বন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে পশুভাব কোথায়? দাদা-মহাশয় তাঁহার ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন; তাহাতে কোনও পক্ষেরই পশুভাব থাকে না; কোনও পক্ষেরই চিত্তবিকার জন্মে না। এসমস্ত প্রীতি-প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় মাত্র।

তাহা শুনি লুব্ধ হয় ইত্যাদি—লীলাগ্রন্থাদিতে, অথবা অনুরাগী ভক্তের মুখে রাগাত্মিকা-ভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য কোনও ভাগ্যবানের লোভ জন্মিলে, তিনি তাহা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করিয়া থাকেন। এই আনুগত্য-মূলক ভজনই রাগানুগা-ভক্তি।

ভাগ্যবান্—কৃষ্ণ-কৃপা, অথবা ভক্তকৃপা-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি। ব্রজপরিকর-দিগের রাগাত্মিকা-সেবার কথা শুনিলেই যে সকলের মনেই কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত লোভ জন্মে, তাহা নহে। এই লোভের দুইটী হেতু আছে; একটী কৃষ্ণ-কৃপা, অপরটী ভক্তকৃপা। "কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলোভৈক-হেতুকা। ভ, র, সি, ১।২।১৬৩॥" এই কৃপাই এইরূপ লোভের একমাত্র হেতু। অন্য কোনও উপায়েই এই লোভ জন্মিতে পারে না। এই কৃপা যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। ভক্তকৃপা ইহজন্মেও লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বজন্মেও লাভ হইয়া থাকিতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে লাভ হইয়াছে, তাঁহারা ইহজন্মে স্বভাবতঃই কৃষ্ণসেবায় লোভযুক্ত।

লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। | শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৮। **ব্রজবাসিভাবে** ইত্যাদি—যাঁহার কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিয়াছে, তিনি ঐ সেবা-লাভের জন্য ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন। ব্রজবাসী-শব্দে এস্থলে রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে; তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। ব্রজপরিকরদিগের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবের রাগাত্মিক ভক্ত আছেন। যে ভাবে যাঁহার চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহাকে সেই ভাবের আনুগত্যই স্বীকার করিতে হইবে। আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে, ভজন করিলেও ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "সখী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ ২।৮।১৮৫॥" রাসলীলার কথা শুনিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য লক্ষ্মীর লোভ হইয়াছিল; তিনি যথেষ্ট ভজনও করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করায় তিনি লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রাগাত্মিকার আনুগত্যময় ভজনকেই রাগানুগা বলে। **শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে**—শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। পরবর্ত্তী "তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্যে" ইত্যাদি শ্লোকের "ধীঃ অত্র ন শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ যৎ অপেক্ষতে" এই অংশেরই অর্থ বাঙ্গালা পয়ারে বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি-মানে।" শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এই পয়ারের অর্থে লিখিয়াছেন—"অত্রায়মর্থঃ; রাগানুগা ভক্তিঃ শাস্ত্রযুক্তিং ন মন্যতে; তজ্জননে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণেন জাতত্বাৎ।" সুতরাং এখানে "নাহি মানে" অর্থ—অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির এই অপেক্ষা রাখেনা কখন? উত্তর—সেবার লোভোৎপত্তি-সময়ে। "লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ; সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥" ব্রজবাসীদিগের সেবামাধুর্য্যের কথা শুনিয়াই তাহা পাইবার জন্য লোভ জন্মে; লোভ জন্মিবার নিমিত্ত শাস্ত্রীয়-প্রমাণের বা যুক্তির কোনও প্রয়োজন হয়না; বাস্তবিক, যেখানে শাস্ত্রের বা যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে লোভই সম্ভব নহে; সেখানে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বোধের সম্ভাবনা। লোভের প্রত্যাশায় কেহ কখনও শাস্ত্রালোচনা করেনা; অথবা, লোভনীয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে, কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধেও কোনও বিচার উত্থিত হয় না। লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলেই, অথবা লোভনীয় বস্তু দেখিলেই আপনা-আপনিই লোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। রসগোল্লা দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়; তেঁতুল দেখিলেই মুখে জল আসে। "তেঁতুল দেখিলে সকলের মুখেই জল আসে, ইহা লোকে বলে, গ্রন্থাদিতেও লেখা আছে"—এইরূপ বিচারের ফলেই যে তেঁতুল দেখিলে মুখে জল আসে, তাহা নহে। জ্বর-বিকার-গ্রস্ত রোগীরও তেঁতুল দেখিলে খাইতে ইচ্ছা হয়, মুখে জল আসে; তেঁতুল যে তাহার পক্ষে কুপথ্য, সুতরাং খাওয়া উচিত নয়, এইরূপ কোনও যুক্তির ধারই—ইচ্ছা বা জল—ধারেনা; ইচ্ছা মনে আসিবেই। জলও মুখে আসিবেই। এইরূপই লোভের ধর্ম্ম। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে,—শাস্ত্রযুক্তির কোনও অপেক্ষা রাখেনা।

অথবা—লোভ নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেই; সে শাস্ত্রের নিষেধও শুনিবেনা, যুক্তির নিষেধও শুনিবেনা। চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিতেছে—জ্বর-রোগীর পক্ষে তেঁতুল কুপথ্য; তথাপি জ্বর-রোগীর তেঁতুল খাওয়ার লোভ হয়। যুক্তি বলিতেছে—জ্বর-রোগী তেঁতুল খাইলে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে; তথাপি রোগীর তেঁতুল খাইতে ইচ্ছা হয়। সংসারী লোকের পক্ষে প্রাকৃত-দেহে রাগের সহিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সাক্ষাৎ সেবা অসম্ভব; ইহা শাস্ত্রও বলে, যুক্তিও বলে; কিন্তু তথাপি, যিনি কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে।

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য এই যে, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ই বৈধী-ভক্তির প্রবর্ত্তক; আর শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভই হইল রাগানুগা-ভক্তির প্রবর্ত্তক।

২।২২।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোভ জন্মিবার সময়ে শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা থাকেনা সত্য; কিন্তু লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। রসগোল্লা খাওয়ার লোভ জন্মিলেই কিন্তু রসগোল্লা খাওয়া হয়না। রসগোল্লার যোগাড় করিতে হইবে—কোথায় রসগোল্লা পাওয়া যায়, কিরূপে সেখানে যাওয়া যায়, সেখানে গিয়াই বা কিরূপে রসগোল্লা সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়—যাঁহারা রসগোল্লা খাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশ-অনুসারে চলিতে হইবে (মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ); অথবা কিরূপে রসগোল্লা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা পুস্তকাদিতে দেখিয়া লইতে হইবে এবং রস-গোল্লা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশানুসারে তৈয়ারের চেষ্টা করিতে হইবে। সেইরূপ, রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, নিজেকে সেই সেবার উপযোগী করার জন্য কি কি উপায় আছে, তাঁহাকে তাহা শাস্ত্রাদি হইতেই দেখিয়া লইতে হইবে এবং উপযুক্ত ভক্তের নিকট তদনুকূল উপদেশাদি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই। শাস্ত্র, গুরু ও বৈষ্ণবের উপদেশ ব্যতীত কেহই এই পথে অগ্রসর হইতে পারে না; কারণ, মায়াবদ্ধজীবের এবিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। শাস্ত্রযুক্তি না মানাই রাগমার্গের ভজন নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে, কৃষ্ণকে না মানাই রাগমার্গের ভজন হইত; কারণ, শাস্ত্রই জীবের নিকট কৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন। অন্ন-পাকের বিধি এই যে—হাঁড়িতে জল দিয়া তাহাতে চাউল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে বিধিমার্গ মনে করিয়া, এই বিধিকে না মানিয়া, যদি আমি একখণ্ড পাতার উপরে চাউল রাখিয়া সিদ্ধ করি, অথবা হাঁড়ি উল্টাইয়া তাহার উপরে বিধি-প্রোক্ত চাউলের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মাটী রাখিয়া, আগুনে জ্বাল দেওয়ার পরিবর্ত্তে জল ঢালিয়া দেই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্ন পাইব না। অন্ন পাইতে হইলে অন্নপাকের বিধি-অনুসারেই চলিতে হইবে। নচেৎ অন্নতো পাওয়াই হইবে না, বরং একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইবে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে হইলেও তদুদ্দেশ্যে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। রাগমার্গের শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের মন গড়া উপায় অবলম্বন করিলে ভজন হইবে না, হইবে একটী উৎপাৎ-বিশেষ। এজন্যই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলিয়াছেন :—স্মৃতিশ্রুতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ১।২।৩৬॥"

এস্থলে আর একটী বিবেচ্য বিষয় এই। রাগানুগার প্রকৃতিই এই যে, ইহা ব্রজবাসীর ভাবের অনুগতি করে; অর্থাৎ রাগাত্মিকার আনুগত্য করে মাত্র, কিন্তু অনুকরণ করে না। বাস্তবিক, কৃষ্ণের নিত্যদাস-জীবের পক্ষে রাগাত্মিকার আনুগত্য-লাভই সম্ভব, রাগাত্মিকালাভ সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস শ্রীনন্দ-যশোদা-সুবল-মধুমঙ্গল-শ্রীরাধা-ললিতাদি ব্যতীত অপর কেহ রাগাত্মিকার আশ্রয় হইতে পারেন না, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৫ পয়ারের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। আনুগত্য-শব্দের তাৎপর্য্য-বিচার করিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। রাজার যে সমস্ত অনুচর রাজার কার্য্যের সহায়তা করে, রাজার ইচ্ছাপূরণের আনুকূল্য করে, তাহাদিগকেই রাজার অনুগত বলা যায়; রাজাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। কিন্তু যাহারা রাজার রাজত্ব লাভের প্রয়াসী, তাহাদিগকে কখনও রাজার অনুগত লোক বলা যায় না; তাহারা বরং রাজদ্রোহী বলিয়াই বিবেচিত হয়; এবং তজ্জন্য রাজার নিগ্রহ-ভাজনই হইয়া থাকে। সেইরূপ, রাগাত্মিকা-ভক্তির আনুগত্য দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, রাগাত্মিকার যে সমস্ত সেবা, সেই সমস্ত সেবার সহায়তা ও আনুকূল্য করা—রাগাত্মিকার আশ্রয় যে সমস্ত ব্রজবাসী, তাঁহারা যে সমস্ত সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, সেই সমস্ত সেবার আয়োজনাদি করিয়া তাহার আনুকূল্য করা; কিন্তু সেই সমস্ত সেবাদ্বারা নিজে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার চেষ্টা নহে। তাহা করিতে গেলে রাজদ্রোহীর ন্যায় রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজপরিকরদের বিরাগ-ভাজনই হইতে হইবে। রাগাত্মিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী নিজের সহিত সম্ভোগাদি করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন; যদি কোনও সাধক সিদ্ধাবস্থায় তদনুরূপ সম্ভোগাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার বাসনা করেন, তবে তাঁহার চেষ্টা রাগাত্মিকার চেষ্টাই হইবে, রাগানুগার চেষ্টা হইবে না। এইরূপ চেষ্টা করা রাগানুগার প্রকৃতি নহে;

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

রাগানুগার প্রকৃতি হইবে, শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসাদির সংঘটন মাত্র করিয়া দেওয়া, উভয়ের ভাবের পুষ্টির সহায়তা করা এবং উভয়ের সময়োচিত পরিচর্য্যাদি করা। মঞ্জরী বা কিঙ্করীরূপেই এইরূপ সেবা সম্ভব। জীবের স্বরূপ বিচার করিলেও ইহা বুঝা যায়; জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের প্রেয়সী নহে, সখা নহে বা মাতা-পিতা নহে; সুতরাং আনুগত্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম; স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকা সেবার বাসনা—স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ, সুতরাং স্বরূপ-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী-স্বরূপ শ্রীনন্দ-যশোদাদির সঙ্গেই তাহার সজাতীয় সম্বন্ধ—জীবশক্তির অংশ জীবের সঙ্গে তাহার সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আনুগত্যময়ী সেবাই দাসের সেবা। দাসের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী হইতে পারে না। আনুগত্যময়ী সেবার সঙ্গেই অনুগত-দাস-স্বরূপ জীবের সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বভাবে, ভাবানুকূল দাসত্বই জীবের কর্ত্তব্য। মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী-দিগের আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব, বাৎসল্যভাবে শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব, সখ্যভাবে সুবল-মধুমঙ্গলাদির আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব ইত্যাদিই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য হইবে। ইহাই রাগানুগার প্রকৃতি। নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখা, পিতা, মাতা বা প্রেয়সারূপে মনে করা দূষণীয়। কারণ, ভগবত্তত্ত্বে ও তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস নিত্যসিদ্ধ-পরিকরতত্ত্বে কোনও পার্থক্য নাই; তাঁহাদের সহিত ঐক্য-মনন, আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐক্যমনন, এক কথাই—এজন্য ইহা দূষণীয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, উপরে যাহা বলা হইল, ইহাতো শাস্ত্রের কথা বা যুক্তির কথা। কিন্তু লোভ ত শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। যদি কাহারও রাগাত্মিকা ভক্তির জন্যই লোভ হয়, তাহা হইলে কি হইবে? উত্তর:—লোভের একমাত্র হেতুই হইল কৃষ্ণ-কৃপা, বা ভক্ত-কৃপা; অন্য কোনও উপায়ে লোভ জন্মিতে পারে না। যাঁহার প্রতি কৃষ্ণের বা ভক্তের কৃপা হইবে, রাগানুগা ভক্তির প্রতিই তাঁহার লোভ জন্মিবে, রাগাত্মিকার প্রতি লোভ জন্মিবেই না; ইহা কৃপারই স্বধর্ম্ম। যাহা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহার জন্য লোভ জন্মানো কৃপার কার্য্য নহে, ইহা অ-কৃপারই কার্য্য। যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহার জন্য যিনি লোভ জন্মান এবং তাহা পাওয়ার উপায় যিনি জানাইয়া দেন, তাহাকেই কৃপালু বলা যায়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, রাগাত্মিকার আনুগত্যময় যে ভাবের জন্য সাধকজীবের লোভ হইবে, সেরূপ কোনও ভাবের পাত্র বা আশ্রয় ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদিগের মধ্যে আছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলেই তাঁদের আনুগত্যময় ভাব-মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তাহার জন্য লোভ জন্মিতে পারে। উত্তর:—রাগাত্মিকার আনুগত্যময় ভাবের আশ্রয়ও নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের মধ্যে আছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস—যেমন রাগাত্মিকার আশ্রয়রূপে বিভিন্ন ভাবোপযোগী পরিকর হইয়া ব্রজে অবস্থান করিতেছেন, রাগাত্মিকার আনুগত্যময়ী রাগানুগাভক্তির আশ্রয়-রূপেও অবস্থান করিতেছেন। শ্রীরূপমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী আদিই রাগানুগার আশ্রয়। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস; কিন্তু ইঁহারা রাগাত্মিকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া, রাগাত্মিকা-সেবার আনুকূল্যমাত্র করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সেবার মাধুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া সৌভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও লোভ জন্মে, তাহা হইলে শ্রীরূপমঞ্জরী আদির আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে পারেন।

যাহাহউক, রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা বলে। রাগাত্মিকার দুইটী অঙ্গের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা। তদনুরূপ রাগানুগারও দুটী অঙ্গ আছে; সম্বন্ধরূপার অনুগতা রাগানুগাকে বলে **সম্বন্ধানুগা**; আর কামরূপার অনুগতা রাগানুগাকে বলে **কামানুগা**। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের অনুগত রাগানুগা হইবে সম্বন্ধানুগা; আর ব্রজসুন্দরীদিগের মধুর-ভাবের অনুগতা রাগানুগা হইবে কামানুগা। কামানুগা ভক্তি আবার দুই রকমের—**সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী**। কেলিবিষয়ক-তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহার নাম সম্ভোগেচ্ছাময়ী; আর স্বস্বযূথেশ্বরীদিগের ভাবমাধুর্য্য-কামনাকেই তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলে। (কেলি-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ। তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫৪)। ইহার মধ্যে সম্ভোগেচ্ছাময়ী রাগানুগায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাওয়া যায় না; ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন, যদি কেহ ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভজন করেন, যদি রাগানুগা ভক্তির যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারেও ভজন করেন, এমন কি দশাক্ষর-অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে, কামগায়ত্রী-কামবীজেও শ্রীশ্রীমদনগোপালের ভজন করেন, কিন্তু মনে যদি সম্ভোগেচ্ছা, কি রমণাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সাধক, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না; সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার দ্বারকায় মহিষী-বর্গের কিঙ্করীত্ব লাভ হইবে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ ভ. র, সি, ১।২।১৫৭॥" ইহার টীকায় "বিধিমার্গেণ" শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষীকান্তত্বধ্যানময়েত্যর্থঃ।" শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "বস্তুতস্তু লোভপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনং বিধিমার্গ ইতি।" এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, শ্লোকোক্ত "বিধিমার্গেণ" শব্দের অর্থ—রাগানুগার ভজন-বিধি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "মহিষীত্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিতি।" বাস্তবিক জীবের পক্ষে মহিষীত্ব লাভ হইতে পারে না; মহিষীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অংশ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। আর জীব তাঁহার জীবশক্তির বা তটস্থাশক্তির অংশ—তাঁহার দাস।

রমণেচ্ছা থাকিলে যথাবিহিত উপায়ে রাগানুগার ভজন করিয়াও কেন ব্রজে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা পাওয়া যায় না, কেনই বা দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ হয়, তাহার যুক্তিমূলক হেতুও আছে। রমণেচ্ছাতেই স্বসুখবাসনা সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যই দাসত্বের প্রাণবস্তু বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার স্বরূপগত অধিকার এবং জীব একমাত্র আনুগত্যময়ী সেবাই পাইতে পারে। যে সাধক বা সাধিকার মনে রমণেচ্ছা জাগে, ব্রজে তিনি আনুগত্য করিবেন কাহার? ব্রজে স্বসুখ-বাসনা রূপ বস্তুটীরই একান্ত অভাব—পরিকরবর্গ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, আর শ্রীকৃষ্ণ চাহেন পরিকরদের সুখ (মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার ভক্তদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই আমি বিবিধ ক্রিয়া বা লীলা করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত); স্বসুখ-বাসনা কাহারও মধ্যেই নাই। যাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছারূপা স্বসুখ-বাসনা আছে, তিনি যাঁহার আনুগত্য করিবেন, তাঁহার মধ্যেও স্বসুখ-বাসনা না থাকিলে আনুগত্য সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজপরিকরদের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা নাই বলিয়া রমণেচ্ছুক সাধক বা সাধিকা ব্রজে কাহারও আনুগত্য পাইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তিও সম্ভব নয়। দ্বারকায় মহিষীদের মধ্যে সময় সময় স্বসুখ-বাসনাময়ী রমণেচ্ছা জাগ্রত হয়; সুতরাং উক্তরূপ সাধক বা সাধিকার পক্ষে দ্বারকায় মহিষীদিগের আনুগত্য লাভ সম্ভব হইতে পারে; তাই মহিষীদের কিঙ্করীত্বই তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন।

অর্চ্চনমার্গের উপাসনায় আবরণ-পূজার বিধান আছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দও আবরণের অন্তর্ভুক্ত। দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রাদি দ্বারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেও আবরণস্থানীয়া মহিষীদের প্রতি যদি সাধকের অতিশয় প্রীতি জাগে, তাহা হইলে মহিষীদের ভাবের স্পর্শে তাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছা জাগিতে পারে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণও তাহাই লিখিয়াছেন। রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি ন তু শ্রীব্রজদেবীভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, কিন্তু সুষ্ঠু ইতি মহিষীবদ্ ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ ন তু সৈরিন্ধ্রিবত্তদ-স্পৃষ্টতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রীমদ্দশাক্ষরাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীষ্বেব তস্য অত্যাদরাদিতি ভাবঃ।" যাঁহারা ব্রজদেবী-দিগের ভাবের আনুগত্য কামনা করেন, সে সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকগণের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গে দ্বারকাধ্যান, মহীষী-দিগের পূজনাদি আচরণীয় নহে। ২।২২।৮৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

যে সাধক বা সাধিকার চিত্তে রমণেচ্ছা জাগে না, তিনি ব্রজলীলায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। লীলায় প্রবেশ করার পরেও শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও সময় শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া (২।৮।১৭-পয়ার দ্রষ্টব্য) কিম্বা অন্য কোনও

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৩১)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ৬৭

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৪৮)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রাগানুগালক্ষণমাহ বিরাজন্তীমিতি। ব্রজবাসি-জনাদিষু শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যসিদ্ধেষু ব্রজপরিকরাদিষু এব রাগাত্মিকা ভক্তিরনাদিকালতঃ অভিব্যক্তা; তস্যা অনুগতা যা ভক্তিঃ সৈব রাগানুগা ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীব। ৬৭

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদিসিদ্ধনির্দ্দেশ-শাস্ত্রেষু শ্রুতে শ্রবণদ্বারা যৎকিঞ্চিদনুভূতে সতি যচ্ছাস্ত্রং বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে যুক্তিঞ্চ কিন্তু প্রবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ। তদেব লোভোৎপত্তে র্লক্ষণমিতি ॥ শ্রীজীব ॥ ৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কারণে তাঁহার সহিত রমণাভিলাষী হয়েন, তখনও তিনি ভোগপরাঙ্মুখীই থাকেন। "প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥ প, পু, পা, ৫২.৮॥" আপনা হইতে তাঁহার রমণেচ্ছা তো জাগেই না, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও তাঁহার তাহা জাগে না।

তাহা হইলে, তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী যে কামানুগা ভক্তি, তাহাই বিশুদ্ধ-কামানুগা ভক্তি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকাশব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি তস্যা তস্যা নিজনিজাভীষ্টায় ব্রজদেব্যা যো ভাব স্তদ্বিশেষস্তত্র যা ইচ্ছা সৈবাত্মা প্রবর্ত্তিকা যস্যাঃ সেতি মুখ্যকামানুগা জ্ঞেয়া।" শ্রীরূপমঞ্জরী-আদি নিজ অভীষ্ট ব্রজদেবীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সম্ভোগ-বাসনা-আদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগাত্মিকাময়ী শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনুকুল্য-বিধানের নিমিত্ত যে বলবতী ইচ্ছা, তাহাই তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগাভক্তির প্রবর্ত্তিকা। ইহাই মুখ্যা কামানুগা।

শ্লো। ৬৭। অন্বয়। ব্রজবাসিজনাদিষু (ব্রজবাসিজনাদিতে) অভিব্যক্তং (সুস্পষ্টভাবে) বিরাজয়ন্তীং (বিরাজিত) রাগাত্মিকাং (রাগাত্মিকা-ভক্তিকে) অনুসৃতা (অনুসরণকারিণী) যা (যে) [ভক্তিঃ] (ভক্তি) সা (তাহা) রাগানুগা (রাগানুগা) উচ্যতে (কথিত হয়)।

অনুবাদ। ব্রজবাসিজনাদিতে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা, সেই রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিকে রাগানুগা বলে। ৬৭

ব্রজবাসিজনাদিষু—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরাদিতে (শ্রীজীব)।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭-৮৮ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

শ্লো। ৬৮। অন্বয়। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে (ব্রজপরিকরদের দাস্যসখ্যাদিভাবের মাধুর্য্য) শ্রুতে (শ্রুত হইলে) অত্র (ইহাতে—এই ভাবমাধুর্য্যবিষয়ে) ধীঃ (বুদ্ধি) ন শাস্ত্রং (না শাস্ত্রকে) ন যুক্তিং চ (না যুক্তিকে) যৎ (যে) অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে), তৎ (তাহা) লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ (লোভোৎপত্তিরই লক্ষণ)।

অনুবাদ। ব্রজপরিকরদের দাস্যসখ্যাদিভাব-মাধুর্য্যের কথা শুনিলেই সেই ভাবমাধুর্য্যের প্রতি লোকের বুদ্ধি এতই উন্মুখী হয় যে, ইহা তখন আর শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখেনা; এইরূপ যে হয়—ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ (অর্থাৎ ভাবমাধুর্য্যে লোভ জন্মে বলিয়াই শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা রাখেনা—ইহা লোভেরই ধর্ম্ম)। ৬৮

এই শ্লোক ৮৮ পয়ারের শেষার্দ্ধের প্রমাণ।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। | বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা

৮৯। রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে তাহার সাধন-প্রণালী বলিতেছেন। এই সাধনের দুইটী অংশ—একটী বাহ্য ও অপরটী অন্তর; বাহ্যদেহে, বা যথাবস্থিত দেহের দ্বারা যে ভজন, তাহাকে বলে বাহ্য-সাধন; আর আন্তরিক ভজন অর্থাৎ মানসিক-চিন্তাদি দ্বারা যে ভজন, তাহাকে বলে অন্তর সাধন। এই দুই রকম সাধনের প্রকারাদি নিম্নের কয় পংক্তিতে বলিতেছেন।

বাহ্য—বাহ্য-অঙ্গের সাধনের কথা বলিতেছেন। **সাধক-দেহে**—যথাবস্থিত দেহে (শ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই অর্থ); পিতামাতা হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহে। **শ্রবণ-কীর্ত্তন**—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নব-বিধা ভক্তির বা চৌষট্টি-অঙ্গ সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান। বিধিভক্তির মধ্যে যে চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই চৌষট্টি-অঙ্গ রাগানুগা ভক্তিতেও অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কারণ, ঐ সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান ব্যতীত ব্রজবাসিগণের আনুগত্য প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। "তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিধ্যেদিতি—রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা" ॥ অবশ্য, ইহার মধ্যে যে সকল অঙ্গ রাগানুগার প্রতিকূল, (আবরণ-পূজায় দ্বারকাধ্যানাদি) সেই সমস্ত অঙ্গ বাদ দিতে হইবে। 'শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধীভক্ত্যুদিতানিতু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ভ, র, সি, ১।২। ১৫২ ॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—বৈধীভক্ত্যুদিতানি স্ব-স্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্। অর্থাৎ বিধি-ভক্তির অঙ্গ-সমূহের মধ্যে রাগানুগার অনুকূল অঙ্গগুলি মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এখন কোন্ কোন্ অঙ্গ রাগানুগার অনুকূল, আর কোন্ কোন্ অঙ্গ প্রতিকূল, তাহা জানা দরকার।

অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তির মধ্যে, অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণ্যাদির পূজন শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু এসমস্ত স্বীয়ভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া রাগানুগা-মার্গের সাধকের পক্ষে আচরণীয় নহে। যদি বলা যায়, ইহাতে তো ভক্তির অঙ্গ-হানি হইবে; সুতরাং প্রত্যবায় হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভক্তি-মার্গে প্রীতির সহিত ভজনে কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও তাহাতে দোষ হয় না। "নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ভক্তেরুদ্ধবাণ্বপি ॥ শ্রীভা, ১১।২৯। ২০ ॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে উদ্ধব, মদ্ভক্তি-লক্ষণ এই ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গ-বৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও নষ্ট হয় না।" ইহার যতটুকু হয়, তত টুকুই পূর্ণ; কারণ, নির্গুণাভক্তির স্বরূপই এইরূপ। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অঙ্গ-হানিতে দোষ হয় না বটে, কিন্তু অঙ্গীর হানিতে দোষ আছে। উপরোক্ত ন্যাস-মুদ্রা-দ্বারকাধ্যানাদি হইল অর্চ্চনার অঙ্গ; সুতরাং অর্চ্চনা হইল এস্থলে অঙ্গী। দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চনার অনাচরণে বা অন্যথাচরণে দোষ হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রধান-ভক্তি-অঙ্গগুলিই অঙ্গী; তাহাদের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের ভক্তির অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই সাধক ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন; যদি সেই অঙ্গীকেই ত্যাগ করা হইল, তাহা হইলে আশ্রয়কেই ত্যাগ করা হইল। আশ্রয় ত্যাগ করিলে নিরাশ্রয় অবস্থায় সাধক আর কিরূপে থাকিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার পতন নিশ্চিত। "অঙ্গিবৈকল্যেতু অস্ত্যেব দোষঃ। যান্ শ্রবণোৎ-কীর্ত্তনাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মানাশ্রিত্য ইত্যুক্তেঃ ॥"—রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা।

সাধনভক্তির অন্যান্য অঙ্গসম্বন্ধে রাগবর্ত্মচন্দ্রিকার উক্তি এইরূপ—ভজনাঙ্গগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়; স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্ট ভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্ট ভাবের অনুকূল, স্বাভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ এবং স্বাভীষ্ট-ভাবের বিরুদ্ধ।

দাস্য-সখ্যাদি ও ব্রজে বাস—এই সমস্ত ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টময়; ইহারা সাধ্যও বটে, আবার সাধনও বটে। গুরু-পাদাশ্রয়, গুরু সেবা, জপ, ধ্যান স্বীয়ভাবোচিত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি, একাদশীব্রত, কার্ত্তিকাদিব্রত, ভগবন্নিবেদিত নির্ম্মাল্য-তুলসী-গন্ধ-চন্দন-মাল্য-বসনাদি-ধারণ ইত্যাদি ভজনাঙ্গগুলি, স্বাভীষ্ট-ভাবসম্বন্ধীয়; ইহাদের কোনটী বা সাধ্য-প্রেমের উপাদান-কারণ, আবার কোনটী বা নিমিত্ত-কারণ। তুলসী-কাষ্ঠমালা,

মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। | রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোপীচন্দনাদি-তিলক, নাম-মুদ্রা-চরণ-চিহ্নাদিধারণ, তুলসী-সেবন, পরিক্রমা, প্রণামাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট-ভাবের অনুকূল। গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী, বিপ্রাদির সম্মান ইত্যাদি-ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ; এই সমস্ত অঙ্গ ভাবের উপকারক। বৈষ্ণবসেবা উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এই সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকের কর্ত্তব্য। অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষীধ্যানাদি—স্বাভীষ্ট ভাবের বিরুদ্ধ, সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পরিত্যাজ্য।

রাগানুগা-মার্গের সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল ভজনাঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত দেহে অন্যান্য অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। রাগমার্গের সাধন সর্ব্বদাই ব্রজবাসীদের আনুগত্যময়,—বাহ্যসাধনেও ব্রজবাসী শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। পরবর্ত্তী "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে একথাই বলা হইয়াছে। রাগমার্গের সাধকের পক্ষে "ব্রজে-বাস" একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা); সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহেই ব্রজধামে বাস করিবে; নচেৎ মনে মনে ব্রজে-বাস চিন্তা করিবে।

আর একটী কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যথাবস্থিত-দেহের সাধনেও সর্ব্বতোভাবে মনের যোগ রাখিতে হইবে। কারণ, "বাহ্য-অন্তর ইহার দুইত সাধন।" মনের যোগ না রাখিয়া কেবল বাহিরে বাহিরে যন্ত্রের মত অনুষ্ঠান গুলি করিয়া গেলে ঠিক রাগানুগা-মার্গের ভজন হইবেনা। এজন্যই শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন, অনাসঙ্গ (অর্থাৎ সাক্ষাদ্ ভজনে প্রবৃত্তিশূন্য, বা মনোযোগশূন্য) ভাবে, "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥ ১৮।১৫ ॥" অন্যত্র, "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ ২।২৪।১১৫ ॥" শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও বলেন "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি ॥ ১।১।২২ ॥" বাহ্যক্রিয়ার সঙ্গে কিরূপে মনের যোগ রাখিতে হয়, তাহার দিগ্‌দর্শনরূপে দু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। স্নানের সময় কেবল জলে নামিয়া ডুব দিলেই রাগানুগা-ভক্তের স্নান হইবে না; বাহ্য-স্নানে বাহ্য-দেহ পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেহ পবিত্র হইবে কিনা সন্দেহ; তজ্জন্য বাহ্যস্নানের সময় শ্রীভগবচ্চরণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ ॥" তিলক করিয়া-"কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি কেবল মুখে বলিয়া গেলেই রাগানুগা-ভক্তের তিলক হইবে না; মনে মনেও যথাযথ অঙ্গে কেশব-নারায়ণাদির স্মরণ করিয়া তত্তদঙ্গস্থিত হরি-মন্দির (তিলক) যে তাঁহাদিগকে অর্পণ করা হইল, তত্তৎ-মন্দিরে যে কেশব-নারায়ণাদিকে স্থাপন করা হইল, তাহাও মনে মনে ধারণা করার চেষ্টা করিতে হইবে। "ললাটে কেশবং ধ্যায়েদিত্যাদি।" সমস্ত ভজনাঙ্গ গুলিতেই এইরূপে যথাযথভাবে মনের যোগ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায়, এইরূপ করিতে পারিলে সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিই প্রায় স্বাভীষ্টভাবময়ত্ব প্রাপ্ত হইবে।

৯০। এই পয়ারে অন্তর-সাধনের কথা বলিতেছেন।

সিদ্ধ-দেহ—শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ-প্রণালিকাতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া শিষ্য সাধকের যে স্বরূপটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহাই ঐ সাধকের সিদ্ধ-দেহ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, ঐরূপ দেহেই তিনি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিবেন। সাধন-সময়ে ঐ দেহটী মনে মনে চিন্তা করিয়া, ঐ দেহটী যেন নিজেরই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া—যথাযোগ্য ভাবে ঐ দেহদ্বারাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চিন্তা করিতে হয়। এজন্য ঐ দেহটীকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলে।

রাত্রি দিনে—সর্ব্বদা; রাত্রির ও দিনের যে সময়ে নিজ-ভাবোচিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যে সেবা করা প্রয়োজন, সেই সময়ে মানসে অন্তশ্চিন্তিত দেহে সাধক সেই সেবা করিবেন। এস্থলে অষ্টকালীন সেবার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাকে লীলাস্মরণও বলে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সিদ্ধ-প্রণালিকাতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সকলেরই সিদ্ধ-দেহের বিবরণ আছে। অন্তশ্চিন্তিত-সেবায়ও শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ-রূপের এবং গুরু-পরম্পরা সকলেরই সিদ্ধ-রূপের অনুগত্য স্বীকার করিয়া সেবা করিতে হইবে।

রাগানুগা-মার্গের আনুগত্য-সম্বন্ধে আর কিছু বলার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভজনীয়-বস্তু-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন; নচেৎ, আনুগত্যের মর্ম্ম ও আবশ্যকতা বুঝিতে পারা যাইবে না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন—উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয়; শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীশ্রীব্রজ-লীলা উভয়েই তুল্যভাবে সেবনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজরসের সংবাদ কলিহত জীবকে দিয়া গেলেন এবং তাঁহার আস্বাদনের উপায় বলিয়া দিলেন, তদনুরূপ ভজনের আদর্শও দেখাইয়া গেলেন—কেবল এজন্যই যে তিনি ভজনীয়, তাহা নহে। কেবল এজন্যই তাঁহার ভজন করিলে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা মাত্র প্রদর্শিত হয়; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই যথেষ্ট নহে; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কেবল সাধন-মাত্র নহে, ইহা সাধ্যও বটে; তাঁহার ভজন স্বাভীষ্ট-ভাবময়। ইহার হেতু এই:—

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই; শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপলীলায়ও স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব এবং হেম-গৌর-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরাঙ্গ হইয়াছেন; তাঁহার নবজলধর-শ্যামকান্তি—নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর হেম-গৌর-কান্তির—অঙ্গের—অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে; তাই, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর; তিনি রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—অপর কেহ নহেন। শ্রীব্রজধামে তিনি যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহাই যেন প্রবল-বেগ ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা,—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় লীলাকদম্বের উত্তরাংশই শ্রীনবদ্বীপলীলা। ব্রজ-লীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপলীলা। যে উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন লীলা প্রকট করেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে—আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। পরমকরুণ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—রস-আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। ব্রজে তিনি অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার রস-আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করিল না। কারণ, ব্রজে তিনি শ্রীরাধিকাদি পরিকর বর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস মাত্র আস্বাদন করিলেন; কিন্তু নিজের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-রসটী আস্বাদন করিতে পারিলেন না। এই মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র করণ—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের তাহা ছিল না। তাই তিনি শ্রীমতীর মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন এবং নিজের মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করিলেন। রস-আস্বাদনের যে অংশ ব্রজে অপূর্ণ ছিল, তাহা নবদ্বীপে পূর্ণ হইল। আর তাঁর করুণা। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস-জীব, তাঁহার সেবা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে; সংসার-রসে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; ক্ষণ-স্থায়ী বিষয়-সুখকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়া—যদিও তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না, তথাপি তাহার অনুসন্ধানেই—দেহ, মন, প্রাণ নিয়োজিত করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। একটা নিত্য, শাশ্বত ও অসমোর্দ্ধ আনন্দের আদর্শ দেখাইয়া মায়াবদ্ধ-জীবের বিষয়-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল। ব্রজে তিনি তাহাই দেখাইলেন। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ শ্রী ভা, ১০।৩৩।৩৬॥" ব্রজলীলায় তাঁহার নিত্য-সিদ্ধ পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া, তাঁহার সেবায় যে কি অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা জীবকে জানাইলেন (২।২১।৯২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); জীবের মানস-চক্ষুর সাক্ষাতে তিনি এক পরম-লোভনীয় বস্তু উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সেই বস্তুটী পাওয়ার উপায়টী—ব্রজলীলায় দেখাইলেন না। যদিও গীতায় "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" বলিয়া দিগ্দর্শনরূপে ঐ উপায়ের একটা উপদেশ দিয়া গেলেন,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তথাপি কিন্তু একটা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে সাধারণ জীব ঐ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিলেন; দেখিয়া তাঁহার করুণা-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি স্থির করিলেন—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। ২।২।৩।১৮-১৯॥" নবদ্বীপ-লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজে ব্রজ-রস-আস্বাদনের উপায়-স্বরূপ ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার পরিকরভুক্ত-গোস্বামিগণের দ্বারাও অনুষ্ঠান করাইলেন; তাহাতে জীব ভজনের একটা আদর্শ পাইল; ব্রজলীলায় যে লোভনীয় বস্তুটী দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপলীলায় তাহা পাওয়ার উপায়টীর আদর্শ দেখাইয়া গেলেন—জীব তাহা দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল; ভজন করিতে লুব্ধ হইল। ইহাই তাঁহার করুণার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ব্রজলীলায় যে করুণা-বিকাশের আরম্ভ, নবদ্বীপলীলায় তাহার পূর্ণতা।

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা হইতে নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ। ব্রজে রাসলীলায় "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" শ্রীভা, ১০।৩২।২২ শ্লোকে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরই পূর্ণতম রসিক-শেখর; তাঁহাতেই পূর্ণতম কৃষ্ণত্বের অভিব্যক্তি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যেও ব্রজ-অপেক্ষা নবদ্বীপের একটু বিশেষত্ব আছে। নিতান্ত ঘনিষ্টতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় নাই; কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল (প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে); নবদ্বীপেই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। এখানে, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী নিজের প্রতিঅঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন; তাই শ্যামসুন্দরের প্রতি-শ্যাম অঙ্গই গৌর হইয়াছে। নবদ্বীপে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়াছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। ২।৮।২৩৩॥" এই রাইকানু-মিলিত তনুই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর। "সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি। ১।৪।৫০॥" শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর—রায়-রামানন্দ-কথিত "না সো রমণ ন হাম রমণী"-পদোক্ত মাদনাখ্য মহাভাবের বিলাস-বৈচিত্রী-বিশেষের চরম পরিণতি। এইরূপে শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন, তাঁহার সমস্ত ব্রজপরিকরবর্গও নবদ্বীপ-লীলার উপযোগী দেহে তাঁহার সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে প্রকট হইলেন।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্যই নাই—ইহারা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র; বরং নানা কারণে ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপলীলারই উৎকর্ষ দেখা যায়।

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা একসূত্রে গ্রথিত; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই মালার সৌন্দর্য্যের ও উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে সূত্রে মালা গাঁথা হয়, তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মালাগুলি সমস্তই যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, মালা তখন আর যেমন গলায় ধারণের উপযুক্ত থাকে না; সেইরূপ, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলার সংযোগ-সূত্র ছিঁড়িয়া দিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, জীব উভয় লীলার সম্মিলিত আস্বাদনযোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবে। নবদ্বীপলীলায় শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আস্বাদন করিয়াছেন; সুতরাং ব্রজলীলাই নবদ্বীপলীলার উপজীব্য বা পোষক; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই বিশুষ্ক হইয়া যায়। আবার নবদ্বীপলীলাকে বাদ দিলে, অকৃতজ্ঞতাদোষ তো সংঘটিত হয়ই,তাহা ছাড়া,ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশয়ী ভাবে বর্দ্ধিত হয়; আর, তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ; আর নবদ্বীপ-

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লীলা কর্পূর-মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাণ্ড। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি; তিনিই নবদ্বীপে ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্লভ। তাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ব্রজ-লীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ-লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয় মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ ২।২৫।২২৩॥" এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন উভয়-স্বরূপই সমভাবে ভজনীয়; শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা—উভয় লীলাই সমভাবে সেবনীয়। উভয়-ধামই সাধকের সমভাবে কাম্য॥ "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়॥"

শ্রীমন্মাপ্রভুর কৃপায় গৌরলীলায় ডুব দিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে; ইহাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন:—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে॥" ইহার হেতুও দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা একসূত্রে গ্রথিত। এই লীলার সূত্র, সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুই সাক্ষাদ্ভাবে জীবের হাতে ধরাইয়া দেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, আপনি যেন মধুরভাবের উপাসক এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। আপনার গুরুপরম্পরায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুই উচ্চতম-সোপানে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-কিশোরের লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী; ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার সঙ্গে ব্রজ-পরিকর ও নবদ্বীপ পরিকরগণ একসূত্রে গ্রথিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া ঐ লীলা-সূত্রটী তাঁহার শিষ্যের হাতে দিলেন, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যের হাতে দিলেন; এইরূপে গুরু-পরম্পরাক্রমে ঐ লীলা-সূত্র আপনার হাতে আসিয়া পড়িল। গুরুবর্গের কৃপায় এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় আপনি যদি ঐ লীলা-সূত্রটী ধরিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইল। সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পার্ষদ-বর্গও নিজ নিজ ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন; এবং ঐ লীলা-সূত্র-ধারণের মাহাত্ম্যে সপরিকর গৌর-সুন্দরের কৃপায় আপনিও তাঁহাদের শ্রীচরণ-অনুসরণ করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইলে ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইতে পারে। যে বাগানে লক্ষ লক্ষ সুগন্ধি গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, কোনও রকমে সেই বাগানে পৌঁছিতে পারিলেই গোলাপের সুগন্ধ আস্বাদন করা যায়; সুগন্ধ তখন আপনা-আপনিই নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে; তজ্জন্য তখন আর স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা করিতে হয় না।

এজন্যই বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা তুল্যভাবে ভজনীয়। বাহ্যে যথাবস্থিত দেহের অর্চ্চনাদিতে সপরিকর গৌরসুন্দর এবং সপরিকর ব্রজেন্দ্র-নন্দন অর্চ্চনীয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতেও উভয় স্বরূপের নাম-রূপ-গুণলীলাদি সেবনীয়। অন্তর-সাধনেও উভয় লীলা সেবনীয়। অন্তর সাধন অন্তশ্চিন্তিত দেহে করিতে হয়। ব্রজের ও নবদ্বীপের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ একরূপ নহে। আপনি যদি শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার-ভুক্ত মধুর-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে আপনার এবং আপনার গুরুবর্গের ব্রজের সিদ্ধদেহ হইবে, মঞ্জরী-দেহ; আর নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ হইবে পুরুষ-ভক্ত-দেহ। ব্রজে আপনি গোপকিশোরী, নবদ্বীপে কিশোর ব্রাহ্মণ-কুমার। কোনও কোনও ভক্ত বলেন—নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ ব্রাহ্মণাভিমানী না হইয়া, অন্যজাত্যভিমানীও হইতে পারে। আমাদের মনে হয়—সেবকাভিমানব্যতীত অন্য কোনও অভিমানেরই প্রয়োজন নাই; নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ-ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিও দাস্যাভিমানব্যতীত অন্যরূপ অভিমানের প্রতিকূল। নবদ্বীপের যে লীলা ভক্তদের মুখ্যভাবে আস্বাদ্য, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তাঁহার পরিকর-বর্গেরও বিশেষ কোনও জাত্যভিমান ছিল বলিয়া মনে হয় না যাহা হউক, অন্তর-সাধনের অষ্টকালীন-লীলাস্মরণে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্তশ্চিন্তিত-দেহে সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে নবদ্বীপ-লীলার স্মরণ করিতে হইবে; কারণ, গৌর-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। নবদ্বীপে অন্তশ্চিন্তিত ভক্তরূপ-সিদ্ধ-দেহে সিদ্ধগুরুবর্গের আনুগত্য আশ্রয় করিলে তাঁহারা কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন; তারপর শ্রীনিতাই কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে তিনি আপনাকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর চরণে অর্পণ করিবেন। শ্রীগৌরের চরণে অর্পণ করিয়া শ্রীরূপ আপনাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

মধুর-ভাবের সাধকের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত; তাঁহার মধ্যেই শ্রীমতী রাধিকার সমস্ত ভাব প্রকটিত; যদি কখনও কৃষ্ণভাবের লক্ষণ দেখা যায়, মধুর-ভাবের সাধক তাহাকেও কৃষ্ণভাবে আবিষ্টা শ্রীমতী-রাধারাণীর ভাব বলিয়াই আস্বাদন করেন। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীরাধা এবং তাঁহার পরিকরবর্গ বৃন্দাবনের সখীমঞ্জরী। শ্রীগৌর যখন রাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পরিকরবর্গও নিজ নিজ ব্রজলীলোচিত ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপে নবদ্বীপলীলার সেবায় নিয়োজিত থাকিলেই নবদ্বীপ-পরিকরগণ যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হইবেন, তখন তাঁহাদের ভাব-তরঙ্গ তাঁহাদের কৃপায় আপনাকেও স্পর্শ করিবে; সেই তরঙ্গের আঘাতে তাঁহাদের সঙ্গে আপনিও ব্রজলীলায় উপস্থিত হইবেন। তখন আপনা-আপনিই ব্রজলীলার উপযোগী মঞ্জরী-দেহ আপনার স্ফুরিত হইবে; সেই দেহে, গুরুরূপা-মঞ্জরী-বর্গের কৃপায় আপনি শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর চরণে অর্পিত হইবেন; তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে, মঞ্জরীদিগের যূথেশ্বরী শ্রীমতী রূপ-মঞ্জরীর চরণে আপনাকে অর্পণ করিবেন। শ্রীমতী রূপ-মঞ্জরী তখন কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। এই ভাবেই অন্তর-সাধনের বিধি।

রাগানুগার ভজনই আনুগত্যময়। শ্রীনবদ্বীপে গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের আনুগত্য; এই গোস্বামিগণই সাধককে গৌরের চরণে অর্পিত করিয়া সেবায় নিয়োজিত করেন। আর ব্রজে, গুরু-রূপা মঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-বর্গের আনুগত্য। শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-বর্গই সাধকদাসীকে শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করেন। এই গেল মধুর-ভাবের সাধকদের কথা। অন্যান্য ভাবের সাধকদিগকেও এই ভাবে উভয় লীলায়, নিজ নিজ ভাবানুকূল লীলাপরিকরগণের চরণাশ্রয় করিতে হয়। ইহাই পরের পয়ারে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও একথাই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।"

রাগানুগামার্গে অন্তশ্চিন্তিত দেহে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের বিধান পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৫২-অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়; তাহাতে মধুর-ভাবের সাধক বা সাধিকার অন্তশ্চিন্তিত দেহের একটা দিগ্‌দর্শনও পাওয়া যায়। "আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥ নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগ-পরাঙ্মুখীম্॥ রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবন-পরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥ প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্॥ তৎসেবন-সুখাহ্লাদ-ভাবেনাতি সুনির্বৃতাম্॥ ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ॥ প, পু, পা, ৫২।৭-১১॥—শ্রীসদাশিব নারদের নিকটে বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্ত্তিনী রূপ-যৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী-রমণীরূপে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতিলাভের) অনুরূপা নানাবিধ শিল্পকলাভিজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগ-পরাঙ্মুখী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে তাঁহার সেবাপরায়ণা বলিয়া নিজেকে চিন্তা করিবে; শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।"

ব্রজলীলার সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে যেমন ব্রজলীলায় সেবার চিন্তা করিতে হয়, তদ্রূপ নবদ্বীপলীলার সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহেও নবদ্বীপ-লীলায় সেবার চিন্তা—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার চিন্তা, তাঁহার পরিচর্য্যাদির চিন্তা—করিতে হয়। ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ব্রজলীলার রসাস্বাদন করিবেন, তখন তাঁহার ভাবের তরঙ্গের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সাধকের চিত্তেও সেই রসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। "গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।"

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—সাধকের এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী তো কাল্পনিক ; সুতরাং পরিণামে ইহা কিরূপে সত্য হইবে ? উত্তর—অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী যে একেবারেই কাল্পনিক, তাহা বলা যায় না। শ্রীগুরুদেব দিগ্‌দর্শনরূপে এই দেহটীর পরিচয় তাঁহার শিষ্য সাধককে কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন ; ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে সাধকের সিদ্ধদেহের যে চিত্রটী স্ফুরিত করান, গুরুদেব তাহারই পরিচয় শিষ্যকে জানান ; ইহা গুরুদেবের কল্পনাপ্রসূত নহে। সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে যে রূপটী স্ফুরিত করান, তাহা অসত্য হইতে পারে না ; তাহা সত্য। সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটী অস্পষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাণীর কৃপা তাঁহার চিত্তে যতই পরিস্ফুট হইবে, অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ; অবশেষে ভক্তিরাণীর পূর্ণ কৃপা পরিস্ফুট হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদাত্ম্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে সাধকের দেহভঙ্গের পরে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করান। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ত্বং ভক্তি-যোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্‌যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ৩।৯।১১॥"-শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। (এই শ্লোকের অর্থ ১।৩।২০-শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধিয়া ভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।—অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে যে রূপ তাঁহারা মনে মনে ভাবনা করেন, ভক্ত-পরবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেইরূপ সিদ্ধদেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।" ভগবৎ-কৃপায় প্রাপ্ত এই সিদ্ধদেহ যে প্রাকৃত নয়, পরন্তু মায়াতীত নিত্যানন্দরূপ শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ, তাহাও শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন। "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ ৩।১৫।১৪॥—নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়া (সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক) যাঁহারা সেই স্থানে (মায়াতীত ভগবদ্ধামে) বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তি।" এস্থলে "বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তয়ঃ শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্ত্তির্যেষাং তে—যাঁহাদের মূর্ত্তি হরির মূর্ত্তির ন্যায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ)।" আর শ্রীজীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তির্যেষাং তে—বৈকুণ্ঠের (অর্থাৎ শ্রীহরির) মূর্ত্তির ন্যায়ই নিত্যানন্দরূপা মূর্ত্তি যাঁহাদের।" সিদ্ধাবস্থায় সাধক ভক্ত যে দেহে ভগবদ্ধামে ভগবানের সেবা করেন, তাহাই তাঁহার সিদ্ধদেহ ; এই সিদ্ধদেহ যে আনন্দস্বরূপ—শুদ্ধসত্ত্বময়—সুতরাং মায়াতীত—সত্য—তাহাই এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

উপরি উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ অবাস্তবতায় পর্য্যবসিত হয় না ; বস্তুতঃ একটী সত্য, আনন্দস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বময় বাস্তব-দেহেই পর্য্যবসিত হয়।

তথাহি তত্রৈব (১।২।১৫১)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ৬৯

নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥ ৯১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট-তৎসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাঃ তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ॥ শ্রীজীব॥ ৬৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৬৯। **অন্বয়।** তদ্ভাবলিপ্সুনা (ব্রজবাসিজনের ভাবলুব্ধ) [জনেন] (ব্যক্তিকর্ত্তৃক) অত্রহি (রাগানুগামার্গে) সাধকরূপেণ (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) সিদ্ধরূপেণ চ (এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহদ্বারা) ব্রজলোকানুসারতঃ (ব্রজলোকের অনুগত হইয়া) সেবা (শ্রীকৃষ্ণসেবা) কার্য্যা (করণীয়া)।

অনুবাদ। সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (অন্তশ্চিন্তিত নিজভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী দেহদ্বারা) ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট-শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পরিকরবর্গের ভাবলিপ্সু হইয়া, তাঁহাদের অনুসরণপূর্ব্বক সেবায় প্রবৃত্ত হইবে। ৬৯

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী দুই পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৮৯-৯০ পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৯১। রাগানুগামার্গের সাধক মানসিক-ভজনে কাহার আনুগত্য গ্রহণ করিবেন, তাহাই বলিতেছেন।

নিজাভীষ্ট—নিজের আকাঙ্ক্ষণীয়, নিজে যাহা ইচ্ছা করেন। **কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় পরিকর যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি নিজভাবানুকূল বলিয়া সাধকের নিজেরও বাঞ্ছনীয়, তিনিই সাধকের পক্ষে নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি-ভাবের পরিকরই ব্রজে আছেন; এই চারি-ভাবেরই রাগাত্মিক-ভক্তও ব্রজে আছেন। দাস্যভাবের পরিকরদের মধ্যে রক্তক-পত্রকাদি দাস শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহারা দাস্যভাবে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই দাসযূথের যূথেশ্বর। সখ্যভাবের মধ্যে সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। বাৎসল্যভাবের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। আর মধুর-ভাবে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী-ললিতা-বিশাখাদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সাধক-ভক্ত যে ভাবের সাধক, ব্রজে সেই ভাবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তিনি সাধকের নিজাভীষ্ট; কারণ, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই সাধকের লোভনীয়, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই তাঁহাকে করিতে হইবে। অথবা, **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ—নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ, তাঁহার প্রেষ্ঠ—নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারি ভাবের লীলাতে বিলাসবান্; সাধক যে ভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার অভীষ্ট-কৃষ্ণ—সাধকের নিজের অভীষ্ট-কৃষ্ণ বা নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ; সেই ভাবের লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা মুখ্য বা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তিনি বা তাঁহারা হইলেন সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ—সুতরাং সাধকের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। **পাছে ত লাগিয়া**—পাছে পাছে থাকিয়া, অনুগত হইয়া। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অনুগত হইয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর সেবা করিবে।

অন্তর্ম্মনা—যিনি বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত-দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন, তিনি অন্তর্ম্মনা। দাস্য-ভাবের সাধক নবদ্বীপে ঈশানাদি মিশ্র-ঠাকুরের ভৃত্যবর্গের—সখ্যভাবের সাধক গৌরীদাস পণ্ডিতের (সুবল),—বাৎসল্যভাবের সাধক শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভাবানুগত্য স্বীকার করিবেন। আর মধুর-ভাবের-সাধক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যাধীনে শ্রীরূপাদিগোস্বামিগণের আনুগত্য-স্বীকার করিবেন। আর শ্রীব্রজধামে, দাস্যভাবের সাধক রক্তক-পত্রকাদি নন্দমহারাজের দাসবর্গের, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদির এবং বাৎসল্যভাবের ভক্ত শ্রীনন্দযশোদার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। "শুদ্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ভ, র, সি, ১।২।১৬০॥” মধুর-ভাবের সাধক শ্রীরাধিকা-ললিতাদির আনুগত্য স্বীকার করিবেন। এস্থলে শ্রীরাধাললিতা-নন্দ-যশোদাদি যে সমস্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই রাগাত্মিকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগা সেবাই সাধক ভক্তের প্রার্থনীয়; সুতরাং সোজাসোজি শ্রীনন্দযশোদাদির আনুগত্য লাভের চেষ্টা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাগানুগা সেবায় যাঁহাদের অধিকার আছে, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকর-দিগের চরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহারা কৃপা করিয়া রাগানুগা-সেবায় শিক্ষিত করিয়া সাধক-ভক্তকে শ্রীনন্দযশোদাদি রাগাত্মিকা-সেবাধিকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠদের চরণে অর্পণ করিয়া সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন। যথা, যিনি মধুরভাবের সাধক, তিনি গুরুমঞ্জরীবর্গের আনুগত্যে, রাগানুগা-সেবার মুখ্যা অধিকারিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণ আশ্রয়, করিবেন; শ্রীরূপ-মঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা উল্লেখযোগ্য। উপরে উদ্ধৃত “লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ”-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“পিতৃত্বাদ্যভিমানোহি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তদনুচিত-ভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।” এই টীকার তাৎপর্য্য এইরূপ। ব্রজেন্দ্রের বা সুবলাদির ভাবের অভিমানও দুই রকমের—স্বতন্ত্ররূপে পিতৃত্বাদির অভিমান এবং পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন। এই দুইয়ের মধ্যে পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন অনুচিত; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে (অর্থাৎ আমিই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ মনে করিলে) যেরূপ অপরাধ হয়, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের (শ্রীনন্দযশোদাদি, শ্রীসুবলাদি, বা শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী-ললিতা-বিশাখাদির) সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করিলেও (আমিই শ্রীনন্দ বা যশোদা, আমিই সুবল বা মধুমঙ্গলাদি, আমিই শ্রীরাধা বা শ্রীললিতা বা চন্দ্রাবলী-আদি—এইরূপ মনে করিলেও) সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, নিত্যসিদ্ধ পরিকর-তত্ত্বে ও ভগবত্তত্ত্বে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া। ইহাতে নিত্যসিদ্ধ-পরিকরের সহিত সাযুজ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়তো হইতে পারে, কিন্তু পৃথক্ পরিকররূপে সেবা পাওয়া যায় না। তাই এইরূপ অভিমান অনুচিত। কিন্তু সাধক জীবের পক্ষে স্বীয় ভাবানুকূল সিদ্ধদেহের চিন্তায় দোষের কিছু নাই; যেহেতু, তাঁহার এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যসিদ্ধ দেহ নহে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—“সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।” এই শ্লোকের “সিদ্ধরূপেণ”-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন “অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন—অভীষ্ট সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে।” পদ্মপুরাণও এজন্যই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার উপদেশ দিয়াছেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহাহউক, এই গেল নন্দ-যশোদাদির সহিত অভেদ মননের কথা। আর স্বতন্ত্ররূপে পিতৃত্বাদির অভিমানের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপ মনে করা, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ অভিমান পোষণ করা। কিন্তু এইরূপ অভিমানেও যদি সাধক মনে করেন যে, আমি শ্রীনন্দ বা শ্রীযশোদা, তাহা হইলেও পূর্ব্ববৎ অপরাধই হইবে। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সাধক যদি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে নন্দ-যশোদার ন্যায় পুত্ররূপে কৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা নহে। তবে তিনি কিরূপে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবেন, পরবর্ত্তী “নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্। নারদস্যো-পদেশেন সিদ্ধোহভূদ্ বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৬১॥”-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব তাহা জানাইয়াছেন। “সিদ্ধোহভূদিতি বালবৎসহরণ-লীলায়াং তৎপিতৃণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া।” ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে এবং বৎসসমূহকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণই সেই সমস্ত গোপ বালক এবং বৎসরূপে আত্মপ্রকট করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোপবৃদ্ধগণ মনে করিলেন, অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও তাঁহাদের পুত্রগণই

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গোচারণ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন; বস্তুতঃ আসিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের পুত্রগণের রূপ ধরিয়া। এস্থলেও গোপগণ কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাইলেন—কিন্তু চিনিতে পারেন নাই। একবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা এইরূপে তাঁহাদের পুত্রবেশী শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এসমস্ত গোপগণ যেরূপ সাময়িকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহারা পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন, তাঁহারাও সেইরূপ ভাবেই পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন। "বালবৎসহরণ-লীলায়াং তৎপিতৄণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া"—বাক্যে শ্রীজীব গোস্বামী তাহাই বলিলেন। উল্লিখিত গোপবৃদ্ধগণ তাঁহাদের পুত্রের আকারে শ্রীকৃষ্ণকে এক বৎসরের জন্য পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পুত্রবৎ-বাৎসল্য ছিল নিত্য। তাঁহাদের বাৎসল্য নিত্য হইলেও তাহা লালন-পালনাদিতে নিত্য-অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। যিনি আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে কৃষ্ণের পিতা বা মাতা এবং কৃষ্ণকে নিজের পুত্রজ্ঞানে ভজন করিবেন, সিদ্ধিলাভে ব্রজে তাঁহার জন্ম হইলে কৃষ্ণেতে তাঁহারও নিত্য বাৎসল্যভাব থাকিতে পারে, সাময়িক ভাবে সেই ভাব লালন-পালনাদিতেও অভিব্যক্ত হইতে পারে—পূর্ব্বোল্লিখিত গোপবৃদ্ধদিগের ন্যায়। কিন্তু যাঁহারা "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের" আনুগত্যে ভজন করিবেন, পার্ষদরূপে তাঁহারা লালন-পালনাদি নিত্যসেবার অধিকারী হইতে পারিবেন।

যদি কেহ বলেন—নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধাললিতাদির সহিত নিজের অভেদ মনন যদি অপরাধজনক হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী ২।২২।৯০ পয়ারোক্ত সিদ্ধদেহ-চিন্তনে কি তদ্রূপ অপরাধ হইবে না? উত্তরে বলা যায়—সিদ্ধদেহ-চিন্তনে তদ্রূপ অপরাধের হেতু নাই। কারণ, শ্রীনন্দযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণই লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে তত্তৎ রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ (বা নিত্যমুক্ত কি সাধন-সিদ্ধ জীবের সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) তদ্রূপ নয়; ইহা হইল সেবার উপযোগী এবং স্বরূপ-শক্তির কৃপাপ্রাপ্ত একটী চিন্ময় দেহ, যাহার সাহায্যে তটস্থাশক্তি-জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। জীব সিদ্ধাবস্থাতেও তটস্থা-শক্তিই থাকে, স্বরূপ-শক্তি হইয়া যায়না (ভূমিকায় জীবতত্ত্ব প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য)—যদিও স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করে। কিন্তু—নন্দ-যশোদাদি হইলেন স্বরূপ-শক্তি, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, আর জীব হইল তাঁহার বিভিন্নাংশ। পার্থক্য অনেক। স্বাংশগণ হইলেন স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ; আর বিভিন্নাংশ জীব হইল তটস্থা-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ (জীবতত্ত্ব-প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য)। তটস্থা-শক্তি জীবকে স্বরূপ-শক্তিময় ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জীবে ঈশ্বর জ্ঞান এই অপরাধ চিন।" কিন্তু স্বরূপ-শক্তি শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধের হেতু নাই; যেহেতু "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।"

রাগানুগামার্গের ভক্তিতে অন্তর-সাধন বা লীলা-স্মরণই মুখ্য ভজনাঙ্গ। কিন্তু তাহা বলিয়া বাহ্য-সাধন বা যথাবস্থিতদেহের সাধন উপেক্ষণীয় নহে; বাহ্য-সাধনদ্বারা অন্তর-সাধন পুষ্টিলাভ করে; আবার অন্তর-সাধন দ্বারাও বাহ্য সাধনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে। যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন পান করাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, উনুনের উপরে দুধ উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে; তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ফেলিয়া রাখিয়াও তিনি দুধ সামলাইতে গেলেন। যশোদা-মাতার নিকটে কৃষ্ণ-অপেক্ষা অবশ্যই দুধ বেশী প্রীতির বস্তু নহে; তথাপি কৃষ্ণকে ফেলিয়া দুধ রক্ষা করিতে গেলেন—কৃষ্ণ তখনও পেট ভরিয়া স্তন্য পান করেন নাই। ইহার কারণ, দুধ কৃষ্ণেরই জন্য; দুধ নষ্ট হইলে কৃষ্ণ খাইবে কি? কৃষ্ণ পোষ্য, দুধ পোষক। পোষ্যে প্রীতিবশতঃই পোষকে প্রীতি। যশোদা-মাতা যেমন পোষ্য-কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া পোষক দুগ্ধকে রক্ষা করিতে গেলেন, অনেক রাগানুগা-ভক্তও সেইরূপ অনেক সময় পোষ্য-লীলাস্মরণ ত্যাগ করিয়া পোষক বাহ্য সাধনে মনোনিবেশ করেন; লীলা-স্মরণকে উপেক্ষা করিয়া বাহ্য-সাধন-মাত্রেই মনোনিবেশ

তথাহি তত্রৈব (১;২।১৫০)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ৭০

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ ।
রাগমার্গে এইসব ভাবের গণন ॥ ৯২

তথাহি (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥ ৭১ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ কৃষ্ণমিত্যাদিনা । সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ ॥ শ্রীজীব ॥ ৭০

নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাৎ ? তত্রাহ হে শান্তরূপে ! যদ্বা শান্তং শুদ্ধং সত্ত্বং তদ্রূপে বৈকুণ্ঠে । মৎপরা কদাচিদপি ন নঙ্ক্ষ্যন্তি ভোগ্যহীনা ন ভবন্তি । অনিমিষো মে হেতি র্মদীয়ং কালচক্রঞ্চ নো লেঢ়ি তান্ ন গ্রসতি । তত্র হেতুঃ যেষামিতি । সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ । সখেব বিশ্বাসাস্পদম্ । গুরুরিব উপদেষ্টা সুহৃদিব হিতকারী । ইষ্টং দৈবমিব পূজ্যঃ । এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ ॥ স্বামী ॥ ৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে । কেবল দুধই জ্বাল দিলাম, কিন্তু দুধ খাইবে কে ? আবার বাহ্য-সাধনকে উপেক্ষা করিয়া কেবল লীলা-স্মরণের চেষ্টাও বাঞ্ছনীয় নহে । আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের চিত্ত বিষয়-চিন্তায় বিক্ষিপ্ত ; এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করার একটী প্রধান সহায় বাহ্য সাধন ।

শ্লো । ৭০ । অন্বয় । অসৌ (ইনি—রাগানুগামার্গের সাধক) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) নিজ-সমীহিতং (নিজের সম্যক্‌রূপে ঈহিত বা অভীষ্ট) অস্য (ইঁহার—শ্রীকৃষ্ণের) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তম) জনং চ (এবং জনকে—পরিকরকেও) [স্মরন্] (স্মরণ করিয়া) তত্তৎকথারতঃ চ (কৃষ্ণের সেই সেই—স্বীয় অভীষ্ট—লীলাকথায় রত হইয়া) সদা (সর্ব্বদা) ব্রজে (ব্রজে—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে) বাসং কুর্য্যাৎ (বাস করিবে—সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহে বাস করিবে, নচেৎ মানসে বাস করিবে) ।

অনুবাদ । রাগানুগা-মার্গের সাধক—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি নিজের অভীষ্ট, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিজ ভাবানুকূল লীলাকথায় অনুরক্ত হইয়া, (সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহেই, অসমর্থপক্ষে কেবল অন্তশ্চিন্তিত দেহে) সর্ব্বদাই ব্রজে বাস করিবেন । ৭০

সমীহিতং—সম্+ঈহিতং (বাঞ্ছিতং) ; সম্যক্‌রূপে অভীষ্ট ।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ব পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য । পূর্ব্বপয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক ।

৯২ । রাগমার্গে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী ভাব আছে । রক্তকাদি দাসগণের দাস্যভাবের, সুবলাদি সখাগণের সখ্য ভাবের, শ্রীনন্দযশোদাদি পিতৃ-মাতৃ বর্গের বাৎসল্য-ভাবের এবং শ্রীরাধা-ললিতাদি কৃষ্ণ-প্রেয়সীবর্গের মধুর-ভাবের রাগাত্মিকা সেবা ।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০।৯১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

শ্লো । ৭১ । অন্বয় । অহং (আমি—শ্রীভগবান্ কপিলদেব) যেষাং (যাঁহাদের) প্রিয়ঃ (প্রিয়), আত্মা (আত্মা), সুতঃ (পুত্র), সখা (সখা), গুরুঃ (গুরু), সুহৃদঃ (সুহৃদ—বন্ধু), ইষ্টং দৈবং চ (এবং অভীষ্ট দেব) [তে] (সে সমস্ত) মৎপরাঃ (আমাপরায়ণ—আমার ধামগত আমার ভক্তগণ) শান্তরূপে (বৈকুণ্ঠে—ভগবদ্ধামে) কর্হিচিৎ

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

(কখনও) ন নঙ্ক্ষ্যন্তি (ভোগ্যবিহীন হয় না), মে (আমার) অনিমিষঃ হেতিঃ (কালচক্র) [তান্] (তাহাদিগকে) নো লেঢ়ি (গ্রাস করে না)।

অনুবাদ। কপিলদেব বলিয়াছেন,—হে জননি ! আমি যাহাদের পতি, পুত্র, আত্মা, সখা, সুহৃৎ, গুরুজন, এবং অভীষ্টদেব, সেই আমার নিত্যধামবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্য-বস্তু কখনও নষ্ট হয় না এবং আমার কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ৭১

স্বীয়-জননী দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি এই শ্লোক। তিনি বলিলেন **শান্তরূপে**—শান্ত (অবিকৃত) রূপ (স্বরূপ) যাহার, সেই ধামে ; বৈকুণ্ঠাদি নিত্য-ভগবদ্ধামে যে সমস্ত **মৎপরাঃ**—আমাপরায়ণ, আমার (ভগবানের) একান্ত ভক্ত আছেন, তাঁহারা কখনও **ন নঙ্ক্ষ্যন্তি**—ভোগ্যহীন হয়েন না ; আর আমার (ভগবানের) **অনিমিষঃ হেতিঃ**—[চক্ষুর পলককে বলে নিমিষ ; নিমিষ নাই যাহার—চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই অত্যল্প সময়টুকুর জন্যও যে কার্য্য হইতে বিরত থাকেনা, তাহাকে বলে অনিমিষ—নিরবচ্ছিন্ন-কর্ম্মা। হেতি অর্থ অস্ত্র ; চক্র। কালের চক্রই নিরবচ্ছিন্নভাবে—অত্যল্প সময়ের জন্যও বিশ্রাম না লইয়া, অনবরত—কাজ করিয়া যায় ; তাই অনিমিষঃ হেতিঃ বলিতে এস্থলে কালচক্রকেই বুঝাইতেছে। ভগবান্ কপিলদেব বলিতেছেন,—আমার] **কালচক্রও** আমার এ-সমস্ত ভক্তকে **ন লেঢ়ি**—গ্রাস করে না।

তাৎপর্য্য এই যে—স্বর্গাদিলোকে যেমন যথাসময়ে ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, ভোগকাল শেষ হইয়া গেলে আবার যেমন স্বর্গবাসীকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়, বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ভগবদ্ধামে যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত আছেন বা ভগবৎ-কৃপায় যাওয়ার সৌভাগ্য পায়েন, তাঁহাদের অবস্থা সেইরূপ নহে ; নিত্য-ভগবদ্ধামবাসী ভক্তগণ কখনও বিনষ্ট হয়েন না, ভগবৎ-সেবাসুখ-ভোগ হইতেও তাঁহারা কখনও বঞ্চিত হয়েন না।

নিত্য-ভগবদ্ধামবাসী ভক্তগণ কেনই বা বিনষ্ট হয়েন না এবং কেনই বা ভগবৎ সেবাসুখ-ভোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন না, তাহাও শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন ; তাঁহারা বিনষ্ট হয়েন না, যেহেতু আমি তাঁহাদের **প্রিয়ঃ**—প্রিয় ; (প্রেয়সীভাবে তাঁহাদের কেহ কেহ আমাকে প্রিয় পতি বা প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন ; যেমন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, ব্রজে শ্রীরাধিকাদি), **আত্মা**—আত্মা, (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের আত্মা বলিয়া মনে করেন ; যেমন সনকাদি শান্ত ভক্তগণ) ; **সুতঃ**—পুত্র (কেহ কেহ আমাকে পুত্র বলিয়া মনে করেন ; যেমন তুমি—দেবহূতি) ; **সখা**—সখা (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের সখা বলিয়া মনে করেন ; যেমন সখ্য-ভাবের ভক্ত শ্রীদামাদি) ; **গুরুঃ**—গুরুজন ; (কেহ কেহ বা আমাকে গুরুজন—গৌরবের পাত্র—বলিয়া মনে করেন ; যেমন দাস্যভাবের ভক্ত রক্তকপত্রকাদি ; কি দ্বারকাদিতে প্রদ্যুম্নাদি) ; **সুহৃদঃ**—বন্ধু (কেহ কেহ বা আবার আমাকে তাঁহাদের সুহৃদ্ বা বন্ধু বলিয়া মনে করেন ; যেমন পাণ্ডবাদি। নানাভক্ত নানাভাবে ভগবান্‌কে সুহৃদ্ বলিয়া মনে করেন ; তাই এস্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে) ; এবং **ইষ্টং দৈবং**—ইষ্টদেব, অভীষ্টদেব (কেহ কেহ আমাকে তাঁহাদের অভীষ্টদেব বলিয়াও মনে করেন ; যেমন উদ্ধবাদি) ; এই সকল ভক্তের সঙ্গে আমার বিশেষ একটা প্রীতির বন্ধন আছে—যাহার ফলে তাঁহারা আমার প্রতি পতি-পুত্র-সখাদির ভাব পোষণ করিয়া থাকেন ; এই প্রীতির বন্ধন আছে বলিয়াই কোনও সময়েই আমা হইতে বা আমার নিত্যধাম হইতে, কি স্ব-স্ব-ভাবানুকূলভাবে আমার সেবা হইতে তাঁহারা চ্যুত হয়েন না।

নিত্য-ভগবদ্ধামে ভক্তগণ যে ভগবানের প্রতি পতি-পুত্র-প্রভু-সখাদি ভাব পোষণ করিয়া সেই সেই ভাবের অনুকূল সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই এই শ্লোকে জানা গেল। এইরূপে এই শ্লোক পূর্ব্ববর্ত্তী ৯২ পয়ারের প্রমাণ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৬২)—

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্‌॥
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ ৭২

এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি॥ ৯৩
প্রীত্যঙ্কুরের—'রতি', 'ভাব',—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্‌॥ ৯৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সুহৃন্নিরপেক্ষহিতকারী মিত্রং সহবিহারীতি দ্বয়োর্ভেদঃ। তথাচ তৃতীয়ে শ্রীকপিলদেববাক্যম্‌। যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টমিতি॥ শ্রীজীব॥ ৭২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লো। ৭২। অন্বয়। সদোদ্‌যুক্তাঃ (সর্ব্বদা যত্নবান্‌ হইয়া—সর্ব্বদা উদ্যমের সহিত) যে (যাঁহারা) পতি-পুত্র-সুহৃদ্‌-ভ্রাতৃ-পিতৃবং (পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা বা পিতার ন্যায় মনে করিয়া) মিত্রবৎ (কিম্বা মিত্রের ন্যায় মনে করিয়া) হরিং (শ্রীহরিকে) ধ্যায়ন্তি (ধ্যান করেন—চিন্তা করেন) তেভ্যঃ অপি (তাঁহাদিগকেও) নমঃ নমঃ (নমস্কার, নমস্কার)।

অনুবাদ। যাঁহারা উদ্যমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে—পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা বা মিত্রের ন্যায় (মনে করিয়া) সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৭২

সুহৃৎ ও মিত্রে প্রভেদ এই যে, নিরপেক্ষভাবে হিতকারীকে—যিনি কোনও কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া উপকার করেন, তাঁহাকে—বলে সুহৃৎ; আর যিনি সর্ব্বদা একসঙ্গে বিহারাদি করেন, তাঁহাকে বলে মিত্র।

পূর্ব্বশ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকও ৯২ পয়ারের প্রমাণ।

৯৩। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে যথাবস্থিত-দেহ ও অন্তশ্চিন্তিত-দেহ দ্বারা যিনি রাগানুগামার্গে ভজন করেন, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি জন্মে। এস্থলে, প্রেম-অর্থেই প্রীতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমের অঙ্কুরাবস্থাকে রতি বা ভাব বলে। ভজনের দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি হয়; অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভজনাঙ্গে নিষ্ঠা জন্মে; নিষ্ঠার পরে রুচি, তারপর আসক্তি এবং আসক্তির পরে ভাব জন্মে। ভাবের গাঢ় অবস্থাকে প্রেম বলে। ভাবের ও প্রেমের লক্ষণ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

৯৪। **রতি, ভাব,** প্রীত্যঙ্কুর ও প্রেমাঙ্কুর—এই কয়টী শব্দই একার্থবাচক। **প্রীত্যঙ্কুর**—প্রীতির অঙ্কুর; প্রেমবিকাশের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা। **হয় দুই নাম**—রতি ও ভাব এই দুইটী প্রীত্যঙ্কুরেরই দুইটী নাম। **যাহা হৈতে**—যেই প্রীত্যঙ্কুর বা ভাব হইতে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কৃপায় রাগানুগা-ভজনের ফলে সাধকের চিত্তে প্রেমাঙ্কুর (ভাব) স্ফুরিত হয়; এই ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই প্রেম হয়। প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইলেই অভীষ্ট সেবা-লাভ একরূপ নিশ্চিত। যাঁহার প্রেম পর্য্যন্ত জন্মে, যথাবস্থিত-দেহত্যাগের পরে, তিনি—যে ব্রহ্মাণ্ডে তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলা হইতেছে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে আহিরীগোপের ঘরে ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। যোগমায়ার শক্তিতেই ইহা সম্পন্ন হইবে। তারপর সেখানে স্বীয় ভাবানুকূল নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গ-প্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, ভাবানুকূল রূপ-লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে, স্নেহ, মান ইত্যাদি প্রেম-বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে উত্থিত হইতে হইতে নিজের ভাবানুকূল স্তর পর্য্যন্ত উঠিলেই তিনি ভাব-যোগ্য সেবা লাভ করিতে পারিবেন। সাধক যদি কান্তা-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে প্রেম জন্মিবার পরে দেহত্যাগ হইলে, তিনি প্রকট-লীলা-স্থানে বৃষভানুপুরে আহিরী-গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জন্মিবেন; তারপর যথাসময়ে যাবটে তাঁহার বিবাহ হইবে। (বাস্তবিক, তাঁহার বিবাহ হইবে না; তাঁহার অনুরূপ যোগমায়া-কল্পিত একটী জীবন্ত মূর্ত্তির সহিতই কোনও গোপের বিবাহ হইবে; ইহাই তাঁহার বিবাহ বলিয়া তাঁহার এবং অপরাপর সকলের স্বপ্নবৎ একটা প্রতীতি জন্মিবে; এই প্রতীতিবশতঃই যাবটে তাঁহার স্বামী, শ্বশুড়ী-আদি

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন।
এই ত কহিল 'অভিধেয়'-বিবরণ ॥ ৯৫

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তথাকথিত কুটুম্বাদির প্রতীতিও জন্মিবে। কাজেই তিনি যথাসময়ে যাবটে আসিয়া তথাকথিত পতিগৃহে বাস করিতে থাকিবেন)। যাবটে আসিয়া বাস করার কালে, শ্রীরাধিকা-ললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী আদি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের সঙ্গের প্রভাবে এবং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও ঐ কৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে, তাঁহার প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। মহাভাব পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইলেই তিনি স্বীয় ভাবোচিত কৃষ্ণ-সেবা লাভ করিতে পারিবেন। ইহাই সংক্ষেপে রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা-নামক গ্রন্থের অভিমত। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—এই প্রীত্যঙ্কুর হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবা পাওয়া যায়।

জাতপ্রেম সাধকের লীলায় প্রবেশের ক্রমসম্বন্ধে আরও একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। কান্তাভাবের উপাসক-সম্বন্ধেই বলা হইতেছে, অন্যান্য ভাবের উপাসকগণের বিষয় ইহা হইতেই পাঠকগণ স্থির করিয়া লইবেন। সাধকদেহে সাধকের প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, প্রেমের পরিপাক স্নেহ-মান-প্রণয়াদি লাভ হইতে পারেনা। তথাপি পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ—জাতপ্রেম সাধকের দেহভঙ্গসময়ে, দেহভঙ্গের পূর্ব্বেই, সাধক-দেহে থাকিতে থাকিতেই সাধকের ভাবানুকুল পরিকরবৃন্দের সহিত একবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকেন—সাধক স্বপ্নেও, সাক্ষাদ্ ভাবেও, এই দর্শন পাইয়া থাকেন। তারপর, শ্রীনারদকে যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন—তদ্রূপ ঐ জাতপ্রেম সাধককেও তাঁহার অভীষ্ট গোপিকা-দেহ দিয়া থাকেন। পরে, দেহভঙ্গের পরে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাস্থানে, ঐ চিদানন্দময় দেহটীই যোগমায়া আহিরী-গোপীর গর্ভ হইতে প্রকট করেন। "রাগানুগীয়সম্যক্সাধননিরতায়োৎপন্ন-প্রেম্নে ভক্তায় চিরসময়ধৃতসাক্ষাৎসেবোৎকণ্ঠায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণীয় প্রাপ্তানুভাবকমলব্ধ-স্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সাকৃদ্দীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায় ইব চিদানন্দময়ী গোপিকাকারতত্তাবিতা তনুশ্চ দীয়তে। ততশ্চ বৃন্দাবনীয়প্রকট-প্রকাশে কৃষ্ণ-পরিকর-প্রাদুর্ভাব-সময়ে সৈবতনুঃ যোগমায়া গোপিকাগর্ভাদুদ্ভাব্যতে। উঃ নীঃ কৃঃ বঃ ৩১ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা।" প্রশ্ন হইতে পারে, জাতপ্রেম সাধক, দেহ-ভঙ্গের পরে, প্রথমে কি প্রকট-প্রকাশেই যান, নাকি অপ্রকট প্রকাশেই নীত হয়েন? এই সম্বন্ধে আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা বলেন—সাধক শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশের যোগেই লীলায় প্রবেশ করেন; অপ্রকট-প্রকাশের যোগে নহে। কারণ, সাধকের যথাবস্থিত-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে; কিন্তু স্নেহ-মান-প্রণয়াদি মহাভাবান্তদশা প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার গোপীত্ব সিদ্ধ হয় না; সুতরাং তিনি সেবাপ্রাপ্তির উপযোগীও হইতে পারেন না। অপ্রকট প্রকাশে সাধকদিগের প্রবেশের কথা শাস্ত্রে শুনা যায় না; কেবল সিদ্ধদিগেরই সে স্থানে প্রবেশের অধিকার। আবার প্রকট-প্রকাশেই নানাবিধ কর্ম্মি প্রভৃতি প্রপঞ্চ-লোকের সাধক এবং সিদ্ধদিগের প্রবেশের কথাই শুনা যায়। সুতরাং স্নেহ-মান-প্রণয়াদি লাভের নিমিত্ত, দেহভঙ্গের পরে জাতপ্রেম-সাধককে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশেই প্রথম সেবা-প্রাপ্তির জন্য জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অপ্রকট প্রকাশ হইল কেবলই সিদ্ধভূমি।

বিশেষতঃ, অপ্রকট-প্রকাশে কাহারও জন্ম নাই; অযোনিজত্বও নরত্বের পরিচায়ক নহে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিন্তু নরলীলা; নরলীলার উপযোগী দেহ না পাইলে, কেহই এই লীলার সেবা পাইতে পারে না। লক্ষ্মীই তাহার প্রমাণ। সুতরাং নরত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত জন্ম এবং পরকীয়াত্ব-সিদ্ধির নিমিত্ত পতি-শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতির অস্তিত্বের অভিমান পাইতে হইলে আদৌ প্রকট প্রকাশেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়স্য প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশ-দর্শনেন চ জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধভূমি-

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৯৭

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশ-পরিচ্ছেদঃ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ত্বাং স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বস্বসাধনৈরপি ন তূর্ণং ফলন্ত্যতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তাস্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনস্থ প্রকাশে এব শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তৎপ্রথমপ্রাপণার্থং নীয়ন্তে। তস্থ সাধকানাং নানাবিধ-কর্ম্মি-প্রভৃতি-প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেন অনুমিতাৎ সাধকসিদ্ধভূমিত্বাৎ তত্রোৎপত্ত্যনন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্ভাবসিদ্ধ্যর্থমিতি। * * * * নরলীলস্য কৃষ্ণস্য গোপিকাভিরপি নরজাতিভিরেব ক্রীড়া প্রসিদ্ধা তচ্চ মুখ্যং নরত্বম-যোনিজত্বে সতি ন সিদ্ধ্যেদিতি॥ উঃ নীঃ কৃঃ বঃ ৩১-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা।

যে সময়ে প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় আহিরী-গোপের ঘরে জাত-প্রেম-সাধকের জন্ম হইবে, ঠিক সেই সময় প্রকট-নবদ্বীপলীলাস্থানেও ব্রাহ্মণের বা অপরের গৃহে এক স্বরূপে তাঁহার জন্ম হইবে। সেস্থানেও নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গাদির ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে তাঁহার ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং শ্রীবৃন্দাবনলীলা উভয়ই যখন নিত্য, আর প্রকট লীলাও যখন নিত্য (২।২০।৩১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), তখন জাতপ্রেম সাধকের যথাবস্থিত দেহত্যাগের সময়ে কোনও না কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলা প্রকট থাকিবেই; সুতরাং জাতপ্রেম-সাধককে দেহত্যাগের পরে নিত্যলীলায় প্রবেশের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতেও হইবে না।

বৈধীভক্তি হইতেও প্রীত্যঙ্কুর এবং প্রেম জন্মিতে পারে। কিন্তু এই প্রেমের সঙ্গে রাগানুগা হইতে উন্মেষিত প্রেমের পার্থক্য আছে। বিধিমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম শ্রীভগবানের মহিমা-জ্ঞানযুক্ত; আর রাগানুগামার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম কেবল মাধুর্য্যময়। "মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসারিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ ২।৮।১৮২॥" বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ হয়। "বিধিমার্গে-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥ ১।২।১৫॥" যদি মধুরভাবে লোভ থাকে, অথচ ভজন বিধিমার্গানুসারেই করা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীসত্যভামার ঐক্য-হেতু, দ্বারকায় স্বকীয়াভাবে সত্যভামার পরিকররূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান লাভ হইবে। "মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমার্গেণ ভজনে দ্বারকায়াং শ্রীরাধাসত্যভাময়োরৈক্যাৎ সত্যভামাপরিকরত্বেন স্বকীয়াভাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥" আর শুদ্ধরাগমার্গের ভজন হইলে, ব্রজে পরকীয়াভাবে শ্রীরাধিকার পরিকররূপে শুদ্ধ-মাধুর্য্যজ্ঞানই লাভ হইবে। "রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি॥ রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥"

সাধারণতঃ, মায়াবদ্ধ জীবের ভজন বিধিমার্গেই আরম্ভ হয়; বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতে মহৎ-কৃপাজাত কোনও এক পরম সৌভাগ্যের উদয় হইলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার জন্য লোভও জন্মিতে পারে; এই লোভ যখন জন্মিবে, তখনই সাধকের ভজন রাগানুগার রূপ ধারণ করিবে। যাঁহাদের এইরূপ লোভ জন্মেনা, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদেরই মহিমা-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।